গবেষণার শিরোনাম

প্রতিবন্ধীদের অধিকার সংরক্ষণে রাষ্ট্রের ভূমিকা - প্রসঙ্গ বাংলাদেশ

"The Role of State in Ensuring the Rights of the Disabled People - Bangladesh Perspective"

GIFT

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ থেকে এম. ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

429302

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

মোহাম্মদ সারোয়ার হোসেন খান
রেজি. নং- ২২৩
শিক্ষাবর্ষ ১৯৯৭- ৯৮
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
জুন, ২০০৭

M.

429302

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার শিরোনাম

প্রতিবন্ধীদের অধিকার সংরক্ষণে রাষ্ট্রের ভূমিকা - প্রসঙ্গ বাংলাদেশ

"The Role of State in Ensuring the Rights of the Disabled People - Bangladesh Perspective"

তত্ত্বাবধায়ক

ডঃ দিল রওশন জিন্নাত আরা নাজনীন
অধ্যাপক ও চেয়ারপার্সন
শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

429902

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

গবেষক

মোহাম্মদ সারোয়ার হোসেন খান
রেজি. নং- ২২৩
শিক্ষাবর্ষ ১৯৯৭- ৯৮
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Library
429902

Dr. Dil Rowshan Zinnat Ara Nazneen
Professor and Chairperson
Department of Peace and Conflict Studies
Dhaka-1000, Bangladesh

Dhaka University Institutional Repository

E-mail: duregstr@bangla.net
Fax: 880-2-8615583
Phone: 880-2-8612792 (Res.)

প্রত্যয়ন পত্র

মোহাম্মদ সারোয়ার হোসেন খান, এম ফিল ২য়পর্ব, রেজি নং ২২৩, শিক্ষাবর্ষ ১৯৯৭- ৯৮, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক এম. ফিল ডিগ্রীর জন্য দাখিলকৃত "প্রতিবন্ধীদের অধিকার সংরক্ষণে রাষ্ট্রের ভূমিকা - প্রসঙ্গ বাংলাদেশ " শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়েছে।

মোহাম্মদ সারোয়ার হোসেন খান সততা ও নিষ্ঠার সাথে গবেষণা কর্মের বিভিন্ন কাজ ধারাবাহিকভাবে সম্পন্ন করেছেন। তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, অনুসন্ধিৎসা ও কঠোর পরিশ্রমের প্রয়াস অত্যন্ত প্রশংসনীয়। প্রতিবন্ধীদের উপর এই প্রথম একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গবেষণা কাজ সম্পন্ন হ'ল।

এই অভিসন্দর্ভটি অথবা এর কোন অংশ কোন ডিগ্রী অথবা প্রকাশনার জন্য কোথাও উপস্থাপিত হয়নি।এটি সম্পূর্ণ গবেষকের নিজস্ব প্রচেষ্টার ফল। অভিসন্দর্ভটি কতৃপক্ষের নিকট জমা দেয়ার অনুমোদন দেয়া হ'ল।

29/05/07

তত্ত্বাবধায়ক
ডঃ দিল রওশন জিন্নাত আরা নাজনীন
অধ্যাপক ও চেয়ারপার্সন
শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

423902

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

মুখবন্ধ

প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর সম-অধিকার, সম-অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে তাদের সমস্যাবলী নিরসন কল্পে আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের অগ্রণী ভূমিকা অত্যাবশক। তাদের অধিকার নিশ্চিত করণ ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে মূলস্রোত ধারায় অংশ গ্রহণ অধিকার সংরক্ষণ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বার্থ-সুরক্ষায় রাষ্ট্রের বিভিন্ন গৃহীত পদক্ষেপ এবং বাস্তবায়নের ব্যাপারে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করবে।

"প্রতিবন্ধীদের অধিকার সংরক্ষণে রাষ্ট্রের ভূমিকা -প্রসঙ্গ বাংলাদেশ"

এই অভিসন্দর্ভটি তাদের সম-অধিকার, সম-সুযোগ, সুপ্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের ইতিবাচক ভাবধারা, দৃষ্টিভঙ্গী আস্থাশীল মনোভাব গড়ে উঠবে। তাদের সাফল্যের পথে অভিসন্দর্ভটি উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যোগাবে এবং মানুষের চেতনাকে নব স্পৃহায় জাগ্রত করবে। সম-অধিকার, সম-সুযোগ বঞ্চিত নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বাস্তব চিত্রটি এই অভিসন্দর্ভটিতে আলোচিত হয়েছে । বিভিন্ন পেশার শতাধিক প্রতিবন্ধী -অপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ, মন্তব্য, পরামর্শ এখানে স্থান পেয়েছে। প্রথমবারের মত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সম্বলিত অভিসন্দর্ভটি অন্যান্যদেরও প্রতিবন্ধী ও প্রতিবন্ধীতা নিয়ে কাজ করার ব্যাপারে সুযোগ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে উচ্চতর ডিগ্রী ও গবেষণার দ্বার উন্মুক্ত করবে। বিশেষ করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উচ্চতর ডিগ্রী লাভের ক্ষেত্রে এটি মাইলফলকের ভূমিকা পালন করবে।

অভিসন্দর্ভের বিশ্লেষণমূলক আলোচনা অধিকতর ধারণযোগ্য উন্নয়ন প্রক্রিয়া স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। সমালোচনামূলক আলোচনা ও সুপারিশের ভিত্তিতে উন্নয়নমূলক সম-অধিকার, সম-সুযোগ সৃষ্টির ব্যাপারে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে। ফলশ্রুতিতে উপকৃত হবে বিশাল প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী।

Dakha University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সর্বপ্রথমেই কৃতজ্ঞতা জানাই মহান সৃষ্টিকর্তাকে, যার অশেষ মেহেরবানীতে নিরবচ্ছিন্নভাবে গবেষণা কর্মটি সম্পাদন কল্পে লেখককে সার্বিক সুস্থতা ও সফলতা দান করেছেন এবং এ অভিসন্দর্ভটিকে এম.ফিল ডিগ্রী, রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপন করা সম্ভবপর হয়েছে।

"প্রতিবন্ধীদের অধিকার সংরক্ষণে রাষ্ট্রের ভূমিকা-প্রসঙ্গ বাংলাদেশ" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি প্রণয়নে গবেষণা কার্যে বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে এ বিষয়ে কাজ করার জন্য লেখককে তত্ত্বাবধান করেছেন, অধ্যাপক ডঃ দিল রওশন জিন্নাত আরা নাজনীন, বর্তমানে শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। আন্তরিক ভাবে উৎসাহ জুগিয়ে, মনোবল বৃদ্ধি করে কাজটি করার ব্যাপারে নিরবচ্ছিন্ন সহায়তা, সহযোগীতা, মূল্যবান পরামর্শ ও নির্দেশনা দেয়ার জন্য শ্রদ্ধাভরে গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। অধ্যাপক ডঃ দিল রওশন জিন্নাত আরা নাজনীন এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এবং সার্বিক সহযোগীতার কারণে এই দূরূহ কাজটি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে, এ জন্য তাঁর কাছে আমি চিরঋণী।

শিরোনাম নির্বাচন ও বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধিতে যার আন্তরিক সহযোগীতা ও সুপরামর্শ এবং সঠিক দিক নির্দেশনায় এই অভিসন্দর্ভটি সাবলীল হয়েছে তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই অধ্যাপক ডঃ ডালেম চন্দ্র বর্মন, শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

শ্রদ্ধাভরে ধন্যবাদ জানাই, বিভাগীয় চেয়ারম্যান, অধ্যাপক ডঃ আব্দুল ওদুদ ভূঁইয়া, যার গঠনমূলক পরামর্শ ও নিরবচ্ছিন্ন অনুপ্রেরণায় এই গবেষণা কাজটি পূর্ণাঙ্গতা পেয়েছে।

গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই, রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের সকল শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও শিক্ষিকা মন্ডলীদের যাদের সহানুভূতিশীল সহযোগীতা ও উৎসাহ আমাকে সার্বক্ষণিক অনুপ্রেরনা যুগিয়েছেন গবেষণা কাজটির সফল সমাপ্তিতে।

এই অভিসন্দর্ভটিকে তথ্য সমৃদ্ধ ও উপস্থাপন যোগ্য করার জন্য যাদের আন্তরিক সহযোগিতা রয়েছে, ধন্যবাদ জানাই বন্ধুবর আব্দুস সবুর খান, সহকারী অধ্যাপক, ফার্সী সাহিত্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং মোঃ সালাউদ্দিন সেখ, সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ, কিশোরগঞ্জ মহিলা কলেজ কে।

Dhaka University Institutional Repository

রেকর্ডিং এ সহায়তার জন্য আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই মোঃ নুরুল হক, সহকারী অধ্যাপক, হিসাব বিজ্ঞান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, শাহানা নাসরিন মণি, প্রভাষক, রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ, মাধবদী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, মাহমুদা বেগম অলকা এবং শারলিন সুলতানা কে যারা আমার গবেষণা কাৎজটির সূচনালগ্ন থেকে রেকডিং এ সহায়তা করেছে ।

ব্রেইল থেকে হস্তমুদ্রণে যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সহযোগীতায় লেখাটি গতিশীলতা পেয়েছে, হৃদয় উৎসারিত ধন্যবাদ জানাই- আব্দুল কাদের ফকির, ফারজানা তাবাস্সুম, সালমা আক্তার ও মৌসুমী আখতারকে এবং আমার সহধর্মিনী মোছাঃ মাজেদা খাতুন মুন, কে।

ছবি স্ক্যানিং ও সন্নিবেশনে ধন্যবাদ জানাই, নাজমুন নাহার তনু, প্রভাষক, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ও মোঃ মাসুদ করিম অভিক, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কেন্দ্র।

গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, যাদের লেখা, এই গবেষণা কার্য সম্পাদনে সহায়তা ও সমৃদ্ধ করেছে এবং জরিপ কাজে সাক্ষাৎকার ও বিভিন্ন তথ্য প্রদান করে যারা মূল্যবান সময় দিয়ে সহযোগীতা করেছেন তাদের নিকট। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে কর্মরত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞ। অভিসন্দর্ভটি প্রণয়নে যারা আমাকে অকুণ্ঠ সমর্থন, বিভিন্ন ভাবে সহযোগীতা, সুপরামর্শ ও দিক নির্দেশনা দিয়ে উৎসাহ যুগিয়েছেন তাদের প্রতি আমি আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞ। এছাড়াও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এম.ফিল সংশ্লিষ্ট সকলকেই।

পরিশেষে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই, মা ও বাবাকে যাদের অবদানে আজকের আমি, ধন্যবাদ আমার ভাই বোনদের এবং পরিবারের ও আত্মীয় স্বজনদের, এই গবেষণা কর্ম সম্পাদনে যাদের নিঃস্বার্থ অবদান রয়েছে।

-লেখক-

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

আমার সহধর্মিনি মোছাঃ মাজেদা খাতুন মুনকে,
যার অক্লান্ত পরিশ্রম ও অনুপ্রেরণা এবং সাহসের
ফলে আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে
এই দুরুহ কাজটি সম্পন্ন করা।

Dhaka University Institutional Repository

সারসংক্ষেপ (Abstract)

প্রতিবন্ধীদের অধিকার সংরক্ষণে রাষ্ট্রের ভূমিকা - প্রসঙ্গ বাংলাদেশ

"The Role of State in Ensuring the Rights of the Disabled People - Bangladesh Perspective"

তত্ত্বাবধায়ক
ডঃ দিল রওশন জিন্নাত আরা নাজনীন
অধ্যাপক ও চেয়ারপার্সন
শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক
মোহাম্মদ সারোয়ার হোসেন খান
রেজিঃ নং- ২২৩
শিক্ষা বর্ষ ১৯৯৭-৯৮
রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
তারিখঃ ০৬.০৬.০৭

Dhaka University Institutional Repository

সার-সংক্ষেপ

প্রবেশকঃ অনগ্রসর পশ্চাৎপদ বিশাল একটি প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী উন্নয়নের কর্মবিকাশ ও ধারাবাহিক অংশগ্রহণ এবং মূল কর্মকান্ডে প্রবেশের অধিকার থেকে বঞ্চিত। সাফল্য অর্জনের পিছনে নানাবিধ ও সমস্যা, কুসংস্কার, সীমাবদ্ধতা, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা নিরসনকল্পে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে সরকারের ধীরগতি লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষা থেকে শুরু করে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের বিষয়টি সহজসাধ্য নয় এমনকি সকল কর্মক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা হয়নি। উত্তরণের পদে পদে মূলস্রোতধারায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বাধা বিঘ্ন ও বৈষম্যের স্বীকার। একটি জাতির উন্নয়নের অগ্রগতি বোঝা যায় শিক্ষার উন্নয়ন থেকে, বিশাল প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী শিক্ষার অগ্রগতির বিষয়টি থেকে সহজেই অনুমেয় তাদের অবস্থা কতটা লাজুক ও ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে অতিবাহিত। তাদের বিকাশ পথ মোটেই সহজ সাধ্য সাবলীল ও মসৃণ নয়। এ পর্যন্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে যতটুকু সাফল্য অর্জিত হয়েছে তার জন্য কোন কোন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে মানবতার সর্বোচ্চ দ্বার পর্যন্ত পৌঁছাতে হয়েছে।

মুষ্টিমেয় ব্যক্তিবর্গ সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কঠোর পরিশ্রমের ফলশ্রুতিতে অর্জিত হয়েছে কিছুটা সাফল্য। যা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে মোটেই যথেষ্ট নয়। তাদের জন্য গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ মূলকর্মকান্ড প্রবেশের ক্ষেত্রে এবং সম অধিকার নিশ্চিত করার ব্যাপারে অগ্রগতির চাকাটি সচল নয়। তাদের ব্যাপারে রাষ্ট্র ও সরকারের উদ্যোগে সচেতন নামক বৃক্ষটি থেকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাঁধা বৈষম্য দূর করে গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টিতে আশানুরূপ ফল প্রাপ্তি ঘটেনি।

প্রতিনিধিত্বমূলক অংশগ্রহণঃ রাজনীতি, অর্থনীতি বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ, প্রযুক্তিগত ব্যবহার ইত্যাদি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সুসংরক্ষিত না হওয়ার আধুনিক বিশ্বায়নের যুগে পার্শ্ববর্তী দেশ গুলোর সাথে আমাদের দেশের বিশাল প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

অভিসন্দর্ভটি রচনাকালে বিভিন্ন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাক্ষাৎদান ও তথ্য প্রাপ্তি থেকে জানা যায় তাদের মধ্যে যথেষ্ট প্রতিভা, দক্ষতা, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, মেধা-মনন ও সম্ভাবনা রয়েছে। এর যথাযথ মূল্যায়ন করে সঠিক ভাবে প্রয়োগ করা গেলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সম-অধিকার, সম-সুযোগ, সম-অংশ গ্রহণ,

Dhaka University Institutional Repository

সম-শিক্ষা সকল কর্মকান্ডে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে তুলে ধরে গবেষণাটিতে বিভিন্ন অধ্যায় যথাসাধ্য বিশ্লেষণ ও দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্য সূত্র, তথ্য পুঞ্জি, সংবাদ পত্র, পরামর্শ, মতবিনিময় এবং আমার অভিজ্ঞতার আলোকে ৯টি অধ্যায় সন্নিবেশিত করা সম্ভব হয়েছে।প্রতিটি অধ্যায় তত্ত্বাবধায়কের প্রত্যক্ষ নির্দেশনা, পরামর্শ ও আলোচনার ভিত্তিতে তাদের গুরুত্ব তুলে ধরে প্রনীত হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে-ভূমিকায় উপস্থাপিত হয়েছে বিভিন্ন বিষয়ে সংক্ষিপ্ত যৌক্তিকতা উদ্দেশ্যসমূহ, গবেষণার গুরুত্ব, গবেষণার সীমাবদ্ধতা, ঢাকা ভিত্তিক এলাকা।

দ্বিতীয় অধ্যায়- প্রতিবন্ধীদের সংজ্ঞা প্রকৃতি এবং সংক্ষিপ্ত পরিসংখ্যান- এখানে তুলে ধরা হয়েছে সংজ্ঞা, প্রকারভেদ, বিভিন্ন সমীক্ষা।

তৃতীয় অধ্যায়- সমাজে ভাবমূর্তি অবস্থানগত বিশ্লেষণ ও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর সমস্যা, বর্ণিত হয়েছে সমাজে অবস্থানগত ভাবমূর্তি বিশ্লেষণ, নানাবিধ সমস্যা যেমনঃ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষা, শিক্ষা পদ্ধতি, স্ব-স্ব সহায়ক উপকরণ, লাইব্রেরী ব্যবহারের সমস্যা, অভিগম্যতা, যোগাযোগ ট্রাফিক আইন, কর্মে সীমাবদ্ধতা, কোটা পদ্ধতি, বয়স শিথিলতা, মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ঘোষণা, বি.সি.এস সম্পর্কিত, আইনী সহায়তা, দূর্যোগ, আদমশুমারী, পরিচয়পত্র, নির্বাচনী ইসতেহার, মানবাধিকার, তথ্যকেন্দ্র, নারী, সুচিকিৎসা, স্বরণীয়স্তম্ভ, টাকা নিয়ে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের সমস্যা, গণমাধ্যম, সচেতনতা, প্রতিষ্ঠানগত সমস্যার চিত্র, পূনর্বাসন।

চতুর্থ অধ্যায়-গৃহীত পদক্ষেপ বিভিন্ন ঘোষণাও সরকারের করনীয়- গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ, বিভিন্ন ঘোষণা এবং সরকারের করণীয় ব্যাপারে ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়- প্রতিবন্ধীদের সমাজ-মনস্তাত্বিক সমস্যা বিশ্লেষণ, প্রতিবন্ধী শিশু ও সমাজে তার গ্রহণযোগ্যতা, অবস্থান এবং মানসিক অবস্থা, রাষ্ট্রের ভূমিকা, আন্তব্যক্তিক সম্পর্ক, প্রতিভার মূল্যায়ন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সীমাবদ্ধতা, রাষ্ট্রের কর্তব্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়-প্রতিবন্ধীদের আর্থ রাজনৈতিক সমস্যা, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক,সাংস্কৃতি।

সপ্তম অধ্যায়- প্রতিবন্ধী ও রাষ্ট্রঃ প্রসঙ্গ বাংলাদেশ, জাতীয় আর্ন্তজাতিক অঙ্গীকার, শিশু সনদ, বিভিন্ন ঘোষণা।

অষ্টম অধ্যায়- গবেষণার তথ্য বিশ্লেষনের ভিত্তিতে ও প্রাপ্ত জরিপ ফলাফল, তিরিশটি প্রশ্ন সম্বলিত একটি প্রশ্নমালার মাধ্যমে বিভিন্ন পেশার ব্যক্তিদের নিকট থেকে স্বাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে বিশ্লেষণ ভিত্তিক জরিপ কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

নবম অধ্যায়- সুপারিশমালা, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নের কথা বিবেচনা করে বর্তমান ও ভবিষ্যত সুদূর পরিকল্পনার জন্য এক গুচ্ছ সুপারিশমালা উপস্থাপিত হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্যঃ

১. প্রতিবন্ধীদের সমন্ধে মানুষের মনোভাব জানা এবং তারা সমান সুযোগ পেলে সমাজ উন্নয়নেও অবদান রাখতে সচেষ্ট হতো কিনা তা জানা।

২. কিছুটা হলেও সমসুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত প্রতিবন্ধীরা সমাজে কী ভূমিকা পালন করছে তা জানা।

৩. মৌলিক অধিকার হতে বঞ্চিত প্রতিবন্ধীরা সমাজে কী ভূমিকা পালন করছে তা জানা।

৪. প্রতিবন্ধীদের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণে রাষ্ট্রের ভূমিকা সম্পর্কে জানা।

৫. প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে জানা ।

৬. প্রতিবন্ধীদের শ্রেনী বিন্যাস করা।

৭. সংবিধানে প্রতিবন্ধীদের অবস্থান ও মৌলিক অধিকার সম্পর্কে জানা।

৮. সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহ প্রতিবন্ধীদের জন্য কী করছে তা জানা।

৯. রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পর্যায়ে প্রতিবন্ধীদের মর্যাদা কোন অবস্থায় রয়েছে তা জানা।

গবেষণার ক্ষেত্রঃ শিক্ষা, কর্ম, প্রতিবন্ধী উন্নয়ন বিষয়ক সকল ক্ষেত্রে।

গবেষণা সহায়িকাঃ

- প্রতিবন্ধীদের বিষয়ক পুস্তকাদি ।
- বিভিন্ন ব্যক্তিদের লেখা প্রবন্ধ।
- বিভিন্ন সংবাদ পত্র।
- Statistical Pocket book .
- বিভিন্ন নথিপত্র ও পরিসংখ্যান
- ছবি সন্নিবেশিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণা পদ্ধতি

- ❖ জরিপ পদ্ধতি
- ❖ সাক্ষাৎকার পদ্ধতি
- ❖ বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ

কর্মপ্রবাহের সময়কালঃ

- ❖ বিষয় নির্ধারণ
- ❖ প্রশ্নমালা প্রণয়ন
- ❖ তথ্য সংগ্রহ
- ❖ তথ্য বিশ্লেষণ
- ❖ গবেষণা সার্বিক প্রতিবেদন প্রস্তুত

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
প্রত্যয়ন পত্র	i
মুখবন্ধ	ii
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	iii
উৎসর্গ	v
সারসংক্ষেপ	vi
সূচীপত্র	x
ছকের তালিকা	xvi
চিত্রের তালিকা	xvii
চিত্রলেখ-র তালিকা	xviii
পরিশিষ্টের তালিকা	xix
প্রথম অধ্যায় ভূমিকা	১
১.১ ভূমিকা	১
১.২ জাতিসংঘ সমীক্ষা	৩
১.৩ নীতিমালা ও আইন	৪
১.৪ নেতৃত্ব প্রদান	৭
১. ৫ গবেষণা এলাকা সম্পর্কিত তথ্য	৭
১.৫.১ জনসংখ্যার বিবরণ	৭

Dhaka University Institutional Repository

১.৫.২ বাংলাদেশের আয়তন ৭

১.৬ গবেষণা কাজের যৌক্তিকতা ৭

১.৭ উদ্দেশ্য ৮

১.৮ গবেষণা পদ্ধতি ৮

১.৯ গবেষণার গুরুত্ব ৯

১.১০ গবেষণার সীমাবদ্ধতা ৯

১.১১ সমসাময়িক সাহিত্য পর্যালোচনা ৯

১.১২ উপসংহার ১০

দ্বিতীয় অধ্যায় প্রতিবন্ধীদের সংজ্ঞা প্রকৃতি - সংক্ষিপ্ত পরিসংখ্যান

২.১ ভূমিকা ১১

২.২ সংজ্ঞা, প্রকৃতি ১২

২.২.১ 'প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা ১৯৯৫' অনুযায়ীঃ ১২

২.২.২ 'প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন ২০০১' অনুযায়ী ১২

২.২.৩ " ব্যতিক্রম ধর্মী শিশু "বই অনুযায়ী, দৃষ্টি প্রতিবন্ধীর সংজ্ঞা ১৪

২.৩ পরিসংখ্যান ১৭

২.৪ উপসংহার ২৪

তৃতীয় অধ্যায় সমাজে ভাবমূর্তি ও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর সমস্যা

৩.১ ভূমিকা ২৫

৩.২ সমাজে প্রতিবন্ধীদের ভাবমুর্তি ও অবস্থা ২৫

৩.৩ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমস্যাবলী ২৮

৩.৪ শিক্ষা ২৮

৩.৫ ২০০১ সালে সরকার কতৃক ঘোষিত একীভূত শিক্ষা পদ্ধতি ৩০

৩.৬ প্রতিবন্ধী শিশুদের মূলধারার শিক্ষা ব্যবস্থায় একীভূত করণের প্রধান প্রতিবন্ধকতা সমূহ ৩১

Dhaka University Institutional Repository

৩.৭ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী	৩২
৩.৮ শারীরিক প্রতিবন্ধী	৩৯
৩.৯ শ্রবণ প্রতিবন্ধী	৪৪
৩.১০ বুদ্ধি প্রতিবন্ধী	৫৩
৩.১১ বিশেষ শিক্ষা শিক্ষক প্রশিক্ষণ	৫৭
৩.১২ গ্রন্থাগার বা লাইব্রেরী ব্যবহারের সমস্যা	৫৭
৩.১৩ প্রতিবন্ধী মানুষের অভিগম্যতা বিষয়ে মৌলিক অধিকার এবং জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক অঙ্গীকার	৫৮
৩.১৪ প্রবেশগম্যতা ও যোগাযোগ সমস্যা	৫৮
৩.১৫ ট্রাফিক আইনের সুযোগ	৫৯
৩.১৬ কর্মে সীমাবদ্ধতা	৬১
৩.১৭ কোটা পদ্ধতি	৬২
৩.১৮ বয়সসীমা শিথিলতা	৬৩
৩.১৯ মৌখিক পরীক্ষার গ্রহণের ঘোষণা	৬৩
৩.২০ বি, সি, এস পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে ক্যাডারভূক্ত চাকুরী লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত	৬৪
৩.২১ আইনী সহায়তা	৬৪
৩.২২ দূর্যোগ	৬৪
৩.২৩ আদমশুমারি	৬৬
৩.২৪ নির্বাচনী ইসতেহার	৬৭
৩.২৫ পরিচয় পত্র	৬৭
৩.২৬ প্রতিবন্ধী বিষয়ক তথ্য কেন্দ্র	৬৭
৩.২৭ মানবাধিকার	৬৮
৩.২৮ প্রতিবন্ধীদের অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘ সিদ্ধান্ত (১৯৭৫)	৬৯
৩.২৯ এসকাপ ঘোষণাপত্র (১৯৯৩)	৬৯
৩.৩০ নারী	৬৯

Dhaka University Institutional Repository

	৩.৩১ সুচিকিৎসার অভাব	৭১
	৩.৩২ স্মরণীয় তত্ত্ব	৭২
	৩.৩৩ টাকা নিয়ে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের সমস্যা	৭২
	৩.৩৪ গণমাধ্যম	৭৩
	৩.৩৫ সংবাদপত্র	৭৩
	৩.৩৬ সচেতনতার বিকাশ এবং মনোভাব পরিবর্তন	৭৪
	৩.৩৭ প্রতিষ্ঠানগত সমস্যার চিত্র	৭৫
	৩.৩৮ সরকারী পূর্ণবাসন কেন্দ্রের একটি সীমাবদ্ধ চিত্র	৭৬
	৩.৩৯ উপসংহার	৮১
চতুর্থ অধ্যায়	গৃহীত পদক্ষেপ,বিভিন্ন ঘোষণা ও সরকারের করনীয়	
	৪.১ ভূমিকাঃ	৮২
	৪.২ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ ও ঘোষণা সমূহ	৮২
	৪.৩ সরকারের করনীয়	৯০
	৪.৪ উপসংহার	৯৫
পঞ্চম অধ্যায়	প্রতিবন্ধীদের সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা বিশ্লেষণ	
	৫.১ ভূমিকা	৯৬
	৫.২ প্রতিবন্ধী শিশু, পরিবারে তার অবস্থান, অবহেলা এবং তার মানসিক সমস্যার সৃষ্টি	৯৬
	৫.৩ প্রতিবন্ধী শিশু ও সমাজে তার গ্রহনযোগ্যতা, অবস্থান এবং মানসিক অবস্থা	৯৮
	৫.৪ সমাজে অবস্থান ও মানসিক অবস্থা	১০৩
	৫.৫ প্রতিবন্ধী শিশুর মানসিক অবস্থা	১০৫
	৫.৬ রাষ্ট্রের ভূমিকা	১০৬
	৫.৭ শিশু বিষয়ক বিভিন্ন অনুষ্ঠান	১০৯
	৫.৮ প্রতিবন্ধী শিশু এবং তার মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার বিশ্লেষণ	১০৯
	৫.৯ রাষ্ট্রে একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অবস্থান, অধিকার এবং অবহেলা	১১৩

Dhaka University Institutional Repository

	৫.১০	আন্তব্যক্তিক সর্ম্পক	১১৬
	৫.১১	প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রতিভার মূল্যায়ন	১১৮
	৫.১২	প্রতিভা বিকাশে সীমাবদ্ধতা	১১৮
	৫.১৩	প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রতি রাষ্ট্রের কর্তব্য	১২১
	৫.১৪	উপসংহার	১২২
ষষ্ঠ অধ্যায়	প্রতিবন্ধীদের আর্থ রাজনৈতিক সমস্যা		
	৬.১	ভূমিকা	১২৩
	৬.২	অর্থনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত	১২৩
	৬.৩	অর্থনৈতিক	১২৪
	৬.৪	রাজনৈতিক	১২৫
	৬.৫	সাংস্কৃতি	১২৭
	৬.৬	অভিজ্ঞতা ও নৈপূন্য	১২৯
	৬.৭	উপসংহার	১৩১
সপ্তম অধ্যায়	প্রতিবন্ধী ও রাষ্টঃ প্রসঙ্গ বাংলাদেশ		
	৭.১	ভূমিকা	১৩২
	৭.২	প্রতিবন্ধী শিশুর অধিকার সংরক্ষণে রাষ্ট্রের ভূমিকা	১৩৩
	৭.৩	বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রের ভূমিকা	১৩৪
	৭.৪	শিক্ষা প্রতিটি শিশুর মৌলিক ও মানবিক অধিকার	১৩৫
	৭.৫	প্রতিবন্ধী শিশুদের মূলধারার শিক্ষা ব্যবস্থায় একীভূত করণের প্রধান প্রতিবন্ধীকতা সমূহ	১৩৫
	৭.৬	মূলধারার শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রতিবন্ধী শিশুদের একীভূত কারণের ধাপ সমুহ	১৩৬
	৭.৭	শিশু অধিকার সনদে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র সমূহের দায়িত্ব	১৩৮
	৭.৭	রাষ্ট্র কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য জাতিসংঘের ৪৮ তম সাধারণ সভায় প্রতিবন্ধীদের সমসুযোগ	১৩৮
	৭.৯	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘের ঘোষণা	১৩৯

Dhaka University Institutional Repository

	৭.১০ সুযোগের সমতা বিধান	১৪১
	৭.১১ ১৯৭৫ সালের মানবাধিকার ঘোষণা এবং ১৯৯৩ সালে এসকাপ কর্তৃক ঘোষণা	১৪১
	৭.১২ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সম্বলিত আর্ন্তজাতিক কনভেনশন অনুমোদন ১৩ ডিসেম্বর ২০০৬	১৪২
	৭.১৩ বিভিন্ন ঘোষণা	১৪৩
	৭.১৪ বাংলাদেশ সংবিধানে প্রতিবন্ধীদের অবস্থান	১৪৩
	৭.১৫ উপসংহার	১৪৮
অষ্টম অধ্যায়	গবেষণার তথ্য বিশ্লেষনের ভিত্তিতে প্রাপ্ত জরিপ ফলাফল	
	৮.১ ভূমিকা	১৪৯
	৮.২ জরিপ ফলাফল	১৫০
	৮.৩ উপসংহার	১৮০
নবম অধ্যায়	সুপারিশ মালা	
	৯.১ ভূমিকা	১৮১
	৯.২ সুপারিশ মালা	১৮১
	৯.৩ উপসংহার	১৮৯
গ্রন্থপুঞ্জী		১৯০

Dhaka University Institutional Repository

ছকের তালিকা

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং.
১	ধরন ও লিঙ্গ অনুসারে এক হাজারে প্রতিবন্ধীদের তালিকা	১৭
২	লিঙ্গ ও ধরন অনুসারে ১৯৯৪ ও ২০০০ সালের প্রতিবন্ধীদের মধ্যে তুলনা	১৮
৩	লিঙ্গ অনুসারে প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসা সেবা-২০০০	১৯
৪	প্রতিবন্ধীর কারণ- ২০০০	২০
৫	লিঙ্গ অনুসারে সর্বোচ্চ ২০টি মৃত্যুর কারণ	২১
৬	প্রতিবন্ধীদের শতকরা (টাকায়) চিকিৎসা ব্যয়ের হিসাব-২০০	২২
৭	প্রতিবন্ধী মহিলাদের বয়স (১০-৪৯) অনুসারে পরিবার পরিকল্পনার গ্রহণের পদ্ধতির হার	২২

Dhaka University Institutional Repository

চিত্রের তালিকা

চিত্র নং.	বিষয়	পৃষ্ঠা নং.
১	আধুনিক কম্পিউটারাইজড ব্রেইল প্রেস	৩৫
২	ক. থার্মোফর্ম মেশিনের মাধ্যমে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের বুঝার উপযোগী প্রস্তুতকৃত ব্রেইল কপি	৩৭
২	খ. থার্মোফর্ম মেশিনের মাধ্যমে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের বুঝার উপযোগী প্রস্তুতকৃত ব্রেইল কপি	৩৭
৩	সহায়ক উপকরণ ক. ফোল্ডিং হুইলচেয়ার	৪২
৩	সহায়ক উপকরণ খ. নন-ফোল্ডিং হুইলচেয়ার	৪২
৪	সহায়ক উপকরণ- ক. এক্সিলারী ক্র্যাচ	৪৩
৪	সহায়ক উপকরণ- খ. এল্‌বো ক্র্যাচ	৪৩
৫	ক. ইশারায় বর্ণমালা	৪৫
৫	খ. ইশারায় বর্ণমালা	৪৬
৫	গ. ইশারায় বর্ণমালা	৪৭
৫	ঘ. ইশারায় বর্ণমালা	৪৮
৬.	সহায়ক উপকরণ - প্রচলিত হিয়ারিং এইড	৫০
৭.	সহায়ক উপকরণ- বোন কনডাকশন হিয়ারিং এইড	৫০
৮	ক. সমঅধিকার প্রতিষ্ঠায় বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুরা	৫৫
৮	খ.বুদ্ধি প্রতিবন্ধীর বিশেষ কৌশলে শিক্ষাদান	৫৫
৯.	সাদা ছড়ি (হোয়াইট কেইন), যা আর্ন্তজাতিকভাবে স্বীকৃত ও ব্যবহৃত ক. নন-ফোল্ডিং	৬০
৯.	সাদা ছড়ি (হোয়াইট কেইন), যা আর্ন্তজাতিকভাবে স্বীকৃত ও ব্যবহৃত খ. ফোল্ডিং	৬০
১০.	হস্তশিল্পে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী	৭৭
১১.	মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপে শারীরিক প্রতিবন্ধী	৭৭
১২.	কৃত্রিম অঙ্গ তৈরীতে শারীরিক প্রতিবন্ধী	৭৮
১৩.	শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের কাঠের কাজ	৭৮

Dhaka University Institutional Repository

চিত্রলেখ-র তালিকা

চিত্রলেখ নং.	বিষয়	পৃষ্ঠা নং.
১	উত্তরাধিকারীর ক্ষেত্রে সম্পদ প্রাপ্তি	১৫০
২	রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক সমূহ সহ ও অন্যান্য ব্যাংকে সুবিধাদি	১৫১
৩	প্রযুক্তিগত সকল প্রকার সহায়ক উপকরণ নাম মাত্র মূলে প্রদান	১৫২
৪	শিক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রের	১৫৩
৫	উন্নয়নের সঙ্গে প্রতিবন্ধী নারী	১৫৪
৬	সকলে সঙ্গে প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা	১৫৫
৭	প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা উপকরণ স্বল্পমূল্যে সরবরাহ	১৫৬
৮	সর্বত্র প্রতিবন্ধীদের চলাচল উপযোগী	১৫৭
৯	যানবাহনে সংরক্ষিত আসন	১৫৮
১০	নির্বাচনী ইসতেহারে প্রতিবন্ধীদের অধিকারের ব্যাপারে অঙ্গীকার	১৫৯
১১	প্রতিবন্ধীদের উপযোগী কর্মস্থল সনাক্তকরণ	১৬০
১২	প্রতিযোগীতামূলক বিভিন্ন কর্মকান্ড	১৬১
১৩	গণমাধ্যমে সচেতনতামূলক প্রচারণা	১৬২
১৪	কর্মস্থলে নেতিবাচক মনোভাব	১৬৩
১৫	যোগ্যতা ও অধিকার বিষয়ক অনুষ্ঠান	১৬৪
১৬	সকল প্রকার পরীক্ষায় স্ব স্ব উপকরণের ব্যবহার	১৬৫
১৭	জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসন	১৬৬
১৮	বি.সি.এস সহ সকল চাকুরিতে সুযোগ	১৬৭
১৯	যোগ্যতা অনুযায়ী অধিকার	১৬৮
২০	অধিকার নিশ্চিত করণে আইন প্রণয়ন	১৬৯
২১	উন্নয়নে সিভিল সোসাইটি সহ সকলের দায়িত্ব	১৭০
২২	প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কার্যসম্পাদনের ক্ষেত্রে	১৭১

Dhaka University Institutional Repository

চিত্রলেখ নং.	বিষয়	পৃষ্ঠা নং.
২৩	কর্মস্থলে প্রযুক্তি সরবরাহ	১৭৫
২৪	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অবিচ্ছেদ্য অংশ	১৭৬
২৫	প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নের মন্ত্রণালয়	১৭৭
২৬	কোটা পদ্ধতি	১৭৮
২৭	বাজেটে নির্দিষ্ট অর্থ বরাদ্দ	১৭৯

পরিশিষ্টের তালিকা

পরিশিষ্ট	বিষয়	পৃষ্ঠা নং.
ক	প্রশ্নমালা	১৯৭
খ	দৃষ্টিহীন ছাত্রদের সুবিধা	২০১
গ	কোটা পদ্ধতি	২০২
ঘ	প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা	২০৩
ঙ	জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন	২৩৫
চ	বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন	২৫০
ছ	পরিপত্র	২৬৫

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

১.১ ভূমিকাঃ প্রতিবন্ধীত্ব মানব সৃষ্ট কোন সমস্যা নয়। প্রতিবন্ধিতা বিভিন্ন কারণে বিভিন্নভাবে ঘটে থাকে। কেউ জন্মগত ভাবে প্রতিবন্ধী আবার কেউবা বিভিন্ন দুর্ঘটনার শিকার হয়ে প্রতিবন্ধী হয়। প্রতিবন্ধকতা থেকে প্রতিবন্ধীত্বের সৃষ্টি হয়। পৃথিবীতে এমন কোন মানুষ নেই যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। কোন না কোন ক্ষেত্রে কিঞ্চিত হলেও তার প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। কিন্তু প্রতিবন্ধী শব্দটি উপস্থাপিত হওয়ার সাথে সাথেই একটি সীমাবদ্ধতা চলে আসে। প্রতিবন্ধী বলতে কি বুঝায়, সেটি আমাদের জানা দরকার। প্রতিবন্ধী হচ্ছে সে ব্যক্তি, যে দৈনন্দিন কাজ-কর্ম থেকে শুরু করে জাতীয় জীবনে উত্তোরণ ঘটানোর জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাঁধা বিঘ্নের শিকার হয়।

পারিবারিক অবহেলা, আন্তরিকতা সম্পন্ন সমাজের অভাব, সমশিক্ষা হতে বঞ্চিত, এমনকি জাতীয় কর্মকান্ডেও তাদের তেমনভাবে অংশগ্রহণ ঘটেনা। সমাজ জীবন হতে শুরু করে জাতীয় ক্ষেত্রে প্রায় সকল মানুষের মধ্যে প্রতিবন্ধীদের সম্বন্ধে সঠিক ধারনা নেই। ফলে প্রতিবন্ধীদের সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যে সমাজেরই অংশ, তারা যে বাইরের কেউ নয় এই দৃষ্টি কোন হতে যতদিন পর্যন্ত বিষয়টি ভাবা না হবে ততদিন পর্যন্ত প্রতিবন্ধীদের মৌলিক অধিকারসহ সমস্যাবলীর সমাধান হতে পারে না। একটি চার চাকার গাড়ী যেমন একটি চাকা ছাড়া অচল, তেমনি একটি রাষ্ট্র সে দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর একটি অংশকে উন্নয়নের গতিধারা হতে বঞ্চিত রেখে স্বয়ং সম্পূর্ণভাবে এগিয়ে যেতে পারে না।

১.২ জাতিসংঘ সমীক্ষাঃ জাতিসংঘের এক সমীক্ষা অনুযায়ী বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাবে বাংলাদেশের মোট জনগোষ্ঠীর ১০ শতাংশ লোক কোন না কোন ভাবে প্রতিবন্ধী। আরো বলা যেতে পারে প্রতিবন্ধকতা বলতে এমন একটি অবস্থাকে বুঝানো হয় যা মানব দেহের যেকোন অঙ্গের আংশিক বা সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি বা অস্বাভাবিক কারণে সৃষ্টি হয়, যা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিটির শারীরিক বা মানসিক সীমাবদ্ধতা বা সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন হওয়ার মাধ্যমে প্রকাশ পায়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবন্ধীদের অধিকারঃ বর্তমানকালের পৃথিবীর সব রাষ্ট্রেই প্রতিবন্ধীদের জন্য কম বেশী অধিকার বা সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে। তাছাড়া রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বাইরেও সমাজে প্রতিবন্ধীদের বিভিন্ন সেবামূলক কাজ বা সাহায্য সংস্থা রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের বর্তমান বিষয়টি কী তা নিয়ে আজ পর্যন্ত এম.ফিল পর্যায়ে কোন কাজ হয়নি। তাই আমি একাজটি বেছে নিয়েছি।

গবেষণার বিষয় সম্পর্কে বলতে গেলে এমন ভাবে বলা যায় যে, অধিকার রক্ষনাবেক্ষণ এবং সংরক্ষণে রাষ্ট্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সকলের অধিকার সুনিশ্চিত করতে রাষ্ট্র বদ্ধপরিকর। তদনুযায়ী প্রতিবন্ধীদের অধিকার সংরক্ষণে রাষ্ট্রের ভূমিকা কোন অংশে কম নয়। অধিকার প্রদানের মধ্য দিয়ে তাদেরকে কর্তব্য পালনের যোগ্য করে গড়ে তোলা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। অধিকার সংরক্ষণের নীতিনির্ধারক সংসদ এবং আইন প্রণয়নকারীদের ভূমিকা যেহেতু গুরুত্বপূর্ণ, সেহেতু প্রতিবন্ধীদের অধিকার সংরক্ষণে তাদের ভূমিকা থাকা আবশ্যক। অধিকার প্রাপ্তির ব্যাপারে প্রতিবন্ধীদেরকে সকলের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে হবে। অধিকার প্রাপ্তি থেকে পিছিয়ে পড়া প্রতিবন্ধীদের অগ্রসর করতে বা মূলস্রোতধারায় নিয়ে আসতে রাষ্ট্র কী ভূমিকা পালন করে সেটা দেখেই বুঝা যাবে যে তাদের অধিকার সংরক্ষণে রাষ্ট্রের ভূমিকা কোন পর্যায়ে কী অবস্থায় রয়েছে?

সংবিধানঃ রাষ্ট্রের পবিত্র দলিল হচ্ছে সংবিধান। এ সংবিধান অনুযায়ী সকলের মতো প্রতিবন্ধীদের অধিকার সংরক্ষণে রাষ্ট্রের ভূমিকা থাকবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু পশ্চাৎপদ বা পিছিয়ে পড়া প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর অধিকার সংরক্ষণে রাষ্ট্রের ভূমিকা নিশ্চিতভাবে কার্যকর করা হচ্ছে না। একটি দেশের উন্নয়ন বুঝা যায় সে দেশের রাজনৈতিক অবস্থা দেখে, তেমনিভাবে অধিকার সংরক্ষণে রাষ্ট্রের ভূমিকা কী রূপ তা বুঝা যাবে সে দেশের প্রতিবন্ধীদের জীবনমান ও উন্নয়নের অবস্থা দেখে। একটি সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন বা পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পর্যায়ক্রমে পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রনীত হয়ে থাকে। তার জন্য প্রয়োজন একটি সুষম বাজেট। এই বাজেটে নির্দিষ্ট অংশ প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নে রাষ্ট্রের সংরক্ষণে সুস্পষ্টভাবে সংরক্ষিত রাখার মধ্য দিয়ে তাদের উন্নয়নের ধারা পর্যায়ক্রমে উন্নততর পর্যায় পৌঁছানো সম্ভব। কিন্তু বাজেটে স্পষ্টভাবে প্রতিবন্ধীদের বার্ষিক বা পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটছে না। প্রতিবন্ধীদের অধিকার নিশ্চিতকরণ ও উন্নয়নের ব্যাপারে সরকার কর্তৃক বহু প্রতিশ্রুতি থাকলেও তার বাস্তবায়ন হচ্ছে না। অধিকার সংরক্ষণের বিষয়টি প্রতিবন্ধীদের নিকট কিভাবে গ্রহণযোগ্য তা বোধগম্য নয়। রাষ্ট্রের অধিকার সংরক্ষণে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সেদিক দিয়ে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, নির্বাচনী ইস্তেহারে প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নের ব্যাপারে কোন অঙ্গীকার করা হয় না। অথচ সকলের সঙ্গে

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবন্ধীরাও ভোট দান করে সরকার নির্বাচিত করার ক্ষেত্রে নির্বাচনী কর্মকান্ডে রাজনৈতিক ভাবে নিজেদের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করে থাকে। কিন্তু সুস্পষ্টভাবে একথা বলা যেতে পারে যে, এক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলো প্রতিবন্ধীদের এই নির্বাচনী কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের বিষয়টি শুধু নিরুৎসাহিতই করছে না বরং অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে। জাতীয় ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদের অংশগ্রহণ নেই বললেই চলে।

১.২ নীতিমালা ও আইনঃ প্রতিবন্ধী বিষয়ক 'জাতীয় নীতিমালা ১৯৯৫' সালে এবং পাশকৃত 'প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন ২০০১' সালে বলবৎ হলেও তার সুফল প্রতিবন্ধীদের ভাগ্য উন্নয়নের ক্ষেত্রে তেমনভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে না। কেননা চাকুরীর বিজ্ঞপ্তি থেকে শুরু করে কোন ক্ষেত্রেই এর নিয়মাবলী অনুসরণ করে প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নে স্বার্থ সংরক্ষণ করা হচ্ছে না। ফলে প্রতিবন্ধীদের জীবনে পশ্চাৎপদতা এবং অবহেলা ও দুর্ভোগের মাত্রা বেড়েই চলেছে। এখন পর্যন্ত মান-মর্যাদার বিষয়টি জাতীয় ভাবে বৃদ্ধির কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। যেমন অন্ধ, পঙ্গু , পাগল, বোবা এসব শব্দগুলো প্রচলিত রয়েছে। আধুনিক সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় তা মোটেই কাম্য নয়। সংসদে অনেক বিল উত্থাপিত হয় এবং তা পাশও হয়। প্রতিবন্ধীদের জন্য সংসদে বিল উত্থাপন করার প্রতিনিধি নাই বিধায় একটি সরকারের ৫ বৎসর মেয়াদকালে তাদের জন্য দুই একটি বিল উপস্থাপিত বা পাশ হয় কিনা এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত নেই। এই বৈষম্যমূলক ব্যবস্থাপনা প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নের গতিধারাকে চরমভাবে ব্যাহত করছে। নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার পথকে করেছে দুর্গম ও দুঃসাধ্য। লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, ইংল্যান্ড, কানাডা, আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া, জাপান, জার্মানী, চীন, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ইতালী এসব দেশে প্রতিবন্ধীদের জন্য উন্নয়নের লক্ষ্যে ধারাবাহিকভাবে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে। এমনকি দেখা যায় যে উগান্ডার পার্লামেন্টে তাদের জন্য সংরক্ষিত আসনও রয়েছে। বৃটেনের দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ডেভিড ব্লাঙ্কেট শিক্ষামন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ছিলেন, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী আব্দুল্লাহ আল-গানিম সৌদি আরবের সমাজ কল্যাণমন্ত্রী, স্টিফেন হকিং এর দুটি আঙ্গুল মাত্র সচল তা সত্ত্বেও উপগ্রহ থেকে কম্পিউটারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে গবেষণা করছেন। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ডঃ তোহা মিশরের আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ছিলেন, ভারতের দৃষ্টি প্রতিবন্ধী সাধন গুপ্ত একজন ব্যারিষ্টার। কিন্তু বাংলাদেশে এটা চিন্তাই করা যায় না। বাংলাদেশের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী পারিবারিক সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত বেশ নাজুক অবস্থায় রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১.৩ নেতৃত্ব প্রদানঃ নেতৃত্ব হচ্ছে সুযোগ সুবিধা আদায়ের বা সৃষ্টির নায়ক। সেই নেতৃত্বের অধিকার থেকে প্রতিবন্ধীরা বঞ্চিত। রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডের সঙ্গে প্রতিবন্ধীদের সম্পৃক্ততা সুচারুরূপে না থাকার কারণে অধিকার সংরক্ষণে রাষ্ট্রের ভূমিকা জোরালো করা সম্ভব হচ্ছে না। প্রতিবন্ধীদের জীবনে কার্যকরভাবে অধিকার বাস্তবায়নের নিমিত্তে, রাষ্ট্র তথা এর বিভিন্ন বিভাগের সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। অপরদিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, রাষ্ট্রের সকল প্রক্রিয়ায় সমভাবে প্রতিবন্ধীদের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হচ্ছে না। যার দরুন তাদের অধিকার সংরক্ষণে রাষ্ট্র নীতিগতভাবে ভূমিকা পালন করছে মাত্র। এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তিচুক্তির কথা, উপজাতীয়দের ব্যাপারে রাষ্ট্র অধিকার নিশ্চিত করার ফলে রাষ্ট্রের প্রতি তাদের এই মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে যে, রাষ্ট্রে আমাদের অধিকার সংরক্ষিত আছে।

রাষ্ট্রের ভূমিকার কথা বলতে গেলে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে রাষ্ট্রের ভূমিকা কি? কিভাবে তা পালন করার প্রয়োজন। রাষ্ট্র হচ্ছে ব্যাপক একটি যন্ত্র যার ভূমিকা প্রতিটি জায়গায় বিস্তৃত। প্রত্যেকের জীবনে যাতে এর প্রতিফলন ঘটে সে ব্যাপারে অবশ্যই লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন স্থানীয় পর্যায়ে প্রতিবন্ধীদের নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে না। স্থানীয় পর্যায়ে যে সকল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে তাতে প্রতিবন্ধীদের প্রতিনিধিমূলক অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয় না। অধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে চিন্তা করলে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিবন্ধীদের অধিকার কীভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে তা বুঝা কঠিন। আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে প্রতিবন্ধীদের বিষয়ে তেমন কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় না। উচ্চতর মহলের কোন প্রতিশ্রুতি বাস্তবতার মুখ দেখে না। নির্বাচনে স্থানীয় পর্যায়ে মহিলাদের অধিকার সংরক্ষণ করা হয়েছে। প্রতিবন্ধীদের ব্যাপারে স্থানীয় পর্যায়ে অধিকার সংরক্ষণের বিষয়টি এখনো চিন্তা ভাবনায় আসেনি। প্রতিবন্ধীদের বিভিন্ন দিবসে বৃষ্টির মত আশ্বাসবাণী ঝরতে থাকে। বৃষ্টির পানি যেরূপ প্রক্রিয়ায় স্বকীয়ভাবে নিস্কেষিত হয়ে যায় তেমনিভাবে আশ্বাসবাণী গুলোর অবলুপ্তি ঘটে। আশ্বাসবাণী শুনে অনেকেই মনে করে থাকেন যে, প্রতিবন্ধীদের জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে সরকার অনেক কিছু করছে। অথচ আর্ন্তজাতিক সাদাছড়ি নিরাপত্তা দিবস (১৫ই অক্টোবর), আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস (৩রা ডিসেম্বর), জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস (এপ্রিল মাসের প্রথম বুধবার) ঘুরে ফিরে যাচ্ছে আর আসছে।

কোন আশ্বাসবাণীর বয়স কত তা নির্ধারণ করা কঠিন। প্রতিবন্ধীদের অধিকার সংরক্ষণে রাষ্ট্রের ভূমিকা ব্যাপক। অধিকার সংরক্ষণে রাষ্ট্রের ভূমিকা কি? -সে বিষয় ব্যাখ্যার দাবী রাখে। অধিকার বঞ্চিত বা অধিকার থেকে ছিটকে পরা প্রতিবন্ধীদের ভাগ্যের পরিবর্তন রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কোন জায়গায় নিহিত আছে

তা খুজতে গেলে পরিলক্ষিত হয় যৎসামান্যই। রাষ্ট্র কোন না কোন ভাবে অধিকার সংরক্ষণ করে থাকে, যা প্রতিবন্ধীদের অবস্থা পরিবর্তনে মোটেই পর্যাপ্ত নয়। এখানে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ইউনিয়ন নির্বাচন (UP), উপজেলা নির্বাচন, পৌরসভা নির্বাচনসহ কোন প্রকার নির্বাচনে প্রতিবন্ধীদের প্রতিনিধিত্বমূলক অংশগ্রহণ ঘটেনা। কাজেই অধিকার সংরক্ষণে ভূমিকা পালনে সরকারকে উৎসাহিত বা প্রভাবিত করার প্রতিনিধি না থাকার ফলে, প্রতিবন্ধীদের অধিকার সংরক্ষণে রাষ্ট্রের ভূমিকা দিনের পর দিন পিছিয়ে পড়ছে। প্রতিবন্ধীরা তাদের মৌলিক অধিকার থেকে শুরু করে তাদের সকল প্রকার অধিকার প্রাপ্তি পর্যায়ক্রমে হ্রাস পাচ্ছে। যা তাদের ভাগ্য পরিবর্তনের গতিধারার মন্থরতার রূপ নিয়েছে। প্রতিবন্ধীদের সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা থাকার কারণে কর্মপরিধি সীমাবদ্ধ অবস্থায় রয়েছে। প্রতিবন্ধীদের হতাশার মাত্রা সংগত কারণে বেড়েই চলেছে, নেই শিক্ষাগ্রহণের পর্যাপ্ত সুযোগ। প্রতিবন্ধীরা সর্বোচ্চ শিক্ষালাভ করা সত্ত্বেও বি.সি.এস পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এই বৈষম্যমূলক অবস্থা উচ্চশিক্ষা অর্জনকে নিরুৎসাহিত করছে। বিশেষ করে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীরা সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় অধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত অন্ধ শিক্ষা কার্যক্রম অর্থাৎ রিসোর্স শিক্ষক ও অন্ধ বিদ্যালয়গুলো ছাড়া সরকারী চাকুরীতে তেমন কোন সুযোগ নেই। অথচ এসব কর্মস্থলেও সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় যে সব সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে। তা থেকে প্রতিবন্ধীরা শুধু বঞ্চিতই হচ্ছে না, পিছিয়ে পড়েছে অনেক দূর।

আইন অনুযায়ীঃ অধিকার সংরক্ষণে রাষ্ট্রের ভূমিকা এমন হওয়া উচিত যাতে আইন সভা সকলের অধিকার সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে আইন প্রনয়ণ, আইন সংশোধন এবং পরিবর্তন ইত্যাদির মাধ্যমে সকলের মৌলিক অধিকার প্রাপ্তি থেকে শুরু করে সকল প্রকার অধিকার যাতে নাগরিকদের জীবনমান উন্নয়নের ক্ষেত্রে আইনের দ্বারা সুরক্ষিত হয় ,সেদিক বিবেচনা করেই আইন প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। সকলের সঙ্গে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর একটি বিশাল অংশ প্রতিবন্ধী। তাদের জন্য সকলের মত আইন কানুন নীতিমালা প্রনয়নের মাধ্যমে মূলস্রোতধারায় অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করণের মধ্য দিয়ে সহানুভূতি নয় সকলের সঙ্গে আইনের দ্বারা তাদের অধিকার সুনিশ্চিত করা আবশ্যক। তখনই তারা রাষ্ট্রের সকলের সঙ্গে মূলস্রোতধারায় সম্পৃক্ত হয়ে সকল কর্মকান্ডে নিজেদেরকে জড়িয়ে নিতে পারবে। সাথে সাথে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত সকল প্রকার অধিকার ভোগ করার সুযোগ সুবিধা পাবে। শাসন বিভাগ রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে যে শাসন কার্য পরিচালিত হয় তার তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত ক্রমবিন্যাসিত হয়। এই শাসনকার্যে সকলের সাথে সাথে প্রতিবন্ধীদের সম্পৃক্ততা আবশ্যক। কেননা প্রতিবন্ধীরাও সকলের মতো সুযোগ

Dhaka University Institutional Repository

সুবিধা ও অধিকার ভোগ করবে এটাই স্বাভাবিক। তাই শাসনকার্যে নিয়মানুযায়ী তাদের সম্পৃক্ততা জীবনমান উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ।

যা প্রয়োজনঃ দেশের প্রচলিত বিচার ব্যবস্থায় সকলের যেমন সুবিচার পাওয়ার অধিকার রয়েছে সাথে সাথে প্রতিবন্ধীদেরও সকলের মতো সুবিচার পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করা বিচার বিভাগের দায়িত্ব। সুবিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে সকলের সঙ্গে প্রতিবন্ধীতা বিষয়টি স্বতস্ফূর্তভাবে সম্পৃক্ত হলে আস্তে আস্তে বৈষম্য ও অসমতার নাগপাশ থেকে প্রতিবন্ধীদের প্রতি অবহেলা ও অধিকার বঞ্চিতদের মাত্রা হ্রাস পাবে। নিম্নলিখিত অধিকার সমূহ নিশ্চিত করা হলে, প্রতিবন্ধীরা সুনাগরিকের মানদন্ডে সকলের নিকট আত্মপ্রকাশ করবে।

(১) সম শিক্ষার অধিকার, (২) কোটা পদ্ধতির কার্যকর ব্যবস্থা (৩) কর্মের অধিকার নিশ্চিত করণ (৪) আইনের অধিকার (৫) ট্রাফিক আইনের সুযোগ (৬) বি.সি.এস পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুব্যবস্থা (৭) আদমশুমারীতে প্রতিবন্ধীতা বিষয়টি অন্তর্ভূক্তকরণ (৮) নির্বাচনী ইসতেহারে রাজনৈতিক দলগুলোর অঙ্গীকার (৯) প্রতিবন্ধী বিষয়ক পরিচয়পত্র প্রদানের ব্যবস্থা (১০) প্রতিবন্ধী বিষয়ক সহায়ক উপকরণ সরবরাহ (১১) মানবাধিকার (১২) গণমাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের অধিকার নিশ্চিতকরণ (১৩)সর্বত্র প্রবেশাধিকার (১৪) দূর্যোগে সরকারী বেসরকারী সহায়তা (১৫)পূর্ণবাসনের অধিকার (১৬) সাধারণ নারীদের পাশাপাশি প্রতিবন্ধী নারীর অধিকার (১৭) জাতীয় সংসদ থেকে শুরু করে সর্বস্তরে প্রতিবন্ধীদের প্রতিনিধিত্বের অধিকার (১৮) রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে সচেতনতার বিকাশ এবং মনোভাব পরিবর্তন (১৯) প্রতিবন্ধী মানুষের অভিগম্যতা বিষয়ে মৌলিক অধিকার এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার (২০) সরকারী-বেসরকারী ও জাতীয় পর্যায়ে লাইব্রেরী ব্যবহারের সুযোগ (২১) প্রতিবন্ধী শিশুর অধিকার (২২) জাতিসংঘের ৪৮তম সাধারণ সভায় প্রস্তাবিত ষ্ট্যান্ডার্ড রুলস বা ২২টি আদর্শ নীতি রাষ্ট্র কর্তৃক বাস্তবায়ন (২৩) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘের ঘোষণা (২৪) সুযোগের সমতা বিধান (২৫) ১৯৭৫ সালের মানবাধিকার ঘোষণা এবং ১৯৯৩ সালে এসক্যাপ কর্তৃক ঘোষণা (২৬) জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সম্বলিত আন্তর্জাতিক কনভেনশন অনুমোদন ১৩ ডিসেম্বর, ২০০৬ (২৭) বাংলাদেশে সংবিধানে প্রতিবন্ধীদের অবস্থান এবং সকল নাগরিকের মতো সর্ব প্রকার অধিকার ।

উল্লেখিত বিষয়সমূহ অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নে রাষ্ট্রের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য।

Dhaka University Institutional Repository

১.৪ গবেষণা এলাকা সম্পর্কিত তথ্য ঃ গবেষণা এলাকা হিসেবে সমগ্র বাংলাদেশকে নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের সকল প্রতিবন্ধীদের নিয়ে এই গবেষণা কাজের নমুনা সমগ্র গঠিত। নমুনায়নের মাধ্যমে নমুনা সংগৃহীত হয়েছে।

১.৪.১ জনসংখ্যার বিবরণ ঃ আদমশুমারী ২০০১, ২৩-২৭ জানুয়ারী এর প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী (পরিক্রমা) বাংলাদেশের জনসংখ্যা বর্তমানে ১২ কোটি ৯২ লাখ ৪৭ হাজার ২শত ৩৩ জন। জনসংখ্যার ৫০.৯০ শতাংশ পুরুষ এবং ৪৯.০৬ শতাংশ মহিলা। মোট জনসংখ্যার পুরুষ হল ৬ কোটি ৫৮ লাখ ৩৮ হাজার ৫শত ৪০ জন এবং নারী ৬ কোটি ৩৪ লাখ ৮ হাজার ৬শত ৯৩ জন। জাতিসংঘের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, কোন না কোন ভাবে বিশ্বের দশ শতাংশ লোক প্রতিবন্ধী। সে অনুযায়ী আমাদের জনসংখ্যার অনুপাতে প্রতিবন্ধীদের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ।

১.৪.২ বাংলাদেশের আয়তন ঃ বাংলাদেশের মোট আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার বা ৫৬,৯৭৭ বর্গমাইল।

১.৫ গবেষণা কাজের যৌক্তিকতা ঃ আমি একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী। প্রতিবন্ধীরা পশ্চাৎপদ অবহেলিত ও অধিকার বঞ্চিত, তাদের উপর পর্যাপ্ত গবেষণার অভাব। প্রতিবন্ধীদের উপর গবেষণা করলে উন্নয়ন ও অধিকার নিশ্চিত হওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। প্রতিবন্ধীদের সম্পর্কে সঠিক ধারণা উচ্চতর মহলে সম্প্রসারিত হবে। প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কর্মরত ব্যক্তিবর্গ, প্রতিষ্ঠানসমূহ উৎসাহিত হবে। প্রতিবন্ধীদের অধিকার প্রদানের ব্যাপারে স্বচ্ছ ধারণা জন্মাবে, নীতিনির্ধারকদের মধ্যে প্রতিবন্ধীতা সম্পর্কে ধারণা সহজসাধ্য হবে।

১.৬ উদ্দেশ্য ঃ অধিকার বঞ্চিত পশ্চাৎপদ ও মূলস্রোতধারা থেকে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে সমঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করাই এই গবেষণার উদ্দেশ্য।

গবেষণা কার্যটির উদ্দেশ্যসমূহ ঃ

১। প্রতিবন্ধীদের সম্বন্ধে মানুষের মনোভাব জানা এবং তারা সমান সুযোগ পেলে সমাজ উন্নয়নেও অবদান রাখতে সচেষ্ট হতো কিনা তা জানা।

২। কিছু হলেও সমসুযোগ- সুবিধাপ্রাপ্ত প্রতিবন্ধীরা সমাজে কী ভূমিকা পালন করছে তা জানা।

৩। মৌলিক অধিকার হতে বঞ্চিত প্রতিবন্ধীরা সমাজে কী ভূমিকা পালন করছে সে সর্ম্পকে জানা।

Dhaka University Institutional Repository

৪। প্রতিবন্ধীদের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণে রাষ্ট্রের ভূমিকা সম্পর্কে জানা।

৫। প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে জানা।

৬। প্রতিবন্ধীদের শ্রেণীবিন্যাস করা।

৭। সংবিধানে প্রতিবন্ধীদের অবস্থান ও মৌলিক অধিকার সম্পর্কে জানা।

৮। সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিবন্ধীদের জন্য কী করছে তা জানা।

৯। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পর্যায়ে প্রতিবন্ধীদের মর্যাদা কোন অবস্থায় রয়েছে সে বিষয়ে জানা।

১.৭ গবেষণা পদ্ধতিঃ মাঠপর্যায়ের কাজ, প্রশ্নমালা ও সাক্ষাৎকার গ্রহণ এই তিন পদ্ধতিতে গবেষণা কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছে।

১.৮ গবেষণার গুরুত্বঃ প্রতিবন্ধী জনসংখ্যার একটি বিশাল অংশ রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ড থেকে সর্বস্তরে তাদের অংশীদারিত্ব থাকা দরকার, এ বিষয়ে সর্বজনকে অবহিত করা। এদেরকে মূল কর্মকান্ডে সম সুযোগ নিশ্চিত করতে হলে এদের সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা প্রদান করার জন্য যে গবেষণা দরকার তা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মোটেই সন্তোষজনক নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহু গবেষণা প্রকাশিত হয়েছে বটে, তার মধ্যে প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কয়টি গবেষণা করা হয়েছে তা খুঁজে পাওয়া দূর্লভ। এই দৃষ্টিকোণ থেকে গবেষণাটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যবহ এবং গবেষণার ক্ষেত্র সম্প্রসারণের সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। গবেষণাটি উচ্চতর পর্যায়ে প্রতিবন্ধীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলবে, সমাজের প্রতিবন্ধীদের মর্যাদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। মর্যাদা থেকে শুরু করে মূলস্রোতধারায় অংশগ্রহণ, সামাজিক কর্মকান্ডে ভূমিকা পালন, গবেষণা কর্মে সহজে প্রবেশ, প্রতিবন্ধীরা শিক্ষা ক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই এ ব্যাপারে স্বচ্ছ ধারণা প্রতিবন্ধীদের নিয়ে গবেষণা করতে উৎসাহ যোগাবে। অভিসন্দর্ভটির এদিক বিবেচনা করলে এর গুরুত্ব কোন অংশেই কম নয়। গবেষণাটি সামাজিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে মাইলফলকের ভূমিকা পালন করবে। যারা প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ করে তাদের মধ্যে নবস্পৃহা জাগ্রত হবে। প্রতিবন্ধীরা সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে পরিগণিত হবে। এদিক বিশ্লেষণ করলে গবেষণাটি যুগোপযোগী ও তাৎপর্যবাহী। গবেষণার মধ্য দিয়ে এ ধারণা প্রকাশিত হচ্ছে যে, প্রতিবন্ধীরা সুযোগ পেলে আর দশজনের মতোই সক্ষম। সেহেতু গবেষণাটি প্রতিবন্ধীদের ভাগ্যোকাশে সোনালী সূর্যের উদয় ঘটাতে সাহায্য করবে। শুধু তাই নয়, অনেক প্রতিবন্ধীদেরকেও নতুন করে ভাবার শক্তি ও সাহসী

Dhaka University Institutional Repository

মনোভাব সৃষ্টি করবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে প্রতিযোগী ও প্রতিদন্দ্বী হিসেবে দেখবে। যার ফলশ্রুতিতে প্রতিবন্ধীরা সমাজ ও রাষ্ট্রের নিকট মূল্যায়িত হবে। এখানেই গবেষণার গুরুত্ব ও স্বার্থকতা নিহিত ।

১.৯ গবেষণার সীমাবদ্ধতা ঃ সময়ের স্বল্পতার কারণে বিশাল সংখ্যক প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে যথাযথভাবে এ গবেষণার আওতাভূক্ত করা সম্ভব হয়নি এছাড়াও আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে প্রয়োজনীয় লোকবল নিয়োগ করা এবং প্রতিবন্ধীদের দোর গোড়ায় পৌঁছে তথ্য সংগ্রহ করা সমস্যা সংকুল হয়ে পড়েছে। যার জন্য নমুনা ব্যবহার করে কাজটি সম্পন্ন করতে হয়েছে।

সারাদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বহুসংখ্যক প্রতিবন্ধী মানুষ কিন্তু গবেষণাটি মূলতঃ ঢাকা শহর কেন্দ্রিক এজন্য বিভিন্ন পেশায় কর্মরত প্রতিবন্ধীদের অভিজ্ঞতার বাস্তব চিত্র সংগ্রহ করা খুব সম্ভব হয়নি, কারণ এরা বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় কর্মে নিয়োজিত এবং ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এবং একজন প্রতিবন্ধী হিসেবে গবেষকের নিজেরও কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

১.১০ সমসাময়িক সাহিত্য পর্যালোচনাঃ সমসাময়িক সাহিত্য পর্যালোচনার ক্ষেত্রে বিশেষ কোন কাজ হয়নি যা প্রতিবন্ধীদের আইন সামাজিক উন্নয়নকে প্রভাবিত ও ত্বরান্বিত করতে পারে। এমন কোন পুস্তিকা নেই যা সামগ্রিকভাবে প্রতিবন্ধীতা সম্পর্কে সঠিক ধারণা বা বাস্তবচিত্র তুলে ধরতে পারে। এমন কোন সমসাময়িক সাহিত্য পর্যালোচনা নেই যা পাঠ করলে প্রতিবন্ধীরা ভবিষ্যতের পথে উৎসাহের সাথে এগিয়ে যেতে সক্ষম হবে। প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যের মুক্তাঙ্গন থেকে বিশেষ করে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীরা বেশ পিছিয়ে আছে। কারণ ব্রেইল মুদ্রিত কোন সাহিত্য আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি এ ক্ষেত্রে গবেষকই প্রথম ব্যক্তি যে এধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং এ ধরনের একটি গবেষণা কাজ সম্পন্ন করতে সাহস গ্রহণ করেছে।

গণমাধ্যমসমূহঃ পত্র-পত্রিকা, বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশন, বিভিন্ন বেসরকারী চ্যানেলসমূহ বিভিন্ন ম্যাগাজিনসহ গণমাধ্যমগুলোতে প্রতিবন্ধীতা বিষয় প্রচারণার যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। পত্রিকার কোন কলাম নেই যেখানে নিয়মিতভাবে প্রতিবন্ধীদের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লেখনি প্রকাশিত হতে পারে। সচেতনতার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হওয়ার পরিবর্তে স্থবির হয়ে পড়ছে। বাংলাদেশ বেতারে নিয়মিতভাবে প্রতিবন্ধীদের নিয়ে এমন কোন অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় না, যা প্রতিবন্ধীদের জীবন মান উন্নয়নে জনমতে জাগরণ সৃষ্টি করতে পারে এবং প্রতিবন্ধীদের উৎসাহিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়। বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার, ট্রাফিক চ্যানেল এবং বেসরকারী

Dhaka University Institutional Repository

চ্যানেলসমূহ এমন প্রক্রিয়ায় এগিয়ে চলছে যা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী প্রতিবন্ধীদের কাম্য নয়। এই গণমাধ্যমসমূহ প্রতিবন্ধী বিষয়ক বিভিন্ন দিবসে আংশিকভাবে কিছু অনুষ্ঠান করে থাকে। এই দিবসগুলো শেষ হওয়ার সাথে সাথেই তাদের উপলব্ধী এবং ভূমিকা সীমাবদ্ধতার রূপ নেয়। নাটক, চলচ্চিত্রে প্রতিবন্ধীদের সম্পর্কে অনেক ক্ষেত্রেই সঠিক ধারণা প্রকাশিত হয় না। যেটুকু দেখানো হয় তার মধ্যে থাকে অবহেলা ও করুণা, যা তাদেরকে করে হেয় প্রতিপন্ন। ফলশ্রুতিতে, প্রতিবন্ধীরা সমাজের সহায়তা পাওয়ার পরিবর্তে দূরবস্থার স্বীকার হয়ে থাকে। এ যাবৎকাল দু'একটি নাটকের কিছু দৃশ্য ছাড়া প্রতিবন্ধীদের নিয়ে পূর্ণ নাটক তৈরী হয়নি। প্রতিবন্ধী বিষয়ক বই,প্রবন্ধ, নাটক, উপন্যাস, কবিতা, গল্প, গান, পত্রিকা তেমন পাওয়া যায় না।

১.১১ উপসংহারঃ উপসংহারে একথা বলা যেতে পারে যে, রাষ্ট্র নামক যন্ত্রটি অধিকার রক্ষনাবেক্ষণের ভূমিকা পালন করছে। তেমনিভাবে প্রতিবন্ধীদের অধিকার সংরক্ষণে রাষ্ট্রের ভূমিকা ব্যাপক একথা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে যে উল্লেখিত বিষয়গুলো প্রতিবন্ধীদের জীবনে বাস্তব প্রয়োগ ঘটাতে বা প্রদান করতে রাষ্ট্র মূখ্য ভূমিকা পালন করবে। পাশাপাশি বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহ পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠীকে মূলস্রোতধারায় সম্পৃক্ত করার ব্যাপারে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসবে এটাই কাম্য। আইনের বাস্তব প্রতিফলন এবং নৈতিকতার দ্বারাই প্রতিবন্ধীদের অধিকার সুনিশ্চিত করার পথ সুগম হতে পারে। অধিকার সংরক্ষণে রাষ্ট্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু এ যাবৎকাল প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নের ব্যাপারে রাষ্ট্রের পদক্ষেপ যথাযথভাবে পালনের মধ্য দিয়ে তাদের অগ্রযাত্রা তেমনভাবে পরিলক্ষিত হয়নি। সমঅধিকার, কর্ম সংস্থানের অবাধ সুযোগ, সমশিক্ষা, আইনের অধিকার থেকে শুরু করে মৌলিক অধিকার সমূহ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদের ব্যাপারে রাষ্ট্রের জোরালো দায়িত্বশীল ভূমিকার যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হয়। যার দরুণ প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের গতি ধারা ব্যাহত হচ্ছে। প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কোন গবেষনণা সেখানো হয়নি সেখানে গবেষকের এধরণের একটি প্রচেষ্টা খুবই গুরূত্বপূর্ণ, যা ভবিষ্যতে অন্যদের ও এই ক্ষেত্রে কাজ করতে উৎসাহিত করবে। এয়াড়া এমনই ধরণের প্রচেষ্টার ফলে প্রতিবন্ধীদের জীবন ধারাতেও কিছু পরিবর্তন এবং উন্নয়ণের সম্ভবনা লক্ষনীয় হবে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রতিবন্ধীদের সংজ্ঞা প্রকৃতি - সংক্ষিপ্ত পরিসংখ্যান

২.১ ভূমিকা ঃ প্রথমে মানুষ পরে প্রতিবন্ধী, এ সমাজে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তি রয়েছে যাদের স্ব স্ব সংজ্ঞা ও প্রকৃতি লক্ষ্য করা যায়। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে তাদের অবস্থান মূল্যায়নের চিত্র স্তর ও যোগ্যতার উপর নির্ভর করে। বিভিন্ন কারণে তারা প্রতিবন্ধীতার স্বীকার হয়ে জীবন যুদ্ধে এগিয়ে যাবার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে প্রাণপনে। অবহেলা আর করুণার আধাঁর থেকে নিজেকে মুক্ত করে প্রতিষ্ঠা লাভের প্রত্যাশায় অধীর আগ্রহে দিন কাটায়।

প্রতিবন্ধীব্যক্তিদের সংজ্ঞা প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে বহুমুখী প্রতিবন্ধীদের ঝুঁকি ক্রমান্নয়ে বেড়ে চলেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসেব অনুযায়ী বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর দশ শতাংশ লোক কোন না কোনভাবে প্রতিবন্ধী। সে অনুযায়ী আমাদের দেশে প্রতিবন্ধীর সংখ্যা প্রায় এক কোটি চল্লিশ লক্ষ। রাষ্ট্রীয়ভাবে জোরালো কোন পদক্ষেপ বা ভূমিকা না থাকার ফলে প্রতিবন্ধীদের মূল্যায়ন ও প্রতিষ্ঠার বিষয়টি বেশ পশ্চাৎপদ। অতীতের তুলনায় বর্তমানে সচেতনার মাত্রা বৃদ্ধি পেলেও তা অনেকটা শহরমূখী বলা চলে। কেননা পরিবার, সমাজ রাষ্ট্রীয় ভাবনায় বিষয়টি এখনও গুরুত্বের সাথে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সুবিবেচনায় আসেনি।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে রাজনৈতিক অঙ্গীকার না থাকার কারণে সরকারী ঘোষণা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাস্তবায়িত হচ্ছে না। প্রতিবন্ধীদের সংজ্ঞা ও প্রকৃতির আলোকে পদক্ষেপ না থাকায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়ন ও অগ্রগতির চাকাটি বেশ মন্থর গতিতে টলমল অবস্থায় রয়েছে। তাদের সংজ্ঞা ও প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা ও কর্মসূচী গ্রহণের মধ্য দিয়ে মূল স্রোতধারায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যেতে পারে। পূর্বের তুলনায় বর্তমানে প্রতিবন্ধীদের ব্যাপারে সচেতনতার ও শ্রুতিমধুর শব্দ গুলো ক্রমান্বয়ে ব্যাপকতা লাভ করেছে। কিন্তু সরকারী পর্যায়ে রয়েছে বৈষম্য ও যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা। শুধু তাই নয়, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও নৈতিকতা সর্ম্পূন আন্তরিক মনোভাবের অভাবে আইনের ভিত্তিতে প্রাপ্ত অধিকার থেকে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী আজও বঞ্চিত।

Dhaka University Institutional Repository

২.২ সংজ্ঞা, প্রকৃতি ঃ প্রতিবন্ধীত্ব কোন পাপের প্রায়শ্চিত্ত্ব বা বিধাতার অভিশাপের ফলও নয়। প্রতিবন্ধীত্ব বিভিন্ন কারণে বিভিন্নভাবে ঘটে থাকে। যেমনঃ জন্মগত ভাবে, দুর্ঘটনার স্বীকার, কাজে কর্মে অসর্তকতা, ঝুঁকিপূর্ণ কাজ, অদক্ষ চালক দ্বারা গাড়ী চালানো, অবৈধ ড্রাইভিং গাড়ীর লাইসেন্স প্রদান, ট্রাফিক আইন অমান্য করা, কল-কারখানা তৈরীতে অনিয়ম, অবৈধ এসিড বিক্রয়, ভূল চিকিৎসা, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে অতিমাত্রায় ঝগড়া বিবাদের ফলে সংসার জীবনে ভাঙ্গনের সৃষ্টি হয়, ফলে ঐসব পরিবারের সন্তানেরা মানসিক দুঃচিন্তায় ভূগাতে থাকে, গর্ভকালীন অবস্থায় ঝুকিপূর্ণ কাজ করা, গাছ থেকে পরে গিয়ে, পুষ্টিহীনতা, যুদ্ধ, হরতাল, অধিক জনসংখ্যার চাপ, অপরিকল্পিত যানবাহন পরিচালনা করা, অপরিকল্পিত ভাবে গর্ভপাত করা, রোগে আক্রান্ত হয়ে ইত্যাদির ফলে কোন না কোনভাবে কিঞ্চিত হলেও প্রায় প্রতিটি মানুষেরই প্রতিবন্ধকতা রয়েছে।

প্রতিবন্ধকতা থেকে প্রতিবন্ধীত্বের সৃষ্টি হয়। পৃথিবীতে এমন কোন মানুষ নেই যে সে স্বয়ংসম্পূর্ন। কিন্তু প্রতিবন্ধী শব্দটি উপস্থাপিত হওয়ার সাথে সাথেই একটি সীমাবদ্ধতা চলে আসে। প্রতিবন্ধী বলতে কি বুঝায়?- সেটি আমাদের জানা দরকার। প্রতিবন্ধী হচ্ছে সেই ব্যক্তি যার দৈনন্দিন কাজকর্ম থেকে শুরু করে জাতীয় জীবনে উত্তোরন ঘটানোর জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাঁধা বিঘ্নের স্বীকার।

২.২.১ 'প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা ১৯৯৫' অনুযায়ীঃ- "প্রতিবন্ধী ব্যক্তি" বলতে অসুখে, দুর্ঘটনায়, চিকিৎসা ত্রুটি বা জন্মগতভাবে যদি কোন ব্যক্তির শারীরিক বা মানসিক অবস্থার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার মাধ্যমে কর্মক্ষমতা আংশিক বা সম্পূর্নভাবে লোপ পায় অথবা তুলনামূলকভাবে কম হয় তা হলে সেই ব্যক্তিকে বুঝাবে। প্রতিবন্ধী মূলতঃ শারীরিক, মানসিক, দৃষ্টি, শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের ক্ষতির কারণে হয়ে থাকে। প্রত্যেক প্রতিবন্ধীতাকে মাত্রানুসারে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমনঃ মৃদু, মাঝারী এবং চরম।

২.২.২ 'প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন ২০০১' অনুযায়ী ঃ

১। " প্রতিবন্ধী" অর্থ এমন ব্যক্তি যিনি ঃ- **(ক)** জন্মগতভাবে, বা রোগাক্রান্ত হইয়া, বা দুর্ঘটনায় আহত হইয়া, বা অপচিকিৎসায়, বা অন্য কোন কারণে দৈহিকভাবে বিকলাঙ্গ বা মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন; এবং

(খ) উক্তরুপ বৈকল্য বা ভারসাম্যহীনতার ফলে –

(অ) স্থায়ীভাবে আংশিক বা সর্ম্পূণ কর্মক্ষমতাহীন; এবং

(আ) স্বাভাবিক জীবনযাপনে অক্ষম

Dhaka University Institutional Repository

২। উপধারা ঃ (১) এ বর্ণিত সংজ্ঞার আওতায় নিম্নবর্ণিত যে কোন প্রতিবন্ধী ও অন্তর্ভূক্ত-

প্রতিবন্ধীদের প্রকারভেদ ঃ

(ক) দৃষ্টি প্রতিবন্ধী

(খ) শারীরিক প্রতিবন্ধী

(গ) শ্রবণ প্রতিবন্ধী

(ঘ) মানসিক প্রতিবন্ধী

(ক) দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, অর্থাৎ যাহার -

(অ) এক চোখের দৃষ্টি শক্তি নাই;বা

(আ) উভয় চোখের দৃষ্টি শক্তি নাই; বা

(ই) ভিজুয়েল এ্যাকুইটি, যথাযথ লেন্স ব্যবহার করা সত্ত্বেও

৬/৬০ অথবা ২০/২০০ (লেন্সের পদ্ধতি) অতিক্রম করে না; বা

(ঈ) দৃষ্টিসীমা ২০ ডিগ্রী কোণের বিপ্রতীপ কোনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে;

(খ) শারীরিক প্রতিবন্ধী অর্থাৎ যাহার-

(অ) একটি বা উভয় হাত নাই; বা

(আ) কোন হাত পূর্ণ বা আংশিকভাবে অবশ বা স্বাভাবিক মাত্রা অপেক্ষা এইরূপ দুর্বল যে, উপধারা (১) এর (ক) ও (খ) দফায় বর্ণিত অবস্থা তাহার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; বা

(ই) একটি বা উভয় পা নাই; বা

(ঈ) কোন পা পূর্ন বা আংশিকভবে অবশ বা স্বাভাবিক মাত্রা অপেক্ষা এইরূপ দুর্বল যে, উপধারা (১) এর (ক) ও (খ) দফায় বর্নিত অবস্থা তাহার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; বা

(উ) শারীরিক গঠন বিকৃত বা অস্বাভাবিক; বা

(ঊ) স্নায়ুবিক বৈকল্যের কারণে স্থায়ীভাবে শারীরিক ভারসাম্য নাই;

(গ) শ্রবণ প্রতিবন্ধী, অর্থাৎ যাহার অপেক্ষাকৃত সুস্থ কানের শ্রবণ ক্ষমতা, সাধারণ কথোপকথন শ্রবণের ক্ষেত্রে, ৪০ ডেসিবল (ধ্বনির একক) বা ততধিক মাত্রায় নষ্ট, ক্ষতিগ্রস্থ বা অকার্যকর;

(ঘ) বাক প্রতিবন্ধী, অর্থাৎ যাহার স্বাভাবিক অর্থবোধক ধ্বনি উচ্চারণ করার ক্ষমতা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বিনষ্ট বা অকার্যকর;

Dhaka University Institutional Repository

(ঙ) **মানসিক প্রতিবন্ধী**, অর্থাৎ যাহার-

(অ) বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক বুদ্ধির পূর্ণতা ঘটে নাই বা যাহার বুদ্ধাংক স্বাভাবিক মাত্রা অপেক্ষা কম; বা

(আ) মানসিক ভারসাম্য নাই বা সর্ম্পূন বা আংশিকভাবে নষ্ট হইয়াছে;

(চ) **বহু মাত্রিক প্রতিবন্ধী**, অর্থাৎ যাহার উপরি উল্লিখিত একাধিক প্রতিবন্ধীতা রহিয়াছে;

(ছ) সমন্বয় কমিটি কতৃক ঘোষিত অন্য কোন প্রতিবন্ধী ।

২.২.৩ " ব্যতিক্রম ধর্মী শিশু "বই অনুযায়ী, দৃষ্টি প্রতিবন্ধীর সংজ্ঞা : ফিনল্যান্ডে সেই ব্যক্তিকে দৃষ্টিহীন বলা হয়, যিনি কোনো নতুন দৃষ্টি শক্তির অভাবে পথ হারিয়ে ফেলেন। ইরানে দৃষ্টি বলতে সেই ব্যক্তিকে বোঝায়, যার দুটি চোখের দৃষ্টিশক্তির অভাব রয়েছে। ইজিপ্টে যে সকল ব্যক্তি ১ মিটার দূরত্বে হাতের আঙ্গুল গণনা করতে অক্ষম হয় তাদের দৃষ্টিহীন বলে। তবে অধিকাংশ দেশেই সেই সকল ব্যক্তিকে সম্পূর্ন দৃষ্টিহীন বলা হয় যাদের কোনো আলোক প্রত্যক্ষন ক্ষমতা নেই। অধিকাংশ ব্যক্তি মনে করেন যে, যে সকল ব্যক্তির দৃষ্টিশক্তি নেই তারাই "অন্ধ" এবং অন্ধরা অন্ধকার জগতের বাসিন্দা। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, যাদের আমরা "অন্ধ" বলি তাদের মাত্র ১০% সম্পূর্ন দৃষ্টিহীন এবং বিদ্যালয়গামী শিশুদের ২০% দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী। দৃষ্টিহীন বলে পরিচিত অধিকাংশ ব্যক্তিই আলো অন্ধকার, ছায়া, চলমানবস্তু ইত্যাদিকে বুঝতে পারেন এবং সম্পূর্ন অন্ধকার জগতের বাসিন্দা নন।

আমেরিকান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন এর মতে, যে সকল ব্যক্তির সবচেয়ে ভালো চোখে লেন্স ব্যবহারের পরও ভিজ্যুয়াল অ্যাকুইটি (ভিজ্যুয়াল অ্যাকুইটি বলতে কোনো ব্যক্তির সেই ক্ষমতাকে বোঝায় যার দ্বারা ব্যক্তি দূরবর্তী কোন বস্তুকে ভালোভাবে দেখতে পায়) ২০/২০০ অধিক অথবা ব্যক্তির ভিস্যুয়াল অ্যাকুইটি ২০/২০০ এর অধিক কিন্তু ব্যক্তির ভালো চোখে দৃষ্টির ক্ষেত্রে ২০ এর বেশী নয় তাদের দৃষ্টিহীন বলা যাবে।

শ্রবণ প্রতিবন্ধীতার সংজ্ঞা :

- সেই ব্যক্তিকে বধির বলা যাবে যার শ্রবণ ক্ষমতা এতোটাই নষ্ট হয়েছে যে, শ্রবণ সহায়ক যন্ত্রের সাহায্য নিয়ে বা সাহায্য ব্যতিরেকে কেবল কানের সাহায্যে তিনি অন্যের বক্তব্য বুঝতে অক্ষম।
- সেই ব্যক্তিকে কানে খাটো বলা যাবে যার শ্রবণ অক্ষমতার মাত্রা এতোটা কম যে শ্রবণ সহায়ক যন্ত্রের সাহায্য নিয়ে বা সাহায্য ছাড়াই কেবল কানে শুনে না কিন্তু তিনি অন্যের কথা বুঝতে সক্ষম।

Dhaka University Institutional Repository

- শব্দের তীক্ষ্ণতা বা প্রাবল্যকে ডেসিবল দ্বারা পরিমাপ করা হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে কোনো ব্যক্তির শ্রবণে অক্ষমতার গভীরতা পরিমাপের ক্ষেত্রে দেখা হয় ব্যক্তি কত dB প্রাবল্যের শব্দ শুনতে পাচ্ছে।

যে সকল ব্যক্তির শ্রবণে সক্ষমতা ০ থেকে ২৬ dB পর্যন্ত অর্থাৎ যে ব্যক্তি ০ থেকে ২৬ dB পর্যন্ত প্রাবল্যের শব্দ শুনতে সক্ষম তাকে স্বাভাবিক শ্রবণ ক্ষমতার ব্যক্তি বলে। যে সকল ব্যক্তির শ্রবণে অক্ষমতা ২৭ থেকে ৪০ dB পর্যন্ত তাদের "অতি সামান্য কানে খাটো "। যাদের শ্রবণে অক্ষমতা ৪১ থেকে ৫৫ dB পর্যন্ত তাদের স্বল্পমাত্রায় কানে খাটো। যাদের শ্রবণে অক্ষমতা ৫৬ থেকে ৭০ dB পর্যন্ত তাদের মধ্যম মাত্রায় কানে খাটো। যাদের শ্রবণ অক্ষমতা ৭০ থেকে ৯০ dB পর্যন্ত তাদের গুরুত্বের মাত্রায় কানে খাটো।যাদের শ্রবণে অক্ষমতা ৯০ B র উর্ধ্বে তাদের গভীর মাত্রায় শ্রবণ প্রতিবন্ধী শ্রবণ প্রতিবন্ধী বলে।

বুদ্ধি প্রতিবন্ধীর সংজ্ঞা :

- বুদ্ধি প্রতিবন্ধী হল, জীবনের শুরু থেকে বুদ্ধিবৃত্তিক দৌর্বল্য, বাড়ন্ত বয়সে বুদ্ধি বিকাশের ধীরগতি, শিক্ষা গ্রহণে অক্ষমতা এবং সামাজিক ও আচরণগত সামঞ্জস্যতা সাধনের অভাব।
- বুদ্ধি প্রতিবন্ধীতা বলতে সাধারণত গড় বুদ্ধির চেয়ে সুস্পষ্টভাবে কম বুদ্ধি যা অভিযোজনমূলক আচরনের স্বল্পতার সাথে সংযুক্ত থাকে এবং অবস্থাটি বিকাশ মূলক পর্যায়ে বা বাড়ন্ত বয়সে প্রকাশ পায়।
- প্রতিবন্ধীতা অর্থ- সাধারণ জ্ঞানীয়/বৌদ্ধিক কার্যবলী তাৎপর্যপূর্নভাবে গড় মানের চেয়ে কম যা উপযোজনশীল আচরনের স্বল্পতার সাথে সংযুক্ত থাকে এবং বিকাশমূলক পর্যায়ে প্রকাশিত হয় যা কিনা শিশুর শিক্ষা কার্যক্রমে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।
- বুদ্ধিগত কার্যক্রম সুস্পষ্টভাবে গড়মানের চেয়ে কম। প্রায়োগিক উপযোজনমূলক দক্ষতাগুলোর মধ্যে নিম্মোক্ত দুই বা ততোধিক ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট যে কোনো সীমাবদ্ধতা থাকে-যোগাযোগ, আত্মপরিচর্যা, গৃহবাস, সামাজিক, স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা ব্যবহারিক শিক্ষা, অবকাশ ও কাজ। মানসিক প্রতিবন্ধীতা ১৮ বছরের পূর্বে প্রকাশিত হয়।
- বুদ্ধি প্রতিবন্ধীতা হল সেই ধরনের অক্ষমতা যা বুদ্ধিদীপ্ত কার্যাবলী এবং উপযোজনশীল আচরনে তাৎপর্যপূণ সীমাবদ্ধতা যা ধারণা সর্ম্পকিত সামাজিক, দৈনন্দিন, ব্যবহারিক ও উপযোজনশীল দক্ষতার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

'মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুর শিক্ষা' অনুযায়ী বুদ্ধি প্রতিবন্ধীর সংজ্ঞা-আমেরিকার মানসিক প্রতিবন্ধী সমিতি মানসিক প্রতিবন্ধীতার সংজ্ঞা বলেছে মানসিক প্রতিবন্ধতা হলো বুদ্ধিবৃত্তিমূলক কাজে গড়ের চেয়ে কম দক্ষতা যা ক্রমবিকাশ পর্যায়ে উদ্ভব হয় এবং এর সঙ্গে থাকে উপযোজনমূলক আচরণের অক্ষমতা।

'বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী পরিচিতি - বৈশিষ্ট্য, কারন ও করনীয়', অনুযায়ী-

- বয়স অনুপাতে বুদ্ধির স্বল্পতা হেতু যে সকল শিশু বা ব্যক্তি দৈনন্দিন কাজ কর্মে, সামাজিক আচার-আচরণে, লেখাপড়ায় ও বুদ্ধিভিত্তিক কাজে সম বয়সীদের চেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিমানে পিছিয়ে থাকে, তাদেরকে আমরা বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বলি।

Dhaka University Institutional Repository

২.৩ **পরিসংখ্যানঃ** জাতিসংঘের এক সমীক্ষা অনুযায়ী বিশ্বে কোন না কোনভাবে ১০ শতাংশ লোক প্রতিবন্ধী। সে অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রায় ১ কোটি ৪০ লক্ষ প্রতিবন্ধী রয়েছে।

পরিসংখ্যান পকেট বই

বাংলা অনুবাদ

ছক নং ১. ধরন ও লিঙ্গ অনুসারে এক হাজারে প্রতিবন্ধীদের তালিকা (জুন-আগষ্ট, ২০০০)

ক্রমিক নং	অক্ষমদের ধরন	মোট%	মহিলা	পুরুষ
০১।	ভিজুয়্যাল দুর্বলতা/অক্ষমতা	১.২৫	১.৪১	১.০৮
০২।	শ্রবণ দুর্বলতা/অক্ষমতা	০.৭২	০.৮৫	০.৫৮
০৩।	বাক দুর্বলতা/অক্ষমতা	০.৯৯	১.২৫	০.৭৩
০৪।	বাহু দুর্বলতা/অক্ষমতা	০.১৬	০.২২	০.১১
০৫।	পায়ের দুর্বলতা/অক্ষমতা	১.০২	১.৩৭	০.৬৫
০৬।	অকর্ম অংশ/অক্ষমতা	০.৮৪	১.০৫	০.৬২
০৭।	স্নায়ুবিক দুর্বলতা/অক্ষমতা	০.১১	০.১৬	০.০৮
০৮।	মানসিক দুর্বলতা/অক্ষমতা	০.৪৪	০.৪৯	০.৩৮
০৯।	ত্বক দুর্বলতা/অক্ষমতা	০.১০	০.১০	০.৮
১০।	লিভ্তকোডারমা	০.০৯	০.১০	০.০৮
১১।	গোত্র	০.০৯	০.০৪	০.১৩
১২।	অন্যান্য	০.২৩	০.৩৩	০.১৩

উৎসঃ স্বাস্থ্যও জনমিক গবেষণা - ২০০০ বি. বি. এস., ছক নং ১৩.১৬।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেয়া যায় যে বাংলাদেশের মোট ১ কোটি ৪০ লক্ষ প্রতিবন্ধী রয়েছে এবং প্রতিবন্ধীদের দুর্বলতা অনুযায়ী তাদেরকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট গবেষণা কাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধায় তালিকাটি আমি ব্যবহার করেছি।

Dhaka University Institutional Repository

ছক নং ২. লিঙ্গ ও ধরন অনুসারে ১৯৯৪ ও ২০০০ সালের প্রতিবন্ধীদের মধ্যে তুলনা

ধরন	মোট		পুরুষ		মহিলা	
	১৯৯৪	২০০০	১৯৯৪	২০০০	১৯৯৪	২০০০
মোট	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
ভিজুয়্যাল দুর্বলতা	১১.৯৬	২০.৭২	১১.০৩	১৯.২৬	১৩.১৯	২৩.০৯
শ্রবণ দুর্বলতা	১৮.৪৮	১১.৪৬	১৮.২৪	১১.৫৪	১৮.৭৬	১২.৩৯
বাক দুর্বলতা	১৪.০৪	১৬.৪৬	১৭.১০	১৬.৪৯	৯.৯৭	১৫.৭৬
বাহু অক্ষমতা	৩.৪০	২.৭১	৪.০১	২.৯২	২.৫৯	২.৩৮
পা অক্ষমতা	১১.০৪	১৬.৮০	১২.২১	১৮.৫৯	৯.৫১	১৩.৮৮
পক্ষাঘাত অংশ	১৩.৩৩	১০.৯৪	১৩.৫৬	১৪.২৮	১৩.০৩	১৩.৩৮
শারীরিক প্রতিবন্ধকতা	N/A	১.৭৭	N/A	১.৮২	৪.৭১	৮.১৩
স্মৃতি প্রতিবন্ধকতা	২.১৯	১.৬৯	২.৩৬	১.৬৪	১.৯৬	১.৭৪
লিউকোডারমা	১.১৪	১.৫৬	০.৫৬	১.৩৪	১.৮১	১.৭৮
গোত্র	৩.৯৪	১.৪৭	২.২৪	০.৬১	৬.২০	২.৮৭
অন্যান্য	N/A	৩.৮৪	N/A	৪.৪৩	N/A	২.৮৭

উৎসঃ স্বাস্থ্য ও জনমিক গবেষণা - ২০০০ বি.বি.এস., ছক নং ১৩.১৭

উপরোক্ত ছক অনুযায়ী ১৯৯৪ ও ২০০০ সালের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনার প্রেক্ষিতে দেখা যাচ্ছে যে ১৯৯৪ সালের তুলনায় ২০০০ সালে প্রতিবন্ধীতার সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। আবার মহিলাদের তুলনায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুরুষদের প্রতিবন্ধীতা বেশী। এ বিষয়েও একটি গবেষণা হওয়া প্রয়োজন বলে আমার মনে হয়েছে। এজন্য আমি তালিকাটি ব্যবহার করেছি আমার গবেষণা কাজের সুবিধার্থে।

ছক নং ৩. লিঙ্গ অনুসারে প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসা সেবা-২০০০

ক্রমিক নং	চিকিৎসার ধরণ	১৯৯৪			২০০০		
		উভয়	পুরুষ	মহিলা	উভয়	পুরুষ	মহিলা
	মোট	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
	পারিবারিক চিকিৎসা	১৬.২৪	১৪.২৫	১৮.৯১	৯.৫	৯.১	১০.০০
১	হাসপাতাল	-	-	-	৪.৭	.৪-৫	৫.১
২	ফার্মেসী	-	-	-	৩.৫	৩.৪	৩.৫
৩	অন্যান্য	-	-	-	১.৩	৪.২	১.৪
❑	ডিগ্রীহীন চিকিৎসক	৪২.৮০	৪৩.৫২	৪১.৮৩	৩১.২	৩১.৬	৩০.৮
৪	এলোপ্যাথিক	-	-	-	১৫.৯	১৫.৩	১৬.৮
৫	হাকিমী/আয়ুর্বেদী	-	-	-	৫.৭	৬.৯	৩.৮
৬	হোমিওপ্যাথিক	-	-	-	৪.৮	৪.৫	৫.৪
৭	নার্স	-	-	-	০.০০	০.২	০.৩
৮	ধর্মীয় বা সনাতন পদ্ধতি	-	-	-	৪.০	৪.০	৪.১
৯	অন্যান্য	-	-	-	০.৬	০.৭	০.৫
❑	ডিগ্রীধারী চিকিৎসক	৪০.৯৬	৪১.২২	৩৯.২৬	৫৯.৩	৫৯.৩	৫৯.২
১০	মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল				১৩.৬	১৫.৫	১০.৫
১১	জেলা হাসপাতাল				৪.৫	৫.০২	৩.৫
১২	উপজেলা স্বাস্থ্যকমপ্লেক্স				৭.৫	৬.০	৯.৭
১৩	মেটারনিটি ক্লিনিক				০.৩	-	০.৮
১৪	ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকমপ্লেক্স				১.২	১.২	১.১
১৫	অন্যান্য সরকারী হাসপাতাল				৪.২	৪.১	৪.৩
১৬	বেসরকারী হাসপাতাল				৪.৬	৪.৭	৪.৬
১৭	ব্যক্তিগত চিকিৎসা				১৬.৭	১৬.৬	১৭.১
১৮	হাকিমী/আয়ুর্বেদী				৩.২	২.৯	৩.৫
১৯	অন্যান্য				৩.৫	৩.১	৪.১

উৎসঃ স্বাস্থ্য ও জনমিক গবেষণা -২০০০ বি. বি. এস., ছক নং ১৩.১৮

ছকটিতে লক্ষ্য করা যায় যে, তুলনামূলকভাবে প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসা সুবিধা অপ্রতুল। যেহেতু প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা এদেশের সন্তান এবং নাগরিক। অন্যান্য নাগরিকদের মতো তাদের সুযোগ সুবিধাও বৃদ্ধি করা উচিত বলে গবেষক মনে করেছেন। বিশেষ করে চিকিৎসা সেবার ক্ষেত্রে এই সুযোগ অনেক বেশী বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

ছক নং ৪. প্রতিবন্ধীর কারণ- ২০০০

ক্রমিক নং	করন	উভয়	পুরুষ	মহিলা
ক.	মোট	১০০.০১	১০০.০০	১০০.০০
১	দুর্ঘটনা জনিত	১৮.২৯	১৯.১৬	১৫.৮৮
২	তেইকুলার	২.৬৮	৩.১৩	১.৯৮
৩	আগুনে দগ্ধ	০.৮০	০.৮১	০.৮০
৪	এসিড দগ্ধ	০.৪৭	০.৪৩	০.৫৩
৫	খেলাধুলা	০.৫৪	০.৪৯	০.৬২
৬	কলকারখানা দুর্ঘটনা	০.৩০	০.৪৯	০.০০
৭	সন্ত্রাস	১২.৮৩	১৩.৫৪	১১.৬৬
৮	অন্যান্য দুর্ঘটনা	১২.৮৩	১৩.৫৪	১১.৬৬
খ.	রোগ থেকে প্রতিবন্ধী	৫২.১২	৫১.৭৪	৫২.৭২
১	এ.এফ.পি	২.৮২	৩.০২	২.৪৭
২	টিটেনাস	১.১৭	১.৫১	০.৬২
৩	টাইফয়েড	৭.১৭	৭.৬৬	৬.৩৬
৪	স্ট্রোক/হার্টের সমস্যা	২.৫৫	২.৫৯	২.৪৭
৫	পক্স	১.১১	১.০৮	১.১৫
৬	লেপ্রসি	০.৬০	০.৭৬	০.৩৫
৭	ফাইলেরিসিস	০.৯৭	০.৫৯	১.৫৯
৮	গ্যাংরিন	০.৪৪	০.৪৯	০.৩৫
৯	জন্মগত	১৬.৪১	১৬.৪০	১৬.৪৩
১০	অন্যান্য রোগ	১০.২৫	১০.৪১	৯.৯৮
গ.	প্রতিবন্ধীতার অন্যান্য কারণ	২৯.৬০	২৯.১৩	৩০.৩৯

উৎসঃ স্বাস্থ্য ও জনমিক গবেষণা - ২০০০ বি. বি. এস, ছক নং ১৩.১৯ ।

মানুষ শুধুমাত্র জন্মগতভাবেই প্রতিবন্ধী হয়না বরং বিভিন্ন দুর্ঘটনার কারণেও প্রতিবন্ধী হয়ে থাকে। ছকটিতে এ ধরনের ঘটনাগুলি অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছেন গবেষক । জন্মগত কারণ ছাড়াও অন্যান্য যেসব কারণে মানুষ প্রতিবন্ধী হয়ে থাকে তার একটি চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

ছক নং ৫. লিঙ্গ অনুসারে সর্বোচ্চ ২০টি মৃত্যুর কারণ

ক্রমিক নং	মৃত্যুর কারণ	উভয়	পুরুষ	মহিলা
ক.	মোট ২০টি কারণ	৬২.৩৮	৬২.২৬	৬৪.৩৪
১	বার্ধক্য জনিত কারণ	১২.০৯	১১.০৭	১৩.৫০
২	এ্যাজমা/হাঁপানী	৬.০৫	৬.২৪	৫.৭৭
৩	ষ্ট্রোক/প্যারালাইসিস	৫.৭১	৬.৬২	৪.৪৬
৪	জ্বর	৪.৯৯	৪.৩৫	৫.৪৪
৫	স্নায়ুরোগ	৪.৪৯	৫.৮৭	৩.৫৪
৬	নিউমোনিয়া	৪.১৮	৩.৪১	৫.২৪
৭	ডায়রিয়া	৩.৩৫	৩.১২	৩.৬৭
৮	অতিরিক্ত ভাবনা	২.৯১	৩.৩১	৩.৩৬
৯	গ্যাসট্রিক/প্যাথটিকালচার	২.৪২	২.৬৫	২.১০
১০	ডায়বেটিস	২.৩৬	২.৬৫	১.৯৭
১১	ড্রাইনিং	২.২০	২.১৮	২.২৩
১২	যক্ষা	১.৭০	১.৪২	২.১০
১৩	হেপাটাইটিস-বি	১.৮১	১.৫১	২.২৩
১৪	পুষ্টিহীনতা	১.৬৫	১.৮০	১.৪৪
১৫	টাইফয়েড	১.৪৮	১.১৪	১.৯৭
১৬	টিটেনাস (ডেলিভারীর পর)	১.২১	-	১.২১
১৭	দুর্ঘটনা ও আহত	১.১৫	১.৭০	০.৩৯
১৮	ক্যান্সার (সকল প্রকার)	১.১০	১.৩২	০.৭৯
১৯	এক ধরনের টিটেনাস	১.১০	১.১৪	১.০৫
২০	এ্যানিমিয়ক	১.০৪	০.৭৬	১.৪৪

উৎসঃ স্বাস্থ্য ও জনমিক গবেষণা- ২০০০ বি. বি. এস, ছক নং ১৩.২০।

মৃত্যুর কারণ তুলে ধরে প্রতিবন্ধীতার পূর্ব সতর্কীকরণ করা হয়েছে। শুধু উল্লেখিত কারণে মৃত্যু বরণই করে না অনেকেই চিরতরে প্রতিবন্ধীত্ব বরণ করে। তাই গবেষণা কাজে ছকটি গুরুত্ব পেয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ছক নং ৬. প্রতিবন্ধীদের শতকরা (টাকায়) চিকিৎসা ব্যয়ের হিসাব-২০০

ক্রমিক নং	চিকিৎসা ব্যয়ের ধরন	চিকিৎসা সুবিধা				
		সকল সুবিধা	সরকারী	বেসরকারী	এন.জি.ও	বৈদেশিক
মোট		১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
১	সাধারন ব্যয়	৫৩.৪	১২.৪	৬৪.৭	৬৭.২	৫৮.৬
২	ঔষধ	৪১.৭	০.৬	৫৫.২	৫৭.২	২.২
৩	ডাক্তারের ফি	৫.৪	৪.৯	৫.৫	৪.১	৯.৪
৪	ভ্রমণ	৫.৩	৬.৯	৪.০	৬.০	৪৭.০
৫	মেডিকেল পরীক্ষা	১০.০০	১০.৪	৫.০০	১১.৫	১৩.৮
৬	সার্জিক্যাল	৩.৮	৬.২	১.২	২.৪	১.২
৭	হাসপাতাল/ক্লিনিক ভাড়া	২.২	৩.৪	১.৮	০.৭	৪.৪
৮	রোগী অর্ন্তভূক্তি	৩৫.৫	৬৭.২	২৭.৪	১৮.২	২২.০

উৎসঃ স্বাস্থ্য ও জনমিক গবেষণা- ২০০০ বি. বি. এস, ছক নং ১৩.২২।

চিকিৎসা খাতে যে ব্যয় তা অপ্রতুল, এই খাতে অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি করা উচিত এবং প্রতিটি হাসপাতালে প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসা ব্যবস্থা রাখা দরকার। উপরের ছক থেকে বুঝা যাচ্ছে যে এই বিষয়ে খুব বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়নি।

ছক নং ৭. প্রতিবন্ধী মহিলাদের বয়স (১০-৪৯) অনুসারে পরিবার পরিকল্পনার গ্রহণের পদ্ধতির হার ১৯৭৫-২০০০

ক্রমিক নং	পদ্ধতি	১৯৭৫	১৯৮৯	১৯৯৪	১৯৯৭	১৯৯৮	২০০০
১	যে কোন পদ্ধতি	৭.৭	৩০.৮	৪৬.৩	৫০.৯	৫১.৫	৫৩.৬০
২	যে কোন আধুনিক পদ্ধতি	৫.০	২৩.২	৩৯.৩	৪৫.৮	৪৫.৯	৪৪.৬২
৩	বড়ি	২.৭	৯.৬	২৩.৫	২৮.০	২৫.১	২২.৩৪
৪	IUD	০.৫	১.৪	১.৬	২.১	১.১	১.৪১
৫	ইনজেকশন	০.০	০.৬	৩.৮	৫.০	৫.৮	৯.০৯
৬	কনডম	০.৯	১.৮	৪.৮	৪.০	৫.৭	৬.২৭
৭	মহিলা স্ট্রেলাইজেশান	০.৬	৮.৫	৪.৭	৬.১	৬.২	৫.০৯
৮	পুরুষ স্ট্রেলাইজেশান	০.৫	১.২	০.৬	০.৭	১.১	০.৪২
৯	সনাতন পদ্ধতি	২.৭	৭.৬	৬.৯	৫.১	৫.৬	৪.৯৭

উৎসঃ স্বাস্থ্য ও জনমিক গবেষণা -২০০০ বি.বি.এস, ছক নং ১৩.২৪ ।

প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে হয়তো জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বিষয়ে সতর্ক হওয়া আবশ্যক। কিন্তু অন্যদের ক্ষেত্রে এই বিষয়ে সতর্ক হবার আবশ্যকতা নেই এ কথা ঠিক নয়। কারণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সন্তান যে প্রতিবন্ধী হবে এমন কোন কথা নেই। সুতরাং রাষ্ট্রের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কল্পে যেটুকু প্রয়োজন। ততটুকুই জন্মনিয়ন্ত্রণ

Dhaka University Institutional Repository

পদ্ধতি ব্যবহার করা প্রয়োজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের। এর যে এই বিষয়ে সচেতন তা উপরের ছক থেকে বুঝা যায় এবং এই সচেতনতা যে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাও বুঝা যায় এই ছক থেকে।

'বাংলাদেশে প্রতিবন্ধীতা' একটি সমীক্ষা জুলাই '২০০৫

- এ সমীক্ষা অনুযায়ী বাংলাদেশের ৫.৬ শতাংশ মানুষের কোন না ধরনের প্রতিবন্ধীতা রয়েছে। এদের মধ্যে শতকরা হারের বিবেচনায় ধরন অনুসার প্রতিবন্ধীতার হার ক) দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ৩২.২% খ) শারীরিক প্রতিবন্ধী ২৭.৮% গ) শ্রবণ প্রতিবন্ধী ১৮.৭% ঘ) বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ৬.৭% ঙ) বাক্ প্রতিবন্ধী ৩.৯% এবং চ) ১০.৭% বহুবিধ প্রতিবন্ধী ।
- শহর এলাকার তুলনায় গ্রামে প্রতিবন্ধী মানুষের সংখ্যা বেশি। আবার অন্যদিকে এ সমীক্ষা থেকে পাওয়া গেছে, গ্রামের তুলনায় শহর এলাকার মানুষের মধ্যে শারীরিক ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধীতার হার বেশি। তবে শ্রবণ ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষের হার শহরের তুলনায় গ্রাম এলাকায় বেশি।
- চর ও সমতল ভূমির তুলনায় পাবর্ত্য ও উপকূলীয় অঞ্চলে প্রতিবন্ধীতার হার কিছুটা কম। আরো লক্ষ্য করা যায়, পাবর্ত্য অঞ্চলের মানুষের মধ্যে বহুবিধ প্রতিবন্ধীতার হার বেশি (৩১.৩%)। চর ও হাওড় এলাকায় দৃষ্টি ও শারীরিক প্রতিবন্ধীতার হার সবচেয়ে বেশি (যথাক্রমে ৩৮.১% এবং ২৮.৬%)। উপকূলীয় অঞ্চলে শারীরিক প্রতিবন্ধীতার হার সবচেয়ে বেশি (৪৫.২%), যদিও উচ্চহারে বাক্ ও শ্রবণ (২২.৫%) এবং দৃষ্টি (২৪.২%) প্রতিবন্ধীতাও রয়েছে।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ধর্ম এবং জাতিসত্তার ভিত্তিতেও প্রতিবন্ধীতার হারের তারতম্য লক্ষণীয়। ইসলাম, হিন্দু এবং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে প্রতিবন্ধীতার হার যথাক্রমে ৬%, ৪.৩% এবং ৩.৩%।
- বয়সের সঙ্গে প্রতিবন্ধীতার হারের একটি সম্পর্ক রয়েছে। ৬৪ বছর বা আরো বেশি বয়সীর মধ্যে প্রতিবন্ধীতার হার বেশি (প্রায় ২৬.৪%) এবং বয়স যতো কম প্রতিবন্ধীতার হারও ততো কম। সবচেয়ে কম প্রতিবন্ধীতার হার পাওয়া গেছে ০-৫বছর বয়সীদের মধ্যে (২%)।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিদ্যালয়ে শিক্ষা পাওয়ার ব্যাপ্তির উপর প্রতিবন্ধীতার প্রভাব তাৎপর্যপূর্ণ। সমীক্ষা থেকে দেখা যায়, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের একটি বড় অংশ সামান্য শিক্ষার সুযোগ পেয়েছে কিংবা কোনো ধরনের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায় নাই। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে প্রায় অর্ধেকেরও বেশির কোনো ধরনের শিক্ষা নেই। এদের একটি বড় অংশ দৃষ্টি অথবা শারীরিক প্রতিবন্ধী মানুষ।
- যদিও প্রায় ৫.৩% প্রতিবন্ধী ব্যক্তি তাদের আয় সম্পর্কে কথা বলতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছে। কিন্তু বাকি উত্তরদাতাদের মধ্যে প্রায় ১৪% প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মাসিক আয় গড়ে ১০০০ টাকার কম।

Dhaka University Institutional Repository

যাদের আয় ভালো তাদের মধ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংখ্যা কম পরিলক্ষিত হয়েছে। ৩.৪% প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে পাওয়া গেছে যাদের মাসিক আয় ১০ হাজার টাকার বেশি।

- জেন্ডারের ভিত্তিতে লক্ষ্য করা যায় যে, নারীর তুলনায় পুরুষের মধ্যে প্রতিবন্ধীতার সংখ্যা বেশি। এক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, নারী ও পুরুষ উভয়ের মধ্যে প্রতিবন্ধীতার ধরন অনুযায়ী হার একই রকম। উভয়ক্ষেত্রেই দৃষ্টি ও শারীরিক প্রতিবন্ধী মানুষের সংখ্যা তুলনামূলক ভাবে বেশি।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকাংশের বসত বাড়ির অবস্থা খুবই করুণ। মূলতঃ কাঁচা চালা, খড়ের দেয়াল এবং মাটির মেঝে এ নিয়ে হলো তাদের বাড়ি। প্রতিবন্ধী মানুষদের মধ্যে খুব কম সংখ্যকই স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ব্যবহার করার সুযোগ পায়।
- পাঁচ ভাগের তিন ভাগ বা তারও বেশি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি (৬৮.৯%) তাদের সমস্যা নিয়ে চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করেছে। এদের মধ্যে ৪২ শতাংশের কিছুটা উন্নতি হয়েছে এবং বাকিদের চিকিৎসা গ্রহণ করা সত্ত্বেও কোন উন্নতি হয় নাই। উত্তরদাতাদের মধ্যে মাত্র ৩.২% জানিয়েছে তাদের চিকিৎসার খরচ সরকারী সূত্র থেকে এসেছে। যারা কোন ধরনের চিকিৎসা নেয়নি তারা মূলতঃ আর্থিক সমস্যার কারণে চিকিৎসা করতে পারেনি।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য চিকিৎসা সেবা রয়েছে এবং চিকিৎসা সেবা নাই এমন দু' এলাকার মধ্যে প্রতিবন্ধী মানুষের হারের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়েছে। যেসব এলাকায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য চিকিৎসা সেবা রয়েছে সেখানে প্রতিবন্ধীতার হার ৪.৩% এবং সেবা নেই এমন এলাকায় এ হার ৫.৮%।

২.৪ উপসংহারঃ- উপসংহারে এ কথা বলা যেতে পারে যে, প্রতিবন্ধীদের ধরণ, প্রকারভেদ ও সংজ্ঞার আলোকে একটি বাস্তব ধারণা লাভ করা যেতে পারে। মানব দেহের প্রতিটি অঙ্গই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এর কোন অংশের আংশিক বা সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হলে দেহের সক্ষমতা এবং কার্যকারীতা কোন না কোনভাবে হ্রাস পায়। সংজ্ঞাপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বহুমুখী প্রতিবন্ধীদের ঝুঁকি ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। এ অধ্যায়ে বর্ণিত সংজ্ঞা এবং সংক্ষিপ্ত পরিসংখ্যানের বিবরন থেকে তার বাস্তব চিত্র লক্ষ্য করা যায়। তাদের বাস্তব চিত্র এবং সঠিক সংখ্যা নির্নয় করা গেলে সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ সহজতর হতে পারে। প্রতিবন্ধীদের অধিকার সংরক্ষণে রাষ্ট্রের মূখ্য ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে সংজ্ঞা, প্রকারভেদ এবং সঠিক পরিসংখ্যান অপরিহার্য।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

সমাজে ভাবমূর্তি ও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর সমস্যা বিশ্লেষণ

৩.১ ভূমিকাঃ- পিছিয়ে পড়া বিশাল একটি অনগ্রসর প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী বহুবিধও সমস্যায় জর্জরিত। প্রতিকূলতা তাদের নিত্যদিনের সঙ্গী হিসাবে অগ্রগন্য। কাংঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে তারা প্রানপনে চেষ্টা করছে। অবহেলা আর বৈষম্যের কঠিন পরিস্থিতি অতিক্রম করে অধিকার প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে যাবার নিরন্তর প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন সূত্র বা তথ্য থেকে জানা যায় যে, প্রায় পরিবারেই একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি কম বেশী বৈষম্যের স্বীকার হয়। যার ধারাবাহিকতা সমাজ ও জাতীয় পর্যায়ে লক্ষ্যনীয়। এ চলমান সমস্যা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভাগ্যে উন্নয়নের চাকা মন্থর গতিতে পরিনত করছে। ফলশ্রুতিতে সমঅধিকার থেকে ক্রমান্বয়ে বঞ্চিত হচ্ছে।

সমাজে ভাবমূর্তি তৈরীর ক্ষেত্রে কুসংস্কার থেকে শুরু করে দৈনন্দিন কার্য সম্পাদনে সীমাবদ্ধতা, পরিবারের ইতিবাচক ও নেতিবাচক মনোভাব, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ, একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির চাঞ্চল্য কর্ম জীবন ও কর্মহীন, শিক্ষা লাভের সুযোগ, সমাজে একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রভাব, প্রতিপত্তি, অবদান রাখার সুযোগ, সমাজে তার গ্রহণযোগ্যতা সর্বক্ষেত্রে তার সমঅধিকার ও অংশগ্রহণের প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধার ভিত্তিতেই ইতিবাচক ও নেতিবাচক ভাবমূর্তি গড়ে উঠে। শৈশব থেকেই বিভিন্ন সমস্যা ও প্রতিকুলতার মধ্য দিয়ে জীবন সংগ্রামের সূচনা হয় একজন প্রতিবন্ধী শিশু/ব্যক্তির এই সংগ্রাম চলতে থাকে অবিরাম গতিতে লক্ষ্য অর্জনের প্রত্যাশায়। সমাজে ভাবমূর্তি তৈরী ও বহুবিধও সমস্যা নিরসনে প্রবল বাধাঁর সম্মুখীন হতে হয়। তাদের আবেদন প্রায় ক্ষেত্রেই নিস্ফল ও আশ্বাসের বাণীতে পরিনত হয়। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নের বিষয়টি সামাজিক অবস্থা ও চলমান সমস্যার মধ্যে বাস্তব চিত্রটি প্রস্ফুটিত হয়ে আছে।

৩.২ সমাজে প্রতিবন্ধীদের ভাবমূর্তি ও অবস্থা ঃ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সমাজের নিরবচ্ছিন্ন বিশাল একটি অংশ। তাদেরকে বাদ দিয়ে সমউন্নয়ন ও অগ্রগতি অর্থবহ হতে পারে না। এমনকি তাদের ছাড়া পূর্নাঙ্গ সমাজ গঠন যথার্থ হতে পারে না। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা এ সমাজের আলো বাতাস ও চিন্তা চেতনায় বিকাশ লাভ করেছে। তারা সমাজের সকলের সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ এবং সমাজে বিভিন্ন উপাদান অন্যান্যদের যেভাবে প্রভাবিত করে, প্রতিবন্ধীদের সেভাবেই প্রভাবিত করে। একই রক্তে মাংসে গড়া তারা সমাজের বাইরের কেউ নয়। সুযোগ সুবিধা পেলে সমাজের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে পারে। সমাজের প্রায় মানুষের মধ্যেই কোন না কোনভাবে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে কিন্তু প্রতিবন্ধী

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবন্ধীদের সামাজিক অবস্থান সুদৃঢ় করছে। একজন শিক্ষিত অর্থশালী প্রতিবন্ধী ব্যক্তি একটি সমাজের দর্পন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। যা সমাজে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে। সমাজে সুদৃঢ় অবস্থানের জন্য প্রয়োজন তৃণমূল পর্যায় থেকে রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত নেতৃত্ব বা প্রতিনিধিত্বে অংশ গ্রহণ। সেটা সংরক্ষিত, মনোনীত, বা নির্বাচন পদ্ধতি যে কোন উপায়ে হতে পারে। সমাজে ভাবমূর্তি ও অবস্থান তৈরী করতে হলে প্রতিবন্ধীদের গুনাবলী শক্তিশালী নেত্রীত্ব ও একতার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। অতীতের তুলনায় বর্তমান সমাজে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি ব্যঙ্গাত্মক শব্দগুলোর ব্যবহার ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। তবে ভাবমূর্তি ও অবস্থান গ্রাম শহর ও এলাকা ভেদে বিভিন্ন রুপ পরিলক্ষিত হয়। সমাজে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে কুসংস্কার যুক্ত ধ্যান ধারণা পরিহার করা একান্ত প্রয়োজন এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । বিশেষ করে মসজিদের ঈমামগণ কুসংস্কার মুক্ত সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন গবেষণা ধর্মী প্রতিষ্ঠান সমূহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমাজে ভাবমূর্তি ও অবস্থান বিস্তার লাভে প্রতিষ্ঠান

বাস্তব সম্মত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও সচেতনতা মূলক প্রচারনায় ভূমিকা পালন করতে পারে। এতে সমাজে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি ও সম্মানজনক অবস্থান সুদৃঢ় হতে পারে। গণমাধ্যম সমূহ যেমনঃ বাংলাদেশবেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশন, বিভিন্ন বেসরকারী চ্যানেল সমূহ দৈনিক সংবাদপত্র, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক ম্যাগাজিন সাবলম্বী ও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য রয়েছে, মেধাবী কর্মজীবি ও সম্ভাবনাময় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও প্রতিবেদন প্রকাশ করে সমাজে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামাজিক অবস্থান শক্তিশালী করার ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। বাংলাদেশ বেতারে “দর্পণ” ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানে ২০০১ সাল থেকে “প্রত্যয়ীজন” শিরোনামে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়েছে। যা তৃণমূল পর্যায় থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত প্রতিবন্ধীদের প্রতি সচেতনতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। অগনিত পত্রের মাধ্যমে শ্রোতাদের নিকট থেকে প্রতিবন্ধীদের ব্যাপারে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী সর্ম্পূন ব্যাপক সাড়া পাওয়া গেছে ফলে সমাজে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিকাশ ঘটানোর ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। এরই পথ ধরে ১৫ ই অক্টোবর বিশ্ব সাদা ছড়ি নিরাপত্তা দিবস, ৩ই ডিসেম্বর আর্ন্তজাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ও জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবসগুলোতে বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার করছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণে ও উপস্থাপনায়, যার ধারা বাহিকতায় জনসংখ্যা বিভাগ, ট্রাফিক চ্যানেল ও বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ বিভিন্ন চ্যানেল সমূহ দিবস গুলোতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠান করছে। সাথে সাথে সংবাদপত্রে দিবসগুলোর প্রতিপাদ্য ও উদ্দেশ্য তুলে ধরে সচেতনতামূলক লেখা প্রকাশ করা হচ্ছে এমনকি বিভিন্ন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের লেখা, তাদের কর্মকান্ড ও বিশিষ্ট প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার প্রকাশ করছে। যা সমাজে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পরিচিতি তুলে ধরছে। এর মধ্য

Dhaka University Institutional Repository

দিয়ে আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিবন্ধীদের সাফল্য ও জীবন সংগ্রামের ইতিহাস তুলে ধরে বিভিন্ন সচেতনতা মূলক অনুষ্ঠান প্রকাশ পাচ্ছে। যার ফলে তাদের সমাজে গ্রহণযোগ্যতা ও সম্মানের আসন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সমাজে শিক্ষিত ও কর্মজীবী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের হার যত বৃদ্ধি পেতে থাকবে তত বেশী সমাজে তাদের সম্মানজনক অবস্থান সুদৃঢ় হতে থাকবে। যা পরিবার থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত বিকাশ লাভ করতে পারে। পূর্বের সমাজে পরিবারের প্রতিবন্ধীর সদস্যের মাধ্যমে পরিবারে ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হবার ভয়ে বা লজ্জায় প্রতিবন্ধী সন্তানকে আবদ্ধ ঘরে বা অন্যত্র লুকিয়ে রাখা হতো বলে বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা গেছে। কিন্তু বর্তমানে সে অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে। তবে এখনও কোন কোন পরিবার ও সমাজে প্রতিবন্ধী পরিবারের সাথে আত্মীয়তার ক্ষেত্রে অবহেলা ও বৈষম্য বিষয়টি লক্ষ্য করা যায়। এমন কি কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অবহেলা ও বৈষম্যেও স্বীকার হচ্ছে। এ অবস্থা পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন পরিবার থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সমসুযোগ নিশ্চিত করণের জন্য আন্ত রিকতা সম্পন্ন সামাজিক আন্দোলন। যার মধ্য দিয়ে সমাজের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভাবমূর্তি ও অবস্থান গ্রহণযোগ্য করে গড়ে তোলা সম্ভব।

৩.৩ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমস্যাবলী ঃ প্রতিটি সমাজে কম-বেশী সমস্যা রয়েছে তবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সমস্যাবলী ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর। পরিবার থেকে শুরু করে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদের সমস্যা সমূহ প্রবল ও জটিল, তাদের সমস্যা জন্মের পর থেকেই, কারো কারো ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীর ধরণ অনুসারে সমস্যা বেশ প্রবল। পরিবার থেকে অধিকাংশ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি পূর্ণমাত্রায় সহযোগিতা পায় না। যার ফলে পরিবার থেকেই প্রথম সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। পরিবারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও তার তেমন অংশগ্রহণ বা ভূমিকা রাখার সুযোগ থাকে না। ফলে একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সমস্যা পরিবারের অন্যান্যদের থেকে ভিন্ন। যার প্রভাব সমাজ থেকে শুরু করে উত্তরনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই কম বেশী পরিলক্ষিত হয়। এ কথা বললে অতক্তি হবে না যে কোন কোন প্রতিবন্ধী সমস্যার মাঝেই জন্মগ্রহণ করে এবং সমস্যার মধ্য দিয়েই জীবনাবসান ঘটে। কেননা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমস্যাগুলো যুগের পর যুগ পেরিয়ে বর্তমানেও উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রকে ব্যাহত করছে, উন্নয়নকে করছে বাধাগ্রস্ত।

৩.৪ শিক্ষাঃ প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর শিক্ষা পদ্ধতি ও সহায়ক উপকরণ বিশ্লেষন করলেই দেখা যাবে যে, এ ক্ষেত্রে তাদের সমস্যা কত গভীরে ও লাজুক অবস্থায় রয়েছে।

সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনা ও আইনে প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার প্রসারকে অর্ন্তভূক্ত করা হয়নি।

কারণঃ- ১। প্রতিবন্ধী শিশুর জন্য শিক্ষা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় নয়।

Dhaka University Institutional Repository

২। প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অর্ন্তভূক্ত করা হয়নি।

৩। প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য শিক্ষা, "সবার জন্য শিক্ষা" কর্মসূচীর অর্ন্তভূক্ত করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

বাংলাদেশের সংবিধানের ১৭ নং অনুচ্ছেদে শিক্ষার অধিকার সর্ম্পকে বলা হয়েছে " সবার জন্য শিক্ষা" বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা আছে সকলের জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণ। শ্রেনীভেদে বিশাল জনগোষ্টির শিক্ষা নিশ্চিত করণের বিষয়টি এই পরিকল্পনায় অর্ন্তভূক্ত হয়েছে কিনা তা আমাদের জানা নেই। যদি না হয়ে থাকে তাহলে "সবার জন্য শিক্ষা" কথাটির যথার্থতা বা গ্রহণযোগ্যতা লাভ করতে পারে না, কেননা এই বিশাল প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচী অর্থবহ ও পূর্নাঙ্গ হতে পারে না। আমরা পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোর দিকে তাকালে দেখতে পাই, তাদের দেশে শিক্ষার হার শতকরা প্রায় একশত ভাগ, অথচ তৃতীয় বিশ্বের বিশেষ করে বাংলাদেশে এর হার তুলনামূলক অনেক কম। এর মধ্যে প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার হার অতি নগণ্য।

কোন কোন সমীক্ষা বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, দেশের প্রায় ১৬ লক্ষ স্কুলে যাবার উপযোগী বয়সের প্রতিবন্ধী শিশুদের মধ্য থেকে কেবলমাত্র ১৫ থেকে ২০ হাজার শিশু বিশেষ এবং সমন্বিত শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করছে। এ সংখ্যা একবারেই নগণ্য। সুবিধা বঞ্চিত এই উল্লেখযোগ্য কিছু সংখ্যক প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার আলোয় আলোকিত করা একান্ত বাঞ্চনীয়। সাম্প্রতিক দুটি সমীক্ষায় (ইউনিসেফ ১৯৯৯ এবং এসকাপ ১৯৯৯) দেখা যায়, এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে প্রতিবন্ধী শিশু কিশোরদের মাত্র দুই থেকে পাঁচ শতাংশ শিক্ষা গ্রহণ করেছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, বাংলাদেশের প্রতিবন্ধীব্যক্তিদের শিক্ষা অর্জনের সমস্যার চিত্রটি কত গভীরে রয়েছে।

শিক্ষা পদ্ধতিঃ বিশেষ শিক্ষা।
সমন্বিত শিক্ষা।
একীভূত শিক্ষা।

বিশেষ শিক্ষাঃ প্রতিবন্ধী শিশুদেরকে পূর্নবাসনের লক্ষ্যে কতিপয় সচেতন সমাজসেবী আলাদাভাবে বিশেষ তত্ত্বাবধানে তাদেরকে শিক্ষিত করার প্রয়াস নেয়। বিশেষভাবে সজ্জিত এই শিক্ষাদানের প্রয়াসই আমাদের কাছে বিশেষ শিক্ষা নামে পরিচিত। বিশেষ শিক্ষায় একটি নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে, বিশেষ শিক্ষা উপকরণের

Dhaka University Institutional Repository

মাধ্যমে এবং বিশেষ পদ্ধতিতে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধী শিশুকে তাদের সমবয়সী অপ্রতিবন্ধী শিশুদের থেকে আলাদা করে শিক্ষা দেয়া হয়।

সমন্বিত শিক্ষাঃ উন্নত দেশ সমূহে বিশেষ শিশুদের জন্য এই শিক্ষা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এ ধরনের শিশুদের অভিভাবকরা বুঝতে পারলো যে তাদের শিশুরা পৃথকীকরণের জন্য সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। বাবা মায়ের দাবীর প্রেক্ষিতে প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা নিয়ে নতুনভাবে ভাবনা চিন্তা শুরু হলো। বিভিন্ন গবেষণার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য শিক্ষা দানের প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন আনা হলো। গবেষণায় দেখা গেল প্রতিবন্ধী শিশুদের অনেকেই একটু সহায়তা পেলে প্রচলিত আনুষ্ঠানিক শিক্ষা পদ্ধতিতে সাধারণ স্কুলগুলোতেই শিক্ষা লাভ করতে পারে। সমগ্র বিশ্বে চালু হলো এ পদ্ধতি, যা সমন্বিত শিক্ষা নামে পরিচিত। এ শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রতিবন্ধী শিশুদেরকে সাধারণ স্কুলের মাঝেই বিশেষ শিক্ষক সহায়তায় এবং কখনও কখনও পাঠ পরিকল্পনার আওতায় সমন্বিত শিক্ষাকে ফলপ্রসূ করার জন্য কিছু সহায়তা কেন্দ্র সাধারণ স্কুলগুলোকে সহযোগিতা করে থাকে।

একীভূত শিক্ষাঃ সমন্বিত শিক্ষার মাধ্যমে প্রতিবন্ধী শিশুরা সাধারণ স্কুলে প্রবেশ করার সুযোগ পেল ঠিকই, কিন্তু শিক্ষালাভে সম-অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলো না। অর্থাৎ , আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় যে সীমাবদ্ধতাগুলো প্রথম থেকে বিরাজ করছিল সেগুলো অনেকটা থেকেই গেল। অনেক ক্ষেত্রেই সমন্বিত স্কুলগুলোতে প্রতিবন্ধী শিশুদের কিছুটা হলেও পৃথকীকরণ থেকেই গেলো। তাই পরিপূর্ণতা এলোনা সমন্বিত শিক্ষাতেও। আবারও চললো গবেষণা ও পরিকল্পনা। অবশেষে অতি সম্প্রতি আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা দূর করে একে সকল শিশুদের উপযোগী করার জন্য এলো এক নতুন দর্শন, যা একীভূত শিক্ষা নামে পরিচিত।
একীভূত শিক্ষা এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে একই শ্রেনীকক্ষে প্রতিবন্ধী শিশুসহ সকল ধরনের শিশুদের চাহিদা পূরণ করা হয় এবং একই সাথে এই শিক্ষাব্যবস্থা ধনী- দরিদ্র নির্বিশেষে সকল ধরনের শিক্ষার্থীদের দক্ষতা, মেধা, শিখন- চাহিদা, আর্থ-সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অবস্থান অনুযায়ী শ্রেনীকক্ষে উপযুক্ত শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই, ই, আর অর্ন্তভূক্ত বিশেষ শিক্ষা বিভাগের সম্মান ও মাষ্টার্স পর্যায়ের কোর্সে একীভূত শিক্ষা বিষয়টি অর্ন্তভুক্ত রয়েছে।

৩.৫ ২০০১ সালে সরকার কতৃক ঘোষিত একীভূত শিক্ষা পদ্ধতিঃ জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরামের উদ্যোগে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০০১ সালে জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় হিসেবে "প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে একীভূত শিক্ষা" ঘোষণা করে। একীভূত শিক্ষা সারা বিশ্বে সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের

Dhaka University Institutional Repository

মূলধারার শিক্ষা ব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট করার লক্ষ্যে একটি স্বীকৃত পদ্ধতি। একীভূত শিক্ষার ঘোষণা ও ব্যাখ্যার মাঝে গুনগত ও মান সম্মত দিক প্রকাশ পেলেও প্রতিবন্ধকতা থেকে তা মুক্ত নয়। এমন কি এটি সমন্বিত ও বিশেষ শিক্ষা কার্যক্রমকে বাদ দিয়ে বিস্তার লাভ করতে পারে না। প্রতিবন্ধকতা সমূহ তুলে ধরার মধ্য দিয়ে সমস্যার মূলে প্রবেশ করা যেতে পারে।

৩.৬ প্রতিবন্ধী শিশুদের মূলধারার শিক্ষা ব্যবস্থায় একীভূত করণের প্রধান প্রতিবন্ধকতা সমূহঃ

১। প্রয়োজনীয় নীতিমালার এবং এর সঠিক কার্যকারিতার অভাবই প্রতিবন্ধী শিশুদের মূলধারার শিক্ষা ব্যবস্থায় একীভূত করণের অন্যতম প্রধান অন্তরায়।

২। প্রায় অধিকাংশ শিক্ষকেরই প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে ভীতি রয়েছে। আমাদের দেশে শিক্ষকদের শ্রেনীকক্ষে প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট (সরকারী - বেসরকারী) প্রতিষ্ঠান সমূহ থেকে উদ্বুদ্ধ করণের কোন ব্যবস্থা নেই।

৩। প্রতিবন্ধী বা অপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী উভয়ের ক্ষেত্রেই মৌলিক শিক্ষাদান কৌশল সংক্রান্ত দক্ষতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে।

৪। অধিকাংশ পরিবারের ধারনাই নেই যে তাদের প্রতিবন্ধী শিশুদের স্কুলে যাবার মত ক্ষমতা রয়েছে। যে সকল পরিবার দরিদ্র অথবা গ্রামাঞ্চলে বসবাস করে, যেখানে শিশুরা আয় উর্পাজন কার্যক্রমে সহায়তা করে সে সকল পরিবারে প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার বিষয়টি অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করা হয়।

৫। একাধিক কারণে প্রতিবন্ধী শিশুদের মধ্যে শিক্ষা লাভের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসের অভাব লক্ষ্য করা যায়।

যেমনঃ (ক) শ্রেনীকক্ষে তাদের প্রতি শিক্ষকের মনোযোগ ও নির্দেশনার অভাব ।

(খ) বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিশুদের তাদের প্রতি সহযোগিতামূলক মনোভাব তৈরীর প্রচেষ্টা নেই।

(গ) শ্রেনীকক্ষে প্রতিবন্ধী শিশু অপ্রতিবন্ধী শিশুদের তুলনায় বয়সে বড় হতে পরে।

বিদ্যালয়গুলোর ভৌত অবকাঠামো প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য প্রবেশগম্য নয়। অত্যাধিক ছাত্র-ছাত্রীর উপস্থিতি, শারীরিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য নানা রকম প্রতিকূলতা দৃষ্টি ও শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের প্রয়োজনীয় সহায়ক উপকরণ ও চলন সংক্রান্ত সুবিধার অভাব রয়েছে। সমাজের অধিকাংশ জনগণের প্রতিবন্ধীতার কারণ এবং প্রতিবন্ধী শিশুদের ক্ষমতা সর্ম্পকে ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। এছাড়া অপ্রতিবন্ধী শিশুদের অভিভাবকরাও সহযোগিতা করতে চান না। এমন কি একজন প্রতিবন্ধীকে ব্যঙ্গ করা বা অবহেলা করার কারণে সে স্কুলে যেতে চায় না।

Dhaka University Institutional Repository

মা-বাবার অনিচ্ছা ও পরিপাটি পোশাক পরিচ্ছদ না থাকায় ঐ প্রতিবন্ধী শিশুটির সাথে সাধারণ শিশুরা পাশে বসতে ও খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করাতে অনাগ্রহ প্রকাশ করে। কুসংস্কার ও নিরুৎসাহ মূলক কথাবার্তা যেমনঃ সাধারণ শিশুদের দিয়েই কিছু হয় না, আবার প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা দিয়ে কি হবে ? এ ধরনের উক্তি তাদের ও তাদের অভিভাবকদেও মূলধরার শিক্ষা ব্যবস্থায় একীভূত করণে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।

৩.৭ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী

দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা সূচনাঃ- রটারী ক্লাব কর্তৃক পরিচালিত রটারী অন্ধ বিদ্যালয় এবং ডাঃটি আহম্মদ এর উদ্যোগে ইসলামিয়া অন্ধ স্কুল ১৯৫৭ সালে বেসরকারী পর্যায়ে তেজগাঁও ঢাকায় দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার সূচনা করে। এদেশে ১৯৫৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার অগ্রযাত্রায় তেমন আশাব্যঞ্জক অগ্রগতি হয়নি। বিভিন্ন গবেষণা ও তথ্যাদি থেকে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে খুব অল্প সংখ্যক দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুই স্কুলে যায়। প্রকৃত পক্ষে আমাদের হিসাবে দেখা যায় যে শতকরা ১ ভাগেরও কম দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশু স্কুলে যাচ্ছে। ১৯৯৯ সালের এক জরিপের ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি ৫৩০ জন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশু সমন্বিত শিক্ষা কার্যক্রম এবং বিশেষ শিক্ষা কার্যক্রমের অর্ন্তভুক্ত স্কুলে পড়াশুনা করছে। বাংলাদেশে আনুমানিক ৩০-৪০ হাজার দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশু এবং ৯০-১২০ হাজার ক্ষীণ দৃষ্টি সম্পূর্ণ শিশু রয়েছে। বাংলাদেশের প্রতিটি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুর স্কুলে যাবার সুযোগ থাকা উচিৎ।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঃ বর্তমানে বিশেষ শিক্ষা কার্যক্রমের অধীনে সরকারী পর্যায়ে ৫ টি, এর পাশাপাশি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে (১) চেয়ার বুনানো (২) বাঁশ-বেতের কাজ (৩) পশুপালন বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে, এবং বেসরকারী পর্যায়ে ২টি স্কুল রয়েছে। এ স্কুলগুলোতে মোট আসন সংখ্যা ৪৯০ টি। বেসরকারী পর্যায়ে মেয়েদের ২ টি স্কুল রয়েছে আসন সংখ্যা ১১০ টি। এ ছাড়া সমন্বিত শিক্ষা কার্যক্রমের অধীনে দেশের প্রতিটি জেলায় সরকারী পরিচালনায় ৬৪ টি সাধারণ স্কুল ও বেসরকারী উদ্যোগে ৫ টি সাধারণ স্কুলে রিসোর্স কেন্দ্র ও বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত একজন রিসোর্স শিক্ষকের তত্ত্বাবধান ও সহায়তায় দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা সাধারণ শ্রেনীতে দৃষ্টি শক্তি সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের সাথে শিক্ষা গ্রহণ করছে। এ গুলোতে মোট আসন সংখ্যা ৬৮০ টি। সরকারী ৬৯ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়াও এন.জি.ও ভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম লক্ষ্য করা যায়। তবে অনেক দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীই স্বচেষ্টায় নিজেকে একীভূত করার মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ করে নিচ্ছে। তবে ষাটের দশক থেকে এ পর্যন্ত উচ্চ শিক্ষিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের হার বা গ্রাজুয়েশন এর সংখ্যার দিকে তাকালে দেখা যাবে যে, সমস্যা কোন পর্যায়ে রয়েছে। এ পর্যন্ত বাংলাদেশে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের গ্রাজুয়েশনের সংখ্যা প্রায় ২০০ জন। যার মধ্যে প্রায় ১০০ জন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করেছে।

Dhaka University Institutional Repository
ও সমস্যার কারণে নিয়ম অনুযায়ী দিতে পারছে না। প্রায় সময়ই পুরানো সিলেবাস ও পুরাতন বই ঐসব বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ানো হয়। ফলে চলমান শিক্ষার গতিধারা থেকে তারা বাইরে থেকে যায়। মূল শিক্ষা অর্জনের অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত হয়। স্কুল পর্যায়ে সীমিত কিছু ব্রেইল বই থাকলেও উচ্চতর শিক্ষা পর্যায়ে কলেজ থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত ব্রেইল পদ্ধতিতে কোন বই নেই।

স্বাতী দাস গুপ্তা বলেন প্রতিদিন সংবাদপত্রে কি ছাপা হয় কিংবা রবীন্দ্রনাথ তার বইয়ের কি লিখে গেছেন খুব জানতে ইচ্ছে করে। কিন্তু এগুলোতো আর ব্রেইল পদ্ধতিতে ছাপা হয় না। তাই কোন কিছু পড়তে শিক্ষক ও আত্মীয় স্বজনদের সাহায্য নিতে হয়। এমন কি মার্কেটে বা কোন সাধারণ লাইব্রেরীতে ব্রেইল বই পাওয়া যায় না। দৃষ্টি প্রতিবন্ধীব্যক্তিদের শিক্ষালাভের বিষয়টি বেশ কষ্ট সাধ্য ও ব্যয়সাপেক্ষ। সিলেবাস অনুযায়ী ঐসব দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের নিজের হাতে ব্রেইল বই লিখে নিয়ে শিক্ষা জীবন অতিবাহিত করতে হয়। অথবা ক্যাসেটে রেকর্ড করে নিয়ে পড়ালেখা করতে হয়।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার ১০ ভাগই কোন না কোন ভাবে প্রতিবন্ধী। তার মধ্যে শতকরা ১ ভাগ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি। কিন্তু দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের প্রতিষ্ঠানগুলোর দিকে তাকালে তাদের শিক্ষার হার কোন পর্যায়ে রয়েছে, তা যে কোন সচেতন মানুষকেই নাড়া দিবে। "দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার ব্যাপারে সামাজিক অসচেতনতা একটি বড় অন্তরায়" প্রথম আলো-৭/০৫/২০০০ ইং। "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টি প্রতিবন্ধী আলোকিত ছাত্র ছাত্রীদের কথা"- যুগান্তর ১৭/০৭/২০০০ ইং । এই লেখাটিতে দৃষ্টিহীনদের বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরা হয়েছে। সামাজিক মূল্যায়নের অভাব, অর্থনৈতিক সমস্যা আরো প্রকট, ব্রেইল বইয়ের সমস্যা, লাইব্রেরী ব্যবহারের সমস্যা, রিডার সমস্যা, কর্তৃপক্ষের তাদের যে অর্থনৈতিক সাহায্য দিয়ে থাকে তা অতি নগণ্য দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো লেখাপড়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা। অর্থাৎ লেখাপড়ার জন্য যে সুযোগ সুবিধার প্রয়োজন তার তেমন কোন সুযোগ সুবিধা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই।

স্বাধীনতার বহুবছর অতিক্রান্ত হওয়া শর্তেও দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য বাংলাদেশ সরকার মাত্র ৬৪ টি জেলায় সমন্বিত অন্ধশিক্ষা কার্যক্রম ও ৫টি বিভাগে বিশেষ শিক্ষা কার্যক্রম, ৭টি বেসরকারী সমন্বিত অন্ধ শিক্ষা কার্যক্রম চালু রেখেছে কিন্তু কেন্দ্র গুলি সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য কোন নীতিমালা নেই।

ম্যানুয়াল এবং কম্পিউটারাইজড ব্রেইল প্রেসঃ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের ব্রেইল বই মুদ্রণের জন্য ১৯৬৯ সালে ঢাকার আসাদগেটে স্থাপিত ব্রেইল প্রেসটি ১৯৮২ সালে টংগী ইআরসিপি এইচ এ স্থানান্তরিত করা হয়। দেশের একমাত্র ম্যানুয়াল ব্রেইল প্রেসটি অচল হয়ে পড়ায় ১৯৯৫ সালে উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন আধুনিক কম্পিউটারাইজড যন্ত্রপাতি নরওয়ে থেকে সংগ্রহ করে ব্রেইল প্রেসটি স্থাপন করা হয়েছে। পরবর্তীতে বাংলা ব্রেইল সফ্টওয়্যার তৈরী করে প্রেসটিকে কার্যপযোগী করা হয়। প্রয়োজনীয় কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ ও

Dhaka University Institutional Repository

চাহিদা অনুযায়ী প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধার ভিত্তিতে ১ম শ্রেনী থেকে উচ্চতর শ্রেনী পর্যন্ত ব্রেইল বইয়ের চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে। বাংলাদেশে এই একটি মাত্র ব্রেইল প্রেসই রয়েছে যার দ্বারা দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা উপকৃত হচ্ছে, কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ, জনবলের অভাব ও বিভিন্ন জটিলতার কারণেই ব্রেইল বই এর নিরবিচ্ছিন্ন সরবরাহ বিঘ্নিত হচ্ছে।

চিত্র ১. আধুনিক কম্পিউটারাইজড ব্রেইল প্রেস

Dhaka University Institutional Repository

এ্যাসিষ্ট্যান্ড ফর ব্লাইন্ড চিলড্রেন (এ.বি.সি)ঃ দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা ও পূর্ণবাসন মূলক উন্নয়নে ভূমিকা পালন করে আসছে। ১৯৭৮ সালে ২রা এপ্রিল প্রতিষ্ঠান লগ্ন থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত ১৫৪ জন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী এস.এস.সি পাশ করেছে। ১৯৯১ সাল থেকে শুরু হয়েছে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মেয়েদের জন্য একটি হোষ্টেল, যার মাধ্যমে তারা একটি সাধারণ স্কুলে শিক্ষা লাভের সুযোগ পেয়েছে। ১৯৯১ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত ৭জন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছাত্রী এস.এস.সি পাশ করেছে। এ.বি.সি কর্তৃক দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের ৭টি হোষ্টেল পরিচালিত হচ্ছে। ১৯৮৫ সাল থেকে থার্মোফর্ম মেশিনের সাহায্যে (চিত্রঃ২ ক,খ) ব্রেইলবার্তা ক্যালেন্ডার, ১৯৯০ সাল থেকে সিলেবাস অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করছে, এছাড়াও বিশেষ ভাবে বাংলা ও ইংরেজী বর্ণমালা এবং ৭০টি চিত্র সম্বলিত একটি টেকটাইল (TACTILE) বই থার্মোফর্ম মেশিনের মাধ্যমে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের বুঝার উপযোগী করে প্রস্তুত করা হয়েছে। যা হাতের স্পর্শেই বুঝা যায়।

এ.বি.সি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও আর্থ সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে সার্বিক উন্নতি সাধন।

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মেয়েদের শিক্ষা লাভের সুযোগঃ সরকারী নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি হোষ্টেলে ১০ জনের বেশী ছাত্র থাকতে পারবে না এবং ১০ জনই হতে হবে বালক। আরেকটু গভীরে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মেয়েদের শিক্ষার হার খুবই নাজুক ও শোচনীয়। ৬৪ টি জেলায় সমন্বিত অন্ধ শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মেয়েদের শিক্ষা লাভের সুযোগ বা অর্ন্তভূক্তি ঘটেনি। কেবল মাত্র বেসরকারীভাবে আবাসিক ব্যবস্থা সহ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মেয়েদের জন্য মিরপুর ১০ এ মাত্র ১ টি বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্র রয়েছে। কেন্দ্রটির নাম ব্যাপ্টিস্ট সংঘ অন্ধ বালিকা বিদ্যালয়। এটি ১৯৭৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় সূচনা লগ্ন থেকে ২০০৬ পর্যন্ত ৮০জন শিক্ষার্থী এস.এস.সি পাশ করেছে। এখানেও সীমিত সংখ্যক মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ রয়েছে, ও এ্যাসিষ্ট্যান্স ফর ব্লাইন্ড চিল্ডেন (এ.বি.সি) পরিচালিত গাজীপুরে ১০ আসন বিশিষ্ট ১ টি মেয়েদের হোষ্টেল রয়েছে ও তাদের স্কুলে যাওয়া আসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও পি. এইচ.টি সেন্টার রাজশাহী, খুলনা, চট্টগ্রাম, ঢাকা, বরিশাল প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ রয়েছে। ফলে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মেয়েদের শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়। এই সীমাবদ্ধতা তাদের শিক্ষা জীবন ব্যাহত করছে। মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে "দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মেয়েদের জন্য শিক্ষা" শিরোনামে দৈনিক ইত্তেফাক- ২৩/১০/২০০০ ইং মেয়েদের বক্তব্য থেকে জানা যায় তাদের শিক্ষা জীবনের সমস্যা কতটা প্রবল এ ব্যাপারে শিক্ষা উত্তরণের ক্ষেত্রে ব্যাপ্টিষ্ট সংঘ অন্ধ বালিকা বিদ্যালয়ের দৃষ্টি প্রতিবন্ধী চারজন ছাত্রীর বক্তব্য থেকে তা লক্ষ্য করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

ক

খ

চিত্র ২ ক,খ. থার্মোফর্ম মেশিনের মাধ্যমে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের বুঝার উপযোগী প্রস্তুতকৃত ব্রেইল কপি

Dhaka University Institutional Repository

ক্লাশ, লেকচার, বক্তব্য রেকর্ডঃ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছাত্র ছাত্রীরা শ্রেনীকক্ষে শিক্ষকের লেকচার বা বক্তব্য অডিও ক্যাসেটে টেপ রেকর্ডারের মাধ্যমে রেকর্ড করে থাকে যা ভাল নোট তৈরীতে সহায়তা করে। কিন্তু কোন কোন শিক্ষক ক্লাস লেকচার রেকর্ড করার সুযোগ দেন না। রেকর্ড করার সুযোগ না থাকায় তার পক্ষে শিক্ষকের বক্তব্য তুলে ধরে নোট তৈরী করা সম্ভব হয় না। সাথে সাথে ক্লাস করার ক্ষেত্রেও উৎসাহ কমতে থাকে।

ব্লাক বোর্ডঃ যে সকল ক্লাসে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছাত্র ছাত্রী থাকে, সে সকল ক্লাসে শিক্ষক ব্লাক বোর্ডের লেখার পাশাপাশি মুখে বলার মত আন্তরিকতা সর্ম্পূন মনোভাব বা অভ্যাস করতে হবে। তা না হলে ঐ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছাত্র ছাত্রী শিক্ষকের পাঠদানের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে।

উপবৃত্তি ও অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থাঃ সরকার কর্তৃক ঘোষিত ও বাস্তবায়িত সাধারণ ছাত্র ছাত্রীদের জন্য উপবৃত্তি ও অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপকতা বিস্তার লাভ ঘটেছে। কিন্তু প্রতিবন্ধী ছাত্রীরা এই ঘোষণা বা কার্যক্রমের আজও আওতাভূক্ত হয়নি বলেই তারা সম শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। প্রতিবন্ধী মেয়েরা শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে খুবই পশ্চাৎপদ, আর এই কার্যক্রমের বাইরে থাকার ফলে তারা যে বৈষম্যের শিকার হচ্ছে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। সমন্বিত অন্ধ শিক্ষা কার্যক্রমের আওতাভূক্ত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছাত্রদের সরকারী স্কুলে পড়ার সুযোগ নেই। সমন্বিত অন্ধ শিক্ষা কার্যক্রমের অফিসটি পরিচালিত হয় সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় অধীন। সমাজ সেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে অফিসটি সরকারী হওয়ার সত্ত্বেও দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা ব্যবস্থা মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত রয়েছে সমাজ সেবা অধিদপ্তরে। ফলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ সমাজ সেবা অধিদপ্তরের নিকট দায়বদ্ধ নয়। যদি দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের মাধ্যমে পরিচালিত হতো। তাহলে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছাত্ররা সরকারী স্কুলে পড়ার সুযোগ হতে বঞ্চিত হত না। এই অনিয়ম বৈষম্যের কারণে সমন্বিত অন্ধ শিক্ষা কার্যক্রমের আওতাভূক্ত ছাত্রদের শিক্ষা লাভের সাথে সাথে মানসিক বিকাশে পরিপূর্ণতা আসে না। ফলশ্রুতিতে মনস্তাত্বিক সমস্যায় পরিনতি হয়।

বর্ধিত বা অতিরিক্ত সময়ঃ দৃষ্টি প্রতিবন্ধীরা শ্রুত লেখকের সহযোগিতায় পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে আসছে। দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের যেহেতু শ্রুত লেখকের সহযোগিতায় পরীক্ষা দিতে হয় সেহেতু তাদের অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন। মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, পর্যায় সহ স্নাতক ও স্নাতোকত্তর পর্যায়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে এই অতিরিক্ত সময়ের ব্যবস্থা না থাকার ফলে অনেক দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছাত্র ছাত্রী পরীক্ষায় সময়ের অভাবে উত্তর পত্রে সকল প্রশ্নের জবাব দিতে সক্ষম হয় না। যা ভাল ফলাফল অর্জনের ক্ষেত্রে একটি বিরাট অন্তরায়, তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছাত্র ছাত্রীরা সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত-৮৮। সিন্ডিকেটের (৫-৬-৮৮) কার্যবিবরনীয় অংশ। সিদ্ধান্ত একাডেমিক পরিষদের (১৯-৪-৮৮) সুপারিশ অনুযায়ী, দৃষ্টিহীন ছাত্র ছাত্রী চুড়ান্ত কোর্স পদ্ধতির সমাপনী পরীক্ষায় মূল সময়ের সঙ্গে ৩০ মিনিট বর্ধিত

Dhaka University Institutional Repository

সময়ের সুবিধা ভোগ করছে। কিন্তু ইনকোর্স পরীক্ষায় এই সুবিধা দেওয়া হয় না। যার কারণে সবার পক্ষে প্রশ্ন উত্তরপত্র পূর্নাঙ্গ করা সম্ভব হয় না। ভাল ফলাফল অর্জনের পথে এটি একটি সমস্যা।

দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের উপায়ঃ দৃষ্টি প্রতিবন্ধীরা শ্রুত লেখকের মাধ্যমে পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে থাকে, বিশেষ করে মাধ্যমিক স্কুল পরীক্ষা থেকে আনুষ্ঠানিক ভাবে শ্রুত লেখকের সহযোগিতায় পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ ঘটে। শ্রুত লেখক পরীক্ষার্থীর নিচের ক্লাশে হতে হবে। পরীক্ষার্থীকে নিজ দায়িত্বে শ্রুত লেখকের ব্যবস্থা করতে হয়। নিয়মানুযায়ী শ্রুত লেখকের পরিচয় পত্র, ছবি বা প্রত্যয়ন পত্র, সম্মতি মূলক অঙ্গীকার পত্র বা রাজীনামা। পরীক্ষার্থী শ্রুত লেখকের জন্য আবেদনের সঙ্গে তার প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংযুক্ত করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট অনুমতির জন্য পেশ করে। সঠিক সময় অনুমতি পেলে ঐ পরীক্ষার্থী শ্রুত লেখকের সহযোগিতায় পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করার সুযোগ পায়। যদি সঠিক সময় অনুমতি না পায় তাহলে ঐ বৎসর পারীক্ষার্থীর পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা সম্ভব হয় না। শ্রুত লেখকের উপর নির্ভর করে তার পরীক্ষার অনেকটাই। অনুমোদিত শ্রুত লেখক শারীরিকভাবে অসুস্থ হলে, কোন দুর্ঘটনার শিকার হলে কিংবা কোন কারণে পরীক্ষার হলে উপস্থিত হতে না পারলে তার পরিবর্তে অন্যে কাওকেউ তাৎক্ষনিক ভাবে নিয়োগ করে তার পরীক্ষা চালিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা হয় না, যা তার সাধনাকে ম্লান করে দিতে পারে। শিক্ষা জীবনে শ্রুত লেখক নিয়ে অনেক দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের চরম সমস্যার সম্মূখীন হতে হয়। অনুমতি পাওয়ার ক্ষেত্রেও ধীর গতি পরিলক্ষিত হয়। এমন কি সঠিক সময় শ্রুত লেখক না পাওয়ার কারণে ঐ বৎসর ঐ দৃষ্টি প্রতিবন্ধীর পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ ঘটে না। সংশ্লিষ্ট কৃর্তপক্ষ বলতে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে স্ব স্ব শিক্ষাবোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে নিজ নিজ বিভাগ, প্রয়োজনীয় মাধ্যম ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের মাধ্যমে।

৩.৮ শারীরিক প্রতিবন্ধীঃ

শারীরিক প্রতিবন্ধীর শিক্ষাঃ শারীরিক অসুস্থতা, রোগ, দুর্ঘটনা, সহিংসতা ইত্যাদি নানাবিধ কারণে যখন কোন শিশু বা ব্যক্তির অঙ্গের ক্ষতি গ্রস্থতা বা হানি ঘটে এবং এর ফলে তার দৈনন্দিন স্বাভাবিক কাজ কর্মে ব্যাঘাত ঘটে তখন ঐ শিশু বা ব্যক্তি শারীরিক প্রতিবন্ধীতার শিকার বলে ধরে নেয়া হয়। এই প্রেক্ষিতে একজন শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সাধারণ শিক্ষার্থীদের সাথে শিক্ষা লাভ করতে সক্ষম। তাদের জন্য আলাদা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা বিশেষ শিক্ষা পদ্ধতির প্রয়োজন হয় না। কারও যদি হাতে সমস্যা থাকে সে ক্ষেত্রে শ্রুত লেখকের সহায়তা নেয়া যেতে পারে এক্ষেত্রে একজন শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির একই অথবা সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুকূলপরিবেশ ও সহায়ক উপকরণ।

Dhaka University Institutional Repository

অনুকুল পরিবেশের অভাবঃ একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে অনুকুল পরিবেশ একান্ত আবশ্যক উন্নত মানসিকতা এবং সহযোগিতাই পারে সকলের জন্য গ্রহণযোগ্য একটি শিক্ষা পরিবেশ তৈরী করে দিতে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত সমস্যা যেমন র‌্যাম্প বা ঢালু পথের অভাব, বহুতল ভবনে বিক্ষিপ্ত শ্রেনী বিন্যাস ইত্যাদি একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে অন্তরায়। এছাড়াও আবাসস্থল থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দূরত্ব, এবং অনুপযোগী যানবাহন ও একটি অন্তরায়। অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠান নানারকম অজুহাত দেখিয়ে একজন প্রতিবন্ধী শিশুকে ভর্তি নিতে চায় না। কেউ কেউ ভর্তি হলেও দেখা যায় অসহযোগী মনোভাব, আন্তরিকতার অভাব, বিদ্রুপ, শিক্ষকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাব ইত্যাদি প্রতিবন্ধী ও ব্যক্তিকে বিদ্যালয় বিমুখ করে তোলে। রাস্তাঘাটের অবকাঠামোগত সমস্যাও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির স্বাধীন চলাচল ও সর্বস্তরে অংশগ্রহণকে ব্যাহত করে। যেমনঃ একটি বাঁশের সেতুর অপর প্রান্তে যদি একটি বিদ্যালয় থাকে সেক্ষেত্রে সহায়ক উপকরণ হুইল চেয়ার, ক্র্যাচ ব্যবহার কারী ব্যক্তির জন্য ঐখানে পোঁছানো সম্ভব নয়। প্রবেশগম্য বাড়ির অভাব এবং উপযুক্ত ভাবে তৈরী কাঠামোর অভাবে একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি তার দৈনন্দিন কাজের জন্য অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ভৌগলিক অবস্থান ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির স্বাধীন চলাচলের ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাড়ায়। একজন গুরুতর শারীরিক ব্যক্তি যে গ্রামে বসবাস করে তাকে চিকিৎসা, শিক্ষা, সামাজিকতা সর্বক্ষেত্রে বাঁধার সম্মুখীন হতে হয়। শিক্ষাগতযোগ্যতা এবং দক্ষতা থাকা সর্ত্তেও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে নানারকম বাঁধার সম্মুখীন হতে হয়। যোগাযোগের সুব্যবস্থার অভাবে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় লিখিত ও ভাইভায় ভাল পরীক্ষা দেয়া সর্ত্তেও শুধুমাত্র শারীরিক প্রতিবন্ধীতার কারণে চাকুরী প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। ব্রাহ্মণ বাড়িয়ায় আরিফুল ইসলামকে (সূত্র ইত্তেফাক, তাং ০১-০৬-০৬) সময়মত সহায়ক উপকরণ ও সচেতনতার অভাবে ইচ্ছা থাকা সর্ত্তেও শিক্ষা লাভ করার পর কাংঙ্খিত লক্ষ্যে পৌছাতে পারেনি অনেকেই।

মেরুরজ্জুর আঘাত নিয়ে বসবাস করা খুবই কষ্টদারক। এসব প্রতিবন্ধীরা সাধারণ টয়লেট ব্যবহার করা বেশ কষ্টসাধ্য। উপযোগী পরিবেশের অভাবে তাদের জীবন দুঃসহময় করে তুলে। কোন কোন পরিবারের অবহেলার কারণে তাদের জীবনে নেমে আসে ঘোর অন্ধকার। তারা তাদের সমস্যা জানানোর মত জায়গায় পৌছাতে পারে না। অধিকার প্রাপ্তি থেকে পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত হয়। তাদের জীবন কত কঠিন? সাভারের সি, আর, পি, বা গণকবাড়ী গেলে তার একটি চিত্র পাওয়া যাবে। মেরুরজ্জুর আঘাত শরীরকে মারাত্মক ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়, প্রসাব পায়খানায় নিয়ন্ত্রন রাখতে পারে না, যৌন প্রক্রিয়ায় স্বাভাবিকতার পরিবর্তন ঘটে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে পরিবর্তিত পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়, রুটিন মাফিক জীবন যাপন করে।

Dhaka University Institutional Repository

গুরুতর বা গভীর প্রতিবন্ধীতার কারনে কারও কারও পক্ষে স্কুলে যাওয়া হয়ে ওঠে না। অনেক ক্ষেত্রে তাকে গৃহভিত্তিক শিক্ষা অর্জনে সীমাবদ্ধ থাকতে হয়। সেরিব্রাল পলসিতে আক্রান্ত শিশুদের জন্য রয়েছে মাত্র ১টি স্কুল যার ছাত্র সংখ্যা মাত্র ২৫ জন।

সহায়ক উপকরণঃ তাদের চলাফেরার জন্য অন্যান্য প্রতিবন্ধীদের মত সহায়ক উপকরণের প্রয়োজন হয়। যেমনঃ হুইল চেয়ার,(ক,খ), ক্র্যাচ,(ক,খ) কৃত্রিম অঙ্গ, বিশেষ জুতা, নিরাপত্তামূলক জুতা, ওয়াকার, ট্রলি, বিশেষ আসন ব্যবস্থা, ট্রাই সাইকেল, লো-ট্রলি ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

ক

খ

চিত্র ৩ সহায়ক উপকরণ ক. ফোল্ডিং হুইলচেয়ার খ. নন-ফোল্ডিং হুইলচেয়ার

এক্সিলারী ক্র্যাচ - এডি সেন্টার

ক

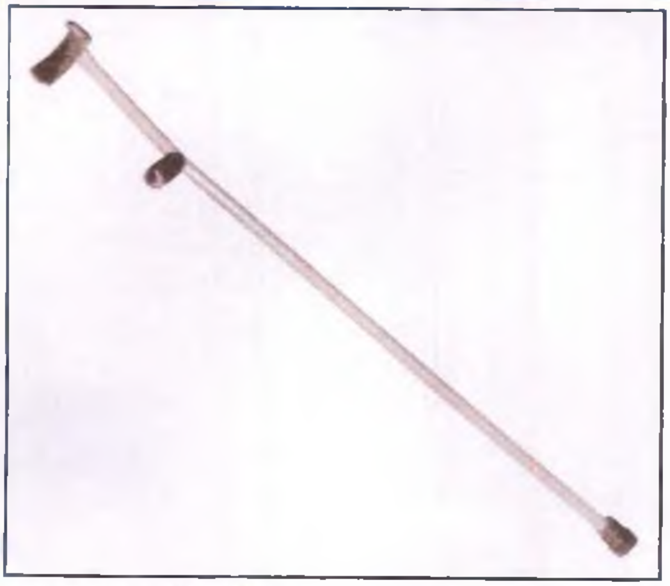

এলবো ক্র্যাচ - সিআরপি

খ

চিত্র ৪ সহায়ক উপকরণ- ক. এক্সিলারী ক্র্যাচ খ. এল্‌বো ক্র্যাচ

Dhaka University Institutional Repository

৩.৯ শ্রবণ প্রতিবন্ধীঃ

শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা সূচনাঃ বগুড়ায় ১৯৩৫ সালে শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার সূচনা হয়েছে। তবে সীমাবদ্ধতার কারণে এটি ব্যাপক ভাবে প্রসার লাভ করতে পারেনি। পরবর্তীতে ঢাকার কয়েকটি জায়গায় পর্যায়ক্রমে ১৯৪০, ১৯৫০,১৯৫৭ সালে সুসংগঠিত হয়ে ক্ষুদ্র পরিসরে বিভিন্নভাবে শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। তবে বিভিন্ন সমস্যার কারণে প্রচেষ্টা গুলো বাধা প্রাপ্ত হয়। ১৯৬০ সালে কিছুটা হলেও ব্যাপকতা লাভ করে যা ১৯৬২ সালে সরকারীভাবে শিক্ষা প্রশিক্ষণ ও পূর্নবাসনের লক্ষ্য মাত্রা সামনে রেখে শিক্ষার যাত্রা শুরু হয়।

শিক্ষা লাভের পদ্ধতিঃ শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার জন্য আর্ন্তজাতিকভাবে নিম্মোক্ত তিনটি পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। যথাঃ ১. ইশারা পদ্ধতি ২. সম্বলিত পদ্ধতি ৩. কথা বলা/ওরাল পদ্ধতি।

১. **ইশারা পদ্ধতিঃ** এটিকে সম্ভবত আদি এবং সহজতম পদ্ধতি বলা যেতে পারে। ভাষা বা বাক সম্পন্ন মানুষও প্রয়োজন হলে আকার ইংগিতে মনের ভাব প্রকাশ করে থাকে। তবে বর্তমান যুগে শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জন্য ইশারা পদ্ধতি শুধুমাত্র আকার ইংগিতে শেষ নয়, বিদেশী কিছু সংস্থার সহায়তায় অতি সম্প্রতি একটি প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে এবং একটি ইশারায় বাংলা ভাষার সহায়িকা বের হয়েছে। আশা করা যায় আগামী দিনগুলোতে এর আরো উন্নতি হয়ে এবং দেশের সকল শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জন্য একটি মাত্র আর্দশ সাইন ল্যাংগুয়েজ চালু হবে।

ইশারায় বাংলা ভাষার সহায়িকা

মৌলিক অধিকারের প্রশ্নে প্রতিটি মানুষের ক্ষেত্রে যা সবচেয়ে অপরিহার্য, তা হচ্ছে যোগাযোগ। ভাষা হচ্ছে যোগাযোগের অপরিহার্য মাধ্যম। শ্রবণ প্রতিবন্ধী মানুষের উপযোগী যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে ইশারার ভাষা। বিশ্বের অধিকাংশ দেশে বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী জনগণের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নিজ নিজ দেশের ভাষায় ইশারা ভাষা, কিন্তু আমাদের দেশে তা এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

ইশারায় বাংলা ভাষা সহায়িকা তৈরীতে এদেশের শ্রবণ প্রতিবন্ধী সন্নিবেশ করার যথা সম্ভব চেষ্টা করা হয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত ইশারার ভিন্নতা রয়েছে, সেক্ষেত্রে বিভিন্ন অঞ্চলের বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মতামত নিয়ে সম্ভাব্য গ্রহণযোগ্য ইশারা নিরূপণ করে।

সেন্টার ফর ডিজএ্যাবিলিটি ইন ডেভেলপমেন্ট (সিডিডি) প্রতিবন্ধী জনগণের উন্নয়নে বাংলাদেশে বিস্তৃত কার্যক্রমের চাহিদায় নিরিখে ২০০০ সালের শেষের দিকে শ্রবণ প্রতিবন্ধী জনগণের সাথে যোগাযোগের জন্য ইশারায় বাংলা ভাষা তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণ করে ২০০২ সালে ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত হয় (চিত্র ৫ ক,খ,গ,ঘ)

Dhaka University Institutional Repository

স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ

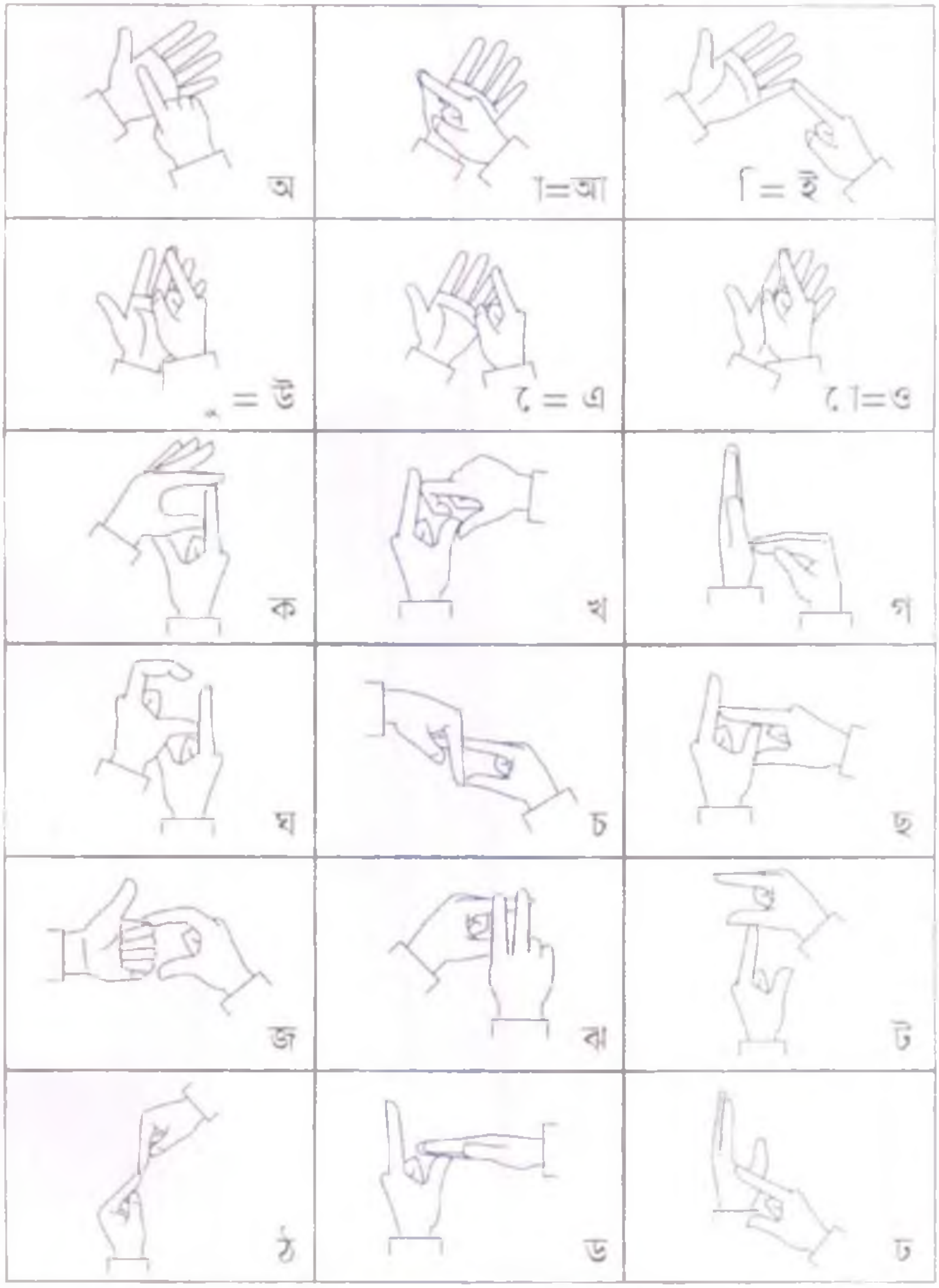

চিত্র ৫ ক. ইশারায় বর্ণমালা

চিত্র ৫ খ. ইশারায় বর্ণমালা

Dhaka University Institutional Repository

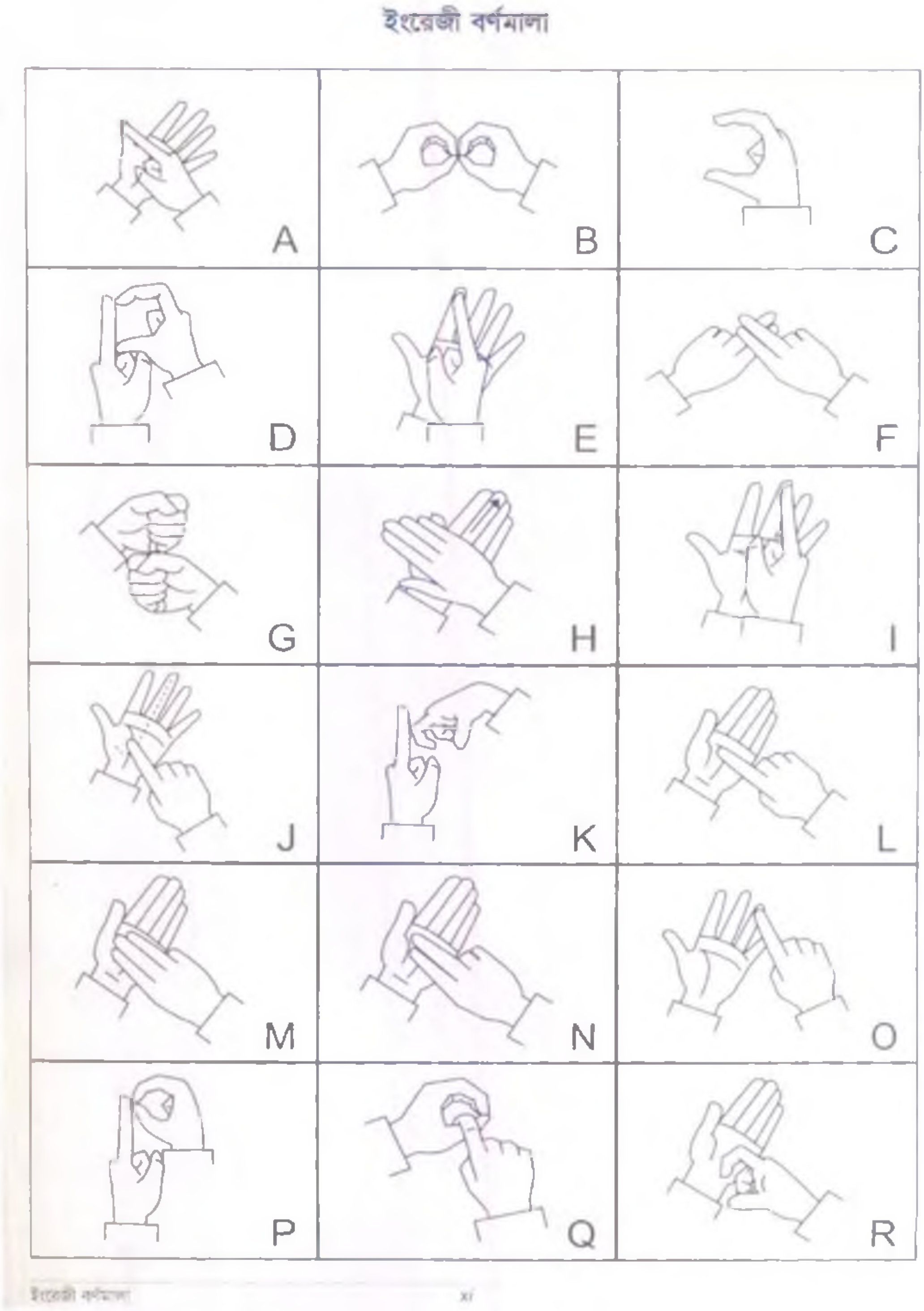

চিত্র ৫ গ. ইশারার বর্ণমালা

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজী বর্ণমালা

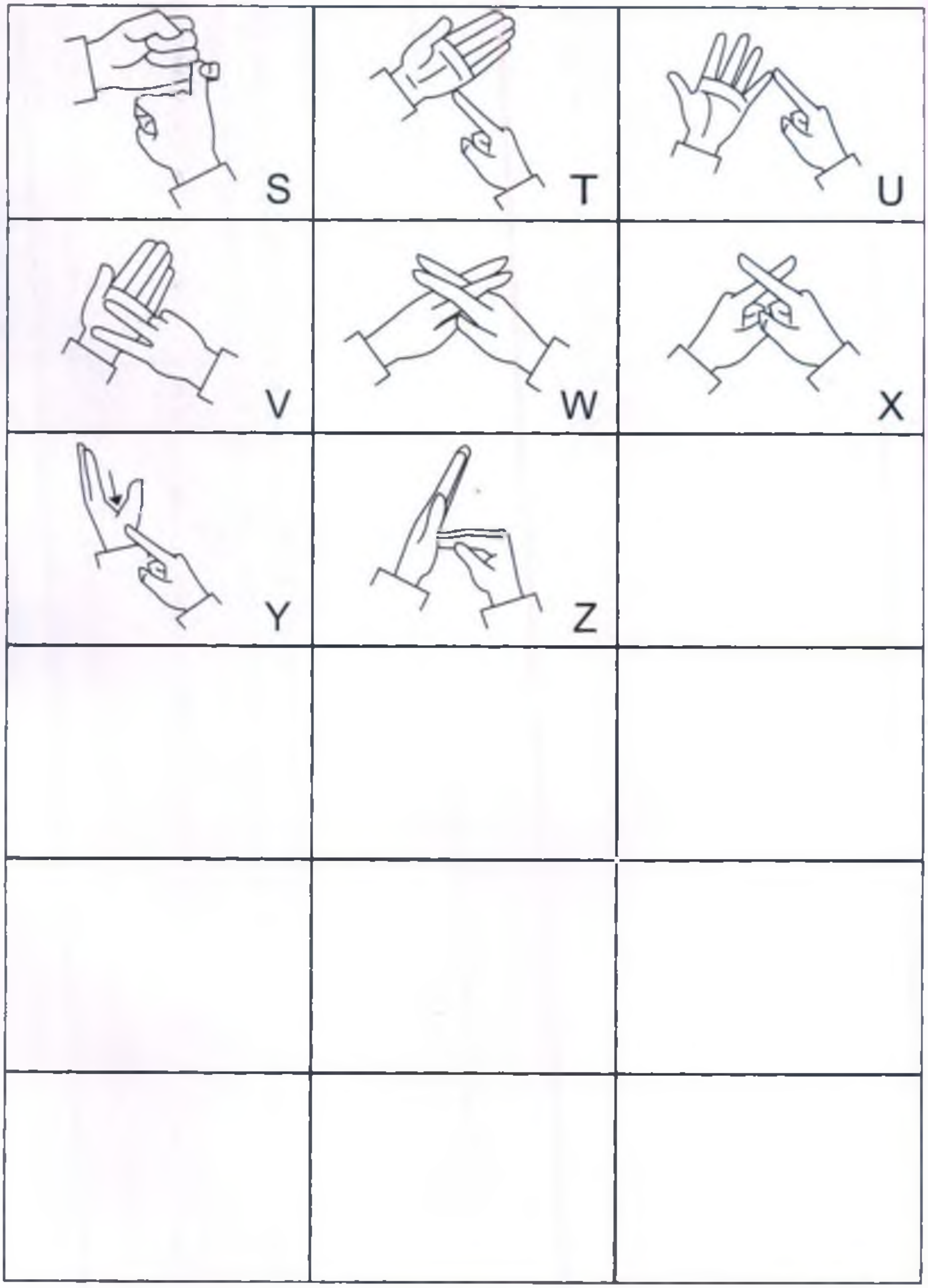

xii ইংরেজী বর্ণমালা

চিত্র ৫ ঘ. ইশারায় বর্ণমালা

২. **সম্বলিত পদ্ধতি (TOTAL) ঃ-** এ পদ্ধতি এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে ইশারার পাশাপাশি কথা বলার পদ্ধতি হিসেবে মেনে নেওয়া হয় না। ওরাল অনেক স্কুলে এপদ্ধতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বা বিরোধীতা লক্ষ্য করা যায় না। ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক স্কুল এ পদ্ধতির অনুসারী। তাদের ধারনা মুখে কথা বলে হোক বা ইশারা করে হোক পরিপূর্ণ মনের ভাব প্রকাশ করতে পারাই হবে প্রধান বিষয়।

৩. **ওডিটরি ওরাল বা কথা শুনা এবং বলা (AUDITORY ORAL METHOD) ঃ** শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের শিক্ষাদানে এটি সবচেয়ে কষ্টসাধ্য পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে প্রথমেই ছেলেমেয়েদের Audio Logical Test বা শ্রবণ শক্তি পরীক্ষা করে সামান্যতম শ্রবণ অবশিষ্ট থাকলেও হিয়ারিং এইড ব্যবহারের মাধ্যমে তার উন্নতি ঘটিয়ে তা শ্রবণ মাত্রার মধ্যে আনার ব্যবস্থা করা হয়। এ অবস্থায় শিক্ষার্থীদের বয়স যাই হোক না কেন তার বয়স ৬ মাস এবং হিয়ারিং এইড এর জন্য আরো ৬ মাস অর্থাৎ ১ বৎসর বয়স ধরা হয়। এরপরে এক বৎসর বয়সের একটি শিশু যেখান থেকে কথা বলা শুরু করে এই শিক্ষার্থীকেও সে স্তর থেকে কথা শেখানো শুরু করা হয়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানঃ শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জন্য বর্তমানে সারা দেশে ৩৫টি বিশেষ স্কুল রয়েছে। তন্মধ্যে প্রাথমিক ও মৌখিক শিক্ষা স্তরে মোট ৩৪ টি স্কুলে রয়েছে। যার ৭টি সরকারী ও ২৭ টি বেসরকারী মাধ্যমিক শিক্ষা স্ত রে কেবল ১ টি বিশেষ স্কুলে রয়েছে। সেখানে প্রায় ১৫০০ জন শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ রয়েছে। সরকারী ৭টি স্কুল সংলগ্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রর মাধ্যমে (১) দর্জি বিজ্ঞান, (২) চিত্রাংঙ্কন (৩) তাঁত (৪) চর্ম (৫) ছোবড়া বিষয়ের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে।

সহায়ক উপকরণঃ সহায়ক উপকরণ হলো এমন সরঞ্জামাদি ও যন্ত্রপাতি, যা শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দৈনন্দিন জীবন যাপনে ও সমাজে বিভিন্ন কর্মকান্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণে সহায়তা করার মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করে তোলে। যেমনঃ প্রচলিত হিয়ারিং এইড, বোন কনডাকশন হিয়ারিং এইড, বোন এনকরড হিয়ারিং এইড, ভাইব্রোট্যাকটাইল হিয়ারিং এইড, ককলিয়া প্রতিস্থাপন, গ্রুপ হিয়ারিং এইড, অডিটরি, ট্রেনিং ইউনিট, রেডিও হিয়ারিং এইড, ইনফ্রারেড সিস্টেম, টেলিফোন এমপ্লিফায়ার স্টেথোসেকাপ, কনফারেন্স মাইক্রোফোন, ইনডাকশন লুপ সিষ্টেম, সরাসরি ইনপুট সিস্টেম, কম্পন সৃষ্টিকারী বালিশ, কম্পন সৃষ্টিকারী ঘড়ি, সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ ও সাইন সাপোর্টেড বাংলা।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ৬. সহায়ক উপকরণ - প্রচলিত হিয়ারিং এইড

চিত্র ৭.সহায়ক উপকরণ- বোন কনডাকশন হিয়ারিং এইড

Dhaka University Institutional Repository

সমস্যাঃ শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষা পদ্ধতিতে যে সকল ভাষা ব্যবহৃত হয় তা এখন পর্যন্ত যথেষ্ট সীমাবদ্ধতায় রয়েছে। আর্ন্তজাতিক সাইন ল্যাংগুয়েজের সাথে মিল রেখে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোন আর্দশ সাইন ল্যাংগুয়েজ চালু হয়নি। সাধারণ শিক্ষার্থীদের সাথে তাদের ভাব আদান প্রদান করার তেমন কোন সুযোগ নেই। ফলে যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করে নিজের পরিচয় প্রদান করা কিংবা অন্যদের সম্বন্ধে জানার আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত। সাধারণ শিক্ষার্থীদের জন্য উপজেলা, জেলা ও বিভাগ, জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন প্রতিযোগীতার অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছে। কিন্তু শ্রবণ শিক্ষার্থীরা এ সকল প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ থেকে বঞ্চিত। তাদের শিক্ষা সকলের কাছে পরিচিত বা বোধগম্য নয়। বাংলাদেশে শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের সংখ্যা প্রায় ১৪ লক্ষ। এদেরকে স্বাভাবিকভাবে সাধারণ স্কুলে শিক্ষা দেওয়া দুরূহ ব্যাপার। কারণ এ ধরনের প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা ও পূর্নবাসন ব্যবস্থা সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে এখনও তেমন কিছু করা হয়নি বললেই চলে। এখন পর্যন্ত তাদের শিক্ষার বিষয়টি বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রয়ে গেছে। এই শিশুর জন্য বিশেষ স্কুল বা সমম্বিত স্কুলের খোঁজে এবং ভর্তি করতে পিতা-মাতাকে যথেষ্ট মানসিক, শারীরিক ও আর্থিক চাপ সহ্য করতে হয়। সারা বাংলাদেশে মাত্র ৩৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে খুবই অপ্রতুল। বেসরকারী পর্যায়ে যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তুলনায় সেগুলোতে খরচ বেশী। আবার সরকারী প্রতিষ্ঠান গুলোর স্বল্পতা ও আসন সীমাবদ্ধতার কারণে সবার পক্ষে ভর্ত্তির সুযোগ মেলে না। এইসব সমস্যার কারণে শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার হার অতি নিম্ন পর্যায়ে রয়ে গেছে। অধিকাংশ শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে গাইডের সাহায্যে স্কুলে আনা নেওয়া করা হয়। কারণ তাদের পক্ষে একা স্কুলে যাওয়া আসা সম্ভব হয় না। খুব স্বল্প সংখ্যক শ্রবণ প্রতিবন্ধী উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। অধিকাংশ শ্রবণ প্রতিবন্ধী সাধারণ শিক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারে না। শ্রবণ শক্তি পরীক্ষা করে সামান্যতম শ্রবণ শক্তি অবশিষ্ট থাকলেও হিয়ারিং এইড ব্যবহারের মাধ্যমে তার উন্নতি ঘটিয়ে তা শ্রবণ মাত্রার মধ্যে আনার ব্যবস্থা করা হয়। শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের একটি শব্দ শিখানোর ক্ষেত্রে খুবই কষ্টসাধ্য ও ধৈর্য্যের প্রয়োজন। এ সমস্যা কত প্রবল তা মেরি কটম্যান ডেভিস বলেছেন শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুকে একটি শব্দ শিখতে তা ৮৬০০০ বার উচ্চারণ করা লাগতে পারে। শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের বুদ্ধিমত্তা নিয়ে গবেষণা রয়েছে এরূপ বহু গবেষকের গবেষণাপত্র অনুধাবন করে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, সাধারণ শ্রবণ ক্ষমতার অধিকারীদের তুলনায় শ্রবণ প্রতিবন্ধীরা অন্তত I.Q দিক হতে ১০ পয়েন্ট পিছিয়ে থাকে। যে কথা ভাষায় প্রকাশ করা সহজ এবং অপর পক্ষের বোঝাও সহজ হয়, শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুরা সেই কথা সহজ বোধ করে প্রকাশ করতে পারে না বলে ধ্বংসাত্মক আক্রমণাত্বক আচরণ প্রদর্শনের মাধ্যমে মনের যন্ত্রনা ও হাতশার প্রকাশ ঘটায়। এ থেকে বুঝা যায় যে, শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের শিক্ষাদানে কতটা সমস্যা রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

হাইকেয়ার প্রতিষ্ঠান থেকে জানা যায় যে, সরকারী পাঠ্যসূচী অনুযায়ী শ্রেনী গত শিক্ষা দিচ্ছে না এবং দিলেও হয়ত দেখা যাবে একই বৎসরে সে ২ টি ক্লাসের পড়া শেষ করেছে তাই এই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার স্কুলগুলি সরকারী স্বীকৃতি বা প্রয়োজনীয় অনুদান প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। হাইকেয়ার স্কুল সমূহ না প্রাথমিক, না উপ-আনুষ্ঠানিক, না বিশেষ শিক্ষা, সরকারী কোন করনেই পড়ে না। সাধারণ স্কুলে একজন শ্রবণ প্রতিবন্ধীকে সবার সঙ্গে শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে বেশ জটিলতা ও পরিবেশ প্রতিকূলতা রয়েছে। তাদেরকে বিশেষ আধুনিক শ্রেনী ও সীমাবদ্ধ কক্ষে শিক্ষা দান করতে হয়। শব্দ নিয়ন্ত্রনের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়। যাতে বাইরের শব্দ কোনভাবেই শ্রেনীকক্ষে আসতে না পারে। সাধারণ বিদ্যালয়গুলোতে এ ধরনের ব্যবস্থা না থাকায়, ঐ সকল স্কুলে শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। ওষ্ঠ পাঠ পদ্ধতি সবার পক্ষে বুঝা সম্ভব নয়, এটি ঠোঁট নাড়াচাড়া দেখে বুঝা যায়। এর জন্য প্রয়োজন বিশেষ প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা। “Moores, kluwin & Merters এর মতে” বধিরদের বিদ্যালয়ে যে সকল স্কুল সাইকোলজিষ্ট কাজ করেন তাঁদের অধিকংশেরই বধিরদের সঙ্গে কাজ করার মতো কোনো প্রশিক্ষণ নেই। ফলে প্রায়শই এরা বধির শিশুদের মানসিক প্রতিবন্ধী বা প্রাক্ষোভিক সমস্যাগ্রস্থ শিশু বলে চিহ্নিত করেন। তাদের সঙ্গে কথা বলতে হলে, তার ভাষা যে বুঝে এমন একজন দোভাষী ব্যক্তির প্রয়োজন হয়।

গবেষণার সুবিধার্থে কথা বলেছিলাম জনাব খালেদ ওসমানের সঙ্গে, তখন প্রয়োজন হয়েছিল একজন দোভাষী। তার অন্তরিকতার কোন অভাব ছিল না কিন্তু ভাষা না বোঝার ব্যবধানে আমাকে প্রায় বাকরুদ্ধ করে ফেলে। তখন তিনি এটি বুঝতে পারেন এবং সাথে সাথে কাগজে লিখে স্বাভাবিক ভাবে পরিচয় জানতে চান আমিও অনুরুপভাবে আমার সঙ্গীকে লিখে উত্তর জানাবার জন্য পরামর্শ দিলাম। এভাবেই চলতে লাগলো আমাদের কথোপকথন মাঝে মধ্যে মনে হল যে, তিনি অনেক কথাই বলতে চান যা লিখিত ভাবে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। সমস্যাটা আমাকে বেশ ভাবিয়ে তুলেছিল, এমন সময় দোভাষী জনাব মনোয়ার এসে উভয়ের মাঝে সংলাপে প্রানশক্তি সৃষ্টি করে। আলোচনার এক পর্যায়ে জানা গেল শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জন্য U.K তে ১ টি Gallaudet university আছে। যেখানে তারা পি,এইচ,ডি পর্যন্ত লাভ করে। সে তুলনায় আমাদের দেশে শিক্ষা ব্যবস্থা খুবই অপ্রতুল। দোভাষীর অভাবে সহজে কোন জায়গায় যোগাযোগ করতে পারে না।

অনেক ক্ষেত্রেই শ্রবণ প্রতিবন্ধীরা পরিবারেই গ্রহণযোগ্য নয়, পরিবারের নেতিবাচক মনোভাব এবং ক্রোধ মিশ্রিত ঘৃণা এদের সহ্য করতে হয়। তাদের অস্পষ্ট বচনের জন্য পরিবার ও সমাজ তাদের সঙ্গে কথা বলে না এবং এরা প্রতিনিয়ত সামাজিক ও আর্থিক শোষণের প্রবঞ্চনার শিকার হয়। শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশু মায়ের স্পর্শ হতে বিচ্যুত হলেই একাকী হয়ে পড়ে এবং একাকীত্বজনিত ভয়, অবসাদ ও হতাশা তাকে রাগী ও বদমেজাজী করে তোলে ।

Dhaka University Institutional Repository

৩.১০ বুদ্ধি প্রতিবন্ধীঃ

১৯৭১ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক "বুদ্ধি প্রতিবন্ধী" সনদ ঘোষিত হয়। তাদের অধিকার সংরক্ষণের লক্ষ্যে জাতীয় ও আর্ন্তজাতিকভাবে এই ঘোষনা বাস্তবায়নের জোর দাবী জানানো হয়।

বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা সূচনাঃ ১৯৭৭ সালে সোসাইটি ফর দ্যা ওয়েল ফেয়ার অব দ্যা ইন্টেলেকচুয়ালি ডিজএবল্ড বাংলাদেশ (সুইড বাংলাদেশ) গঠিত হয় এবং ১৯৭৮ সাল থেকে এর শিক্ষা কার্যক্রম শুরু থেকেই সুইড বাংলাদেশ বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, পূর্ণবাসন এবং এ উদ্দেশ্যে বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি ও এডভোকেসী কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ৪৬টি শাখায় বিশেষ বিদ্যালয়ের মাধ্যমে প্রায় ৭০০০হাজার বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ছেলে মেয়েদের শিক্ষা দিচ্ছে। একীভূত শিক্ষা বাস্ত বায়নের জন্য ১৯৯৭ সাল থেকে সমিতি কাজ করে যাচ্ছে। শুরুতে ১৯৯৮ সালে ১০দিন ব্যাপী এক কর্মশালার আয়োজন করে। এই কর্মশালার সুপারিশের উপর ভিত্তি করে "একীভূত শিক্ষা" কার্যক্রম চালু করার জন্য পদক্ষেপ সমূহ গ্রহণ করেছে। ১৯৯৮ সাল থেকে ২০০৪পর্যন্ত সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে মহাপরিচালকের অনুমতিক্রমে সরকারী ও বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও একীভূত শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে বর্তমানে অর্থাভাবে এ কার্যক্রমটি স্থাগিত আছে।

সুইড বাংলাদেশে যৌথ উদ্যোগে ব্রাকের উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুদের একীভূত শিক্ষা কার্যক্রম চালু করে বর্তমানে ব্রাক নিজে এ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সুইড পরিচালিত বিশেষ স্কুল ও দেশের সাধারণ বিদ্যালয়ে সমন্বিত শ্রেনী কার্যক্রমের মাধ্যমে বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা দেবার পাশাপাশি বর্তমানে সুইড জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ন্তভূক্ত। বি.এস.এড প্রশিক্ষন কোর্স চালু করা হয়েছে। দেশে সরকারীভাবে নব্বইয়ের দশকে বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। মিরপুর-১৪ নম্বরে জাতীয় বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্রে মানসিক প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের মাধ্যম। এছাড়া বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশনে ১৯৮৫ সন থেকে কল্যাণী বিশেষ শিক্ষা স্কুলের মাধ্যমে বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা দিয়ে আসছে। সম্পতি আরও কিছু প্রতিষ্ঠান বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার জন্য কাজ করছে।

শিক্ষা ব্যবস্থাঃ বিশেষ ব্যবস্থায় বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রধানত দুই ধরনের (১) প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক (২) সমাজ বা গৃহ ভিত্তিক। এগুলো আবার ৫ ভাগে ভাগ করা যায় (ক) বিশেষ শিক্ষা (খ) সমন্বিত শিক্ষা (গ) গৃহ ভিত্তিক শিক্ষা (ঘ) দূর শিক্ষণ (ঙ) একীভূত শিক্ষা।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা পদ্ধতিঃ সাধারণ ভাবে যে কোন মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুর দক্ষতা/বিষয় গুলো শেখানোর জন্য নিম্ন লিখিত ধারা অবলম্বন করা যেতে পারে। (সূত্র মৈত্রী- ২০০০)

১। শিশুর শিক্ষার চাহিদা অনুসারে তার জন্য প্রথমে শিক্ষার স্তর নির্ধারণ করে শিক্ষার লক্ষ্য (Goal) নির্ধারণ করা হয়। (২) নির্ধারিত লক্ষ্য/বিষয়ে তাঁর জন্য দীর্ঘ ও স্বল্প মেয়াদী ব্যক্তি কেন্দ্রিক শিক্ষা পরিকল্পনা করা হয়। এতে নির্ধারিত কাজ/বিষয়কে বিশ্লেষণ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। অর্থাৎ একটি বড় কাজের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ছোট ছোট অংশে ভাগ করে পর্যায়ক্রমে পুরো কাজটি শেখানো হয়।

(৩) বিশ্লেষিত কাজ/বিষয়টি শিক্ষাদানের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসারে যতটা সম্ভব বাস্তবে শিখন শিক্ষনের সাধারণ পদ্ধতি, আচরণ, পরিমার্জনার বিভিন্ন রকম সাহায্যদান পদ্ধতি উল্লেখযোগ্য।

(৪) শিক্ষাদানের যতটা সম্ভব বিবরভিত্তিক বাস্তব উপকরণ ব্যবহার করা হয়। (৫) শিখনের প্রতিটি পর্যায়ে সফলতার জন্য তাৎক্ষনিকভাবে শিশুকে পুরস্কৃত করা হয়। (৬) শিখনের প্রতিটি পর্যায়ে চলমান মূল্যায়ন করা এবং যথাযথ ভাবে তা রেকর্ড রাখা হয়।

বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার প্রচলিত স্তরসমূহঃ (ক) প্রারম্ভিক পদক্ষেপমূলক কর্মসূচী- (০-৫ বৎসর)

(খ) প্রাক্ প্রাথমিক স্তর- (৫-৮ বৎসর),(গ) প্রাথমিক স্তর- (৮-১৫ বৎসর),

(ঘ) বৃত্তিমূলক স্তর- (১৬-২০ বৎসর)

উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীর শিখন-চাহিদার ভিত্তিতে প্রতিটি স্তরে বিশেষ ক্ষেত্রে আরো ২ বৎসর বাড়ানো বা কমানো যায়। গৃহভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রমে সব বয়সী শিক্ষার্থী থাকতে পারে।

প্রতিষ্ঠান সমূহের আসনঃ বাংলাদেশে প্রধানত ৪ টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার জন্য কাজ করছে, এর মধ্যে দুইটি বেসরকারী ভাবে ও দুইটি সরকারী ভাবে পরিচালিত। এর মধ্যে সুইড বাংলাদেশের ৪৬ টি শাখায় প্রায় সাত হাজার শিক্ষার্থী রয়েছে। বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন কল্যাণী-৬ টি শাখায় প্রায় ২০০০ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। এছাড়া বি.এস.এড ও এম.এস.এড. প্রশিক্ষণ কোর্স চালু রয়েছে। ১৯৮৯ সালে মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতিষ্ঠান রৌফাবাদ, চট্টগ্রাম। এর আসন সংখ্যা আবাসিক ৫০জন ও অনাবাসিক ৫০জন। জাতীয় বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্র ঢাকাস্থ মিরপুর-১৪ তে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় রয়েছে। এর আসন সংখ্যা আবাসিক ৫০জন, অনাবাসিক ২০জন। স্কলারস স্পেশাল স্কুল, এর আসন সংখ্যা ৪৫জন। এছাড়া কিছু এনজিও বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের সমাজভিত্তিক শিক্ষা ও পূর্ণবাসন কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

Dhaka University Institutional Repository

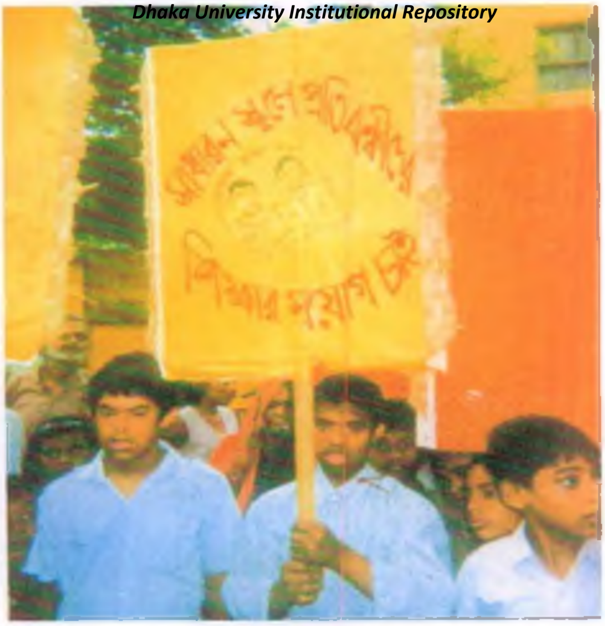

ক

বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের বিশেষ কৌশলে শিক্ষাদান

খ

চিত্রঃ ৮ ক. সমঅধিকার প্রতিষ্ঠায় বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুরা

খ.বুদ্ধি প্রতিবন্ধীর বিশেষ কৌশলে শিক্ষাদান

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা সমস্যা ঃ আধুনিক গবেষণায় প্রমানিত হয়েছে যে বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের জন্য যত কম বয়স থেকে শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায় ততই ভাল। নানা কারণে আমাদের দেশের বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুরা এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যেমন স্বল্পতা রয়েছে তেমনি রয়েছে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব।

বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের জন্য নির্দিষ্ট বিদ্যালয় কিংবা সাধারণ সমন্বিত বিদ্যালয়, যেখানেই বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী শিশুর শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হোক না কেন, এদের জন্য বিশেষ ভাবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বিশেষ শিক্ষক প্রয়োজন। শ্রেনীকক্ষে শুধু মৌখিক পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করলে তা শিশুর পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হবে না। তাই পর্যাপ্ত শিক্ষা উপকরণের দরকার তাদের জন্য। বাস্তবে দেখা যায় শিক্ষা উপকরণের অভাব। এছাড়া তাদের শিক্ষার অধিকার সর্ম্পকেও জনসচেতনতা খুব কম।

বৈশিষ্টঃ বয়স অনুপাতে বুদ্ধি কম, দৈনন্দিন কাজ-কর্ম ও সঠিক আচরণে ঘাটতি থাকে, স্মৃতি শক্তির সমস্যা হয়, ভাল-মন্দের বিচার ও জ্ঞানগত দক্ষতা কম, ভাবাগত দক্ষতা কম থাকে, শারীরিক সমস্যা থাকতে পারে, শিশুর বিকাশকাল ধীরগতি সম্পন্ন হয়। সাধারনত শৈশবকালে এ সকল লক্ষণ দেখা যায়, বিশেষ শিক্ষা প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের অবস্থান উন্নতি ও পুর্ণবাসিত করা সম্ভব। তারা সাধারণ ছেলেমেয়েদের মত উর্চ্চতর শিক্ষা অর্জন করতে সক্ষম নয়। বিশেষ পদ্ধতিতে একটি পর্যায় পর্যন্ত বিশেষ শিক্ষা লাভ করতে পারে। ভাষার ক্ষেত্রে নতুন শব্দের ব্যবহারে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুদের পক্ষে শিক্ষনীয় বিষয়বস্তু অনেক সময় বোধগম্যতার বাইরে থেকে যায়। শিশুরা দর্শন ও শ্রবণের মাধ্যমে অনুকরণ করে, কৌতুহলী হয়ে আশে-পাশের অনেক আচরনই রপ্ত করে ফেলে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে, আমাদের এইসব প্রতিবন্ধী তথা বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুরা পরিবারে বা সমাজে কারো সাথেই খুব বেশী মেলা মেশার সুযোগ পায় না। জীবন যাপনের অনেক ক্ষেত্রেই তারা অভিভাবকের সহযোগিতায় স্কুল যাতায়াত করে। তারা নিজের দায়িত্ব নিজে পালন করতে পারে না। কিন্তু নিজের কাজ করতে পারলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করতে পারে না। উপার্জনের মত উপযুক্ততা তাদের অনেকেরই থাকে না ফলে বুদ্ধি প্রতিবন্ধীরা কম বেশী অন্যের উপর নির্ভরশীল। পূর্নাঙ্গ বয়স উপযোগী শিক্ষার অভাবে তাদের বয়সোপযোগী আচরনের বিকাশ ঘটে না। স্বল্প মাত্রার বুদ্ধি প্রতিবন্ধীরা অনেক সময় অন্যের দ্বারা প্রলুব্ধ হয়ে অপরাধমূলক অসামাজিক কাজ করে থাকে। দায়িত্বশীল অভিভাবকের অনুপস্থিতিতে অনেকে মানবেতর জীবন যাপন করে এবং তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে ধাবিত হয়। এদের অর্থহীন, কর্মহীন, বিনোদনহীন, জীবন যাপন করতে হয় ফলে এরা সবসময় আবেগীয় সমস্যায় ভোগে। এদের ব্যাপারে সঠিক তথ্যাদি প্রচারে প্রসার লাভ না করায় সমাজে সচেতনার অভাব পরিলক্ষিত হয়। ফলশ্রুতিতে সাধারণ মানুষ তাদের সঙ্গে সুযোগ পেলেই বিদ্রুপ করে। তখন তারা অশোভন আচরণ করতে বাধ্য হয়।

Dhaka University Institutional Repository

পারিবারিক প্রভাবঃ বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুর জন্ম হলে পিতামাতার মানসিক অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হয়। নানা প্রকার দন্দ্ব, হতাশা পিতামাতার মনকে পীড়িত করে। তাঁরা এমন কিছু অবাঞ্চিত আচরণ করে যা তাদের দাম্পত্য সর্ম্পক এবং শিশুর সুস্থ বিকাশের পক্ষে ক্ষতিকর। তখন থেকেই পরিবারেই এই প্রতিবন্ধী শিশুকে নিয়েই সমস্যা তৈরী হয়। যা ক্রমান্বয়ে ব্যাপকতা লাভ করে। অপ্রত্যাশিত এই সন্তানকে কেন্দ্র করে কখনও কখনও পিতামাতা উভয়ের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি হয়। হয়তো পিতা এই সন্তানের জন্মদানের জন্য মাতাকে দায়ী করেন।

বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুদের মধ্যে পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলার মত প্রয়োজনীয় আচরণের অভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। এই সকল শিশু বিভিন্ন ধরনের আত্ম ক্ষতিকর, স্ব-উদ্দীপক, আক্রমনধর্মী ও ধ্বংসাত্মক আচরণ প্রদর্শন করায় এরা সমাজ ও সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একাকীত্বের শিকার হয়। পরিবারে অবহেলা ও হতাশা এবং অন্যদের উদাসীন মনোভাবের কারণেই তাদের উন্নয়ন নিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ে। অজানার প্রতি ভয়, জটিলতা এবং ব্যর্থতাই হলো এদের প্রধান সমস্যা। বুদ্ধি প্রতিবন্ধীতার ২৫০ টি পরিচিত কারণ নির্ণীত হলেও প্রতিবন্ধীতার ক্রমাবনতির ভিত্তিতে তথা মৃদু, মধ্যম, গুরুত্বর, গভীর স্তর অনুযায়ী সকল মানসিক প্রতিবন্ধকতার মাত্র ১০ থেকে ২০ শতাংশ প্রকৃত অর্থে নির্ণয় করা গেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসেব অনুযায়ী পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার শতকরা তিনভাগ মানসিক ভাবে প্রতিবন্ধী এবং প্রতি দশটি পরিবারের মধ্যে একটি পরিবার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই সমস্যার দ্বারা আক্রান্ত।

৩.১১ বিশেষ শিক্ষা শিক্ষক প্রশিক্ষণঃ জাতীয় বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্রে প্রতিবন্ধী শিক্ষকদের জন্য বিশেষ শিক্ষা শিক্ষক প্রশিক্ষণ একটি সরকারী কলেজ রয়েছে। যার আসন সংখ্যা ৪৫। এখানে বি.এস.এড ডিগ্রী দেওয়া হয়। ১৯৭৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বিরামহীন ভাবে সুইড বাংলাদেশ কাজ করে আসছে। দক্ষ জনবল গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০০৬ সাল থেকে বি.এস.এড প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা হয়েছে। ১৯৮৪ সাল থেকে বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন কল্যাণী বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ১৯৯৮ সালে বি.এস.এড Bachelor in Special Education (B.S.ED) এবং ২০০২ সাল থেকে Masters in Special Education (M.S.ED) ডিগ্রী কোর্স পরিচালনা করে আসছে।

৩.১২ গ্রন্থাগার বা লাইব্রেরী ব্যবহারের সমস্যা ঃ- দেশে সরকারী, বেসরকারী ও জাতীয় পর্যায়ে মান সর্ম্পূন লাইব্রেরী রয়েছে। লাইব্রেরী হচ্ছে জ্ঞানচর্চার উৎস। সেখানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কোন সুব্যবস্থা না থাকায় ঐ সব লাইব্রেরীর ব্যবহার থেকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা বঞ্চিত হচ্ছে দিনের পর দিন। যেমনঃ দৃষ্টি

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবন্ধীদের জন্য ব্রেইল পদ্ধতিতে বই নেই। কেরল বা আলাদা কোন নির্দিষ্ট স্থান নেই, যেখানে অন্য কারো সহযোগীতায় বই পড়ে শুনার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রবেশের সুযোগ নেই কারণ তাদের জন্য র‍্যাম্প বা ঢালু পথের ব্যবস্থা নেই এবং লাইব্রেরী ভিতরেও হুইল চেয়ার নিয়ে চলাচলের সুযোগ নেই। শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ইশারা সংকেত বা (SIGN Language) এর কোন বইয়ের ব্যবস্থা নেই। প্রতিবন্ধীতা সম্পর্কেও তেমন কোন বই নেই বললেই চলে। যার কারণে তারা লাইব্রেরী ব্যবহার করার সুযোগ পাচ্ছে না। শিক্ষা অর্জনের পথে এটি একটি বিরাট সমস্যা ও বৈষম্য। লাইব্রেরীতে বই ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদের উপযোগী তথ্য সম্বলিত বই ক্রয়ের কথা লাইব্রেরী কৃতপক্ষের পরিকল্পনায় বিষয়টি আসে কিনা তা আমাদের জানা নেই। লাইব্রেরী হচ্ছে জ্ঞান আহরণের বাগান বা (GARDEN of knowledge). প্রতিবন্ধীতা সর্ম্পকিত বই না থাকায় তাদের সম্বন্ধে সাধারণ পাঠকদের বিভিন্ন তথ্যাদি জানা সম্ভব হয় না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট (I.E.R) সমাজ কল্যাণ বিভাগ, সমাজ বিজ্ঞান বিভাগসহ অন্যান্য বিভাগের শিক্ষার্থীরা প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কিছু গবেষণা করে থাকেন। লাইব্রেরীতে এ সর্ম্পকে কোন বই না থাকায় তাদের পক্ষে গবেষণা কার্য সম্পন্ন করতে গিয়ে সমস্যার সম্মূখীন হতে হয় বলে তাদের কাছ থেকে জানা যায়। সাধারণ পাঠকদের জন্য বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র থেকে পরিচালিত বিশেষ ভ্রাম্যমান লাইব্রেরী রয়েছে। সেখানে প্রতিবন্ধীতা সম্পর্কিত কোন বই নেই। ঐ লাইব্রেরীতে উঠার জন্য ঢালু কোন সিঁড়ি নেই। লাইব্রেরীতে প্রতিবন্ধী সম্পর্কিত বই সংরক্ষণের ব্যাপারে সরকারের কোন নির্দেশ বা নীতিমালা নেই।

৩.১৩ প্রতিবন্ধী মানুষের অভিগ্যমতা বিষয়ে মৌলিক অধিকার এবং জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক অঙ্গীকারঃ প্রতিবন্ধী মানুষের অভিগ্যমতা বিষয়ে মৌলিক অধিকার এবং জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক অঙ্গীকার এ বলা হয়েছে ১৯৯৩ইং সালে প্রতিবন্ধীদের সমসুযোগ, সম-অধিকার ও পূর্ণ অংশগ্রহণ সংক্রান্ত বিষয়ে জাতিসংঘ অনুমোদন করে একটি ২২ দফা স্ট্যান্ডার্ড রুলস। যার মধ্যে প্রতিবন্ধীদের জন্য আইন প্রনয়ণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রবেশাধিকার, যোগাযোগ ইত্যাদি অন্যতম। জাতিসংঘ ঘোষিত নীতিতে বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্র সর্বক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করবে। বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিবন্ধীদের সম্ভাব্য সর্বক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। কিন্তু বাস্তবে এর প্রতিফলন এখনও দৃশ্যমান নয়।

৩.১৪ প্রবেশগম্যতা ও যোগাযোগ সমস্যাঃ দেশের ভৌত কাঠামো, অপরিকল্পিত যানবাহন, প্রতিবন্ধীদের চলাচলে উপযোগী, জাতীয় বিল্ডিং কোড, আইন সংশোধন ও সংযোজন করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের অভাবে সমস্যাগুলো দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শ্রেনীভেদে সমস্যাগুলো ভিন্ন ভিন্নভাবে

Dhaka University Institutional Repository

পরিলক্ষিত হয়। স্বায়ত্বশাসিত ও আধা- সরকারী ভবন, রেল-স্টেশন, নৌ-পরিবহন, টার্মিনাল, বাস টার্মিনাল, বিমান বন্দর, কারাগার, হাসপাতাল, ব্যাংক, ডাকঘর, থানা, প্রেক্ষাগৃহ, পাঠাগার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিল্প প্রতিষ্ঠান, হোটেল, রেষ্টুরেন্ট, বিপনী কেন্দ্র, মার্কেট, বীমা প্রতিষ্ঠান, বিনোদন কেন্দ্র, কমিউনিটিসেন্টার, পার্ক, ষ্টেডিয়াম, রাস্তাঘাটসহ, নৈমিত্তিক প্রয়োজনে চলাচল করতে হয় এমন স্থানসমূহ প্রতিবন্ধীদের ভোগ ও ব্যবহারের উপযোগী করে তৈরী করা হয়নি। ঐসব জায়গা সমূহে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সেবা ও সুবিধা ভোগের বিষয়টি অনিশ্চিত। যে সকল স্থানে সরকারীভাবে গণশৌচাগার নির্মান করার বিধান রয়েছে সেগুলোতে হুইল চেয়ার ব্যবহার কারীসহ অন্যান্য প্রতিবন্ধীদের সুবিধাদি নিশ্চিত করা হয়নি। 'প্রবেশগম্যতা কিছু প্রচেষ্টা, কিছু সফলতা' এই বইটিতে ছবির মাধ্যমে চিত্রিত করে একজন প্রতিবন্ধীর জীবনমান উন্নয়নে প্রবেশগম্যতা অপরিহার্য। এই বিষয়টি সাবলীল ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

৩.১৫ ট্রাফিক আইনের সুযোগঃ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চলাচলের ক্ষেত্রে যে সকল প্রতিকূলতা রয়েছে তা নিরসন কল্পে ট্রাফিক আইনের সুযোগ থেকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা বঞ্চিত। যেখানে স্বাভাবিক মানুষের অবাধ চলাচল, সে সব স্থানে প্রতিবন্ধীদের চলাচলের উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়নি। যেমনঃ হুইল চেয়ারধারীদের জন্য র‌্যাম্প ও ঢালু পথ নেই। যানবাহনে উঠার জন্য নেই সহজ উপায় বা কোন সিঁড়ি। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য গাইড লাইন সম্পন্ন রাস্তা বা ফুটপাত নেই। রাস্তা পারাপারের ক্ষেত্রে সিগন্যাল পড়লে লাল ও সবুজ বাতির পাশাপাশি কোন শব্দ সংকেত নেই যার দ্বারা একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী সহজে রাস্তা পারাপার হতে পারে। সাদা ছড়ি ব্যবহারে এখনও অনেক দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে সঠিক নিয়ম মেনে চলার অভাব পরিলক্ষিত হয়। তাদের সঠিক সাইটেড গাইড কৌশল জানা নেই। তাই সাইটেড গাইড নিয়ে চলাচলের ক্ষেত্রে কেউ কেউ সমস্যায় সম্মুখীন হয়। দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের চলাচলের উপর নিয়মিতভাবে সরকারী পরিকল্পনায় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই। যে প্রশিক্ষণ দ্বারা, তারা সহজ যাতায়াত করতে পারে।

শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য যানবাহনের সঙ্গে বা দৈনন্দিন চলাচলের ব্যস্ত স্থান সমূহ ইশারা সংকেত বা (সাইন লেংগুয়েজ) নেই, রাস্তার মোড়ে, যাত্রী ছাউনীতে এমন কোন চিত্র নেই যেখানে একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে কিভাবে সহযোগিতা করা যায় তা বুঝানো হচ্ছে। চিত্রটিতে দেখানো যেতে পারে একজন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি সাদাছড়ি হাতে কিভাবে রাস্তা পারাপার হচ্ছে বা অন্য কেউ পার করে দিচ্ছে। একজন শারীরিক প্রতিবন্ধী হুইল চেয়ার নিয়ে র‌্যাম্প বা ঢালু পথে কিভাবে চলাফেরা করছে ও একজন শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধী ইশারা সংকেত বা সাইন লেংগুয়েজ ব্যবহার করে চলাফেরা করছে। চিত্রটিতে বধিরদের

আর্ন্তজাতিকভাবে স্বীকৃত ও ব্যবহৃত বধিরতার প্রতীক (DEAF SIGN) উল্লেখ থাকতে হবে। যা সাধারণ মানুষ প্রতীকটি (চিত্র ৯) দেখলেই বুঝতে পারে সে একজন শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি।

Dhaka University Institutional Repository

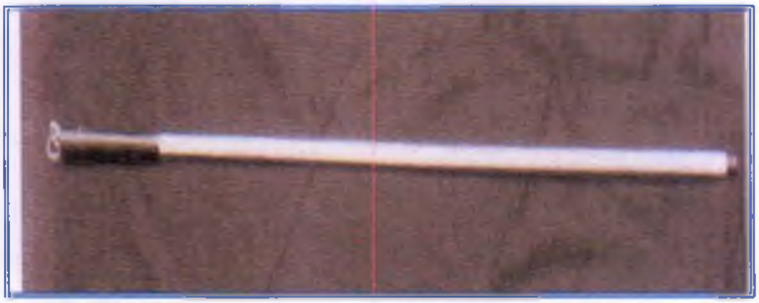

ক

সাদাছড়ি হোয়াইট কেইন (কোলাপসিবল) - জাফির

খ

চিত্র ৯. সাদা ছড়ি (হোয়াইট কেইন), যা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ও ব্যবহৃত

ক. নন-ফোল্ডিং খ. ফোল্ডিং

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ৯. আর্ন্তজাতিকভাবে স্বীকৃত ও ব্যবহৃত বধিরতার প্রতীক (DEAF SIGN)

২০০২ সালে "পরিপত্রে" স্বল্প মেয়াদী কার্যক্রমে ১ নং এ দেশের সর্বত্র যানবাহনে প্রতিবন্ধীদের যাতায়াত সহজ করার লক্ষ্যে ট্রেন স্টেশন, বাস টার্মিনাল, নৌ-বন্দর, লঞ্চ স্টিমার ঘাট, বিমান বন্দর, বিমান অফিসে আলাদা টিকেট কাউন্টার স্থাপন।

২নং এ বলা হয়েছে যে, বাস ট্রেন ও লঞ্চ-স্টিমারে প্রতিবন্ধীদের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন সংরক্ষিত রাখা কিন্তু প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য আলাদা টিকেট কাউন্টার ও নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন সংরক্ষিত ব্যবস্থার কথা সরকার ঘোষণা করলেও সফল বাস্তবায়ন ঘটেনি। দৈনন্দিন ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ ব্যস্ত জায়গা সমূহে ড্রেন বা ম্যানহলের ঢাকনা খোলা থাকায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, বিশেষ করে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীব্যক্তিদের বেলায় সমস্যাটা বেশী পরিলক্ষিত হয়।

৩.১৬ কর্মে সীমাবদ্ধতা ঃ কর্ম সীমাবদ্ধতার কারণে প্রতিবন্ধীদের ভাবিয়ে তুলছে দিনের পর দিন। তাদের সঙ্গে আলাপ করে জানা যায় শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রেও উৎসাহ হারিয়ে ফেলছে। প্রশ্ন উঠে আসছে শিক্ষা শেষে কর্ম সংস্থানের নিশ্চয়তা না থাকলে শিক্ষা লাভ করে কি হবে? সরকারী চাকুরী প্রাপ্তিতে প্রতিবন্ধীদের জন্য যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা ও জটিলতা রয়েছে। সরকারীভাবে গবেষণা বা জরিপ করা হয়নি যে, ধরণ অনুযায়ী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা কোন কোন ধরনের চাকুরীর জন্য যোগ্য। কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যথেষ্ট বৈষম্যের শিকার।

Dhaka University Institutional Repository

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ম হলো চাকুরী পাওয়ার পাঁচ বছরের মধ্যে বি.এড বা এম.এড করে নিতে হবে। কিন্তু সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সমাজসেবা অধিদপ্তরে চরম বৈষম্য রয়েছে যে, বি.এস.এড না থাকলে সে আবেদন করতে পারবে না। এটি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য একটি বিরাট বাঁধা। একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অনেক কষ্টের মধ্য দিয়ে চড়াই উৎরাই পার হয়ে অনার্স, মার্স্টাস ডিগ্রী লাভ করে। অর্থনৈতিক সমস্যার কারণে সে অনেক সময় দু, বছরের বি.এস.এড বা এম.এড কোর্স শেষ করতে পারে না।

স্বাধীনতার তিন যুগ অতিক্রান্ত হলেও সরকারী পর্যায়ে উচ্চতর কর্মকর্তার কোন পদ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির দ্বারা অলংকৃত হয়নি। নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে নতুন নতুন কোন প্রতিষ্ঠান বা ক্ষেত্রে তেমনভাবে বৃদ্ধি পায়নি। কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় যথাযথ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক জারীকৃত পরিপত্র-২০০২।

(ক) স্বল্পমেয়াদী কার্যক্রম ৬নং এ বলা হয়েছে যে, সরকারী ১ম ও ২য় শ্রেনীর চাকুরীতে প্রতিবন্ধীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে যে বিধি নিষেধ রয়েছে তা তুলে নেয়ার কথা থাকলেও তা বাস্তবায়ন হয়নি।

(খ) দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রম ১নং এ বলা হয়েছে যে, সকল রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক কর্তৃক প্রতিবন্ধীদের স্বাবলম্বী ও সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মূলস্রোতধারায় একীভূত করার লক্ষ্যে বানিজ্যিক ব্যাংকে ক্ষুদ্রঋণ (Micro credit) প্রদানের ব্যবস্থা চালু করার কথা থাকলেও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা অধিকাংশ রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকের শাখা থেকে ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে হয়রানির শিকার ও জটিলতার সম্মূখীন হয়েছে যা তাকে ক্ষুদ্র ঋণ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করছে।

কর্ম ক্ষেত্রে সনাক্তকরণ ও নিয়োগের জন্য কোন (job placement officer) নেই।

৩.১৭ কোটা পদ্ধতিঃ সরকারী চাকুরীতে এতিম ও প্রতিবন্ধীদের জন্য ১০% কোটা সংরক্ষণ। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, প্রতিবন্ধী বিষয়ক শাখা থেকে জানা যায় যে, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ৩০-০৬-৯০ তারিখের সম/আর -১/এস-৫/৯০-২৩০(২৫০) সংখ্যক স্মারকে সরকারী/স্বায়ত্বশাসিত/আধা স্বায়ত্বশাসিত এবং বিভিন্ন কর্পোরেশন ও দফতরে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারী এতিমখানার নিবাসী, বেসরকারী এতিমখানার নিবাসী ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য নন গেজেটেড ১০% কোটা সংরক্ষণ করা হয়েছে। প্রতিবন্ধীদের সংরক্ষিত কোটার সঙ্গে এতিমদের সম্পৃক্ত করে এই কোটা ব্যবস্থা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে চরম সমস্যা ও জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। এতিমরা হচ্ছে সাধারণ মানুষ তাদের সঙ্গে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর কোনভাবেই কোটা ব্যবস্থায় সুবিধা অর্জন সম্ভব নয়। তা লক্ষ্য করা যায় প্রতিবন্ধী

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা ১৯৯৫, প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন ২০০১। স্পষ্টভাবে প্রতিবন্ধীদের কোটা সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে।

প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা ১৯৯৫ এর কর্ম সংস্থানে (চ) এ বলা হয়েছে যে, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বিধি মোতাবেক শতকরা ১০% প্রতিবন্ধীদের কর্মসংস্থান সংরক্ষণ করা হবে। প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন ২০০১ এর কর্মসংস্থানের কথা বলা হয়েছে যে, সরকারী সংবিধিবদ্ধ সংস্থা ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষে নিয়মিত চাকুরীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে যথাযথ কোটা সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এছাড়াও সংবাদপত্র ও গণমাধ্যম সমূহে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জন্য ১০% কোটা সংরক্ষণের কথা রাষ্ট্রের উচ্চতর মহল থেকে বহুবার বলা হলেও তার সকল বাস্তবায়ন ও যথাযথ প্রয়োগ ঘটেনি। ফলে রাষ্ট্রের স্বীকৃত কোটা পদ্ধতির ভোগের অধিকার থেকে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী বঞ্চিত। কোটা প্রসংঙ্গে পত্রিকার উদ্বৃতিঃ "দেশের প্রতিবন্ধীরা সর্বক্ষেত্রেই অবহেলিত, বাংলাদেশের সংবিধানে সকল নাগরিকের জন্য সমান সুযোগ ও মর্যাদার কথা বলা হইয়াছে, সমান শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তাহারা চাকুরীর ক্ষেত্রে চরম বৈষম্যের শিকার হইতেছে, প্রতিবন্ধীদের জন্য সংখ্যানুপাতে বিশেষ কোটার ব্যবস্থা করার জন্য সরকারের কাছে আকুল আবেদন জানাইতেছি। ইত্তেফাক, ২৪/১১/৯৮ ইং। "প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কোটায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা চাকুরী পায় না।" প্রথম আলো ০৭/০৪/০৩। " চাকুরীতে প্রতিবন্ধী কোটা উপেক্ষিত " দৈনিক ইত্তেফাক ০১/০৬/০৬।

সরকারী চাকুরীর বিভিন্ন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে অন্যান্যদের কোটা পদ্ধতি ও সুবিধাদি উল্লেখ করা হয়। অথচ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কোটার কথা কোন উল্লেখ থাকে না। ফলে কোটার কথা ঘোষণা কাগজপত্রেই রয়ে গেছে। এর সুবিধাদি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা কখন থেকে পাবে তা নিশ্চিত করে কেউ বলতে পারে না। ফলে কোটা ভোগের অধিকার থেকে বঞ্চিত। এ থেকেই বুঝা যায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ব্যাপারে কার্যকরী পদক্ষেপ কতটা বাস্তবতার মুখ দেখেছে।

৩.১৮ বয়সসীমা শিথিলতাঃ প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতীয় নীতিমালায় বলা হয়েছে যে, প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে নির্ধারিত বয়সসীমা ৫ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য করা হবে। প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইনে বলা হয়েছে যে, সরকারের নীতিমালা সাপেক্ষে, সরকারী সংবিধিবদ্ধ সংস্থা ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের চাকুরীতে প্রতিবন্ধীদের জন্য নির্ধারিত বয়সসীমা শিথিলকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৩.১৯ মৌখিক পরীক্ষার গ্রহণের ঘোষণাঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহান জাতীয় সংসদে তাঁর বক্তব্যে বলেন যে, দৃষ্টি প্রতিবন্ধীরা নিজ হাতে লিখে চাকুরীর পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারে না। সে ক্ষেত্রে তার জন্য মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা কিন্তু দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের চাকুরীর ক্ষেত্রে এই ঘোষণা সফল প্রয়োগ ঘটেনি।

Dhaka University Institutional Repository

৩.২০ বি, সি, এস পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে ক্যাডারভুক্ত চাকুরী লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিতঃ প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা ১৯৯৫ সালে প্রনীত বলা হয়েছে যে, বি.সি.এস পরীক্ষায় অংশগ্রহণের নিশ্চিত করার জন্য আইন প্রনয়ণের কথা বলা হয়েছে। বি,সি,এস ১% কোটা সংরক্ষণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা ২০০৩, ২৫ শে অক্টোবর ঝিনাইদহে এক জনসভায় ঘোষণাকরেন " ক্যাডার সার্ভিসের এক শতাংশ কোটা প্রতিবন্ধীদের জন্য রির্জাভ থাকবে "। পরের দিন ২৬ শে অক্টোবর দৈনিক জনকণ্ঠ, প্রথম আলো, দৈনিক ইনকিলাব, দৈনিক দিনকাল, সংবাদ ইত্যাদি পত্রিকা সমূহে প্রকাশিত হয়। প্রতিবন্ধীদের জন্য বি.সি.এস পরীক্ষায় ১% কোটা সংরক্ষণ করে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে তারা যাতে চাকুরী পেতে পারে সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও আমলা তান্ত্রিক জটিলতায় বিষয়টিকে সমস্যা গ্রস্ত করে ফেলেছে ফলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা বি.সি.এস পরীক্ষার মাধ্যমে চাকুরী লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত।

৩.২১ আইনী সহায়তাঃ- দেশের প্রচলিত বিধান অনুযায়ী আইনের চোখে সকলেই সমান। দেশের কম-বেশী সকলেই আইনগত অধিকার ভোগ করে আসছে। বিভিন্ন সমস্যা ও জীবনরক্ষার ক্ষেত্রে আইনী সহায়তা লাভ করে আসছে। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে পিছিয়ে পরা বিশাল প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী আইনগত সহায়তা থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছে। যা মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। আইনগত দিক দিয়ে বেঁচে থাকা থেকে শুরু করে মৌলিক ও অন্যান্য অধিকার সুবিধা ভোগের ক্ষেত্রে আইনগত সহায়তা লাভের কোন সুযোগ নেই। কারণ ২০০১ সালে প্রনীত প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর দীর্ঘদিনের আন্দোলন ও প্রচেষ্টার ফসল। আইনটি নীতিগতভাবে কার্যকর হওয়া সর্ত্ত্বেও সরকারের আন্তরিকতার অভাবে প্রতিবন্ধীদের জীবনে আইনটির সোনালী সূর্যোদয় ঘটেনি।

৩.২২ দূর্যোগঃ ঘন বসতি বাংলাদেশ। এ দেশের মানুষকে প্রায়ই প্রাকৃতিক দূর্যোগ কঠিনভাবে মোকাবেলা করতে হয়, প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী ও তার অর্ন্তভুক্ত। সকল কাজকর্মে অঙ্গ প্রতঙ্গ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অপরিসীম। প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবেলায় একজন প্রতিবন্ধী মানুষ কোন কোন ক্ষেত্রে প্রায় অসহায় হয়ে পড়ে সুব্যবস্থাপনার অভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগে বন্যার পানিতে জলাবদ্ধতার কারণে একজন প্রতিবন্ধী আবাসস্থান অত্যন্ত সীমিত হয়ে পড়ে, প্রতিবন্ধীদের জীবনে নেমে আসে দুঃর্বহ ভাবনাময় পরিস্থিতি। সরকারীভাবে তাদের জন্য কোন নির্দেশ বা বিশেষ ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা হয় না। তার ছুটাছুটি করলেও দুর্যোগ মোকাবেলার সম্ভব নয়। প্রতিবন্ধীরা অমানবিক ও নিষ্ঠুর আচরণের শিকার হয় প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন সময়ে। যদি কখনও বন্যায় ঘর বাড়ী ছেড়ে উচুঁ কোথাও আশ্রয় কেন্দ্রে আসে ঠিক সে সময়ে ঐ প্রতিবন্ধীটি ঘর বাড়ী দেখার দায়িত্ব পান। কারণ তাকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া বিড়ম্বনা মনে করা হয়। ঐ সময় যদি বন্যার পানি বেড়ে যায়। তখন ঐ প্রতিবন্ধীর জীবনে নেমে আসে ঘোর অন্ধকারময় জীবন। পরিত্রাণ পায় না জীবন রক্ষা করার।

Dhaka University Institutional Repository

দুর্যোগ মোকাবেলা কমিটির সুবিবেচনায় প্রতিবন্ধীতা বিষয়টি অর্ন্তভূক্ত করা হয় না। যার কারণে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহযোগিতার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে স্থান পায় না এবং তাদের সঠিক তালিকা তৈরী করা হয় না। আশ্রয় কেন্দ্রগুলো নির্মান করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী মানুষের কথা চিন্তা করা হয় না। সরকারীভাবে দুর্যোগ কবলিত এলাকায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহায়তার জন্য গণমাধ্যম সমূহ কোন প্রচারণা লক্ষ্য করা যায় না। দুর্যোগ পরবর্তী পুর্ণবাসন কার্যক্রমে ক্ষতিগ্রস্থ প্রতিবন্ধী মানুষের বিষয়টিতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সহায়তা প্রদান করা হয় না। নির্বাচিত সদস্যগণ যারা জাতীয় পর্যায় থেকে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত জনসেবায় নিয়োজিত তাদের কাছে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহযোগীতা বিশেষক কোন নির্দেশাবলী না থাকায় ত্রাণ সামগ্রী থেকে শুরু করে বিভিন্ন সাহায্য প্রদানের ক্ষেত্রে তদারকি করে সাহায্য প্রদান করা হয় না, তারা সাহায্য প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়। মানুষকে ত্রাণ গ্রহণের জন্য দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় যা একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য অসম্ভব। দুর্যোগের সময় এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অবস্থা অন্যদের তুলনায় অধিকতর দুর্বিষহ হয়ে উঠে। ঘরের মধ্যে বন্যার পানি ঢুকে পড়লে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আশ্রয় খুজে পেতে বেশ অসুবিধা হয়। অনেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সে সময়ে আয়ের পথ হারিয়ে ফেলে, প্রতিবন্ধী শিশুরা বঞ্চিত হয় শিক্ষা থেকে। বিগত সময়ে বাংলাদেশের দুর্যোগ সমূহের প্রভাব বিশ্লেষণ করলে যেমন ১৯৮৭-৮৮ সালের বন্যা, ১৯৯১ সনের ঘুর্নিঝড় ও জলোচ্ছাস তান্ডব, সাটুরিয়ার টর্নেডো ইত্যাদির প্রভাবে উপদ্রুপ এলাকার প্রতিবন্ধী মানুষের দুর্দশার চিত্র সহজেই অনুমেয়।

পরিবারে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অবস্থান দুর্যোগকালীন সময়ে হয়ে উঠে দুর্বিষহ। তাদেরকে পরিবারের বোঝা মনে করা হয়। পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে তারা খুব কম মনোযোগ পেয়ে থাকেন কেননা পরিবারের সবাই দুর্যোগ মোকাবেলায় অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো সাধারণত তারা সবচেয়ে শেষে পেয়ে থাকেন। পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের অংশগ্রহণ নেই। পরিবারের সদস্যরা সে সময় নিজেদের টিকে থাকার ব্যাপারে বেশী মনোযোগী হওয়ায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা আরো কম মনোযোগ ও সেবা পায়। যেসব পরিবারে প্রতিবন্ধী সদস্য আছে তারা দুর্যোগ আশ্রয় কেন্দ্রে অবহেলার শিকার হয়। অন্যান্য আশ্রিতরা তাদের সাথে মিশতে চায় না। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিও সেখানে খারাপ আচরণের মুখোমুখী হয়। এসব কিছু প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মনে বিরুপ প্রভাব ফেলে যা তাদের আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদায় আঘাত হানে। প্রতিবন্ধীদের ব্যবহার উপযোগী সহায়ক উপকরণ ও যন্ত্রপাতির চাহিদা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, দুর্যোগের কারণে এসব উপকরণাদি হারিয়ে বা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সহায়ক উপকরণের অভাবে প্রতিবন্ধী মানুষকে চরম সমস্যাগ্রস্ত করে তোলে। দুর্যোগের কারণে বিভিন্ন রোগ বৃদ্ধি পেতে পারে যা দুর্যোগের আঘাত নতুন করে প্রতিবন্ধীতা সৃষ্টির কারণ হতে পারে। নির্দিষ্ট কোন বিভাগে দূর্যোগের সময় এবং দূর্যোগ পরবর্তী সময়ে

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিভিন্ন চাহিদা তালিকাভুক্ত করা হয় না ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিভাগকে বিষয়টি বোঝাতে ও তার প্রয়োগ করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় না। এ বিষয়ে বিশেষ কোন নীতিমালা নাই।

৩.২৩ আদম শুমারিঃ "আদমশুমারি" কথাটি শাব্দিক অর্থ লোক গণনা শব্দ দুটি ফারসি। 'আদম' অর্থ মানুষ, 'শুমার' অর্থ গণনা। সেই হিসাবে কথাটি হওয়া উচিত আদমশুমার। কোন দেশের জনগণের সংখ্যা গণনা এবং তাদের অবস্থা ও দেশের সম্পদের পরিমাণ নির্দিষ্ট কাল পর পর হিসাব করার যে প্রথা মানব সভ্যতার ইতিহাসে দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে তারই নাম আদমশুমারী। ইতিহাসের তথ্য থেকে জানা যায়, হযতর মুসা (আঃ) এবং হযরত দাউদ (আঃ) এর সময় ও আদমশুমারী হয়েছিল। তবে বর্তমানে 'আদমশুমারী' মানে শুধু লোক গণনা নয় দেশের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামোর স্বরূপ জানার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়। আধুনিক কালে 'আদমশুমারী' অর্থে সে সঠিক পরিসংখ্যান এর কথা আমরা বুঝি তা সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে কানাডায়, অষ্টদশ শতকে সুইডেনে এবং উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ইংল্যান্ডে প্রচলিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রে আদমশুমারির জন্য একটি স্থায়ী দফতর স্থাপিত হয় ১৯০২ সালে।

আদমশুমারির গুরুত্ব ঃ একটি দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য সে দেশের লোক সংখ্যা প্রবৃদ্ধির হার, নারী-পুরুষ ও শিশুর সংখ্যা, কর্মক্ষম লোক ও বেকারের সংখ্যা, জন্ম ও মৃত্যু হার ইত্যাদি যেমন জানা দরকার তেমনি বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত হয় সে রাষ্ট্রের লোক সংখ্যার সঠিক তথ্যের ওপর। জাতিসংঘের সমীক্ষা অনুযায়ী জানা যায় যে, বিশ্বের ১০শতাংশ লোক কোন না ভাবে প্রতিবন্ধী। সে অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রতিবন্ধীর সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ৪০ লক্ষ। এ সংখ্যাটিই যে সঠিক তার কোন যর্থাথ হিসাব নেই। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত বহুবার আদমশুমারীর জরিপ করা হয়েছে। স্বাধীনতা পূর্বকালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৫১ ও ১৯৬১ সালে আদমশুমারী করা হয়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে আদমশুমারি ব্যাহত হয়। তবে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২, ১৯৮১, ১৯৯১ ও ২০০১ সালে যথারীতি আদমশুমারী সম্পন্ন করা হয়। অথচ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সঠিক কোন জরিপ বা হিসাব করা হয়নি। ভ্রমনকারী, ভ্রাম্যমান, ভাসমান তাদের বিষয়টিও অর্ন্তভূক্ত হয়ে থাকে কিন্তু প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর সঠিক সংখ্যা বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে আজও আমাদের জানা সম্ভব হয়নি। তাদের সঠিক হিসাব না থাকার কারনে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে যথাযথভাবে আওতাভুক্ত হচ্ছে না। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত আদমশুমারি যে বিস্তৃত প্রশ্নমালা তৈরী করা হয়েছে, এ প্রশ্নমালায় প্রতিবন্ধীতা বিষয়টি সম্পৃক্ত করা হয়েছে কি না তা আমাদের জানা নেই। কারণ কোন এলাকায় কোন ধরনের কত জন প্রতিবন্ধী রয়েছে তাদের শিক্ষার হার কত তা জানা যাচ্ছে না। ফলে তারা উন্নয়ন মূলক পদক্ষেপের বাইরে থেকে যায় যা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একটি সমস্যা। এ দেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য আদমশুমারির প্রাপ্ত সঠিক তথ্য দিতে পারে আগামী দিনের সুষ্ঠ ও সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়নের দিক নির্দেশনা।

Dhaka University Institutional Repository

৩.২৪ নির্বাচনী ইসতেহারঃ- নির্বাচনী ইসতেহারে রাজনৈতিক দলগুলো উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অঙ্গীকার করে থাকে। নির্বাচিত হওয়ার পরে অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতিগুলো পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করে বা করার চেষ্টা করে। অঙ্গীকার মোতাবেক রাজনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণ করে, বাজেট প্রনয়ণ করে, অঙ্গীকার গুলো নিয়ে আলোচনা করে। ধারাবাহিকভাবে সে অনুযায়ী কাজ করে থাকে। জাতীয় সংসদ সদস্যগণ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে গুরুত্বের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কিন্তু প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর বিষয়টি নির্বাচনী ইসতেহারে অর্ন্তভুক্ত হয় না, ফলে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় তাদের বিষয়টি স্থান পায় না। যে কারণে সরকার আসে-যায় বিশাল প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর সমস্যা রয়েই যায়। প্রতিটি নির্বাচনে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী একটি অংশ ভোটার হিসাবে ভোট প্রদান করে থাকে তাদের অধিকার পাওয়ার আশায়। তাদেরকে নিয়ে কি সরকার ভাবে? যদি ভেবে থাকে তাহলে তাদের প্রাপ্ত অধিকার নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

৩.২৫ পরিচয় পত্রঃ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ধরন অনুযায়ী তাকে জানার জন্য বা সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে পরিচয়পত্র একান্ত অপরিহার্য। একজন শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধীকে দেখে কোনভাবে বোঝার উপায় নেই যে, সে একজন প্রতিবন্ধী। তার সহযোগিতার জন্য পরিচয়পত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুবিধা ভোগের অধিকার নিশ্চিত করণে সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন ২০০১ এ পরিচয়পত্রের কথা বলা হয়েছে।

প্রতিবন্ধীদের নিবন্ধন ও পরিচয় পত্র প্রদান।

১. জেলা কমিটি সংশ্লিষ্ট জেলা এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাসরত সকল প্রতিবন্ধীদের নিবন্ধন করিবে এবং এতদুদ্দেশ্য একটি নিবন্ধন বহি সংরক্ষণ করিবে।

২. উপধারা (১) এর অধীন কোন প্রতিবন্ধী নিবন্ধিত হইলে উক্ত প্রতিবন্ধীকে জেলা কমিটির সদস্য সচিবের স্বাক্ষরে একটি পরিচয় পত্র প্রদান করিতে হইবে। আজ পর্যন্ত প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী বিভিন্ন জটিলতা সমস্যার ও আন্তরিকতার অভাবে পরিচয়পত্র প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

৩.২৬ প্রতিবন্ধী বিষয়ক তথ্য কেন্দ্র ঃ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দৈনন্দিন জীবন থেকে শুরু করে প্রতিটি পর্যায়ে উত্তরণের ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মূখীন হতে হয়। প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে তাদের সংগ্রামী জীবনে অগ্রগতি সাধিত হয়। এ জীবন চলার পথে প্রয়োজন সহায়ক উপকরণ, প্রতিবন্ধী বিষয়ক তথ্যাবলী, তাদের ব্যবহার্য সামগ্রিক, তাদের জন্য কি সুবিধাদি রয়েছে? পরিবার, রাষ্ট্র, সমাজ কি করছে? তাদের জন্য কতগুলো প্রতিষ্ঠান আছে এবং সেগুলো কোথায় কোথায় অবস্থিত, কোন ধরনের প্রতিবন্ধী কোন কর্মের জন্য উপযোগী, তাদের সহায়ক উপকরণ কোথায় এবং কিভাবে পাওয়া যায়, তালিকা মূল্য কত, তাদের শিক্ষার হার কত, তাদের গ্রাজুয়েশন

Dhaka University Institutional Repository

সংখ্যা কত, আমাদের দেশের তুলনায় অন্যান্য দেশে কি কি সুযোগ সুবিধা রয়েছে ইত্যাদি বিষয়ে জানার জন্য আমাদের দেশে সরকারী পর্যায়ে কোন প্রতিবন্ধী বিষয়ক তথ্য কেন্দ্র (Information Senter) নেই। এটি প্রতিবন্ধীদের উত্তরণের ক্ষেত্রে বিরাট বাঁধা বা সমস্যা।

৩.২৭ মানবাধিকারঃ সব মানুষই সম- অবিচ্ছেদ্য অধিকার নিয়ে জন্মায়। জন্মস্থান, সামাজিক অবস্থান, কোন প্রতিবন্ধকতা বা প্রতিবন্ধীতা মানুষের এ অধিকার খর্ব করতে পারে না। জাতিসংঘের মাধ্যমে সার্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণায় এ কথা পূনঃব্যক্ত হয়েছে। আমাদের দেশের এক বৃহদাংশ হচ্ছে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী, যা আমাদের উপজাতি জনগোষ্ঠীর মোট সংখ্যা লঘু জনগোষ্ঠীর প্রায় সমান।

এদের নিয়েও সমাজ, রাষ্ট্র এবং আর্ন্তজাতিক সম্প্রদায় তাদের দায়িত্ব স্বীকার করে এদের অধিকার সংরক্ষণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। কিন্তু বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও নাজুক অবস্থায় রয়েছে। মৌলিক অধিকার সমূহ নিশ্চিত করণের ব্যাপারে বাংলাদেশ সংবিধানে বর্ণিত সবার জন্য সম অধিকার নিশ্চিত করার কথা থাকলেও প্রতিবন্ধীরা এখনও তার বাইরে রয়ে গেছে। তাদের জন্য প্রনীত হয়নি আর্দশ শিক্ষা নীতিমালা, কর্মসংস্থান, বিশেষ কোটা পদ্ধতি, যাতায়াত থেকে শুরু করে প্রায় সর্বক্ষেত্রে বৈষম্য বিরাজমান। তারা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতাভুক্ত হয় না। আইনী সহায়তা অধিকার থেকে বঞ্চিত সরকার সভা, সমাবেশ, সেমিনার, বিশেষ আলোচনা সভা, গণমাধ্যমসমূহে, প্রায় সর্বমাধ্যমে অঙ্গীকার ব্যক্ত করলেও তার অধিকাংশ অবাস্তবায়িত থেকে যায়। বাংলাদেশ সংবিধানের বর্ণিত অনুচ্ছেদ গুলো আলোকপাত করলে বিষয়টি সুস্পষ্ট হবে।

স্বাধীনতার দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হলেও প্রতিবন্ধীদের সম অধিকারের বিষয়টি এখনও ধরা ছোয়ার বাইরে রয়ে গেছে। মহান জাতীয় সংসদে প্রতিবন্ধীর বিষয়ক অধিকার নিয়ে বৎসরে একবারও আলোচনা হয় কিনা এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। মৌলিক অধিকার হলো মানুষের কতিপয় সহজাত ও অবিচ্ছেদ্য অধিকার, যা সংবিধানিক নিশ্চয়তা দ্বারা সংরক্ষণ করা হয়। প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী অধিকার সংরক্ষণে কিংবা দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে এত দীর্ঘ সূত্রিতা কেন? আমাদের দেশের সংবিধানে ১৫,১৭,২০ অনুচ্ছেদে দেশের সকল নাগরিকের সমঅধিকার সমান ভাবে প্রদান করা হয়েছে এবং সংবিধানের ২৭-৪৪ মোট ১৮ টি অনুচ্ছেদে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সংবিধানের ২৯ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে যে, (১) প্রজাতন্ত্রের কর্মের নিয়োগ বা পদলাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকবে এবং (২) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী, পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদলাভের অযোগ্য হবে না কিংবা সেক্ষেত্রে তার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাবে না। কিন্তু বাস্তবে কোন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে ভালো চাকুরী পাচ্ছেন না। যেটুকু পায় সেটুকু করুণার

Dhaka University Institutional Repository

সর্বোচ্চ দ্বার প্রান্তে পৌঁছে এবং সরকারী নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে প্রতিবন্ধীদের ব্যাপারে স্পষ্ট করে বলা হয়না । অসংখ্য প্রতিবন্ধী সুযোগের অভাবে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। বাস্তবে তাদের উপযুক্ত শিক্ষা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা খুবই অপ্রতুল।

৩.২৮ প্রতিবন্ধীদের অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘ সিদ্ধান্ত (১৯৭৫) ঃ প্রতিবন্ধীত্ব প্রতিরোধ পূর্নবাসন এবং প্রতিবন্ধীদের পূর্ন অংশগ্রহণ ও সম অধিকার সর্ম্পকীয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জন।

৩.২৯ এসকাপ ঘোষণাপত্র (১৯৯৩)ঃ এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের প্রতিবন্ধীদের পূর্ণ অংশগ্রহণ ও সম অধিকার। ১৯৯৫ সালে প্রণীত প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা, প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন ২০০১ সহ অন্যান্য ঘোষণা ও সুবিধাদি প্রাপ্তিতে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী বাধা প্রাপ্ত ও অবহেলার চরম স্বীকার। যা থেকে সহজেই অনুমিত হয় যে এরা মানবাধিকারের দুর্বিষহ অবস্থায় রয়েছে।

৩.৩০ নারী ঃ নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারি -বেসরকারি পর্যায়ে নানা কার্যক্রম বাড়ছে কিন্তু মৌলিক অধিকার সমূহ ভোগের ক্ষেত্রে এখনও তারা অনেক পিছিয়ে। নারীদের অবস্থা এমনিতেই নাজুক আরো যদি সে হয় প্রতিবন্ধী নারী, তার অবস্থা কত দুর্বিষহ এবং শোচনীয় হতে পারে সে বিষয়টি বিশ্লেষণের প্রয়োজন। শারীরিক প্রতিবন্ধী অনিকা রহমান লিপি বলেন, যদি পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর কথা বলি তবে সবচেয়ে বেশি পিছিয়ে আছে প্রতিবন্ধী নারীরা। বাংলাদেশে অজস্র নারীর পক্ষে সমাজের বাঁধা-বিঘ্ন ভ্রুকুটি উপেক্ষা করা অত্যন্ত দূরূহ। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারীর যে অবস্থান সে তুলনায় প্রতিবন্ধী নারীকে দ্বিগুণভাবে বঞ্চিত হতে হয় সর্বক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী নারীর অস্তিত্বকে পরিবার একটি অসহনীয় বোঝা বা বিধাতার অভিশাপ বলেই বিবেচনা করে। একজন প্রতিবন্ধীর অসহায়তার কথা, প্রতিবন্ধীত্বের জন্য যে সে নিজে দায়ী নয়, এটা তারা বুঝতে চায় না। ফলে একজন প্রতিবন্ধী নারী তার প্রতিবন্ধীত্বের জন্য যতটা না কষ্ট পায়, তার চেয়ে অনেক বেশী কষ্ট পায় সমাজ ও পরিবারের অবজ্ঞা, অবহেলা ও অসহযোগিতার কারণে । শুধু তাই নয়, যে সকল পরিবারে প্রতিবন্ধী নারী আছে তাদের মধ্যে হীনমন্যতা ও সামাজিক অস্বস্তি পরিলক্ষিত হয়। এমন কি বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানে তাদের শরিক হতে না দিয়ে সব সময় লোক-চক্ষুর আড়ালে রাখার চেষ্টা করে এই ধরনের পরিবেশে দিন যাপন করার ফলে তারা হয় হতাশাগ্রস্ত। নৈরাশ্যময় জীবন কাটাবার ফলে আস্তে আস্তে হারিয়ে ফেলে মানসিক শক্তি এবং হয়ে পড়ে স্থবির ও নিশ্চল, যা একটি পরিবারের সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। অত্যন্ত বেদনাদায়ক হলেও সত্য যে, প্রতিবন্ধী মানুষের বৃহৎ অংশ পরিলক্ষিত হয় অতি নিম্নবিত্ত পরিবারে। এ থেকে বুঝা যায় যে প্রতিষ্ঠা বা মর্যাদা পাওয়ার সর্বক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী নারীর অবস্থা কত নড়বড় ও দুর্বল অবস্থায় রয়েছে। বাংলাদেশে সাধারণ নারীদের পাশাপাশি প্রতিবন্ধী নারীদের জীবন তবে কতটা এগিয়েছে? স্বাস্থ্য,

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা, কাজের সুযোগে পরিবারে সমাজের চোখে অধিকারে ক্ষমতায় স্বীকৃতিতে কতটাই বা তারা নিরাপদ। এখনও এই সমাজে কন্যা সন্তান জন্ম হলে পরিবার আত্মীয়-স্বজন সবার মুখে পূর্ণমাত্রায় হাসি ফোটে না বা সুখের বার্তায় আনন্দ প্রকাশ পায় না। আর ঐ কন্যা সন্তানটি যদি প্রতিবন্ধী হয় সে কত বড় অবহেলা অনিশ্চতার মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠবে তা বলাবাহুল্য পরিবারের দারিদ্রতার কারণে বেশীর ভাগ প্রতিবন্ধী নারী ভিক্ষাবৃত্তিকেই জীবন ধারনের পেশা হিসেবে বেছে নেয়। সুতরাং দেখা যায় উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত কোন পরিবারেই প্রতিবন্ধীরা তাদের নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদা বজায় রাখতে পারে না। সে ক্ষেত্রে যদি তার অবস্থা কত করুণ তা সহজেই অনুমেয় দৃষ্টিভঙ্গীরই প্রতিফলন দেখা যায়। সমাজেও প্রতিবন্ধীদের প্রতি পারিবারিক দৃষ্টিভঙ্গীরই প্রতিফলন দেখা যায়। সামাজিক নিরাপত্তার অভাবে প্রতিবন্ধী নারী বাড়ির বাইরে বের হয়ে অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করতে গিয়ে বিপদজনক অবস্থার সম্মুখীন হয়। শারীরিক প্রতিবন্ধী অন্তরা আহমেদ বলেন, নারীদের যে সুযোগ-সুবিধা রয়েছে সেগুলো থেকে যাতে প্রতিবন্ধী নারীরা বঞ্চিত না হয়।

মেয়েলী সমস্যা ঃ প্রকৃতিগত ভাবে প্রতিটি মেয়েই এই সমস্যার মোকাবেলা করতে হয়। ব্যক্তি বিশেষ সমস্যা কম-বেশী হতে পারে তবে অসচেতনতার ও অজ্ঞতার কারণে এই সমস্যা মোকাবেলার ক্ষেত্রে অনেকেই অপ্রস্তুত হয়। লজ্জা, ভয়-ভীতি জীবনকে ঝুঁকিময় করে তুলে। আমাদের সমাজে অধিকাংশ সাধারণ মেয়েরা এই সমস্যায় দিনের পর দিন ভুগতে থাকে। কিন্তু প্রতিবন্ধী মেয়েরা এই সমস্যাটি মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে মানসিক দিক দিয়ে যথেষ্ট অস্বিত্বকর ও বিপদজনক অবস্থার সম্মুখীন হতে পারে অসচেতনতার ও অজানার কারণে যা তাকে ভাবিয়ে তুলে দিনের পর দিন। বিয়ের ক্ষেত্রেও আমাদের দেশে সাধারণ নারীদের বিভিন্ন সমস্যায় সম্মুখীন হতে হয়। কনে দেখার ব্যাপারে গায়ের রং, গঠন প্রকৃতি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঠিক আছে কিনা, যৌতুক নিয়ে দর কষা-কষি, বংশ পরিচয়, শিক্ষাসহ বিভিন্ন যোগ্যতার ভিত্তিতে কনে নির্বাচনের প্রতিযোগিতা চলে। এরপরেও পরিবারে, সমাজে সাধারণ নারীদের বিয়ের ব্যাপারে উৎসাহ ও ভাবনার শেষ নেই। এই যখন আমাদের সাধারণ নারীদের ক্ষেত্রে সামাজিক চিত্র তাহলে প্রতিবন্ধী নারীদের বিয়ের ব্যাপারটি কত কঠিন ও কষ্টসাধ্য সেটা সহজেই বুঝা যায়। প্রতিবন্ধী নারীদের সামাজিকভাবে বিয়ের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে সমাজ কোন দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করে না। কারণ এদেশের প্রচলিত ধারণা যে, প্রতিবন্ধী নারীর সন্তান প্রতিবন্ধী হতে পারে। এই বদ্ধমূল কুসংস্কার প্রতিবন্ধী নারীদের বিয়ের ক্ষেত্রে একটি বিরাট অন্তরায়। সকল কুসংস্কারকে পেরিয়ে কিছু কিছু নারী বিয়ের মাধ্যমে নিজেকে দৃষ্টান্ত হিসাবে তুলে ধরেছে।কিন্তু কর্ম অনিশ্চয়তা ও সর্বক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা তার ভবিষ্যত স্বপ্ন গড়ার ক্ষেত্রে চরম অন্তরায় সৃষ্টি করছে। কর্মক্ষেত্রে সার্বিকভাবে প্রতিবন্ধীদের অবস্থান খুবই সীমিত, প্রতিবন্ধী নারীদের অবস্থান তারও নীচে। কর্মক্ষেত্রে সাধারণ নারীদের পাশাপাশি প্রতিবন্ধী নারীদের অবস্থান লক্ষ্য করা যায় না। মেরিনা চৌধুরী “প্রতিবন্ধী নারী” প্রবন্ধে বিষয়টি ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে। বি. বি. সি থেকে প্রচারিত “বাংলাদেশের নারী” ধারাবাহিক

Dhaka University Institutional Repository

কুরাতুল আইন তাহমিনা পরিবেশনায় সাধারণ নারীদের পাশাপাশি প্রতিবন্ধী নারীদের সুযোগ ঘটেনি।ফলে সাধারণ নারীদের পাশাপাশি তাদের সমস্যাগুলো তুলে ধরার সুযোগ পায়নি।

৩.৩১ সুচিকিৎসার অভাবঃ যথাসময়ে চিকিৎসা মানুষের যে কোন রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে আজ মানুষ বহু জটিল রোগ থেকে মুক্তি পাচ্ছে। পোলিও, হাম, ধনুষ্টংকার, ডিফথিরিয়া, হোপিং কাশি, জন্ডিস, যক্ষা, ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড থেকে শুরু করে ক্যান্সারের মত দুরারোগ্য রোগেরও সুচিকিৎসা আবিষ্কৃত হয়েছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের এতটা সাফল্যের পরে আজও মানুষ ভূল চিকিৎসার শিকার হচ্ছে। এই ভূল চিকিৎসার কারণে অসংখ্য মানুষ প্রতিবন্ধীতের শিকার হচ্ছে। বিভিন্ন মাধ্যম থেকে প্রাপ্ত ভূল চিকিৎসায় ভূক্তভোগি কিছু মানুষের পরিনতি তুলে ধরছি। 'দৈনিক ইত্তেফাক' ২৩-১০-২০০০ইং দৃষ্টি প্রতিবন্ধী সানজিদা আলমের বক্তব্য থেকে জানা যায়- ডাক্তার ভূল করে তার চোখের রেটিনা কেটে ফেলে। এই ভূল চিকিৎসার কারণে দৃষ্টিহীনতা শিকার হয়। এই ভূলের পরিনিতি তাকে জীবন চলার প্রতিটি মূহুর্তে ভাবিয়ে তুলে।

বাংলাদেশ বেতার থেকে প্রচারিত প্রতিবন্ধী বিষয়ক অনুষ্ঠান 'প্রত্যয়জন' থেকে জানা যায়। জনাব মনসুর আহমেদ চৌধুরী পরিচালক ইমপেক্ট ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। তিনি বলেন, ৭ বৎসর বয়সে খেলতেছিলাম টেনিস বল নিয়ে, সে বল আমার বাম চোখে আঘাত করে তারপর চোখে ব্যথা হয়। অস্ত্র প্রচার করেন চক্ষু বিশেষজ্ঞ, দুর্ভাগ্যবশৎ অস্ত্র প্রচারটি ব্যর্থ হয় ফলশ্রুতিতে আমার ডান চোখের দৃষ্টি শক্তিও ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সেভাবেই আমি ৭ বৎসর বয়সে দু চোখেই দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে ফেলি।

জনাব খন্দকার জহুরুল আলম সভাপতি জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম, আমার বয়স যখন ৩ বৎসর তখন আমি পোলিওতে আক্রান্ত হয়েছি। এই বিষয়টি জানতে পেরেছি অনেক পড়ে তখন আমাকে বলা হয়েছিল এবং আমার পরিবারকে বলা হয়েছিল যে, আমার কালাজ্বর হয়েছে। যে কারণে তিনি শারীরিক প্রতিবন্ধী হয়েছেন।

ফাতেমা খাতুন প্রেসক্রিশন অনুযায়ী ঔষধ সেবন করার পরেই আমার পার্শবর্তী ক্রিয়া ঘটে তখন আমি দৃষ্টি শক্তিই হারাই। পরবর্তীতে একটি হারবাল মেডিসিন (গাছান্ত ঔষধ) প্রয়োগ করার পরে আমার দৃষ্টি শক্তি ফিরে আসে। কিন্তু আবার চক্ষু বিশেষজ্ঞদের কাছে গেলে তিনি আমার চোখে একটা অপারেশন করেন এবং চিরতরে আমার দৃষ্টি হারিয়ে ফেলি।

নাজমা ইয়াসমীন- আমার যখন আড়াই বৎসর তখন হঠাৎ করে টাইফয়েড ও আমাশয়ে আক্রান্ত হয়ে পরি। কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে আমার সঠিক চিকিৎসা হয়নি। যখন ধারা পড়ল তৎক্ষণে আমার দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে ফেলেছি।

Dhaka University Institutional Repository

তৈয়বুর রহমানঃ প্রথমে তার অভিভাবক গ্রাম্য ডাক্তারের স্মরণার্পন্য হলে ডাক্তার বলেন এ কোন ব্যাপারি না, আমি ছয়মাসের জন্য নিলাম, আপনার ছেলে সম্পূর্ন সুস্থ হয়ে যাবে। যখন তিনি ব্যর্থ হলেন তখন তিনি বললেন যে বড় ডাক্তারের স্মরণার্পন্য হন, এখন আমার দ্বারা সম্ভব নয়। সচেতনার অভাবে দৃষ্টি শক্তি হারাই। ব্যবসায়িক মনোভাব, অভিজ্ঞতা যথা সময়ে সুচিকিৎসা ও বিশেষজ্ঞের পরামর্শ এবং সহায়তা না পাবার ফলে রোগের অবনতি অনিবার্য হয়ে পরে। কুসংস্কার, পুরানো ধ্যান ধারনার চিকিৎসা, হাতুড়ে ডাক্তার, প্রতারণা মূলক অঝা, চিকিৎসা পদ্ধতির কারণে প্রতিবন্ধীতের সংখ্যা বেড়েই চলেছে।

মনোভাবঃ- সরকারী হাসপাতালগুলোতে একজন চিকিৎসকের সেবা মূলক মনোভাবের অভাব পরিলক্ষিত হয়। অসংখ্য রোগীর চাপের কারণে।

অভিজ্ঞতার অভাবঃ- পূর্ণমাত্রায় পারদর্শিতা অর্জন না করেই একশ্রেনীর চিকিৎসক চিকিৎসার প্রতিযোগিতায় নামে ,ফলশ্রুতিতে সঠিক রোগ নির্ণয়ের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দিতে ব্যর্থ হয় এবং তার প্রভাবে কেউ কেউ ঢলে পরে মৃত্যুর কোলে, নানা ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় অনেকে প্রতিবন্ধীত্ব বরণ করে চিরতরে। অভিজ্ঞতা সম্পূর্ন চিকিৎসকের অভাবে সাধারণ জনগণ ক্রমান্বয়ে সরকারী চিকিৎসার প্রতি আস্তা হারিয়ে ফেলেছে। ব্যবসারিক মনোভাবের কারণে তড়িঘড়ি করে রোগী দেখে, ব্যক্তিগত ক্লিনিকের প্রতি খুবই গুরুত্ব দেয় এবং যত্নবান হয় ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠী সুচিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হয়।

৩.৩২ স্মরণীয় স্তম্ভঃ এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে আমাদের কথা বলার ভাষা, যার সিড়ি বেয়ে পরবর্তীতে ছিনিয়ে আনা স্বাধীনতা ভাষা শহীদদের স্বরণীয় করে রাখার জন্য নির্মিত হয়েছে শহীদ মিনার, অপরদিকে জাতির গৌরব গাঁথা মহান স্বাধীনতার স্মৃতিসৌধ। ঐ সব জায়গায় গেলে হৃদয় হয়ে উঠে আন্দলিত, স্মৃতির পাতায় ভেসে উঠে বীর বাঙ্গালী স্বপ্ন পুরুষদের কথা। তাদের ঋণ কোনদিন শোধ করার মত নয়। আর এই স্মরনীয় স্তম্ভ যাদের আত্মত্যাগের ফসল। তাদের জন্য আমরা কি করতে পেরেছি? এ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে যারা আজকে প্রতিবন্ধীত্ব বরণ করেছেন তারা ঐসব জায়গায় যাবার অধিকার থেকে বঞ্চিত শুধু মাত্র সুব্যবস্থার অভাবে। ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতার বহু বৎসর অতিক্রান্ত হলেও এই আন্দোলনে যারা শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী হয়ে বেঁচে আছেন শহীদ মিনার ও স্মৃতিসৌধে উঠার ক্ষেত্রে র‍্যাম্প বা ঢালু পথ নেই।র‍্যাম্প নির্মাণের কোন পরিকল্পনা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আছে কিনা তা আমাদের জানা নেই।

৩.৩৩ টাকা নিয়ে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের সমস্যাঃ বাংলাদেশ ব্যাংকের 'জাল টাকা' শিরোনামে ৭ আগস্ট ২০০৩ ইং প্রথম আলোয় একটি রির্পোট ছাপা হয়েছিল। এই নিয়ে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের কিছু কথা আছে। মানুষ তার সমস্যার অধিকাংশটাই সমাধান করে থাকে টাকার মাধ্যমে অথচ সেই টাকা নিয়ে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীর ভাবনার শেষ

Dhaka University Institutional Repository

নেই। টাকার বিভিন্ন নোটের আকার আকৃতি বারবার পরিবর্তনের ফলে টাকা সনাক্ত বা চেনার ক্ষেত্রে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীরা বিড়ম্বনার শিকার হয়। একাধিক দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী প্রতারকদের দ্বারা প্রতারিত হয়েছে। টাকার নোট গুলোতে ব্রেইল লেখা বা বিশেষ কোন ব্যবস্থা নেই যাতে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীরা চিনতে পারে। টাকা লেনদেনের ক্ষেত্রে বিশ্বস্ততার সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। এ সমস্যা নিয়ে প্রথম আলো ও যুগান্তরে লেখা প্রকাশ হলেও সংশ্লিষ্ট কৃর্তপক্ষের নিকট থেকে কোন সারা পাওয়া যায়নি। টাকা নিয়ে প্রতিবন্ধীদের ভাবনা ২৭/০৮/০৩ ইং - প্রথম আলো। দৃষ্টি প্রতিবন্ধীরা টাকা গুনবে কিভাবে- ০৬/০১/০৩ দৈনিক যুগান্তর।

৩.৩৪ গণমাধ্যমঃ আধুনিক বিশ্বায়নের যুগে সমাজ দর্শন, উন্নয়ন কর্মকান্ড, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক সংস্কার যথাযথ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধানত গণমাধ্যমের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গণমাধ্যম বলতে বিদ্যুৎ চালিত এবং সাধারণ বাহনকে বুঝায় যার দ্বারা দৈনন্দিন খবরা-খবর, ঘটনাবলী, নতুন নতুন প্রযুক্তি, চিন্তা ভাবনা ও সামাজিক পরিবর্তন ধারা তথ্যাবলী সাধারণ মানুষের মাঝে স্বার্থক ও বোধগম্য উপায়ে ব্যাপক প্রচার করা হয়ে থাকে।

পরিবর্তনে গণমাধ্যমের ভূমিকা অপরিসীম ঃ আমরা জানি, যে কোন ক্ষেত্রে বাস্তবিক সাফল্যে অর্জনের পূর্ব শর্তই হচ্ছে আধুনিক গণমাধ্যম সমূহের প্রচার ধর্মী কর্মে তৎপরতার মধ্যে দিয়ে জনমনের বৈপ্লবিক পরিবর্তন ও অনুকূল ভাবধারা জাগিয়ে তোলে। এই গণমাধ্যমে প্রতিবন্ধীব্যক্তিদের অংশগ্রহণ অত্যন্ত সীমিত পর্যায়ে রয়েছে। তাদের সর্ম্পকে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোভাব গড়ে তোলার জন্য নিয়মিতভাবে বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশন ও অন্যান্য বেসরকারী চ্যানেল গুলোতে প্রতিবন্ধীতা বিষয়গুলো তুলে ধরে নিয়মিত অনুষ্ঠান প্রচার করা হয় না। মাঝে মধ্যে কিংবা দিবস ভিত্তিক কিছু অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়। যা সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মোটেই যথেষ্ট নয়। গণমাধ্যম হচ্ছে শক্তিশালী বলিষ্ঠ প্রচারণার অন্যতম মাধ্যম। সেই প্রচারণায় প্রতিবন্ধীতা বিষয়ক অনুষ্ঠানগুলো খুবই অপ্রতুল ও গুরুত্বহীন পর্যায়ে রয়ে গেছে। ফলশ্রুতিতে তাদের মেধার প্রতিভা বিকাশ, ইতিবাচক কর্মকাণ্ডে প্রসার সাফল্য কর্মদক্ষতা সমাজের দর্পনে প্রতিফলিত হচ্ছে না। যে কারণে সচেতনতা থেকে শুরু করে প্রতিবন্ধীতা প্রতিটি বিষয়ই সমাজের অলক্ষ্যে রয়ে গেছে।

৩.৩৫ সংবাদপত্রঃ দৈনিক সংবাদপত্র ও অন্যান্য সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক পত্রিকা এবং ম্যাগাজিনগুলোতে ধারাবাহিক ভাবে প্রতিবন্ধীতা বিষয়ক তুলে ধরে লেখা প্রকাশ করা হয় না। যা পাঠকদের মনে প্রতিবন্ধীদের ব্যাপারে পরিবর্তন ঘটাতে পারে। এমনকি কোন পত্রিকায় প্রতিবন্ধীদের জন্য একটি কলাম পর্যন্ত নেই।

পত্রিকাগুলোতে দিবস ভিত্তিক ফিচার, বিশেষ কোন লেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ। অথচ পত্রিকা গুলো ইচ্ছে করলে সমাজে প্রতিবন্ধীতা বিষয়ক ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারে। প্রচারে প্রসার প্রতিবন্ধীদের ব্যাপারে এই

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়টি তেমন প্রভাব রাখেনি। প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে মূলস্রোত ধারায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের ভূমিকা তেমন নেই বললেই চলে। পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে প্রতিবন্ধীব্যক্তিদের অংশ গ্রহণে ও তাদের সর্ম্পকিত অনুষ্ঠান গুলো বেশ ভালভাবে প্রচারণা পাচ্ছে। সেই তুলনায় আমাদের দেশ অনেক পিছিয়ে। আন্তরিকতা ও সঠিক পরিকল্পনার অভাবে গণমাধ্যমে প্রতিবন্ধীতা বিষয়টি উপেক্ষিত হয়ে আসছে ও দায়ঠেকা ভূমিকা পালন করছে।

৩.৩৬ সচেতনতার বিকাশ এবং মনোভাব পরিবর্তনঃ প্রতিবন্ধী এবং প্রতিবন্ধীতা বিষয়ে পর্যাপ্ত সচেতনতার অভাব ও নেতিবাচক মনোভাব হচ্ছে অন্যতম বাঁধা। যা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের কার্যক্রমকে ব্যাহত করছে চরমভাবে। সচেতনতার কারণে দ্রুত যে কোন বিষয়ে জনমনে বন্যার পানির মত প্লাবিত করে। বিষয়টিকে আর্কষণ করে চুম্বকের মত অথচ সচেতনতার অভাবে প্রতিবন্ধীদের ইতিবাচক বিষয়গুলো মেধা মনন ইত্যাদি বিকাশ লাভ করতে পারছে না। আমরা সর্বত্রই কোন ঘটনা লক্ষ্য করি সরকারীভাবে সচেতনতার সাথে বিষয়টি প্রচার মাধ্যমে উঠে আসে। বিষয়টি তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত পৌছে যায় তাদের আন্তরিকতা ও স্বার্থরক্ষার কারণে। গণমাধ্যম ও সংবাদপত্র সমূহে আমরা যেটুকু সচেতনতা প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নে লক্ষ্য করি তা অধিকাংশটাই এনজিও পর্যায় থেকে, তাও বেশীর ভাগ দিবস ভিত্তিক প্রচারণা। কোন প্রতিবন্ধী বিষয়ক দিবস আসলে সরকারের উচ্চতর মহলে খৈই ফুটে। সচেতনতায় ফেটে পড়ে বিভিন্ন মাধ্যম, মনে হয় যেন ঈদ উৎসব।

সচেতনতার অভাবে প্রতিবন্ধীতা বিষয়টি এখনও কেন্দ্রিভূত, কোন কোন শহরভিত্তিক সুপ্ত অবস্থায় রয়েছে দিবসগুলোর অনুষ্ঠান তৃণমূল পর্যায়ে তেমনভাবে উৎযাপিত হয় না। প্রতিবন্ধীদের জন্য কোন ঘোষণা যেভাবে প্রকাশ লাভ করে তার ফলাফল প্রতিবন্ধীদের জীবনে সচেতনতার অভাবে প্রভাবিত করে না, যেন ডিমের কুসুমের মত। গণসচেতনতার মাধ্যমে প্রতিবন্ধী সমাজে নবজাগরণ জনমনে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীর দিক নির্দেশনার সৃষ্টি হতে পারে। প্রতিবন্ধীদের ইতিবাচক দিকগুলো বিবেচনার মাধ্যমে তাদের মূল্যায়ন ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করতে পারে। সমাজের প্রতিটি স্তরের বিবেকবান মানুষ যেমনঃ বুদ্ধিজীবি, লেখক, সাহিত্যিক, নাট্যকার, চলচ্চিত্রকার, সকল প্রকার উন্নয়ন কর্মী প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সমস্যা সম্ভাবনা প্রতিভা ইত্যাদি সম্পর্কে ধারনা লাভ করবে যা তাদের নেতিবাচক মনোভাব পরিহারে সহায়তা করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সঠিক মূল্যায়নে উদ্বুদ্ধ করবে। সঠিক ধারণা ও কুসংস্কার মুক্ত জ্ঞানের অভাব আমাদের সমাজ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অবমূল্যায়নের প্রধান কারণ। বছরের শুরুতেই বিভিন্ন স্কুলে ভর্তির ব্যাপারে গণমাধ্যম সমূহে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় অভিভাবকদের সচেতন করার জন্য কিন্তু প্রতিবন্ধী শিশুদের ভর্তির ব্যাপারে কোন বিজ্ঞাপন দেওয়া

Dhaka University Institutional Repository

হয় না। ফলে সচেতনতার অভাবে প্রতিবন্ধী শিশুদের অভিভাবক তাদেরকে সঠিক সময়ে স্কুলে ভর্তি করাতে পারে না। যে কারণে একজন প্রতিবন্ধী শিশুর শিক্ষা জীবন পিছিয়ে যায়।

কোন কোন ক্ষেত্রে অভিভাবকের অজ্ঞতার কারণে প্রতিবন্ধী শিশুটির শিক্ষা লাভের সুযোগ ঘটে না। সচেতনতার অভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অবহেলার মাত্রা বেড়েই চলেছে। মৌলিক অধিকার থেকে শুরু করে সব ধরনের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এখন সচেতনতার অভাবে একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সমাজের বোঝা হিসাবে গণ্য হয়। অজ্ঞতার ভয়াবহ পরিস্থিতি কঠিনভাবে মোকাবেলা করতে হয়।স্বাধীনতার বহু বছর পেরিয়ে এলেও বাংলাদেশ বেতার,বাংলাদেশ টেলিভিশন, বেসরকারী চ্যানেল সমূহ, সংবাদপত্রগুলোতে নিয়মিতভাবে কোন প্রচার করা হয় না। যা প্রতিবন্ধীতার ব্যাপারে সমাজে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। যতদিন পর্যন্ত সচেতনতার বৃক্ষটি শাখা-প্রশাখার বিস্তার ঘটায়ে প্রতিবন্ধীদের জীবনে ছায়াদান করতে না পারবে ততদিন পর্যন্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমস্যা দূর করে সম্ভাবনার দ্বার খুলে সহজে এগিয়ে যেতে পারবে না। এ সমস্যা উত্তরণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও তার পরিবার, সমাজের বসবাসকারী জনগণ, স্থানীয় প্রশাসন প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নে কর্মরত সংগঠন সমূহ, নীতি-নির্ধারণী কর্তৃপক্ষ সকলে যতদিন পর্যন্ত স্বর্তস্ফুতভাবে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সচেষ্ট না হবে ততদিন পর্যন্ত প্রতিবন্ধীদের ধারাবাহিক উন্নয়নে অগ্রগতি সম্ভব নয়।

৩.৩৭ প্রতিষ্ঠানগত সমস্যার চিত্রঃ প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কর্মরত সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সহ অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠানের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, বহুতল ভবন প্রতিষ্ঠানে লিফটের ব্যবস্থা রয়েছে সেখানে প্রযুক্তিগত সুবিধার অভাবে (টকিং সিস্টেম) দৃষ্টি প্রতিবন্ধী স্বাচ্ছন্দ্যে লিফট ব্যবহার করতে পারছে না। সহযোগিতা ব্যতিত কাঙ্খিত ফ্লোরে পৌছাতে পারছে না। আমাদের দেশে অনেক বিল্ডিং রয়েছে, প্রথম তলায় উঠতে হলেই কয়েকটি সিঁড়ি অতিক্রম করতে হয় এবং দোতলায় গিয়ে লিফটে উঠতে হয়। র‍্যাম্প বা ঢালু পথ না থাকার কারণে একজন শারীরিক প্রতিবন্ধীর পক্ষে ঐ সকল জায়গায় লিফট ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। ঐসব প্রতিষ্ঠান সমূহে ইশারা সংকেত বা ভাষার ব্যবহার না থাকায় একজন শ্রবণ প্রতিবন্ধীকে যথেষ্ট সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে কর্মরত কয়টি প্রতিষ্ঠানে তাদের নিরাপদ যাতায়াতের সুব্যবস্থা রয়েছে? তাদের সুবিধা ও অসুবিধার বিষয়টি বিবেচনা করে বা তাদের কথা মাথায় রেখে প্রতিষ্ঠান বা অফিসের ভবন নির্বাচন করা হয় না। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে কর্মরত প্রতিষ্ঠানের সামনে এমন একটি সহায়ক নির্দেশিকা চিত্র থাকা প্রয়োজন। যে চিত্রে দেখানো যেতে পারে একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী সাদা ছড়ির সাহায্যে নিরাপদে পথ চলছে, সাধারণ পথযাত্রী তাকে রাস্তা পারাপারে কিভাবে সহযোগিতা করছে কিংবা করতে পারে? একজন শারীরিক প্রতিবন্ধী কিভাবে হুইল চেয়ার নিয়ে র‍্যাম্প বা ঢালু পথ দিয়ে চলাচল করছে। ইশারা ভাষা ব্যবহার করে

Dhaka University Institutional Repository

একজন শ্রবণ প্রতিবন্ধী যোগাযোগ রক্ষা করে দৈনন্দিন কার্য সম্পাদন করছে। এমন একটি সহায়ক নির্দেশিকা মূলক চিত্রের সুব্যবস্থা থাকলে একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সাধারণ মানুষের নিকট সহজেই সহযোগিতা পেয়ে উপকৃত হতে পারে।

সরকারের উদ্যোগে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নের কর্মরত প্রতিষ্ঠান সমূহের সহযোগীতায় রাস্তার মোড়ে মোড়ে যাত্রী ছাউনী সহ জনগুরুত্বপূর্ণ সকল স্থানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি সাধারণ মানুষের করনীয়, নির্দেশিকা চিত্র থাকা দরকার। প্রয়োজনীয় উদ্যোগ বা পদক্ষেপের অভাবে তা লক্ষ্য করা যায় না।

৩.৩৮ সরকারী পূর্ণবাসন কেন্দ্রের একটি সীমাবদ্ধ চিত্রঃ- শারীরিক প্রতিবন্ধীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পূর্নবাসন কেন্দ্র (ই.আর.সি.পি এইচ) সমাজ সেবা অধিদফতর, টংগী, গাজীপুর।

পূর্ণবাসনের লক্ষ্যে 'ই আর সি পি এইচ' এর একই আঙ্গিনায় ৪.২১ একর জমির উপর বাস্তবায়িত বিভিন্ন কর্মসূচী পরিচালিত হয়ে আসছে।

প্রশিক্ষণার্থীর যোগ্যতা ও ধরনঃ- ১৫ থেকে ২৫ বছর বয়সের ও ৫ম শ্রেনী উত্তীর্ণ এরা সকলেই দৃষ্টি, শারীরিক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী। প্রতিবন্ধীদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এবং পূর্ণবাসনের একটি চিত্র লক্ষ্য করা যায় (চিত্র ১০,১১,১২,১৩)। পূর্ণবাসনের সংজ্ঞাটি তাদের ভাষায় এ রকম, একজন প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণার্থী হিসাবে ভর্তি হয়ে প্রশিক্ষণের মেয়াদকাল সমাপ্ত করে মাত্র ৪ হাজার টাকা ও একটি সনদ পত্র প্রাপ্ত হয়ে স্বকর্মে প্রতিষ্ঠিত হওয়া বা পূর্বের স্থানে ফিরে যাওয়াকে পূর্নবাসিত বলা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ১০. হস্তশিল্পে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী

চিত্র ১১. মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপে শারীরিক প্রতিবন্ধী

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ১২. কৃত্রিম অঙ্গ তৈরীতে শারীরিক প্রতিবন্ধী

চিত্র ১৩. শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের কাঠের কাজ

অন্ধ প্রশিক্ষণ ও পুর্ণবাসন কেন্দ্র (টি. আর. সি. বি)ঃ টি.আর.সি. বি ১৯৭৭-৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে বছরে ৫০ জন দৃষ্টি প্রতিবন্ধীকে বাঁশ-বেতের কাজ, মবিলিটি ও হাঁস-মুরগীর খামারে প্রশিক্ষণ দিয়ে পূর্ণবাসন করা হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার জন্য বাংলাদেশ সরকার এবং সুইডিশ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (সিডা) এর আর্থিক ও কারিগরী সহায়তায় ১৯৮১ সালে টংগীতে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের বৃত্তিমূলক পূর্ণবাসন কেন্দ্র (ই.আর.সি.পি.এইচ) স্থাপন করা হয় এটি ১৯৮৭ সালে সরকারের রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত হয়ে পরিচালিত হয়ে আসছে।

গ্রামীন পূর্ন বাসন উপকেন্দ্র (আর. আর. সি)ঃ- টুংগী ই.আর.সি.পি.এইচ এর উপকেন্দ্র হিসেবে প্রতিবন্ধীদের জন্য বাগেরহাট জেলার ফকিরাহাট থানাধীন মূলঘর নামক স্থানে "গ্রামীন পূর্ণ বাসন উপকেন্দ্র (আর.আর.সি) ১৯৮৭ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয়। মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ, দর্জি ও পশুপালন বিষয়ে বছরে ৩০জন প্রতিবন্ধীকে ১ বছর মেয়াদী প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এ পর্যন্ত স্ব-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে ২৯১ জনকে পূর্ণবাসন করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ উত্তীর্ণ সকলকে সনদপত্র ও ৪০০০ হাজার টাকা হারে পূর্ণবাসন অনুদান পেয়ে থাকে। বিভিন্ন ট্রেডে বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় যেমনঃ মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ (লেদ, মিলিং, ওয়েল্ডিং), দর্জি বিজ্ঞান, কাঠের কাজ, হাঁস-মুরগীর খামার, নার্সারী বা বাশঁ-বেতের কাজ।

প্লেসমেন্ট অফিসার, সহকারী মহাব্যবস্থাপকঃ- প্রতিবন্ধীদের দক্ষতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োজিত প্লেসমেন্ট অফিসার, সহকারী মহাব্যবস্থাপক বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে চাকুরীর মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের পূর্ণবাসন করার প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকেন।

আবাসন সুবিধাঃ- কেন্দ্রের ছাত্রাবাসে একই সাথে ১০৫ জন প্রতিবন্ধীর থাকা-খাওয়ার সুবিধা রয়েছে। এছাড়াও স্বাস্থ্যসেবা ও বিনোদনের ব্যবস্থা রয়েছে।

পূর্ণবাসন অনুদানঃ- সাফল্যজনকভাবে প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর স্ব-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের জন্য একটি সনদপত্র ও ৪০০০হাজার টাকা মাত্র পূর্ণবাসন অনুদান প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে কথা বলে জানা যায় স্ব-পূর্ণবাসনের জন্য চার হাজার টাকা কোনভাবেই যুক্তি সঙ্গত বা পর্যাপ্ত নয়।

জানুয়ারী ১৯৮৩ সাল হতে ই. আর. সি. পি.এইচ এর কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত ২০৯২জন প্রতিবন্ধীকে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ দিয়ে চাকুরীর মাধ্যমে ৬০৭জন এবং স্ব-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে ১৪৩৭ জনকে পূর্ণবাসন করা হয়েছে। এ ছাড়া অন্যান্য কার্যক্রমও মূল লক্ষ্য অনুসারে সফলভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে। ই.আর.সি.পি.এইচ এ বিভিন্ন পদে ৮জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি কর্মরত। এর মধ্যে ২জন দৃষ্টি, ৫জন শারীরিক ও ১জন শ্রবণ প্রতিবন্ধী রয়েছে। ১৯৮৭ সালে ই.আর.সি.পি.এইচ প্রকল্প সফল বাস্তবায়নের পর

Dhaka University Institutional Repository

উক্ত প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত শিল্প উৎপাদন ইউনিটটি শারীরিক প্রতিবন্ধী কল্যাণ ট্রাষ্ট নামে একটি ট্রাষ্ট গঠিত হয়।

প্রতিবন্ধীদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে তৃতীয় পঞ্চম বার্ষিকী পরিকল্পনায় ১৯৮০সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং সুইডিশ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (সিডা) এর আর্থিক ও কারিগরী সহায়তায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রনালয়ের মাধ্যমে সমাজ সেবা অধিদফতরের আওতায় টংগীতে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পূর্ণবাসন কেন্দ্র (ই.আর. সি.পি.এইচ) স্থাপন করা হয়।

সুইডেন বাংলাদেশ বন্ধুত্বের নির্দশন স্বরূপ শিল্প উৎপাদন ইউনিট এর নাম "মৈত্রী শিল্প" নামকরণ করে ১২ ডিসেম্বর ১৯৯০ সালে "শারীরিক প্রতিবন্ধী কল্যাণ ট্রাষ্টের আওতায় গঠিত বোর্ড অব ট্রাষ্টিজ এর নিকট হস্তান্তর করে। মৈত্রী শিল্পে কর্মরত শ্রমিক কর্মচারীদের প্রায় সকলেই শারীরিক প্রতিবন্ধী। ৮৫ জন শ্রমিকের মধ্যে ৬০ জন প্রতিবন্ধী রয়েছে যার মধ্যে ৩৬ জন শ্রবণ, ২৩ জন শারীরিক, ১জন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী রয়েছে।

শিল্প উৎপাদন ইউনিট (মৈত্রী শিল্প)ঃ- প্রতিবন্ধীদের দ্বারা পরিচালিত মৈত্রী শিল্প ইউনিট (প্লাষ্টিক কারখানা) বানিজ্যিক ভিত্তিতে প্লাষ্টিক সামগ্রী উৎপাদনের পাশাপাশি প্রতিবন্ধীদের শিল্প সর্ম্পকিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। শিল্পটির আয় থেকে নিয়োজিত প্রতিবন্ধী কর্মচারী ও প্রশিক্ষণার্থীসহ সকলের বেতন-ভাতা প্রদান ও অন্যান্য যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করা হয়ে থাকে মৈত্রী শিল্প বিধি অনুসরণে। ই.আর.সি.পি. এইচ এর শিল্প ইউনিটটি অক্টোবর ৮৩ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৫০০ জন প্রতিবন্ধীকে শিল্প সর্ম্পকিত প্রশিক্ষণ দিয়ে দেশের বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে চাকুরীর মাধ্যমে পূর্ণবাসন করা হয়েছে। সরকার কর্তৃক গঠিত শারীরিক প্রতিবন্ধী কল্যাণ ট্রাষ্টের আওতায় শিল্পটি ১৯৯০ সাল হতে পরিচালিত হয়ে আসছে।

অত্যাধুনিক কম্পিউটারাইজড মেশিনে আর্ন্তজাতিক মান সম্পন্ন প্লাষ্টিক দ্রব্যাদি এবং বোতলজাত মিনারেল ওয়াটার উৎপাদন ও বাজার জাত করণে প্রতিবন্ধীদের বহুমূখী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

এ প্রকল্পের আওতায় একটি মিনারেল ওয়াটার প্লান্টস্থাপন করা হয়েছে। ধারনা করা হচ্ছে এ প্রকল্পের ২৫০ জন প্রতিবন্ধীর কর্ম সুযোগ ঘটবে। মৈত্রী শিল্পে উৎপাদিত প্লাষ্টিক সামগ্রী সকল সরকারী, আধা-সরকারী এবং স্বায়ত্ব শাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহ বিনা টেন্ডারে সরাসরি ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে ০৭-০৩-০২ইং তারিখে এক পরিপত্র জারী করা হয়। মৈত্রী শিল্পের উৎপাদন কার্যক্রম প্রধানত ২টি বিভাগে বিভক্ত। একটি প্লাষ্টিক দ্রব্যাদি উৎপাদন এবং অপরটি পানি বিশুদ্ধকরণ ও বোতল জাত করন ইউনিট। ভবিষ্যতে ঢাকা ব্যতীত ৫টি বিভাগীয় শহরে ১টি করে ই.আর.সি.পি.এইচ প্রতিষ্ঠাসহ টুংগী কেন্দ্রটিকে জাতীয় প্রতিষ্ঠানে রূপ দেয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়াও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে এনজিও ভিত্তিক কর্মসংস্থান এবং বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সমাজভিত্তিক পূর্ণবাসনের বাস্তব চিত্র পরিলক্ষিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৩.৩৯ উপসংহারঃ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমস্যা কোন বিচ্ছিন্ন সমস্যা বা অবহেলার বিষয় নয়। এটি পরিবার সমাজ এবং রাষ্ট্রের নিরবচ্ছিন্ন বিষয় হিসাবে বিবেচনার দাবীদার। সকলের মতো অধিকার ভোগের সুযোগ প্রতিবন্ধী মানুষের রয়েছে। এ কথাটি সর্বজনের নিকট অনস্বীকার্য। এ বিষয়টিকে কোন সীমাবদ্ধ অবস্থায় রেখে জাতীয় উন্নয়নে পূর্নাঙ্গ হতে পারে না। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর সংখ্যার দিকে তাকালে এ অধ্যায়ে উল্লেখিত সমস্যাবলী প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর উন্নয়নকে চরমভাবে বাধাগ্রস্ত করছে। এ সমস্যা সমাধানে রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারক মহলকে গুরুত্বের সঙ্গে বিষয়টি বিবেচনা করা প্রয়োজন। যেভাবে প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নের চাকা গতিশীল হয়, সে ব্যাপারে যত্নবান হতে হবে। উল্লেখিত বিষয়গুলো যাতে বাস্তবায়িত হয় সে ব্যাপারেও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বাংলাদেশ সংবিধানে বর্ণিত ১৫, ১৭, ২০, ২৯, এবং (২৭ থেকে ৪৪) মোট ১৮ টি অনুচ্ছেদ এদেশের নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই অধিকার যাতে সকল নাগরিকের পাশাপাশি বিশাল প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী ভোগের সুযোগ পায় তার নিশ্চয়তা বিধান করা প্রয়োজন। বিষয়গুলোর প্রতি রাষ্ট্রের প্রতিটি আমলা যেন সে ব্যাপারে আন্তরিক হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তা বাস্তবায়নের জন্য গুরুত্বের সঙ্গে বিশ্লেষণ করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ ও নির্দেশ প্রদান করতে হবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে সরকার যতদিন পর্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে ভূমিকা পালন না করবে ততদিন পর্যন্ত প্রতিবন্ধীদের মর্যাদা সম্পন্ন উন্নয়ন সম্ভব হবে না। তাই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে সরকারের নিষ্ঠার সাথে মূখ্য ভূমিকা ও দায়িত্ব পালন অপরিহার্য।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

গৃহীত পদক্ষেপ, বিভিন্ন ঘোষণা ও সরকারের করনীয়

৪.১ ভূমিকাঃ প্রতিবন্ধীব্যক্তিদের উন্নয়নে রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল ও আন্তরিক ভূমিকা পালন অপরিহার্য, তাদের অধিকার নিশ্চিত করণ, সমঅংশ গ্রহণ, সম-সুযোগ সৃষ্টিতে সরকারকে অগ্রনী ভূমিকা পালনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়নের কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে হবে। সাধারণ নাগরিকের পাশাপাশি তাদের উন্নয়নে স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে। তাদের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ এবং বিভিন্ন ঘোষণা বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা আবশ্যক। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে রাষ্ট্রের নিরবচ্ছিন্ন অংশ হিসেবে গণ্য করতে হবে। তাদের উপযোগী ক্ষেত্র তৈরীর মাধ্যমে তাদেরকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রশিক্ষণের দ্বারা কর্মক্ষম করে সম্পদে পরিণত করার সুব্যবস্থা করার দায়িত্ব রাষ্ট্র ও সমাজের তবে রাষ্ট্রকে মূখ্য ভূমিকা পালনে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ হতে হবে। জননিরাপত্তা, সমঅধিকার, সমসুযোগ, সমঅংশ গ্রহণ সহ মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে প্রতিটি উপাদান ভোগের সুযোগ থেকে শুধুমাত্র প্রতিবন্ধীতার কারণে একজন ব্যক্তি যাতে বঞ্চিত না হয় সে ব্যাপারে রাষ্ট্র ও সরকারের লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। তাদের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ ও ঘোষণার উদ্যোগ যাতে ফলপ্রসূ হয়ে বাস্তবে অধিকার সুরক্ষায় কার্যকরী প্রভাব রাখে সে প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ও সরকারের গুরুত্ব অপরিসীম। গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ, বিভিন্ন ঘোষণা ও সরকারের করণীয় নিম্নে আলোচিত হলো।

৪.২ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ ও ঘোষণা সমূহঃ এ যাবৎ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়ন ও সামাজিক অবস্থান সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ঘোষণা বা পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে।

- চাকুরিতে এতিম ও প্রতিবন্ধীদের জন্য ননগেজেটেড ১০% কোটা সংরক্ষণ ১৯৯০। সরকারী, আধা সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত, বিভিন্ন কর্পোরেশন ও দফতরে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে কার্যকরী করার কথা বলা হয়েছে।
- ১৯৯৫ সালে প্রনীত হয়েছে প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা। যার মধ্যে রয়েছে (১) প্রতিরোধ (২) চিহ্নিতকরণ ও নিরোধ (৩) আগাম নিরোধ (৪) উপকরণ সমূহ (৫) শিক্ষা (৬) পূর্ণবাসন (৭) জনবল উন্নয়ন (৮) কর্মসংস্থান (৯) গবেষণা (১০) মুক্ত চলাচল ও যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা (১১)

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য (১২) চিত্ত বিনোদন (১৩) প্রতিবন্ধীর জন্য ও প্রতিবন্ধীদের দ্বারা স্বনির্ভর আন্দোলন (১৪) বাস্তবায়ন এবং সমন্বয় সাধন।

- জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন- ২০০০

১৯৯৭ সালের ৩রা ডিসেম্বর আর্ন্তজাতিক প্রতিবন্ধী দিবস উদযাপন উপলক্ষে দ্বিতীয় দক্ষিণ এশিয় সমাজ ভিত্তিক পূর্ণবাসন সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রতিবন্ধীদের কল্যাণ ও উন্নয়নে তহবিল গঠণের পরামর্শ দিয়েছেন এবং যেহেতু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উক্ত আগ্রহ ও আশ্বাসকে বাস্তবায়ন করতে বর্তমান অর্থ বাজেটে প্রতিবন্ধীদের সহায়তাদানে বিশেষ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। সেহেতু সরকারী পৃষ্ঠপোষতায় প্রতিবন্ধীদের কল্যাণ ও উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নের নিমিত্ত জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন গঠণ করা হল। এই ফাউন্ডেশন প্রতিবন্ধী বিষয়ক যাবতীয় কার্যক্রম, সমন্বয় সাধন এবং জাতীয় পর্যায়ে নীতি নির্ধারণ ও নীতি বাস্তবায়ন বিষয়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

উদ্দেশ্য ঃ জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য কাজ করবেঃ-

(১) বাংলাদেশের প্রতিবন্ধী নাগরিকগণের সম-মর্যাদা, অধিকার, পূর্ণ অংশগ্রহণ ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ।

(২) প্রতিবন্ধীত্বের কারণ এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে গবেষণা/ প্রকাশনা ও জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ। এই লক্ষ্যে জাতীয়, আন্তর্জাতিক দিবস ও উৎসবসমূহ উদ্‌যাপন করা।

(৩) প্রতিবন্ধীদের জন্য গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, প্রতিষ্ঠাকরণ এবং সহযোগিতা প্রদান,

স্টাইপেন্ড, বৃত্তি, ফেলোশীপ প্রদান করা,

কমিটি, সাব-কমিটি এবং স্টাডি গ্রুপ গঠন,

সেমিনার, ওয়ার্কশপ এবং কনফারেন্সের আয়োজনকরণ,

ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্যকে অগ্রবর্তী করার উদ্দেশ্যে মনোযোগ, বুলেটিন, জার্নাল, সাময়িকী ও পুস্তিকাদি প্রকাশনা।

(৪) প্রতিবন্ধীদের চিহ্নিত ও সনাক্তকরণপূর্বক বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ।

Dhaka University Institutional Repository

(৫) প্রতিবন্ধীদের কল্যাণ ও উন্নয়নে কর্মরত প্রতিষ্ঠান/সমিতি/সংগঠন/সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদান এবং সংশ্লিষ্ট কাজের সমন্বয় সাধন।

(৬) প্রতিবন্ধীদের সম্বন্ধে গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে প্রতিবন্ধী সম্পর্কিত বিষয়াদি অন্তর্ভূক্ত করার পদক্ষেপ গ্রহণে সংশ্লিষ্টদের উদ্বুদ্ধকরণ।

(৭) প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠির পূর্ণবাসনের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

(৮) প্রতিবন্ধীদের অন্তর্নিহিত মেধা বিকাশের জন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটের আলোকে যুগোপযোগী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণমূলক কর্মসূচীর পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ। এই লক্ষ্যে শিক্ষা প্রশিক্ষণকে কার্যকর করার জন্য বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ উৎপাদন ও বন্টনের পদক্ষেপ গ্রহণসহ এ কাজে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান সমূহকে সহায়তা প্রদান।

(৯) প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য উপযুক্ত শিক্ষক, প্রশিক্ষক তৈরীর পদক্ষেপ গ্রহণ।

(১০) দেশে বিদ্যমান পেশা অনুযায়ী প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে তোলা যাতে তারা যোগ্যতা অনুযায়ী সহজে চাকুরী/কর্মসংস্থান কিংবা স্বাবলম্বী হবার মাধ্যমে পূর্ণবাসিত হতে পারেন। বিভিন্ন সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্ত্বশাসিত ও অসরকারী সংস্থায় কোটা/কোটা বহির্ভূত চাকুরী প্রাপ্তির ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ।

(১১) প্রতিবন্ধীদের ধরণ অনুযায়ী চিকিৎসা সুবিধা প্রদানের জন্য বিশেষ ও উপযোগী পরিবেশ সম্পন্ন অবকাঠামো তৈরীর পদক্ষেপ গ্রহণ ও বিদ্যমান হাসপাতাল সমূহকে এ বিষয়ে, সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান।

(১২) আত্মকর্মসংস্থানের ব্যাপারে ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের আর্থিক ও সহায়ক উপকরণ দিয়ে সাহায্যকরণ।

(১৩) গুরুতর ও অতিগুরুতর প্রতিবন্ধীদের জন্য ফাউন্ডেশন কর্তৃক হোম বা প্রতিবন্ধী নিবাস চালু ও পরিচালনা করার দায়িত্ব গ্রহণ।

(১৪) প্রতিবন্ধীদের সমাজে সঠিক অর্থে পূর্ণবাসনের লক্ষ্যে আইনগত অধিকার নিশ্চিত করার সহায়ক পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য সম্পদ অর্জনে আইনগত সহায়তা দান।

Dhaka University Institutional Repository

(১৫) সরকারী নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদের স্বার্থ সংরক্ষণ বিষয়ে সুপারিশমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ।

(১৬) প্রতিবন্ধীদের শৈল্পিক বা সাংস্কৃতিক প্রতিভার বিকাশ, বিনোদন ও তথ্য প্রচারের উদ্দেশ্যে বেতার, টেলিভিশন, সংবাদপত্র এবং গণ-যোগাযোগ মাধ্যমসমূহে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ।

(১৭) প্রতিবন্ধীদের ক্রীড়া ও শরীরচর্চা বিষয়ক কর্মকান্ডে উৎসাহিত করা এবং এসব কর্মকান্ডকে বাস্তবায়ন করতে সহযোগিতা করা।

(১৮) ক্ষেত্র বিশেষে প্রতিবন্ধীদের আজীবন সেবা-যত্নের লক্ষ্যে তাদের পিতামাতা বা অভিভাবককে সম্ভাব্য সব ধরনের সাহায্য করা। শ্রেষ্ঠ সেবাদানকারীকে পুরস্কারের মাধ্যমে উৎসাহিত করা।

(১৯) প্রতিবন্ধীদের চলাচল ও যাতায়াত ব্যবস্থা নিরাপদ ও সুগম করতে সংশ্লিষ্টদের উদ্বুদ্ধ করা।

(২০) প্রতিবন্ধীদের বৃহত্তর কল্যাণের লক্ষ্যে সরকারী অসরকারী পর্যায়ে পরিচালিত উন্নয়ন কর্মকান্ডে প্রতিবন্ধীত্ব বিষয়টিকে সম্পৃক্তকরণে পদক্ষেপ নেয়া।

(২১) প্রতিবন্ধীদের কল্যাণমূলক কর্মকে উৎসাহিত, সহযোগিতা ও বেগবান করা। আধুনিক প্রযুক্তি ও ধ্যানধারণা ব্যবহার করে দারিদ্র্য বিমোচন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।

(২২) ফাউন্ডেশনের লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য সরকারী, অসরকারী, আধা-সরকারী, স্বেচ্ছামূলক সংগঠন/সমিতি, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গের মধ্যে পারস্পরিক, সুসম্পর্ক স্থাপনের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, সভা ইত্যাদি আয়োজন করা।

(২৩) ফাউন্ডেশন এবং উহার অঙ্গ সংগঠনে কর্মরত অথবা ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত এবং সমর্থিত বিভিন্ন প্রকল্প বা কর্মসূচীতে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন করা।

(২৪) ফাউন্ডেশনের পরিচালকমন্ডলীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ফাউন্ডেশনের অর্থ স্বল্প বা দীর্ঘ মেয়াদে বিনিয়োগ করা।

(২৫) ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্যকে সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে দেশের ভিতরে বা বাহিরে একই ধরনের উদ্দেশ্য সম্বলিত সংগঠন, প্রতিষ্ঠান, সংঘ, সমিতি, আন্তর্জাতিক সংস্থা, জাতিসংঘের অঙ্গ-সংগঠন ইত্যাদির সাথে চুক্তি সম্পাদন ও সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা।

Dhaka University Institutional Repository

(২৬) ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্য উপনীত হবার জন্য যে কোন শিক্ষামূলক, সামাজিক, বাণিজ্যিক, কৃষি শিল্প সংক্রান্ত কার্যক্রমকে স্পন্সর এবং সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করা।

(২৭) ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্যসমূহকে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ফাউন্ডেশনের সকল আয় বিনিয়োগ করা।

(২৮) ফাউন্ডেশন প্রয়োজনে যে কোন স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয়, লীজ, ধার করতে পারবে এবং প্রয়োজনে উহা বা উহার অংশ বিশেষ বিক্রয়, লীজ অথবা ধার প্রদান করতে পারবে।

(২৯) ফাউন্ডেশন তার আদর্শ/উদ্দেশ্যের পরিপন্থী নয় এমন বিষয়ে সরকার, অসরকারী সংস্থা, যে কোন কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ অন্যান্য পাবলিক, কোয়াসাই পাবলিক প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তিতে উপনীত হতে পারবে।

(৩০) ফাউন্ডেশনের কার্য পরিচালনার জন্য কর্মচারী, পরামর্শক, বিশেষ নবনিয়োগ, নিয়োগ, লিয়েনে গ্রহণ, প্রেষণ অথবা চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ প্রদান এবং যে কোন চুক্তি বাতিল অথবা তাদের চাকুরী থেকে অপসারণ।

(৩১) প্রতিবন্ধীদের কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন-বলে বিবেচিত অন্যান্য কাজ।

(৩২) উপরের উদ্দেশ্য সমূহ পৃথকভাবে বা একত্রে ফাউন্ডেশন এর উদ্দেশ্য হতে পারবে। ফাউন্ডেশনই উপরের উদ্দেশ্য সমূহে পূর্ণমাত্রায় ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে।

(৩৩) উপরের উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ফাউন্ডেশন নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবেঃ **(ক)** দেশের ভিতরে অথবা বাহিরে অবস্থানরত সরকারী, অসরকারী, ব্যক্তিগত অথবা অন্য উৎস বা এজেন্সী, প্রতিষ্ঠান হতে ফাউন্ডেশনের তহবিল উন্নয়নের জন্য অনুদান, দান, ঋণ বা অর্থ সাহায্য গ্রহণ করা যাবে। শুধুমাত্র বিদেশী দান, অনুদান গ্রহণের ক্ষেত্রে ১৯৭৮ সালের বৈদেশিক সাহায্য অধ্যাদেশ মোতাবেক এই ধরনের অনুমোদন গ্রহণের প্রয়োজন হবে। তবে অভ্যন্তরীণ সাহায্য গ্রহণের ক্ষেত্রে এই ধরনের অনুমোদন গ্রহণের প্রয়োজন হবে না।

(খ) ফাউন্ডেশন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য পেনশন/প্রভিডেন্ট ফান্ড/বেনেভোলেন্ট ফান্ড/গ্রুপ ইন্স্যুরেন্স অথবা চাকুরী বিধিমালা প্রণয়ন করতে পারবে।

(গ) ফাউন্ডেশনের সম উদ্দেশ্যসম্পন্ন যে কোন সংগঠন, সংস্থা, সমিতির সম্পত্তি গ্রহণ, অধিগ্রহণ, দান নেয়া যাবে অথবা সম উদ্দেশ্যসম্পন্ন কোন ট্রাষ্ট এর ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা যাবে।

(ঘ) ফাউন্ডেশনের স্বার্থের হানিকর সকল মামলা/মোকাদ্দমার মোকাবেলা করা যাবে। অনুরূপভাবে ফাউন্ডেশনের স্বার্থ রক্ষার্থে যে কোন প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবে।

(৩৪) ফাউন্ডেশনের সব ধরনের আয় অবশ্যই ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ব্যবহৃত হবে।

- প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন ২০০১। যার মধ্যে রয়েছেঃ (১) সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন (২) সংজ্ঞা (৩) প্রতিবন্ধীর সংজ্ঞা ও প্রতিবন্ধী চিহ্নিত করণ (৪) জাতীয় সমন্বয় কমিটি গঠন ও পদত্যাগ (৫) সদস্য পদের অযোগ্যতা (৬) জাতীয় সমন্বয় কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী (৭) সমন্বয় কমিটির সভা (৮) নির্বাহী কমিটির গঠন (৯) নির্বাহী কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী (১০) নির্বাহী কমিটির কার্যালয় (১১) নির্বাহী কমিটির সভা (১২) জেলা কমিটির গঠন, সদস্যদের অযোগ্যতা ইত্যাদি (১৩) জেলা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী (১৪) জেলা কমিটির সভা (১৫) প্রতিবন্ধীদের নিবন্ধন ও পরিচয় পত্র প্রদান (১৬) উপ- কমিটি (১৭) সরকারী, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব (১৮) ক্ষমতার্পন (১৯) অপরাধ দন্ড ও বিচার (২০) কোম্পানী কর্তৃক অপরাধ সংঘটন (২১) দায়মুক্তি (২২) বিধি প্রনয়ণের ক্ষমতা (২৩) অসুবিধা দূরীকরণ এবং
- তফসিলে ধারা ২ (খ) এবং ৬ (২) (দ্রঃ)

'ক' অংশে-প্রতিবন্ধীতা প্রতিরোধ।

'খ' অংশে-প্রতিবন্ধী চিহ্নিত করণ।

'গ' অংশে- প্রতিবন্ধীতা নিরোধ।

'ঘ' অংশে-প্রতিবন্ধীগণের শিক্ষা।

'ঙ' অংশে- স্বাস্থ্য সেবা।

'চ' অংশে- পূর্ণবাসন ও কর্মসংস্থান।

'ছ' অংশে- যাতায়াতের সুবিধা।

'জ' অংশে- সংস্কৃতি।

'ঝ' অংশে- সামাজিক নিরাপত্তা।

'ঞ' অংশে- প্রতিবন্ধীদের সংগঠন।

Dhaka University Institutional Repository

- **পরিপত্র ঃ** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা

পরিপত্র -২০০২

বিষয়ঃ- প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নের উদ্দেশ্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সদয় সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেনঃ

(ক) স্বল্পমেয়াদী কার্যক্রমঃ

(১) যাতায়াত (২) আসন সংরক্ষিত রাখা (৩) কোটা (৪) অভিযোগ বাক্স (৫) ঢালু পথ (৬) সরকারের ১ম ও ২য় শ্রেনীর চাকুরীতে প্রতিবন্ধীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে যে বিধি নিষেধ রয়েছে তা তুলে নেয়া।

(খ) দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রমঃ

(১) ক্ষুদ্র ঋণ (২) প্লাষ্টিক সামগ্রী নির্মান কারখানা 'মৈত্রী শিল্প' বিনা টেন্ডারে ক্রয় করা (৩) জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন।

- **বি.সি.এস পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ঘোষণা ২০০৩ ঃ** ২৫ অক্টোবর ২০০৩ ঝিনাইদহে এক জনসভায় ঘোষণা করেন "ক্যাডার সার্ভিসের এক শতাংশ কোটা প্রতিবন্ধীদের জন্য রিজার্ভ থাকবে"।

- **দারিদ্র -হ্রাস করণ কৌশল পত্র (Poverly Reduction Strategy Paper-PRSP 2005) ঃ** পিআরএসপি হলো দারিদ্র্য হ্রাসের জন্য বিশ্ব ব্যাংক-আইএমএফ-এর প্রস্তাবিত কর্মসূচী। উচ্চ মাত্রায় ঋণগ্রস্থ দরিদ্র দেশ গুলোর ঋণ মওকুফ এবং বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর ঋণদান কর্মসূচীর ভিত্তি এই পিআরএসপি। বাংলাদেশও এর অর্ন্তগত, দারিদ্র হ্রাসকরণ কৌশলপত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে সমন্বিত ও সম্মিলিত পদক্ষেপের উপাদান সমূহঃ (১) প্রতিবন্ধীতা প্রতিরোধ, (২) শিক্ষা কার্যক্রমে অন্তর্ভূক্তকরণ, (৩) স্বাস্থ্য সেবায় সম্পৃক্তকরণ, (৪) যাতায়াত ও প্রবেশগম্যতা, (৫) সহায়ক উপকরণ, (৬) তথ্য প্রাপ্তি ও তথ্য প্রযুক্তি, (৭) প্রশিক্ষণ প্রাপ্তি, (৮) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান, (৯) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিজস্ব সংগঠন, (১০) গবেষণা, (১১) প্রতিবন্ধী নারী এবং শিশুর অবস্থার উন্নয়ন এবং অধিকার সুপ্রতিষ্ঠা।

Dhaka University Institutional Repository

- **অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভাতা প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা- ২০০৫ ঃ** এই নীতিমালায় কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, অনগ্রসর প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অসহায়ত্ব, বেকারত্ব এবং সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের জন্য সরকার নিম্নবর্ণিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম প্রবর্তন করে- (১) অসচ্ছল প্রতিবন্ধীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন; (২) দুঃস্থ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর আওতায় আনয়ন; (৩) সু-নির্দিষ্ট নীতিমালা এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাছাইকৃত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য মাসিক ভাতা প্রদান; (৪) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি প্রদত্ত সাংবিধানিক ও আইনগত প্রতিশ্রুতিপূরণ; (৫) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিষয় জাতীয় কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্তকরণ।
- **প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে ঋণ সহায়তা কার্যক্রম নীতিমালা- ২০০৫ঃ** ঋণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী জনগণের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করে তাদেরকে আত্মনির্ভর ও সামাজিকভাবে একজন কর্মক্ষম ব্যক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা এ কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য, উদ্দেশ্যসমূহঃ- (১) প্রতিবন্ধী জনগণ স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সক্ষম হবেন; (২) সমাজে উন্নয়নের মূল ধারায় সম্পৃক্ত করতে সক্ষম হবেন; (৩) কর্মসংস্থান সৃষ্টি, পরিচালনা ও সম্প্রসারণে দক্ষতা তৈরী হবে; (৪) প্রতিবন্ধী ব্যক্তি তার পরিবারে একজন সহায়ক হিসাবে স্বীকৃত হবেন;
- প্রাথমিক অন্ধ বিদ্যালয়গুলোকে অষ্টম শ্রেনীতে উন্নতি করার পরিকল্পনা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- **প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি ইতিবাচক আশ্বাসবাণী ঃ** দায়িত্ব গ্রহণের তিনমাস পূর্তি উপলক্ষ্যে জাতির উদ্দেশ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ডঃ ফখরুদ্দীন আহমদ ১২/০৪/০৭ইং তারিখে প্রদত্ত ভাষণে তিনি উল্লেখ করেন "সমাজের অন্যান্য বঞ্চিত ও নিগৃহীত অংশের প্রতিও আমাদের দায়িত্ব রয়েছে ।তাদের দুরবস্থা লাঘবে আমাদের সচেষ্ট হতে হবে।আমি বিশেষ করে সকল প্রকার প্রতিবন্ধী, এসিডদগ্ধ মা ও বোন এবং নিগৃহীত নারী সমাজের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই। এর জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক উভয় স্তরের ফলপ্রসূ উদ্যোগ"। 'প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে সবরকম সহায়তা দেয়া হবে'- প্রধান উপদেষ্টা, ২৬/০৪/০৭।

২৫/০৪/০৭ইং তারিখে জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরামের সভাপতির নেতৃত্বে ১২ সদস্য প্রতিনিধি দল প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তিনি এ কথা বলেন। পরের দিন প্রকাশিত প্রায় দৈনিক

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্রিকা গুলোতে খবরটি গুরুত্বের সাথে প্রকাশ পায়, যা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

- **দিবস সমূহে সরকারের গুরুত্বঃ** প্রতিবন্ধী বিষয়ক দিবস সমূহে সরকারের গুরুত্ব লক্ষ্য করা যায়। জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরামের সঙ্গে একাত্ব ঘোষণা ও অংশ গ্রহণের মাধ্যমে দিবসকে প্রানবন্ত করে তুলে। বিভিন্ন দিবস সমূহ যেমনঃ জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস, বিশ্ব সাদাছড়ি নিরাপত্তা দিবস, আর্ন্তজাতিক প্রতিবন্ধী দিবস পালন করার ব্যাপারে সবকারের তাগিদ লক্ষ্য করা যায়। এসব দিবস উপলক্ষ্যে, রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী বাণী দিয়ে থাকেন।

৪.৩ সরকারের করনীয় ঃ

- প্রতিবন্ধীদের জন্য কোটা কার্যকর ও সফল বাস্তবায়ন করা।
- প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা ১৯৯৫ অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ।
- প্রতিবন্ধীব্যক্তিদের উন্নয়নে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের কার্যকরী সুফল যাতে তারা ভোগ করতে পারে, সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন ২০০১ এর সুফল ও অধিকার যাতে প্রতিবন্ধীরা পেতে পারে সে ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ।
- পরিপত্র ২০০২, এ উল্লেখিত প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা।
- বি.সি.এস ক্যাডার সহ সরকারী-বেসরকারী সকল চাকুরিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের যথাযথ সুযোগ সুবিধা নিশ্চিতকরণ।
- একীভূত শিক্ষাসহ প্রতিবন্ধীব্যক্তিদের সকল শিক্ষা কার্যক্রম শক্তিশালী ও গতিশীল করা। গুনগত মানসম্মত ও সবার জন্য কার্যকর শিক্ষায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অর্ন্তভূক্তি ঘটানো।
- চাকুরি ক্ষেত্রে সকল প্রকার বিধি নিষেধ ও বৈষম্য দূর করা।
- তৃণমূল পর্যায়ে শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টিতে বিশেষ প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করা।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহায়ক উপকরণ সরবরাহে বিনা মূল্যে, স্বল্প মূল্যে ও নির্দিষ্টমূল্যে বিতরন করা।
- পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নের বিষয়টি অর্ন্তভূক্ত করা।

Dhaka University Institutional Repository

- যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী রয়েছে ঐ স্কুল গুলোতে তুলনামূলক ভাবে আর্থিক অনুদান কিছুটা বেশী দেওয়া ।
- বিভিন্ন অট্টালিকা ভূবন ইমারত নির্মাণের ক্ষেত্রে বিল্ডিং কোড মানতে বাধ্য করা।
- তথ্যকেন্দ্র (Information Senter) ঃ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তথ্যাদি, বিভিন্ন অবস্থা, তাদের সর্ম্পকে পূর্ণ ধারণা, সরকারী বেসরকারী কতগুলো প্রতিষ্ঠান, সহায়ক উপকরণ কোথায় ও কিভাবে পাওয়া যায়, তাদের শিক্ষার হার কত, কোন কোন ক্ষেত্রে কর্মের সুযোগ রয়েছে ইত্যাদি তথ্যাদি জানা যায় সরকারীভাবে এমন একটি তথ্যকেন্দ্র ব্যবস্থা করা।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য খাস জমি বা প্লটের ব্যবস্থা করা।
- গণমাধ্যম সমূহে প্রত্যহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাফল্য ও ইতিবাচক দিক তুলে ধরে প্রতিভাবান প্রতিবন্ধী ব্যক্তির দ্বারা বা তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ অন্যান্য বেসরকারী চ্যানেল সমূহে প্রচার করা।
- প্রতিবন্ধী শিশুকে স্কুলে ভর্তির ব্যাপারে বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশন সহ অন্যান্য বেসরকারী চ্যানেল সমূহে বিজ্ঞাপন বা (Add) ব্যবস্থা করা।
- আদমশুমারীতে প্রতিবন্ধীতা বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে তাদের জন্য একটি কলাম রাখার ব্যবস্থা করা।
- 'আদম শুমারীর' জরিপ কাজে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সম্পৃক্ত করে প্রতিবন্ধীদের সঠিক সংখ্যা নিরূপনে সরকারের উদ্যোগ থাকা প্রয়োজন।
- স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করণের ব্যাপারে হাসপাতাল গুলোতে প্রতিবন্ধীদের ধরণ অনুযায়ী বিশেষ ব্যবস্থা রাখা যেমনঃ প্রবেশগম্যতা, দোভাষী বা ইশারা সংকেত।
- প্রতিবন্ধী বিষয়ক সহায়ক চিত্রঃ রাস্তার মোড়ে মোড়ে, যাত্রী ছাউনীতে, নগরের বিশেষ স্থানগুলোতে প্রতিবন্ধীদের সহায়ক চিত্রটি এমন ভাবে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে সাধারণ মানুষ ঐ চিত্রটি দেখে প্রতিবন্ধীব্যক্তিদের সহযোগিতায় সহজেই এগিয়ে আসতে পারে। চিত্রটিতে একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী সাদা ছড়ি হাতে নিয়ে কিভাবে চলাচল করছে রাস্তা পারাপরের সময় কিভাবে সহায়তা নিচ্ছে। একজন হুইল চেয়ারধারী র‍্যাম্প বা ঢালু পথ

Dhaka University Institutional Repository

দিয়ে কিভাবে চলাচল করছে। একজন শ্রবণ প্রতিবন্ধী ইশারা সংকেত সাধারণ মানুষ যাতে বুঝতে পারে সেই ব্যবস্থা করা এবং বধিরতার প্রতীকটি তুলে ধরা।

- প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কর্মরত প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহ দেয়া এবং দক্ষতা বিকাশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- প্রতিবন্ধীব্যক্তিদের কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ বিশেষ পুরস্কারের ব্যবস্থা রাখা।
- ক্রীড়া ও সাহিত্য সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে তাদের যোগ্যতা ও মেধার প্রকাশ ঘটানোর জন্য জাতীয়ভাবে প্রতিযোগিতার আয়োজন ও বিনোদন কেন্দ্র সমূহে প্রতিবন্ধীদের অংশ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- প্রতিবন্ধী উন্নয়ন বিষয়ক পদক প্রবর্তন।
- তাদের মৌলিক অধিকার সমূহ পূর্ণ ভোগের নিশ্চয়তা বিধান করার জন্য সংবিধান অনুযায়ী অধিকার প্রদান।
- সরকারী স্কুলে দৃষ্টিহীন শিক্ষার্থীরা শিক্ষা লাভের সুযোগ পায় না। সুব্যবস্থার অভাবে কিংবা সমাজ কল্যাণ মন্ত্রনালয় অধীন সমাজ সেবা অধিদপ্তর কর্তৃক শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনার কারণে এস,এস,সি পাশ করার পরে তাদের মনে সরকারী স্কুলে শিক্ষা লাভের সুযোগ পেল না এই আকাঙ্খা থেকেই যায়। তাই সমন্বিত অন্ধ শিক্ষা কার্যক্রমে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীরা যাতে সরকারী স্কুলে শিক্ষা লাভের সুযোগ পায় সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- গণশিক্ষার আওতাভুক্ত করা।
- প্রতিবন্ধীদের উপযোগী আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণের ব্যবস্থা করা।
- সম্ভাবনা ময় প্রতিবন্ধীব্যক্তিদের নির্বাচিত করে প্রতি বৎসর নির্দিষ্ট হারে সুচিকিৎসার জন্য বিদেশ পাঠানো যেতে পারে।
- উপযোগী কর্ম ক্ষেত্রে চিহ্নিত করণ, কর্মক্ষেত্র নির্দিষ্ট করণ ও এর বিস্তৃতি ঘটানোর পরিকল্পনা করতে হবে।
- প্রতিবন্ধীব্যক্তিদের উপযোগী বা সহায়ক ব্যবস্থাদি সম্পূর্ন যানবাহন থাকা প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

- বিভিন্ন দিবস সমূহে যেমনঃ আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস ইত্যাদি বিশেষ দিনগুলোতে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের পাশাপাশি বিশিষ্ট প্রতিবন্ধীব্যক্তিদের আমন্ত্রন করা দরকার। তাদের গ্রহণযোগ্যতা ও সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে ।
- শ্রেষ্ঠ অভিভাবক নির্বাচিত করে পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা করলে অন্যেরা উৎসাহিত হবে এবং সম্মান লাভের আশায় অন্যান্য অভিভাবকরাও উৎসাহিত হবে সম্মান লাভের আশায়, প্রতিবন্ধীদের প্রতি যত্নশীল ও দয়িত্ববান হবে।
- রিলিফ বা ত্রাণসামগ্রী একজন প্রতিবন্ধীব্যক্তি সহজে পেতে পারে সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সরকারের নির্দেশ থাকতে হবে।
- প্রতিবন্ধীতা বিষয় সম্পর্কে বি.এড, এম.এড, বি.এস.এড, এম.এস.এড সহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে এবং সাধারণ পাঠ্যপুস্তকে ইতিবাচক ধারণা ও প্রতিবন্ধীদের ব্যাপারে সচেতনতা মূলক বিভিন্ন লেখা অর্ন্তভূক্ত করা যেতে পারে।
- প্রতিবন্ধীদের বেকার সমস্যা নিরসন কল্পে সরকারকে অগ্রনী ভূমিকা পালন করা প্রয়োজন।
- অসহায় প্রতিবন্ধী পথ শিশুদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা এবং কর্মমূখী পদক্ষেপ গ্রহণ।
- অসহায় প্রতিবন্ধীব্যক্তিদের ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধের উদ্যোগ গ্রহণ করে তাদের পূর্ণবাসনের ব্যবস্থা করা।
- শহীদ মিনার, স্মৃতি সৌধ সহ অন্যান্য জাতীয় বিশেষ স্থানে এবং ঐতিহাসিক স্থাপত্য কেন্দ্র সমূহে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা।

423003

- সচেতনতা সৃষ্টিতে সহযোগিতামূলক বিজ্ঞাপন গণমাধ্যম থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় প্রচারের ব্যবস্থা করা।
- সকল কর্মস্থলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অতিরিক্ত ইনক্রিমেন্ট বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ইনক্রিমেট পায় সে ব্যাপারে সরকারের পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। কারণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের খরচ তুলনামূলক ভাবে বেশী হয়।
- রাষ্ট্রীয়ভাবে গবেষণা পরিচালনা বা জরিপ করা প্রয়োজন যে গবেষণায় তাদের মৌলিক অধিকার সুনিশ্চিত হচ্ছে কিনা, প্রতিবন্ধী পরিবার, সমাজের অবস্থা, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধ্যায়নরত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, তাদের কর্মক্ষেত্র, যাতায়াত সুবিধা ইত্যাদি কোন পর্যায়ে

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

রয়েছে, তাদের জন্য কি পরিকল্পনা করার দরকার তারজন্য প্রয়োজন গবেষণা বা জরিপ করা।

- আনুপাতিক হারে প্রতিবন্ধীদের জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণের পরিকল্পনা থাকতে হবে।
- শিক্ষালাভের পাশাপাশি গুরুত্বের সাথে কারিগরী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- দেশে সরকারী বেসরকারী সকল লাইব্রেরী সমূহে প্রতিবন্ধীব্যক্তিদের অবাধ প্রবেশগম্যতার সুযোগ সৃষ্টি করা এবং প্রতিবন্ধীতা সর্ম্পকিত বই, লাইব্রেরীতে সংরক্ষণের ব্যাপারে সরকারের পরিকল্পনা ও নীতিমালা থাকতে হবে।
- কর্মক্ষেত্রে অবস্থান জানার জন্য মনিটরিং ব্যবস্থা করা। এ মনিটরিং সেল কোথায় প্রতিবন্ধীরা কিভাবে কাজ করছে, কোন কোন প্রতিষ্ঠানে সুযোগ পাচ্ছে, কোথায় সুযোগ পাচ্ছে না, অধিকার বঞ্চিত ও বৈষম্যর শিকার হচ্ছে কিনা, তাদের অংশ গ্রহণ কতটা সন্তোষজনক এবং কোথায় সুযোগ পেতে পারে এ ব্যাপারে তথ্যাদি সংগ্রহ করা ও তাদের একটি পূর্ণ তালিকা প্রনয়ণ করা।
- প্রতিবন্ধীদের জন্য জাতীয় পার্ক থেকে শুরু করে বিনোদন মূলক সকল জায়গায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ব্যবহার্য সকল সহায়ক বিনোদনমূলক খেলনা সামগ্রীসহ অন্যান্য সুবিধাদির ব্যবস্থা রাখা।
- বিভিন্ন বিনোদন মূলক স্থান সমূহ যাদুঘর, রেলষ্টেশন, টার্মিনাল, বিমানবন্দর সহ বিভিন্ন জায়গায় মাইকিং ঘোষণার মাধ্যমে জনসাধারণকে সর্তক করণ ও তথ্য প্রদানের সাথে সাথে প্রতিবন্ধীব্যক্তিদের বিষয়টি বিশেষভাবে তুলে ধরতে হবে যেমনঃ একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি গেটে আসলে তাকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রবেশের সুযোগ দিন ও চলাচলে সহায়তা প্রদান করুন।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে ভর্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীতার কারণে তার পছন্দনীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে কোনভাবেই বঞ্চিত করা বা বিরত রাখা সমীচীন নয় সকলের সঙ্গে শিক্ষালাভ তার মৌলিক অধিকার এ বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা।

Dhaka University Institutional Repository

- শ্রুতি মধুর শব্দ গুলো ব্যবহারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করাঃ দৃষ্টিকটু, ব্যাঙ্গাত্মক, প্রতিবন্ধীদের হেয় প্রতিপন্ন করে এমন শব্দ গুলো, আধুনিকতার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, দৈনন্দিন জীবনে শ্রুতিমধুর পরিপন্থী শব্দগুলো যেমনঃ অন্ধ বিদ্যালয়, অন্ধ উপবৃত্তি, মূক ও বধির বিদ্যালয়, বধির সংস্থা, পঙ্গু হাসপাতাল, ন্যাংড়া, মানসিক ইত্যাদি শব্দগুলি দিয়ে কোন প্রকার উদাহরণ দেওয়া থেকে বিরত থাকা, কৌতুক পরিবেশনা থেকে বন্ধ করা, নাটকে হাস্যরসের ক্ষেত্রে এই শব্দগুলো ব্যবহার করে প্রতিবন্ধীদেরকে সমাজে হেয় প্রতিপন্ন না করা। উপরিল্লিখিত শব্দ গুলোর পরিবর্তে প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা এবং প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইনে উল্লেখিত শ্রুতিমধুর শব্দ গুলো যেমনঃ দৃষ্টি, শ্রবণ, শারিরীক, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী, শব্দ গুলো সরকারী বেসরকারী সকল প্রতিষ্ঠান সমূহে ব্যবহারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নিতে হবে।

৪.৪ উপসংহারঃ উপসংহারে এ কথা বলা যেতে পারে যে, বিশাল প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ ও বিভিন্ন ঘোষণা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর ফলশ্রুতিতে রাষ্ট্রে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর সম-অধিকার, সম-সুযোগ, সম-অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করা যেতে পারে। রাষ্ট্রে তাদের অংশীদারিত্ব রক্ষা করা সম্ভব। উল্লেখিত বিষয় গুলো গুরুত্বপূর্ণ ও অর্থবহ করার লক্ষ্যে বাস্তব প্রয়োগ উপযোগী করার ব্যাপারে সংশিষ্ট সকলের আন্তরিক নিষ্ঠাবান ও কার্যকরী বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ অপরিহার্য। প্রয়োজনীয় কার্যকরী আন্তরিক পদক্ষেপ গ্রহণের অভাবে বিশাল প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়নের বিষয়টি এখনও ধরা ছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেছে। বিভিন্ন গৃহীত পদক্ষেপ ঘোষণা থাকা সত্ত্বেও মৌলিক অধিকার সহ অন্যান্য অধিকার নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। বিভিন্ন ঘোষণা ও গৃহীত পদক্ষেপ সমূহের যথাযথ প্রয়োগ না থাকায় অগ্রগতি ও উন্নয়নের চাকা সাফল্যের লক্ষ্য মাত্রা অর্জন করতে পারছে না। নিরবচ্ছিন্ন অধিকার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিশাল প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী পিছিয়ে পড়েছে গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ ,বিভিন্ন ঘোষণা ও সরকারের করণীয় ব্যাপারে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবন-মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োগ করা গেলে এবং তাদের প্রতি দায়িত্বশীল সকলেই আন্তরিক বা নিষ্ঠাবান হলে তাদের সাফল্য ও উন্নয়নের অগ্রগতি সম্ভব।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

প্রতিবন্ধীদের সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা বিশ্লেষণ

৫.১ ভূমিকাঃ শিশুর চাহিদার সাথে সাথেই তার মনস্তাত্ত্বিক বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়। মনস্তাত্ত্বিক শব্দটি মনের গভীর থেকে উদ্ভূত। শিশুর বিকাশের সাথে সাথে বোধ শক্তি ও বুঝ শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে মনের জগতে অঙ্কিত হয় তার ভবিষ্যৎ স্বপ্ন ও সম্ভবনা, অন্তরের লালিত ভবিষ্যৎ সম্ভবনা যে মাধুরী দিয়ে সাজানো বা আবৃত থাকে সেটাই হল কোমল মন। মনের গভীর থেকে জাগ্রত হয় মনস্তাত্ত্বিক বিষয়টি। শিশুকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মনস্তাত্ত্বিক বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

মনস্তাত্ত্বিক বিষয়টি এমন বিষয় যার প্রভাবে জীবনে জ্ঞানবিকাশ থেকে শুরুকরে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, কম বেশী ছন্দ পতন ঘটে পরিপূর্ণতা অর্জনের ক্ষেত্রে, মনস্তাত্ত্বিক বিষয়টি ক্ষেত্রবিশেষ সাধারণ থেকে শুরু করে গভীর পর্যন্ত পৌছাতে পারে। মনের সাথে মনস্তাত্ত্বিক বিষয়টির গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এমন কিছু সমস্যা ও অনুভূতি থাকে যা মনের গভীরে নিপতিত এবং জটিল মানসিক সমস্যা হিসাবে বিদ্যমান থাকে। মনস্তাত্ত্বিক কৌশল প্রয়োগ করে ঐ সব মানসিক সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে, এই প্রক্রিয়াকে মন চিকিৎসা বলা হয়।

৫.২ প্রতিবন্ধীদের সমাজ ও মনস্তাত্ত্বিক সমস্যাঃ

প্রতিবন্ধী শিশু, পরিবারে তার অবস্থান, অবহেলা এবং তার মানসিক সমস্যার সৃষ্টি ঃ পরিবার মানবসভ্যতার প্রাথমিক ও মৌলিক ভিত্তি। জগৎ সংসারের সর্বোত্তম উপাদান ও শিক্ষার প্রথম হতে খড়ি। পরিবার হচ্ছে বিকাশ সাধনের উন্নতম সোপান। শিশুর পদচারনা তার বিকাশের রূপরেখা, ভবিষ্যৎ স্বপ্ন প্রসারিত কিংবা বাস্তবায়নের চিন্তাচেতনা শুরু হয় পরিবার থেকে তবে, কোন শিশুর মধ্যে যদি জীবনের শুরু থেকেই সাধারণ শিশুর তুলনায় ব্যতিক্রম ধর্মী আচার আচরন পরিলক্ষিত হয় তখন মা বাবা থেকে শুরু করে পরিবারের অন্যান্য সদস্যের মনের উপর চাপ সৃষ্টি করে এবং চিন্তাগ্রস্ত করে তোলে। এ থেকে আস্তে আস্তে ঐ শিশুর প্রতি ভিন্নরকম দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে উঠে। পরিবারে তার অবস্থান ধীরে ধীরে অন্যদের তুলনায় ব্যতিক্রম হয়ে উঠে। পরিবারের মাধ্যমে তার বিকাশ সাধনের সোপন বাধাপ্রাপ্ত হয়।

চাহিদা অনুযায়ী তার সাধআহলাদ থেকে বঞ্চিত হয়। শিশুটি যখন পরিবারের বৈষম্যের তারতম্য বুঝতে পারে, তখন থেকে তার মনের জগতে হতাশা বিস্তার লাভ করতে থাকে। পরিবারের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ

Dhaka University Institutional Repository

ভাবে বৈষম্যের মাধ্যমে তার অবস্থান তৈরী হতে থাকে এবং এই অবস্থানের সূত্রপাত ঘটে শিশুর মা-বাবা থেকে পরবর্তীতে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা প্রভাবিত হয়। শিশুর বয়স যত বাড়তে থাকে সাথে সাথে তার চাহিদা ও আকাংঙ্খাও তত বাড়ে। সুস্পষ্ট হয়ে উঠে তার প্রতি ব্যতিক্রমধর্মী আচার আচরন। এই আচরন শিশুটির পরিবারে অবস্থান সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় কোন কোন পরিবারে প্রতিবন্ধী শিশুকে লুকিয়ে রাখা হয়, মানসম্মান ক্ষুন্ন হওয়ার ভয়ে। আবার কোন কোন পরিবার সেই প্রতিবন্ধী শিশুটিকে লোকচক্ষুর আড়াল করতে বিভিন্ন হোমে কিংবা দূরবর্তীস্থানে এমনকি দেশের বাহিরেও পাঠিয়ে দেয়া হয়। এ থেকে পরিবারের সাথে তার অবস্থানগত দূরত্ব সৃষ্টি হয়।

এছাড়াও, কোন কোন পরিবারে প্রতিবন্ধী শিশুকে বাড়ীর ব্যবহার্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী স্পর্শ বা ব্যবহার থেকে বিরত রাখা হয় নষ্ট বা ভেঙ্গে যাওয়ার আশংকায়। এমনকি, সাধারণ মানুষের সাথে মেশার ক্ষেত্রেও কঠোর মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। যা তার মন মানসিকতার স্বাভাবিক বিকাশের পথকে করে অবরুদ্ধ। এখানেই মনস্তাত্ত্বিক বিষয়টি চরমভাবে প্রকাশ পায়।

অবহেলা, অনাদর মাত্রা অনুযায়ী কমবেশী পরিলক্ষিত হয় না, এমন প্রতিবন্ধী পরিবার খুঁজে পাওয়া দুস্কর। মেঘ থেকে যেমন বৃষ্টি ভূমিকে প্লাবিত করে তেমনি প্রতিবন্ধী পরিবারের অবহেলা প্রতিবন্ধী শিশুর সার্বিক জীবন গঠনে প্রতিবন্ধীকতায় আচ্ছন্ন করে এবং ঐ শিশু নিজেকে স্বাভাবিক নয়, আলাদা জগতের মানুষ ভাবতে থাকে। তখন থেকেই শুরু হয় পরিবারের পূর্ণ অধিকার ও মৌলিক চাহিদার ভিত্তিমূল থেকে ক্রমান্বয়ে বঞ্চিত হওয়ার ধারাবাহিকতা। আর তা প্রভাববিস্তার লাভ করে বেড়ে ওঠার প্রতিটি ক্ষেত্রে। কোন কোন সময় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিটি অধিকার প্রাপ্তির জন্য প্রতিবাদী হয়ে ওঠে, কিন্তু তার সে প্রতিবাদ সফলতায় রূপনের খুব কম বরং অন্য খাতে প্রভাবিত করা হয় এই ভাবে "তোমার এতো চাহিদা কিসের", অধিকাংশ মা বাবা/অভিভাবক মনে করেন এই প্রতিবন্ধী সন্তানের দ্বারা ভবিষ্যতে কোন প্রাপ্তির আশা নেই। শুধু তাই নয় কোন কোন পরিবারের প্রতিবন্ধী 'সদস্যকে বোঝা হিসেবে মনে করে' যা পরবর্তীতে সমাজের উপরও বর্তায়।

পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তার অংশগ্রহণ তো দূরের কথা এমনকি তার নিজের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে তার মতামত নেয়ার প্রয়োজন বোধ করে না এবং পরিবারে অন্যান্য সদস্যদের নেয়া সিদ্ধান্ত জোরপূর্বক তার উপর চাপিয়ে দেয়া হয়, যা তার মনমানসিকতার উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তার যৌক্তিক চাহিদা গুলো পূরনের পরিবর্তে পরিবেশগত দিক দিয়ে হেয় প্রতিপন্ন করা হয় আর তখন তার আশে পাশের পরিবেশ পরিস্থিতি প্রতিকূল হয়ে উঠে এবং নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

তার মনস্তাত্ত্বিক বিষয় প্রকাশ পেতে থাকে। ফলশ্রুতিতে কেউ কেউ হয়ে উঠে অতিমাত্রায় চঞ্চল, শান্ত, প্রতিবাদী বা রাগী। এভাবেই, একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অবস্থান বিভিন্ন আঙ্গিকে বিবেচিত হতে থাকে। পরিবারের উৎস থেকে নিজের জগৎকে আলাদা করে নেয়। ফলে তার চেতনামূলক বিকাশধারা ব্যাহত হয় এবং সৃজনশীল মানসিকতা পরিপূর্ণভাবে প্রস্ফুটিত হয় না। অতিমাত্রায় আদর বা অনাদর নয় বরং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সমান দৃষ্টিভঙ্গী ও মন মানসিকতা দিয়ে গড়ে তুলতে হবে।

৫.৩ প্রতিবন্ধী শিশু ও সমাজে তার গ্রহণযোগ্যতা, অবস্থান এবং মানসিক অবস্থা ঃ

আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে তাই নিয়ে পরিবেশ আর পরিবেশের সমন্বিত রুপই হচ্ছে সমাজ, আর মানুষ সামাজিক জীব।সেই দিক দিয়ে বিবেচনা করলে প্রতিবন্ধী অপ্রতিবন্ধী সকলেই একই সমাজের অধিবাসী। কিন্তু প্রতিবন্ধী শিশুর কথা বললেই ব্যতিক্রম ভাবনা চলে আসে, সমাজগত দিক দিয়ে সাধারণ শিশুর কথা বললে সমগ্র শিশুকেই বোঝায়। সমাজে অবস্থান করার দিক বিশ্লেষণ করলে পরিবেশ পরিস্থিতি পারিপার্শিকতার সাথে একটি সাধারন শিশুর সাথে একটি প্রতিবন্ধী শিশুর ব্যবধান পরিলক্ষিত হয় ঐ প্রতিবন্ধী শিশুটির কোন অক্ষমতা বা সীমবদ্ধতার দিক দিয়ে। সাধারণ শিশুর সাথে সমাজে অবস্থান বা বেড়ে উঠার ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য নেই, একই রূপ, রস, আলো, বাতাসে বেড়ে উঠছে। সমাজগত দিক দিয়ে প্রতিটি শিশুর এই জন্মগত অধিকার সর্বত্র স্বীকৃত। সমাজের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, ভালমন্দ প্রত্যককেই প্রভাবিত করে। এখানে প্রতিবন্ধী অপ্রতিবন্ধী বলে সমাজ থেকে কাউকে আলাদা বা বিচ্ছিন্ন করে দেয়া যায় না।

হেলেন কেলার এর জীবনী থেকে জানা যায়, তাঁর শিক্ষিকা এ্যানি সুলিভান তাকে আর দশজন সাধারণ শিশুর মতই গড়ে তুলতে চেয়েছেন। তিনি এ সম্পর্কে বলেছেন, "আমরা অবশ্যই হেলেনকে জানাবো যে আমরা তাকে ভালবাসি, কিন্তু এমন কোন ধারনা তাকে দেবো না যে সে দৃষ্টিহীন ও বধির হওয়ার জন্য অন্যদের চেয়ে আলাদা। তাকে অবশ্যই অন্য ছেলেমেয়েদের মত ব্যবহার শিখতে হবে"। কিন্তু আমাদের সামাজিক ব্যবস্থাপনার স্তরভেদে বৈষম্য বা পার্থক্য দেখা যায়। বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠী এই বৈষম্যের চরম স্বীকার। আমাদের সমাজ ব্যবস্থাপনায় প্রতিবন্ধী শিশু সামাজিক বিভিন্ন কর্মকান্ড ও সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা গ্রহণকারী এবং উদ্যোগতাদের চিন্তাচেতনার বাইরে প্রতিবন্ধীতা বিষয়টি থেকে যাওয়ার কারণে সমাজের বিভিন্ন আচার, অনুষ্ঠান, খেলাধূলা, বিনোদন, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড ইত্যাদিতে সবার সাথে অংশগ্রহণে প্রতিবন্ধী শিশুদের সুযোগ ঘটে না। শিশু বয়স থেকেই সমাজে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সাধারণ শিশুর থেকে তার পার্থক্য বুঝতে

Dhaka University Institutional Repository

শুরুকরে, পাশাপাশি সাধারণ শিশুরাও বুঝতে শুরু করে তার সাথে ঐ প্রতিবন্ধী শিশুর পার্থক্যগত অবস্থান এভাবেই সমাজের সাধারণ শিশু থেকে তাদের দূরত্ব সৃষ্টি হয়।

গ্রহনযোগ্যতাঃ সাধারণ শিশুর পাশাপাশি প্রতিবন্ধী শিশু সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়না, ফলশ্রুতিতে তার সে মেধা বিকাশ, দক্ষতা প্রকাশের সুযোগ হয়ে উঠে না। ভালমন্দ যাচাই করার ক্ষেত্র সৃষ্টি হয় না। সমাজ পরিকল্পনা প্রনয়ণকারী ও উদ্যোগতাদের আকৃষ্ট করে সমাজে নিজের অবস্থান গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বাধাপ্রাপ্ত হয়।

সাথে সাথে গ্রহণযোগ্যতা হয়ে পড়ে সময় সাপেক্ষ। প্রতিবন্ধী শিশু সাধারণ শিশুর সাথে মেলামেশার ব্যাপারে কুসংস্কার ও সংকীর্ণ মনোভাব কাজ করে। কোন কোন মা বাবা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে নিজের সন্তানকে প্রতিবন্ধী শিশুর সঙ্গ থেকে আলাদা করে রাখে। এ থেকে ঐ শিশুর প্রতিবন্ধী শিশু থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখা ও দূরত্ব সৃষ্টি করার মনোবৃত্তি গড়ে উঠে। ফলশ্রুতিতে প্রতিবন্ধী শিশুদের কোমল মনের উপর এধরনের বিরূপ আচরন গভীর ভাবে রেখাপাত করে। এ থেকে প্রতিবন্ধী শিশুর মনোজগতে একাকীত্বের ভাবনা জাগ্রত হয় এবং ধীরে ধীরে সে স্বাভাবিক শিশুর থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেয়ার মানসিকতা তৈরী করে। এরূপ আচরনের কারণে প্রতিবন্ধী শিশু তার যথাযথ গ্রহণযোগ্যতা অর্জনের পথ সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। নৈতিকতার অবক্ষয়ের কারণে সমাজে যে অবনতি ঘটে তার ফলে প্রতিবন্ধী শিশুর গ্রহণযোগ্যতা লাভে অন্তরায় সৃষ্টি হয়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানঃ শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার। এ অধিকার সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য হলেও কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধী শিশুকে ভর্তির ব্যাপারে অনীহা, অনাগ্রহ ও অযৌক্তিক নানা অজুহাত দাঁড় করানো হয়। এছাড়াও মনে করা হয়, প্রতিবন্ধী শিশুর জন্য আলাদা প্রতিষ্ঠান রয়েছে এই প্রতিষ্ঠানে তার উপস্থিতি কাম্য নয়। এরূপ সিদ্ধান্ত বা মন মানসিকতা প্রতিবন্ধী শিশুটির পথ চলার ক্ষেত্রে কিংবা শিক্ষা অর্জনের ব্যাপারে দারুণ ভাবে আহত করে। সাথে সাথে সমাজের সহঅবস্থান থেকে বঞ্চিত করে আর গ্রহণযোগ্যতা পাওয়ার বিষয়টি ভাবনাতীত। শুধু তাই নয়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুলোর ভৌত কাঠামো প্রতিবন্ধীদের কথা বিবেচনা করে কখনোই প্রতিষ্ঠান গুলোতে কোন র‍্যাম্প বা ঢালুপথ এর ব্যবস্থা করা হয় না। ফলে একজন হুইল চেয়ারধারীর নিকটবর্তী স্থানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকা সত্ত্বেও সেখানে সে শিক্ষা লাভের সুযোগ পায় না। পাঠ্যপুস্তকে প্রতিবন্ধীতার ইতিবাচক দিক তুলে ধরে এমন কোন অধ্যায়, গল্প বা প্রবন্ধ সম্পৃক্ত করা হয় নাই। বি.এড, এম.এড সহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রতিবন্ধীতা বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি। যার দরুণ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক শিক্ষার্থী প্রতিবন্ধীদের সম্বন্ধে সঠিক ধারনা লাভ

করতে পারে না। অথচ সাধারণ শিক্ষকদের মধ্যেই প্রতিবন্ধী সম্পর্কে কোন সঠিক ধারনা নেই। শিক্ষকদের সচেতনতা মূলক বিভিন্ন বক্তব্য দ্বারা শ্রেনীর শিক্ষার্থীরা তাদের সম্পর্কে ইতিবাচক ধারনা লাভ করতে পারে।

এ সকল বিষয় ইতিবাচক পরিবর্তনের মাধ্যমে সমাজে প্রতিবন্ধী শিশুদের গ্রহণযোগ্য করে তোলা যেতে পারে। সমাজের মূলস্রোতধারায় অংশ গ্রহণের জন্য কোন না কোন ভাবে একজন প্রতিবন্ধীর যোগ্যতার প্রশ্ন দেখা দেয়, সেক্ষেত্রে তার ইতিবাচক বিষয়গুলো সমাজ উন্নয়নকারীদের তথা সমাজকে প্রভাবিত করে। এক্ষেত্রে সবার সাথে শিক্ষার মাধ্যমে একজন প্রতিবন্ধীদের তার গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টির সাথে সাথে অন্যান্য প্রতিবন্ধীদের গ্রহণযোগ্য করার দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। যে সমাজে যত বেশী শিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত প্রতিবন্ধীদের অবস্থান লক্ষ্য করা যায়, সে সমাজে ততবেশী গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। পূর্বের তুলনায় বর্তমান প্রেক্ষাপটে ক্রমান্বয়ে প্রতিবন্ধীদের গ্রহণযোগ্যতা লক্ষ্য করা যায়, এসবের মূলে থাকা দরকার রাষ্ট্রের দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন ও সমাজের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী।

কর্মসংস্থানঃ কথায় আছে, 'জন্ম হোক যথাতথা, কর্ম হোক ভালো'। প্রত্যেকের জীবনেই এ উক্তির বাস্ত বায়ন অপরিহার্য। প্রতিটি পরিবারেই একজন সদস্যের বয়সের পরিপূর্ণতার সাথে সাথে কর্মক্ষেত্রে পদচারণ ঘটে। স্বাভাবিক ভাবে প্রতিটি সমাজেই একজন কর্মহীন মানুষের গ্রহণযোগ্যতা হ্রাস পায়। একজন সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে যদি সমাজের গ্রহণযোগ্যতা এরূপ হয় একজন প্রতিবন্ধীর ক্ষেত্রে তা কতটা দূর্বিষহ তা বর্ণনাতীত।

পরিবার তথা সমাজ একজন কর্মহীন প্রতিবন্ধীর জীবনযাপন নিয়ে যে অনিশ্চয়তার ভূগে তেমনি ভাবে, একজন প্রতিবন্ধী যদি কর্মজীবি হয়ে উঠে বা তার জন্য উপযুক্ত কর্মের ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে পরিবারে তথা সমাজে গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টিতে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী সুদৃঢ় হয়; সমাজে তার গ্রহণযোগ্যতায় নতুনত্ব সৃষ্টি হয়। একজন প্রতিবন্ধী যখন আর দশজন স্বাভাবিক মানুষের মত কর্মক্ষেত্রে নিজেকে তুলে ধরতে পারে তার উপার্জনের মধ্যদিয়ে তার ভবিষ্যত নিশ্চিত করতে পারে, তখন সমাজ তাকে আর বোঝা হিসেবে দেখেনা, বরং সমাজের সহায়ক শক্তি হিসেবে বিবেচনা করতে শুরু করে, যা সমাজের মূলস্রোতধারায় অংশগ্রহণের পথকে সুগম করে।

প্রতিযোগীতাঃ প্রতিষ্ঠানিক-অপ্রতিষ্ঠানিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাহিত্য, সংস্কৃতি, খেলাধূলা, চিত্রাংকন ইত্যাদি বিষয়ে বিদ্যালয় থেকে শুরু করে উপজেলা, জেলা, বিভাগ এবং জাতীয় পর্যায়ে উল্লেখিত বিষয়ে প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে, ঐ সকল প্রতিযোগীতায় সকলের সঙ্গে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী অংশগ্রহণের সুযোগ

Dhaka University Institutional Repository

পেলে সে তার মেধার বিকাশ ঘটাতে পারে সাথে সাথে প্রতিবন্ধীদের সম্বন্ধে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী ও মন-মানসিকতা গড়ে উঠে।বিভিন্ন প্রতিযোগীতায় সাধারণ ছেলেমেয়েদের সঙ্গে একজন প্রতিবন্ধীর অংশগ্রহণে উপস্থিতঅংশগ্রহণকারী ও শ্রোতা-দর্শকদের ভাবভঙ্গিমা ও আচার ব্যবহারের মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এমনকি তাদের ভাবনা এরূপ হয় যে, 'সাধারণ প্রতিযোগীদের সাথে একজন প্রতিবন্ধীর অংশ গ্রহণ, কি করে সম্ভব'! সাধারণ প্রতিযোগীদের পাশাপাশি তার এই অংশগ্রহণ সমাজের মধ্যে প্রতিবন্ধীদের সম্বন্ধে চিন্তাধারায় নতুনত্ব প্রকাশ পায় এবং সমাজের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে যা প্রতিবন্ধীদের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

এমনকি প্রতিযোগীতায় ভাল ফলাফল অর্জন করার মধ্যদিয়ে শুধু সকলের দৃষ্টিই কেড়ে নেয় না, সমাজের সহঅবস্থান সৃষ্টি এবং প্রতিবন্ধীদের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং সমাজে অভিনন্দিত হয় মানুষের মুখে মুখে গুঞ্জন উঠে এরা সুযোগ পেলে আর সবার মতই এগিয়ে যেতে সক্ষম। তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগীতা একান্ত অপরিহার্য। এভাবেই ধীরে ধীরে তাদের সৃজনশীলতা, মেধা ও মননের প্রকাশ ঘটে এবং তুলনামূলক চেতনার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ ঘটে, যা সমাজে নবদিগন্তের সূচনা করে।

সংগঠনঃ সমাজে অধিকার বঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে পূর্ণবাসন ও সমাজের মূল স্রোতধারায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করণের লক্ষ্যে সাংগঠনিক গতিশীল কার্যক্রম অপরিহার্য। যে সকল প্রতিবন্ধী সমাজে সমঅংশগ্রহণের দিক দিয়ে পিছিয়ে আছে তাদেরকে সরকারী সহযোগীতার পাশাপাশি সাংগঠনিকভাবে সাহায্য ও সহযোগীতা, সমর্থন, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে দক্ষ ও আস্থাশীল সু-নাগরিক হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে।

সমাজে তাদের এমন সহ-অবস্থান সৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন যাতে কাজকর্ম করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীতা বিষয়টি প্রধান বাধা হিসেবে না দাড়ায়, যোগ্যতার ভিত্তিতে যাতে কর্মক্ষেত্রে নির্ধারিত হয়। সমাজের সকল কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের মধ্যদিয়ে অর্জিত সাফল্য যাতে একজন প্রতিবন্ধীর সমাজে গ্রহণযোগ্যতা লাভে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। অধিকার ও পূর্ণবাসনে নিশ্চয়তা পেলে সমাজে একজন প্রতিবন্ধীর মর্যাদা ও গ্রহণযোগ্যতা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। অন্যদের পাশাপাশি কর্মসম্পাদনে বিভিন্ন ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে সমাজে অবস্থান করা সহজতর হয়। সমাজে প্রতিবন্ধীদের অবস্থান সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে সমাজের উদ্যোগতাদের ভূমিকা পালনে প্রতিবন্ধীতা বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা প্রয়োজন। সাথে সাথে পরিবার তথা সমাজের সর্বস্তরে তাদের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে,

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবন্ধী বিষয়ক উন্নয়ন সংগঠনগুলোকে সমষ্টিগত ভাবে গঠনমূলক ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী ও মন-মানসিকতাঃ সমাজের সাধারণ মানুষের পাশাপাশি প্রতিবন্ধীদের সুযোগ সৃষ্টির ব্যাপারে সমাজ হিতৈষী, সমাজের পরিকল্পনা ও উন্নয়নকারী, সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ, বিদ্যালয়, মাদ্রাসা ও মসজিদ পরিচালক ব্যক্তিবর্গ, মেম্বার, চেয়ারম্যান থেকে শুরু করে সমাজের সর্বশ্রেনীর মধ্যে প্রতিবন্ধীদের সম্পর্কে কুসংস্কারমুক্ত ইতিবাচক ধারনা, দৃষ্টিভঙ্গী ও আন্তরিক মন-মানসিকতা গড়ে তোলা প্রয়োজন। প্রতিবন্ধীদের সম্বন্ধে সমাজের বদ্ধমূল ধ্যান ধারনা ও কুসংস্কার থেকে সর্বশ্রেনীর মানুষকে মুক্তচিন্তা ভাবনার দিকে ধাবিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এমন মনোভাব পোষণ করা ঠিক নয় যে, সমাজ উন্নয়নে একজন প্রতিবন্ধীর কোন ভূমিকা থাকতে পারে না। পূর্বে এমন ধারণা লক্ষ্যকরা গিয়েছে যে, একজন প্রতিবন্ধীর জীবন নির্বাহের ক্ষেত্রে ভিক্ষাবৃত্তিই একমাত্র উপায়, তাকে দিয়ে চেয়ে বেশী কিছু আশা করা যায়না। সমাজ ও দেশ উন্নয়নের সাথে সাথে এ অবস্থার উন্নতি হয়েছে বটে, কিন্তু সমাজে প্রতিষ্ঠা পাবার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ব্যাপারে, বিভিন্ন নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী ও মন-মানসিকতা প্রতিবন্ধীদের গ্রহণযোগ্যতাকে প্রভাবিত করছে। অতীতে সমাজ ব্যবস্থা মানুষের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী ও মন-মানসিকতার কারণে পরিবর্তিত হচ্ছে, কিন্তু প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিষয়টি প্রয়োজনীয় উদ্যোগের অভাবে, অবহেলিত ও পশ্চাৎপদ অবস্থায় রয়েছে। এই অবহেলার মাত্রাই তাদের গ্রহণযোগ্যতা প্রাপ্তিতে অন্তরায়।

তারা অংশগ্রহণের অধিকার থেকে এখনও অনেক পিছিয়ে, প্রতিবন্ধীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টির লক্ষ্যে, তাদের নিজেদের সমস্যাগুলো সর্বক্ষেত্রে তুলে ধরার সুযোগ করে দেয়া দরকার। পূর্বের তুলনায় প্রতিবন্ধীদের মধ্যে শিক্ষার হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই তাদের সুবিধা-অসুবিধা, ভালো-মন্দের বিষয়গুলো, অনেক ক্ষেত্রেই সঠিক ভাবে উপস্থাপন করতে সক্ষম, কিন্তু এই উপস্থাপন করার অধিকার থেকে এরা বঞ্চিত। যতদিন পর্যন্ত যোগ্যতা সম্পন্ন প্রতিবন্ধীদের অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত না হবে, ততদিন পর্যন্ত তাদের গ্রহণযোগ্যতা থেকে শুরু করে সর্বত্র অধিকার বাধাগ্রস্থ হবে। আমাদের সমাজে লক্ষ্য করা যায়, সে প্রতিবন্ধী, সে কি বোঝে? তার বিষয়টি আমরা বললেই হবে, অথচ দেখা যায়, প্রতিবন্ধী ও প্রতিবন্ধীতা সম্বন্ধে তাদের সঠিক ধারনার অভাব, ফলে গৃহীত পদক্ষেপ কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদের অধিকার ও গ্রহণযোগ্যতা প্রাপ্তিতে শুধু বাধা গ্রস্থই করে না, হেয় প্রতিপন্ন ও মর্যাদার হানি ঘটায়। কবি কামিনী রায়ের কথায় বলা যায়, "সকলের তরে সকলে মোরা,

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যেকে মোরা পরের তরে"- এর যথার্থ বাস্তবায়ন করার জন্য আমাদের চিন্তাচেতনা ও নিষ্ঠাকে কাজে লাগিয়ে, সমাজের সবার উন্নতির কথা, ভাবনা ও পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করার মধ্য দিয়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমাজের মূলস্রোতধারায় সম্পৃক্ত করা যেতে পারে। আর এর মধ্য দিয়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের গ্রহণযোগ্যতার সাবলীল চিত্রটি পরিস্ফুটিত হয়ে উঠতে পারে। সমাজের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী ও মনমানসিকতা চিন্তাচেতনা উন্নয়ন মূলক পদক্ষেপ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমাজে গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

৫.৪ সমাজে অবস্থান ও মানসিক অবস্থাঃ সমাজ বদ্ধ হয়ে বসবাস করা মানুষের জন্মগত অধিকার এবং আদিম ব্যবস্থাপনার ধারাবাহিক রূপ। সমাজের ভালমন্দ সবকিছুই সমাজে বসবাসরত প্রত্যেককে প্রভাবিত করে যোগ্যতা দক্ষতা, কর্মস্পৃহা, আচার-আচরন, কর্তব্য পালন, সততা, আন্তরিকতা, নৈতিকতা, ন্যায়নিষ্ঠা, বিবেক-বুদ্ধি, অধিকারভোগ, দায়িত্বপালন, আত্মসংযম, আত্মত্যাগ, দেশপ্রেম ইত্যাদি গুনাবলীর মধ্যদিয়ে সমাজে একজন মানুষের অবস্থান তৈরী হয়। সমাজে বিচারক, মেম্বার, চেয়ারম্যান, স্কুল, মাদ্রাসা-মসজিদের পরিচালক মন্ডলী, তারা স্ব-স্ব কর্মসম্পাদনের মধ্যদিয়ে সমাজের উন্নয়ন অগ্রগতি ঘটায়, সাথে সাথে তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি গ্রহণযোগ্যতা প্রকাশ পেতে থাকে।

দানশীল ব্যক্তিত্ব বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ডে আর্থিক সহায়তার মধ্যদিয়ে সমাজে নিজের অবস্থান প্রসারিত করে। গীতিকার, নাট্যকার, কবি, সাহিত্যিক, লেখক, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, চিত্রকার, চলচ্চিত্রকার প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্মের দ্বারা সমাজে ভালমন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সমাজের কাহিনী, আনন্দবেদনার বাস্তব চিত্র, তাদের নিজস্ব চিন্তা-চেতনা ও রূপরসের মধ্যদিয়ে, সজীব ভঙ্গিতে উপস্থাপন করে। চিত্রকার হাতের পরশে তুলির আঁচড়ে মনের মাধুরী মিশায়ে বিভিন্ন চিত্র মানুষের হৃদয়গ্রাহী করে তোলে, শুধু তাই নয় সমাজকে আলোকিত করার ক্ষেত্রে তারা বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সাথে সাথে তাদের সুদৃঢ় অবস্থান তৈরী করে নেয়। উপরোক্ত ব্যক্তিত্বের অবদান রাখার মধ্যদিয়েই, সমাজে সুষ্ঠু সুন্দর মানসিকতা বিকশিত হয়, পাশাপাশি তাদের সমাজে অবস্থান তৈরীর ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ, তারা এই সমাজের আলো বাতাসে বেড়ে উঠেছে। প্রত্যেকের মতো তাদের অধিকার সামাজিক অবস্থান ও সুষ্ঠু, সুন্দর মানসিক অবস্থা বিকাশে উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে ।বৃক্ষ যেমন যত্নের মধ্যদিয়ে বেড়ে উঠে পরিনত হয়ে ফল দেয়, তেমনি ভাবে সমাজের সচেতন ব্যক্তিবর্গের চিন্তাচেতনা, দৃষ্টিভঙ্গী, আন্তরিকতা, সমাজ উন্নয়নমূলক

Dhaka University Institutional Repository

পরিকল্পনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি প্রতিবন্ধীদের অধিকার ও অংশগ্রহণ যাতে স্বতস্ফুর্ত হয় এবং সমাজের মূলস্রোতধারায় তাদের আত্মপ্রকাশ ঘটে, এ ব্যাপারে অগ্রনী ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী ব্যক্তিদের সুষ্ঠু ভূমিকা পালনের সাথে সাথে সমাজে বসবাসরত প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও মানসিক অবস্থার পরিপূর্ণতা সম্ভব ও সহজতর হয়ে উঠতে পারে। বিচারক বিচারকার্য পরিচালনার সময় সাধারণ মানুষের মত একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যাতে সঠিক ও ন্যায় বিচার পায় সেদিকে লক্ষ্যরাখা প্রয়োজন। প্রতিবন্ধীতার কারণে তার প্রতি অতিমাত্রায় দয়া কিংবা তাকে হেয় প্রতিপন্ন করা না হয়।

ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে মেম্বার/চেয়ারম্যান মনোনয়ন দেয়ার ক্ষেত্রে অন্যান্যদের পাশাপাশি যোগ্যতার ভিত্তিতে ঐ সকল পদে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি মনোনয়ন চাইলে কর্তৃপক্ষ শুধুমাত্র প্রতিবন্ধীতার কারণে মনোনয়ন প্রাপ্তির অধিকার থেকে তাদের যেন বঞ্চিত না করে। নির্বাচনে প্রতিদন্দ্বীতার ক্ষেত্রে অন্যকোন প্রার্থী নির্বাচনী প্রচারনায় তার প্রতিবন্ধীতাকে হেয় প্রতিপন্ন করে ভোট চাওয়ার ক্ষেত্রে তথা সমাজে নির্বাচনী সভায় কোন প্রচারনা চালানো উচিত হবে না। একজন প্রতিবন্ধী এসব পদে নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা রাখেনা এরূপ মন্তব্য করাও ঠিক নয়। সাধারণ ভোটারদের আকৃষ্ট করার জন্য প্রতিবন্ধীতাকে পুজি করে নির্বাচনী প্রচারনায় নেতিবাচক বক্তব্য তুলে ধরা যাবে না। যদি কেউ প্রতিবন্ধী প্রার্থীর সঙ্গে এরূপ আচরন করেন তাহলে তিনি নির্বাচনী বিধিভঙ্গের অপরাধে অপরাধী হিসাবে গণ্য হবেন। সাধারণ ভোটাররা অন্যান্য প্রার্থীর মত যোগ্যতার ভিত্তিতে তাকে নির্বাচিত করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীতাকে বাঁধা হিসেবে সংশয় প্রকাশ না করেন। এরূপ প্রতিদন্দ্বীতা মূলক অংশ গ্রহণের সুযোগ পেলে সমাজে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর সামাজিক এবং মানসিক অবস্থা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।

স্কুল, কলেজ সহ ধর্মীয় প্রাঙ্গন যেমনঃ মসজিদ, মাদ্রাসা, মন্দির, গির্জা, মঠ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত অংশ গ্রহণকারী অন্যান্যদের পাশাপাশি একজন প্রতিবন্ধীব্যক্তির অংশগ্রহণের ব্যাপারে কারো কটুক্তি বা বাঁকা চোখে তাকানোর ব্যাপারে ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের পরিচালক মন্ডলীকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ও শিক্ষকমন্ডলী নির্বাচনের ক্ষেত্রে যোগ্যতার ভিত্তিতে একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকেও নির্বাচিত করার মতো মনমানসিকতা গড়ে তুলতে হবে। সর্বোপরি বলা যায়, সমাজে একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে প্রতিবন্ধী হিসেবে না দেখে স্বাভাবিক মানুষের মত সাধারণ ভাবে বিবেচনা করে সকল ক্ষেত্রে অধিকার প্রাপ্তি ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হলে সমাজে তার অবস্থান ও মানসিক অবস্থায় একটি সুনিশ্চিত প্রতিফলন পাওয়া যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

যিনি গান রচনাকরেন তিনি গীতিকার, আর একজন গীতিকারের লেখা এক একটি শব্দ একত্রিত করে সুর দিয়েই তৈরী হয় গান যা আমাদের মনের খোরাক যোগায়। গানের সেই কথার মাঝেই থাকে মানুষের সুখ-দুঃখ ও বাস্তবতার ছোয়া। যা মানুষের হৃদয়কে ছুয়েঁ যায় সাবলীল ভাবে। আর সেই গানের কথায় যদি আমাদের সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ প্রতিবন্ধীদের অবহেলা, লাঞ্চনা বা ধীরে ধীরে উন্নতির কথাগুলো তুলে ধরা হয়, তাহলে প্রতিবন্ধীদের ব্যাপারে সমাজের সাধারণ মানুষের চিন্তাধারাকে সাবলীল করে তোলার মধ্যদিয়ে সমাজে তার অবস্থান সুদৃঢ় ও শক্তিশালী হয়, সাথে সাথে মানসিক অবস্থারও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

কবি, সাহিত্যিক ও চলচ্চিত্রকার সমাজের বিভিন্ন বিষয়বস্তু ও বাস্তবতাকে হৃদয়গ্রাহী করে তোলা। কবি ও সাহিত্যিকরা রসাল ও প্রানস্পর্শী ছন্দের মধ্যদিয়ে প্রকাশ করে আর চিত্রকার তা জীবন্ত রূপে সমাজের মানুষের মাঝে তুলে ধরে। পাঠকগণ যে সকল কবিতা, সাহিত্য পাঠ করে বা দর্শকরা দেখে থাকে যা তাদের চিন্তা, চেতনা ও ধ্যান ধারনার সাথে সংমিশ্রণ ঘটে পরবর্তীতে যা তাদের প্রভাবিত করে আর তারই প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয় সমাজের সর্বত্র। সুতরাং একজন কবি, সাহিত্যিক ও চলচ্চিত্রকারের চিন্তা চেতনার সমাজের প্রতিবন্ধীতা তথা পিছিয়ে পরা জনগোষ্ঠীর বিষয়টি তুলে ধরা প্রয়োজন। এর মধ্যদিয়ে সমাজে তাদের সামাজিক অবস্থান, সমঅধিকার মর্যাদা এবং গ্রহণযোগ্যতা সুদৃঢ় হয়।

৫.৫ প্রতিবন্ধী শিশুর মানসিক অবস্থাঃ স্বাস্থ্য সুঠাম দেহ-মন, শারিরীক মানসিক পূর্ণাঙ্গতার মধ্যে নিহিত থাকে একটি শিশুর সুস্থ মানসিকতা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যানুযায়ী মোট জনসংখ্যার শতকরা ১০ ভাগ প্রতিবন্ধী। সে অনুপাতে বলা যায় বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী শিশুর সংখ্যা প্রায় ৬০লক্ষ। যদিও পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধার অভাবে দেশের অধিকাংশ শিশুরাই তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত তথাপি আমরা বলতে পারি যে, বোধগম্য কারণেই প্রতিবন্ধী শিশুদের ক্ষেত্রে এ অবস্থা আরও শোচনীয়। যার মধ্যে তার মানসিক অবস্থা অগ্রগন্য করা যেতে পারে।পরিবেশ-পরিস্থিতি, চিন্তাচেতনা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ইত্যাদি বিকশিত হওয়ার মধ্যদিয়ে সাধারণ শিশু এবং প্রতিবন্ধী শিশুদের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এর ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাব তার মানসিকতার উপর রেখাপাত করে। অধিকাংশ দেশেই শিশুরা দারিদ্র, বাস্তুহীন প্রতারনা, অবহেলার শিকার। প্রতিবন্ধী শিশুর বেলায় এই চিত্রটি অতি ভয়াবহ এবং করুণ অবস্থা। ফলশ্রুতিতে ঐ সব শিশু হতাশা, দুঃচিন্তা ও অনিশ্চিত মানসিক অবস্থা নিয়ে দিনাতিপাত করছে।

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণ শিশুদের জন্য শিশু একাডেমী, শিশু বিকাশ কেন্দ্র, শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশন সহ বিভিন্ন চ্যানেল শিশু বিষয়ক অনুষ্ঠান, শিশুপার্ক, শিশুমেলা, বিভিন্ন শিশু বিনোদন কেন্দ্র ইত্যাদি রয়েছে। উৎযাপিত হয় "শিশু দিবস"। উল্লেখিত বিষয়ে বা জায়গাগুলোতে প্রতিবন্ধী শিশুর অবাধ বিচরন এবং প্রতিযোগীতামূলক অংশগ্রহণ তেমনভাবে লক্ষ্য করা যায় না। যা প্রতিবন্ধী শিশুর সুস্থ মানসিক বিকাশের অন্তরায়। আদর, যত্ন, ভালবাসা পরিবারের সর্বক্ষেত্রে প্রাপ্তি, সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিষয়ে অংশগ্রহণ একজন প্রতিবন্ধী শিশুর জীবনে কতটুকু ঘটে তার উপর মানসিকতার অবস্থা লক্ষ্য যায়।

বিভিন্ন সূত্র থেকে এবং সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে জানা যায় অবহেলার সূচনা হয় প্রতিবন্ধী শিশুর পরিবার থেকে এই অবহেলার পরিমান মাত্রানুযায়ী কমবেশী প্রায় পরিবারেই চলমান এ অবস্থার নাগপাশ থেকে বের হয়ে আসা একজন প্রতিবন্ধীর শিশুর পক্ষে খুব সহজ নয়, তবে প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নে কাজ করে সমাজে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে, সরকারের পাশাপাশি অনেক স্বেচ্ছাসেবীমূলক প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন সংস্থা।

৫.৬ রাষ্ট্রের ভূমিকাঃ ১৯৫৯ থেকে ১৯৮৯ এই দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টার ফসল শিশু অধিকার সনদ। ইতিপূর্বে ১৯২৪ সালের জেনেভা ঘোষণা, সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা এবং ১৯৫৯ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের শিশু অধিকার ঘোষণায় শিশুদের অধিকারের কথা বলা হলেও শিশু অধিকার সনদটি হচ্ছে শিশুদের অধিকার ও স্বার্থরক্ষার ক্ষেত্রে একটি পূর্ণাঙ্গ দলিল। শিশু অধিকার সনদ (১৯৮৯) জাতিসংঘের একটি দলিল যা বিশ্বের প্রতিটি শিশুর অধিকারকে নিশ্চিত ও ব্যাখ্যা করেছে। সাধারণ শিশুর পাশাপাশি প্রতিবন্ধী শিশুর অধিকার কতটুকু নিশ্চিত হচ্ছে। তার মধ্যেই প্রতিবন্ধী শিশুর মানসিকতা অনুমেয়। প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী ও শিশুর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে রাষ্ট্র বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে অধিকার সংরক্ষণে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে, যা পূর্বের তুলনায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মানসিকতা পরিবর্তনে সমাজে ক্রমান্বয়ে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে তবে তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল।

১৯৮৯ সনের কনভেনশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিশ্বের প্রতিটি শিশুর বেঁচে থাকার অধিকার, পূর্ণ শারিরীক ও মানসিক বিকাশ লাভের অধিকার, ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা পাবার এবং পারিবারিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিবেশে অংশগ্রহণ করার অধিকার প্রাপ্ত হবে। কিন্তু প্রতিবন্ধী শিশু এখনও কনভেনশনের বাইরে অবস্থান করছে, যা ঐ সব শিশুর জীবনমান উন্নয়ন ও অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। প্রতিটি

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবন্ধী শিশুর জন্য ২৩নং অনুচ্ছেদের সকল ধারায় বর্ণিত অধিকার সমূহ কার্যকর হবে। রাষ্ট্রের যথাযথ উদ্যোগ ও আন্তরিক পদক্ষেপের অভাবে প্রতিবন্ধী শিশুর অধিকার নিশ্চিত হচ্ছে না। যা ঐসব শিশুর মানসিকতায় চরম নেতিবাচক প্রভাব লক্ষ্যনীয়। অধিকার প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্রের ভূমিকা পালন ও সরকারের করনীয় এর পাশাপাশি প্রতিবন্ধী বিষয়ক এনজিও সমূহ প্রতিবন্ধীতা বিষয়টি গুরুত্বের সাথে সমাজের বিভিন্নস্তরে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় জোরাল পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে প্রতিবন্ধী পরিবার উৎসাহিত হচ্ছে, প্রতিবন্ধী শিশুকে লালন-পালন থেকে শুরু করে, তার শিক্ষার ব্যাপারে যত্নবান ও সচেতন হচ্ছে।

একজন প্রতিবন্ধী শিশু সমাজের বোঝা তাকে দিয়ে কিছু হবেনা এবং তারদ্বারা কিছু আশা করা যায় না এই বদ্ধমূল ধারণা আজ আর যথার্থ নয়। দৃষ্টিভঙ্গীর সীমাবদ্ধতা প্রতিবন্ধী শিশুদের মানসিক অবস্থান সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে বাধাঁস্বরূপ ছিল। বর্তমানে দেশে বিদেশে বহু প্রতিভাবান প্রতিবন্ধীর অবস্থান রয়েছে। প্রতিভা বিকাশের সাথে সাথে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টে যাচ্ছে এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আস্থাশীল মানসিকতা গড়ে উঠছে। স্রোত যেমন নদীকে প্রাণবন্ত করে তেমনি প্রতিভাবান প্রতিবন্ধী সমাজের মানুষের মানসিকতা তথা প্রতিবন্ধীদের মানসিকতার রুচিশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখে।

সাধারণ মানুষের অধিকাংশেরই প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা অর্জনের ক্ষমতা সর্ম্পকে কোন ধারনা নেই, অর্থাৎ বেশীর ভাগই মনে করেন প্রতিবন্ধী শিশুদের লেখাপড়া শেখার সার্মথ্য নেই, কিন্তু এ ধারনা সম্পূর্ণভুল।

বাংলাদেশের জাতীয় সংবিধানের ১৭নং অনুচ্ছেদে, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য নীতিসমূহে এবং প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন- ২০০১ এ প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার মৌলিক অধিকারের কথা উল্লেখ থাকলেও দেশে প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার প্রকৃত সুযোগ এবং সুষ্ঠ ব্যবস্থা এখনও তেমন ব্যাপক নয়।

এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, বাংলাদেশের কিছু এলাকায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে কর্মরত সংগঠন সমূহের নিবিড় কার্যক্রমের ফলশ্রুতিতে ঐসব এলাকায় ১৮% প্রতিবন্ধী শিশু স্কুলে যাচ্ছে অথচ পাশাপাশি যেসব এলাকায় ঐ ধরনের কার্যক্রম নেই সেখানে মাত্র ৪% প্রতিবন্ধী শিশু স্কুলে যাচ্ছে- (সূত্র- সি.এস.আই.ডি-২০০২) । ইউনেস্কো এর একটি সুপারিশ অনুসারে মোট প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর ৮০%কে সহায়তা দিলে সাধারণ বিদ্যালয়ে একীভূতকরণ সম্ভব (নিয়াফাত-২০০১)

১৯৮৯ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত শিশু অধিকার সনদে শিক্ষা লাভের অধিকারকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। সবার জন্য ঘোষিত হয়েছে বাধ্যতামূলক শিক্ষা, প্রতিবন্ধী শিশু কি এর আত্ততাভূক্ত হয়েছে? মেয়েদের অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থারও প্রতিবন্ধী মেয়েদের অর্ন্তভূক্তি ঘটেনি।

Dhaka University Institutional Repository

এমনিভাবে শিশু অধিকার সনদ থেকে শুরু করে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে বৈষম্যের চিত্র কম-বেশী পরিলক্ষিত হয়। যা সমাজে মানসিক অবস্থান সৃষ্টিতে বিঘ্ন ঘটছে। শিশু অধিকার সম্বলিত জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক ঘোষণা সমূহ প্রতিবন্ধী শিশুর জীবনমান উন্নয়নে তেমন বাস্তব প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় না। ইউনেস্কোর এক গবেষণায় দেখা যায় উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রতিবন্ধী শিশুদের মাত্র ১-২% শিক্ষা লাভ করছে শিক্ষার অবনতিশীল অবস্থা সমাজে অবস্থান ও অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে করুণ অবস্থা উপলব্ধি করা যায়।

সি .এস .আই. ডির এক গবেষণায় দেখা যায় যে, প্রাথমিক পর্যায়ের দৃষ্টি প্রতিবন্ধী (প্রাপ্তগড় নম্বর ৭১%) এবং শ্রবণ প্রতিবন্ধী (প্রাপ্ত গড় নম্বর ৭০%) শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতা অপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের (প্রাপ্ত গড় নম্বর ৭৮%) নিকটবর্তী। কেবলমাত্র বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা (প্রাপ্তগড় নম্বর ৩২%) ফলাফলে কিছুটা পিছিয়ে পড়েছে। শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুদের উপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনষ্টিটিউটের করা আরেকটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, যেসব শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী যারা স্বচেষ্টায় নিজেদেরকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় একীভূত করেছে তাদের পরীক্ষার ফলাফলে দেখা যায় যে, ২৭% মেধাবী, অপ্রতিবন্ধী শিশুদের পরীক্ষায় ফলাফলের বন্টনের মতোই।

প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী নিজেদের উন্নয়ন সমাজে তথা রাষ্ট্রীয় উন্নয়নের ব্যাপারে যতবেশী সুযোগ পাবে ততবেশী গ্রহণযোগ্যতা লাভ করবে, পাশাপাশি সুস্থ মানসিকতা বিরাজ করবে। অধিকার ভোগ এবং কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়ে সুষ্ঠ সুন্দর মানসিকতার বিকাশ ঘটাতে পারে। সমাজে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সৌহার্দপূর্ণ সহঅবস্থান ও আত্মিকতার সুদৃঢ় অবস্থার আলোকে স্বাভাবিক মানসিকতায় পৌঁছাতে সক্ষম। সমাজ তথা রাষ্ট্র তাদের পাশে এসে উৎসাহ যোগানোর চেষ্টা করছে, যে সমাজে ও রাষ্ট্রে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর বিষয়টি যতবেশী গুরুত্ব পাচ্ছে সেই সমাজে তাদের মানসিকতার উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। সুস্থ সুন্দর মানসিকতা বিকাশে সমাজের উপাদান সমূহ ভোগের অধিকার নিশ্চিত করা বাঞ্চনীয়। অস্বস্তি অতৃপ্তিতে ভোগার ফলে একজন মানুষের নৈতিকতাই শুধু প্রভাব পরে না। মানসিকতায় চরম হতাশা সৃষ্টি করে সামাজিক নিরাপত্তা, আচার-আচরণ, নিষ্ঠা ইত্যাদি বিষয়ে প্রতিবন্ধী শিশুর প্রতি যাতে বিরূপ মন্তব্য করা না হয় সে বিষয়টি সকলকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তার সুন্দর মানসিকতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আশেপাশে সকলের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও দায়িত্বশীল হওয়া প্রয়োজন। একজন প্রতিবন্ধী শিশু বেড়ে উঠার মধ্য দিয়ে তার পথসোপান কতটা সুন্দর ও স্বাভাবিক তার উপর নির্ভর করে তার মানসিক অবস্থা। একটি শিশু চেতনায় উদ্ধুদ্ধ হয়ে অধিকার লাভের নিরন্তর প্রচেষ্টা চালায়। ভাল-মন্দ, ন্যায়-

Dhaka University Institutional Repository

অন্যায়, বয়সের তারতাম্যতার সাথে সাথে বুঝতে শুরু করে। শুধু মাত্র প্রতিবন্ধীতার কারণে সমঅধিকার থেকে সে বঞ্চিত এবং সমাজের সমঅংশ গ্রহণের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

ফলশ্রুতিতে শিশুর মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হতে থাকে সে নিজেকে দুর্বল চিত্তের মনে করে কারণ সমাজে তার অবস্থান আর দশজনের মত স্বাভাবিক নয়। শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে শুরু করে শিশু বিনোদনের সকল ক্ষেত্রে, শিশু মেলা, শিশু পার্ক, চিড়িয়াখানা, শিশু একাডেমী, যাদুঘর সহ বিভিন্ন জায়গায় লক্ষ্য করা যায়। এই বৈষম্যই তার মন-মানসিকতা ক্রমান্বয়ে হতাশার আবরণে আচ্ছাদিত করে তখন স্বাভাবিক শিশুর তুলনায় তার গতি পথ পরিবর্তিত হয়। বেড়ে উঠার শুরুতেই সমাজের অনিয়ম ও দূরাবস্থা তার কোমল মন-মানসিকতায় ধাক্কা দেয়, সমাজে খাপ খেয়ে চলতে ব্যর্থ হয়। সবার সাথে শিক্ষালাভের সুযোগ পায় না যা তার মন-মানসিকতায় এক ধরনের আস্থাহীনতা দেখা দেয়। শুধুমাত্র সমাজ অব্যবস্থার কারণে একজন প্রতিবন্ধী শিশুর বিভিন্ন ক্ষেত্রে যখন আলাদা পরিবেশ গড়ে উঠে তখন তার মান-মানসিকতা স্বাভাবিক শিশুর তুলনায় বিরূপ রেখাপাত করে, যা তার সহজ ও সুস্থ ভাবে বেড়ে উঠার অন্ত রায়।

৫.৭ শিশু বিষয়ক বিভিন্ন অনুষ্ঠানঃ একটি শিশুর সুচারু রূপে বেড়ে উঠার ক্ষেত্রে উৎসাহ অনুপ্রেরনা ও দিক নির্দেশনা যোগায়। মন-মানসিকতায় যোগ করে নতুন মাত্রা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক প্রতিভা ও সৃজনশীলতা গড়ে তুলতে সহায়তা করে। ঐ সব জায়গায় একজন প্রতিবন্ধী শিশু সহজে সুযোগ পায় না, যদিও সুযোগ পায় তা ভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার, ফলশ্রুতিতে সবার মত সামাজিক অবস্থান তৈরী করতে পারে না। আবার কেউ কেউ একজন প্রতিবন্ধী শিশুকে তার স্বাভাবিক শিশুর সাথে মেলামেশাতে প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্যভাবে বাধাদান করে যা প্রতিবন্ধী শিশুটির মানসিকতা বিকাশে ব্যাঘাত ঘটায়। সমাজে প্রতিবন্ধী শিশুর মানসিক অবস্থান গড়ে তোলার পিছনে অভিভাবকদের ভূমিকার উপর বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিবেশীর সহযোগিতা ও আন্তরিকতা প্রতিবন্ধী শিশুর সুস্থ স্বাভাবিক মানসিক অবস্থান তৈরীতে সহায়তা ও উৎসাহ যোগায়।

৫.৮ প্রতিবন্ধী শিশু এবং তার মনস্তাত্ত্বিক অবস্থান বিশ্লেষণঃ পরিবার থেকেই শুরু হয় শিশুর হাতে খড়ি। সাধারণ শিশুর সঙ্গে শুরুতেই প্রতিবন্ধী শিশুর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, মা- বাবার অভিজ্ঞতা বা অজানার ফলে সাধারণ শিশুর জন্য করণীয় সহজ ব্যাপার কিন্তু প্রতিবন্ধী শিশুটির জন্য কি করতে হবে? তার

Dhaka University Institutional Repository

জীবনমান উন্নয়ন প্রক্রিয়া কি হবে? সমাজের সঙ্গে খাপ-খাওয়াতে হলে কি করার প্রয়োজন? এ ব্যাপারে সমাজ তথা-রাষ্ট্রীয় গাইড লাইন বা কোন নির্দেশিকা নেই, প্রচার মাধ্যমে, নেই কোন অনুষ্ঠান, যে অনুষ্ঠান দেখে বা শুনে পরিবার তথা সমাজ এমনকি দেশের মানুষ প্রতিবন্ধী শিশুর সম্বন্ধে সঠিক ধারনা পেতে পারে।প্রতিবন্ধী শিশু সম্পর্কে সঠিক ধারনার অভাবে সময় মতো তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ বা ভূমিকা পালন করা সম্ভব হয়ে উঠে না। ফলে সাধারণ শিশুর তুলনায় একটি প্রতিবন্ধী শিশু সার্বিক ভাবে পিছিয়ে পরে। এই অজানা বিষয়গুলো পরবর্তীতে অবহেলায় পরিনত হয়।

সঠিক সময় শিক্ষা লাভ থেকে শুরু করে সর্বক্ষেত্রে বাঁধা-বিঘ্নের শীকার হয় যা কোমল অবস্থা থেকে বেড়ে উঠার সাথে সাথে মনমানসিকতার উপর গভীর ভাবে প্রভাব ফেলতে থাকে।প্রতিবন্ধী শিশুর মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা প্রকৃত পক্ষে ভয়াবহ অনিশ্চিত ভবিষ্যত রচনা করে। পোশাক পরিচ্ছেদ, শখের সামগ্রী, নিত্যব্যবহার্য, সামগ্রী সাধারণ শিশুর মতো যত্ন ইত্যাদি প্রাপ্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠার ফলে মনস্তাত্ত্বিক অবস্থায় বিষাদের ছায়া লক্ষ্য করা যায়। একটি শিশু বেড়ে উঠার সাথে সাথে তার আনুসাংঙ্গিক বিষয়গুলো কতটুকু পেয়ে থাকে তার উপর নির্ভর করে মনমানসিকতার বিকাশ ধারা। প্রাথমিক অবস্থায় একটি শিশুর অসুস্থতা বা অসুবিধা হলে প্রায় মা বাবাই চিন্তাম্বিত হয়ে পড়ে এবং তাদের মনমানসিকতার উপরে গভীর প্রভাব ফেলে, বিশেষ করে গ্রামের ক্ষেত্রে বিষয়টি বেশী লক্ষ্য করা যায়। এ অবস্থায় ডাক্তারের পরামিশ বা স্মরর্ণাপন্য হওয়ার ক্ষেত্রে উদাসীনতা বা ধীরগতির কারণে শিশুটির অবস্থার ক্রমবনিত ঘটতে থাকে। অভিভাবকরা মনে করেন এটা সাধারণ ব্যাপার, আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে যাবে। এর মধ্যেই শিশুটি কোন না কোন ভাবে প্রতিবন্ধীতার পর্যায়ে পৌঁছে যায়। সাধারণ শিশুর চেয়ে আকার আকৃতি, আচার-আচরণ, চাঞ্চল্যতা,ছোটাছুটি, খেলাধূলা, হাসি-কান্না, দৃষ্টিশক্তি, বুদ্ধি বিকাশ, শরীরের কোন অঙ্গহানী ইত্যাদি কোন না কোন ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতার স্বীকার হয়। এই শিশুই ব্যতিক্রমধর্মী শিশু হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। অভিভাবক চিকিৎসকের নিকট নিয়ে যাওয়ার পর তাকে দীর্ঘদিন চিকিৎসা দিতে হবে কিংবা তার সুস্থ হওয়ার অনিশ্চিয়তা মা বাবা তথা পরিবারকে গভীর ভাবে ভাবিয়ে তুলে যা পরবর্তীতে ঐ শিশুটির মনমানসিকতার উপর প্রভাব বিস্তার করে।

আর্থিক সমস্যা ঃ আর্থিক সংগতি-অসংগতির উপর অনেকাংশে চিকিৎসা নির্ভর করে। অভিভাবকের প্রাথমিক উদাসীনতা বা অবহেলা কিংবা অজ্ঞতা শিশুটি গড়ে উঠার ক্ষেত্রে মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ের উপর রেখাপাত করে। চিকিৎসকের কাছে তারা উপস্থাপন করে এভাবে, মনে করেছিলাম আস্তে আস্তে ভাল হয়ে যাবে কিন্তু যতক্ষণে চিকিৎসকের স্মরনার্পন্ন হয়েছে ততক্ষণে তার প্রাথমিক চিকিৎসার বয়স পার হয়ে

Dhaka University Institutional Repository

গেছে। যখন শুনে তার দীর্ঘদিন চিকিৎসা করানো লাগবে তখনি আর্থিক সংগতির কথাটি চলে আসে। একটি প্রতিবন্ধী শিশুর জন্ম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর লালন পালন, শিশুর জন্য ব্যয়াধিক্য, গৃহ সমস্যা, শিশুকে সর্বদা লক্ষ্য রাখা, শিশুর জন্য হাঁটাচলার ব্যবস্থা করা, ভর্তির জন্য বিদ্যালয় ঠিক করা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, শিশুর ভবিষ্যৎ ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে পরিবারে শুরু হয় দন্দ্ব। ফলে শিশুর প্রতি পিতা-মাতার অনুভূতি এবং মনোভাবের মধ্যে পরিবর্তন ঘটে। এই নেতিবাচক মনোভাব পিতা-মাতা থেকে শুরু করে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। যা প্রতিবন্ধী শিশুর ভবিষ্যত পথ চলা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। সাথে সাথে অভিভাবকরা চিন্তিত্ব হয়ে পড়েন তাহলে কি আমার শিশুটি ভাল হবে না? এ অবস্থায় শিশু ও অভিভাবক উভয়েই মনস্তাত্ত্বিক ভোগান্তির স্বীকার হয়।

প্রতিবন্ধী শিশুর কারণে পিতা-মাতাকে একদিকে সংগ্রাম করতে হয় নিজের সঙ্গে এবং অন্যদিকে সংগ্রাম করতে হয় নিজেদের পরিবারের ও সমাজের সঙ্গে। মন-মানসিকতা দুর্বল করার ক্ষেত্রে আমাদের দেশে কুসংস্কার, ভ্রান্ত-ধারণা, অপ্রত্যাশিত, ঝগড়াঝাটি, মানুষের বক্তব্য যথেষ্ট। আরো বদ্ধমূল ধারণা রয়েছে যে, গর্ভকালীন বা জন্মগত ভাবে অসুস্থ হলে তা ভাল হয় না। এই কুসংস্কার মূলক ধারণা একটি প্রতিবন্ধী শিশুর মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপারে মনের উপর বিরূপ ধারণার জন্ম দেয়। পাশাপাশি প্রতিবন্ধীতা জনিত সমস্যার ফলে শিশুর মাতৃত্বের চিরন্তন ক্ষুধাকে নিবৃত্ত করতে অসমর্থ হওয়ায় মা ও শিশুর চিরন্তন সম্পর্কের মধ্যে ফাটল ধরে এবং জন্ম নেয় এক চরম অবসাদ, সর্বগ্রাসী হতাশা, পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস এবং নিরাপত্তাহীনতা তার অভিভাবক পরিবার আত্মীয়-স্বজন এমন কি হিতাকাঙ্ক্ষী প্রত্যেকের মধ্যে দুঃচিন্তা বাড়তেই থাকে। অথচ চিকিৎসা পদ্ধতিতে এই কুসংস্কারের কোন ভিত্তিই নেই। কিন্তু এই কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে অনেক অভিভাবকই চিকিৎসা থেকে বিমূখ হয়েছে ওঝা ও হাতুড়ে ডাক্তারের উপর স্মরণাপন্ন হয়ে অকালে শিশুটির ভবিষ্যত সম্ভাবনার পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে।

সমাজে প্রতিবন্ধী শিশুর জন্য অপর্যাপ্ত সুযোগ এবং প্রতিবন্ধীতার প্রতি সমাজের নেতিবাচক মনোভাবের কারণে অচিরেই পিতা-মাতা অনুভব করতে পারেন যে, তাদের সন্তান কখনই তাদের সযত্নে লালিত প্রতাশাকে পূরণ করতে পারবে না এবং অপরদিকে সামাজিক ও ধর্মীয় অনুপ্রেরনার কারণে সন্তানের জন্মদান সম্বন্ধে তাদের মনে সৃষ্টি হয় পাপবোধ, দুঃখ এবং লজ্জা। এছাড়াও পিতা-মাতার মৃত্যুর পর কে তাদের গভীর বা গুরুতর মাত্রার প্রতিবন্ধী শিশুর দেখাশোনা করবে এ নিয়েও পিতা-মাতা চিন্তান্বিত হয়ে পড়ে। পিতা-মাতার মধ্যে এই হতাশা এবং সংকটজনক অবস্থা আসে প্রকৃত পক্ষে প্রতিবন্ধী শিশু সম্বন্ধে এক চাপা পারিবারিক দন্দ্ব হতে। প্রতিবন্ধী শিশু যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা বঞ্চিত, এমনকি রাষ্ট্রের বলিষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

উদ্যোগ বা অব্যবস্থাপনার কারণে সমশিক্ষার এবং সাধারণ শিশুর সাথে সমঅধিকার থেকে সর্বক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ অবস্থায় রয়েছে। বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যেসব শিশু স্বল্পমাত্রায় সুযোগ পাচ্ছে তাও বিলম্বে। তাদের বিলম্বে লেখাপড়া শুরু হয়। কোনমতে ঐসব প্রতিষ্ঠানে তাদেরকে দিতে পারলে প্রায় অভিভাবকরা মনে করেন আমাদের দায়িত্ব এখানেই শেষ, এখন তারাই সবকিছু করবে এমনকি দেখা স্বাক্ষাতের প্রয়োজনও তেমন মনে করে না। ফলে একটি শিশুর চাহিদা মেটাতে পরিবার দায়িত্বহীনতার পরিচয় দেয়। প্রতিবন্ধীতার কারণে শিশুটির প্রতি অবহেলা, অনাদর, সাধ আহ্লাদ, অধিকার থেকে বঞ্চিত করে তার মন-মানসিকতার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। বাধ্য হয়ে প্রতিবন্ধী শিশুর নিজের শিক্ষার ব্যাপারে নিজেকেই দায়িত্ব নিতে হয়। প্রতিষ্ঠানগুলোর দায়িত্ব পালনে সীমাবদ্ধতা, পাশাপাশি পরিবার থেকে বিচ্ছিন্নতার ফলে, প্রতিবন্ধী শিশুর বিকাশ পথকে ভাবনায় আচ্ছাদিত করে। কোন কোন ক্ষেত্রে সারাজীবনই শিশুর প্রতি পিতা-মাতার মনোভাব নেতিবাচকই থেকে যায়। প্রতিবন্ধী শিশুর বিকাশ পথ অত্যন্ত পিচ্ছল, ভঙ্গুর ও দুর্গম অবস্থার মধ্যে দিয়ে অতিক্রান্ত হয়। দুর্বল মন-মানসিকতা দিয়ে গড়ে উঠার ফলে জীবন চলার ক্ষেত্রে হতাশা, অনিশ্চয়তা, শিশুটিকে কঠিন ধুম্রোজালে ঘিরে ফেলে। এ অবস্থা থেকে মুক্ত হতে যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন। সহায়ক উপকরণ, পরিবেশ পরিস্থিতি সুষ্ঠ সমাজ ব্যবস্থা, ব্যাপক সচেতনতা, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রের ইতিবাচক শিশু বিষয়ক ভূমিকার সাথে সাথে প্রতিবন্ধী শিশুদের সাথে সম্পৃক্ত করা।

রাষ্ট্র, সরকারী ও বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা তথা সংবাদ মাধ্যম, রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক নেতৃবৃন্দকে শিশু অধিকারের প্রতি দায়িত্বশীল, অঙ্গীকারবদ্ধ করে এবং তাদের ভূমিকার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করণে অবদান রাখা। সাধারণ শিশুর পাশাপাশি পিছিয়ে পড়া প্রতিবন্ধী শিশুর কথা লক্ষ্য যায় না ফলশ্রুতিতে বিশাল পদক্ষেপ থেকে প্রতিবন্ধী শিশুর অংশগ্রহণ এবং সম্পৃক্ততা অনিশ্চিত যা প্রতিবন্ধী শিশুর অধিকার নিশ্চিত করণের ক্ষেত্রে মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ে কাজ করে।

স্নেহ, ভালবাসাঃ স্নেহ, ভালবাসা, সহানুভূতি, প্রবৃত্তি, হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলি বিকশিত করার প্রধান কাজ পরিবারের কিন্তু সাধারণ শিশুর মত প্রতিবন্ধী শিশুর বিকাশ না ঘটায় এগুলো সম্ভব হয়ে উঠে না। প্রয়োজনের মূহুর্তে পরস্পর এমনকি পরিবারের সহযোগিতার ক্ষেত্রে শিশুটির অংশগ্রহণে সক্ষম হয় না। যা পরিবারের অন্তরঙ্গ পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এখানে পরিবার ও প্রতিবন্ধী শিশুটির মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার প্রকাশ পায়।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৯ রাষ্ট্রে একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অবস্থান, অধিকার এবং অবহেলাঃ- সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হচ্ছে রাষ্ট্র। প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী প্রফেসর বার্গেছ বলেন, রাষ্ট্র হচ্ছে মানব জাতির এমন এক অংশ যা ঐক্যবদ্ধভাবে সংগঠিত। মানুষের জন্যই সমাজ, মানুষের জন্যই রাষ্ট্র, রাষ্ট্রে একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অবস্থান তার অধিকার এবং অবহেলা নির্ভর করে অংশগ্রহণ এবং অধিকার প্রাপ্তির ভিত্তিতে। যে কোন একটি সমাজের চাহিদা এবং আশা-আকাংঙ্খা বাস্তবায়িত করতে হলে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইন প্রণয়নের প্রয়োজন হয়। বাস্তবে দেখা গেছে যে, আইনের সহায়তা ছাড়া নতুন কোন চিন্তাধারাকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা ও বাস্তবায়িত করা প্রায় অসম্ভব। রাষ্ট্রে একজন প্রতিবন্ধীর অবস্থান তৈরীর ক্ষেত্রে সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী নীতি-নির্ধারক, আইন প্রনয়ন প্রতিটি স্তরের ব্যক্তিবর্গের দায়িত্ব অপরিসীম। রাষ্ট্রের চারটি উপাদান ছাড়া যেমন রাষ্ট্রের পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে না তেমনি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অবস্থান অধিকার নিশ্চিত অবহেলা দূরকরণ ব্যতীত রাষ্ট্রের সমউন্নয়ন লক্ষ্য মাত্রা অর্জনে পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। একজন মানুষ পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রে মানুষ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে তাই একজন মানুষকে প্রথমেই মানুষ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

বিভিন্ন কারণে একজন ব্যক্তি প্রতিবন্ধীতা বরণ করে বা শীকার হয়। শুধু মাত্র প্রতিবন্ধীতার কারণে তার অবস্থান পরিপার্শ্বিকতা অধিকার বৈষম্যমূলক বা আলাদা আঙ্গিকে বিবেচিত কাম্য নয়। সবার মত একজন প্রতিবন্ধী মানুষ রাষ্ট্রে সার্বজনীন অধিকার ভোগ এবং কর্তব্য পালন করবে এটাই স্বাভাবিক। রাষ্ট্রে অবস্থান গত দিক বিশ্লেষণ করলে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর ব্যাপারে রাষ্ট্রের বলিষ্ঠ পদক্ষেপমূলক ভূমিকা পালনের অভাব, অধিকার সংরক্ষণে যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা, ধীরগতি, মৌলিক অধিকার সহ সকল প্রকার অধিকার নিশ্চিত করার ব্যাপারে সন্তোষজনক অবস্থা লক্ষ্য করা যায় না। রাষ্ট্রে অবস্থান তৈরীর ক্ষেত্রে একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি প্রতিনিয়ত চরম বাঁধাবিঘ্নের স্বীকার। রাষ্ট্রের নিকট আবেদন রাখছি যে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহায়ক পরিবেশ প্রবর্তন, জীবনের সর্বক্ষেত্রে পূর্ণমাত্রায় কার্যকর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্য ও যোগাযোগ সহ সকল প্রকার বিদ্যমান বৈষম্য দূরীকরণের মাধ্যমে সরকার রাষ্ট্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অবস্থান সুদৃঢ় করতে পারে। শিক্ষা থেকে শুরু করে কর্মসংস্থান, পূর্ণবাসন, সর্বক্ষেত্রে বৈষম্য ও বাঁধাবিঘ্নের স্বীকার। এই পরিস্থিতিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অবস্থা দূর্বিষহ ও কষ্টসাধ্য এবং মানবেতর জীবনযাপন লক্ষ্য করা যায়। প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে রাষ্ট্রের গৃহীত পদক্ষেপ এবং উন্নয়ন মূলক বিভিন্ন ঘোষণার কার্যত বাস্তবে ফলাফলের মধ্যে বিশাল পার্থক্য রয়েছে। ফলে তাদের অবস্থান রাষ্ট্রে সুদৃঢ় হবার পরিবর্তে দুর্বল হয়ে পরছে। উন্নয়নের বিভিন্ন ঘোষণা, বিভিন্ন সেমিনার, গনমাধ্যম,

Dhaka University Institutional Repository

সংবাদপত্র ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকাশ পায়। লোকমুখে আলোচিত হতে থাকে এই সরকার প্রতিবন্ধীদের জন্য অনেক কিছু করছে কিন্তু একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যখন সাধারণ মানুষকে বুঝাতে চায় যে, এটা এখনও বাস্তবায়িত হয়নি, অনেকেই তা বিশ্বাস করতে চায় না। যা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অবস্থানগতভাবে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। সরকার যায় সরকার আসে তাদের কাংঙ্খিত অবস্থান ও ভাগ্যোন্নয়নে ক্ষেত্রে তৈরী হয় না। এ অবস্থা প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর কাম্য নয়। বাজেট প্রনয়ণে প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নের বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্থান পায় না। নির্দিষ্টভাবে তাদের জন্য কোন বরাদ্দ থাকে না। ফলে উন্নয়নমূলক বিভিন্ন ঘোষণা সরকারের বিদায়ের সাথে সাথে বিদায় নেয়, পরিসমাপ্তি ঘটে, ফাইল আবদ্ধ থাকে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নের বিষয়টি অর্ন্তভূক্ত হয় না। তাই সকলের সাথে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অবস্থান সমভাবে উন্নয়ন পরিকল্পনায় আসে না। রাষ্ট্রে অবস্থানের শিক্ষাগত দিক তুলে ধরলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠবে। শিক্ষা মানুষের জন্মগত অধিকার এবং যে কোনো সমাজ বা রাষ্ট্র তার প্রতিটি শিশুকে শিক্ষাদানের জন্য সামাজিক ও নেতিবাচক ভাবে দায়বদ্ধ। যে কোনো একটি মানবতাবাদী রাষ্ট্র তার অধীন সকল প্রকারের প্রতিবন্ধী শিশুদের সকল প্রকারের শিক্ষা ও পূর্ণবাসন দানের জন্য সার্বিকভাবে দায়বদ্ধ। কিন্তু এই দায়বদ্ধতা প্রাচীনযুগের শিক্ষাব্যবস্থায় ছিল না। পাশ্চাত্যের শিক্ষার ইতিহাসে স্পার্টাতে দেখা যায়, যেহেতু প্রতিবন্ধীরা দেশ রক্ষার প্রয়োজনে যুদ্ধে অংশ গ্রহণে অক্ষম সুতরাং রাষ্ট্র প্রতিবন্ধীদের বেঁচে থাকার অধিকারকেই স্বীকার করেনি। ফলে শিশু প্রতিবন্ধী হলে হত্যা করা হত এবং কন্যা শিশুদের ভবিষ্যত মিলিটারিদের ব্যবহারের জন্য বাঁচিয়ে রাখা হত। অর্থাৎ সার্বিক ভাবে সে সময়ে প্রতিবন্ধীদের প্রতি সমাজ ও রাষ্ট্রের নেতিবাচক মনোভাবই প্রকাশিত ছিল।

বর্তমানে প্রতিবন্ধী শিশুদের চাহিদা, দক্ষতা, ক্ষমতা ও অনুরাগ অনুযায়ী যে শিক্ষা দানের কথা বলা হয় তার পেছনে রয়েছে শিশু মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে নিত্য নতুন গবেষণা থেকে প্রাপ্ত সিদ্ধান্ত বিশেষত প্রতিটি শিশুর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য বোধের ধারনা। সমাজ বর্তমানে পাশ্চাত্যের প্রতিবন্ধী শিশুকে হত্যা করার জঘন্য মনোভাব এবং পরবর্তীকালের প্রতিবন্ধীকে দয়া ও করুণা করার মনোভাব থেকে অনেক ধীরে ধীরে হলেও সরে এসেছে। এখন প্রতিবন্ধীদের প্রতি সমাজের মনোভাব হল সকল প্রতিবন্ধী শিশুকে প্রথমে শিশু হিসেবে দেখতে হবে এবং শিশু হিসেবে তার চাহিদা, দক্ষতা ও অনুরাগ অনুযায়ী তার জন্য শিক্ষা ও পূর্ণবাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। আর এজন্য যে কোন সমাজ ও রাষ্ট্র অবশ্যই দায়বদ্ধ। এ ব্যাপারে ব্যতিক্রমধর্মী শিশু বইটিতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। রাষ্ট্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অবস্থান বিশ্লেষণে শিক্ষার চিত্রটি তুলে ধরছি।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার হার অতি নগন্য এবং পশ্চাৎপদ। তাদের শিক্ষার বিষয়টি মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত বিশেষ করে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা ব্যবস্থা সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সমাজসেবা অধিদপ্তরে থাকায় শিক্ষাখাতে বরাদ্দকৃত অর্থবাজেট ভোগের অধিকার থেকে বঞ্চিত। এমনকি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় তাদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দিক দিয়ে সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সাধারণ শিশু /ব্যক্তির শিক্ষার হার বৃদ্ধির জন্য ব্যাপকভাবে সরকারী- বেসরকারী পর্যায়ে সচেতনতা মূলক বিভিন্ন প্রচারনা চালানো হয়। অথচ প্রতিবন্ধী শিশু / ব্যক্তিদের শিক্ষার হার বৃদ্ধির ব্যাপারে রাষ্ট্রের ভূমিকা তেমনভাবে লক্ষ্য করা যায় না, যা সত্যি দুঃখজনক ভাবনার বিষয়।

প্রতিবন্ধী শিশু/ব্যক্তিদের শিক্ষার হার কত সে ব্যাপারে কোন পরিসংখ্যান নেই। তাই রাষ্ট্রে তাদের অবস্থান শক্তিশালী করার ব্যাপারে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন অপরিহার্য। একজন ব্যক্তির বেলায় তার পরিবার, সমাজে সুদৃঢ় শক্তিশালী অবস্থান তৈরীর জন্য আর্থিক স্বচ্ছলতা অন্যতম কিন্তু একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির বেলায় এই বিষয়টি অত্যন্ত নাজুক ও দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় রয়েছে। কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে চরম বাধাবিঘ্ন, বৈষম্য, অবহেলা, কর্মক্ষেত্রে যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা। জাতীয় কর্মকান্ডে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তেমন অংশগ্রহণের সুযোগ নেই বললেই চলে অথচ অংশগ্রহণের মাধ্যমেই পারস্পরিক সম্পর্ক সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশ আন্তরিক ও আস্থাশীল মানসিকতা গড়ে উঠে। সাথে সাথে দক্ষ জনশক্তিতে পরিনত হয়। বিভিন্ন জাতীয় দিবস ও বিশেষ দিনগুলো তাদের অংশ গ্রহণের উদ্যোগ থাকে না, সর্বত্র অবাধ বিচরন ঘটে না। যানবাহনের যাতায়াত, রাস্তাঘাট, অট্টালিকা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন বিনোদন কেন্দ্রসহ সাধারণ মানুষের পাশাপাশি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মুক্ত চলাচল ও প্রবেশগম্যতা সহজসাধ্য নয়। মর্যাদার আসনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অবস্থান গড়ে তোলার ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ব্যক্তিত্ব পর্যায়ের প্রতিবন্ধী ব্যক্তি আমন্ত্রিত হয় না।

এ থেকে বুঝা যায় যে, রাষ্ট্রে তাদের অবস্থা ও মর্যাদা কোন পর্যায়ে রয়েছে অন্যান্য রাষ্ট্রের সুযোগ প্রাপ্ত প্রতিবন্ধীদের তুলনায় আমাদের রাষ্ট্রের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী সুষ্ঠ সুন্দর অধিকারের সুযোগ সুবিধা থেকে অনেক দূরে। রাষ্ট্রীয়ভাবে পরিচালিত “আদমশুমারী” জরিপের মাধ্যমে জনসংখ্যা একাধিকবার গণনা হওয়া সত্ত্বেও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সঠিক সংখ্যাটি আজও জানা যায়নি। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে আন্তরিক প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় না। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে ধীরগতি অবহেলার কারণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের রাষ্ট্রে অবস্থান তৈরীর ক্ষেত্রে অধিকারের অনিশ্চয়তা ও অবহেলার চরম পরিনতির পাশ কাটিয়ে সুষ্ঠভাবে অবস্থান গ্রহণ করা সম্ভব নয়। সবার সাথে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর আশা-

Dhaka University Institutional Repository

আকাংঙ্খার প্রতি রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও গুরুত্ব থাকতে হবে। তাদেরকে বঞ্চিত রেখে সমউন্নয়ন করা সম্ভব নয় তারা এই রাষ্ট্রের অংশীদারীত্ব। তাদেরকে অধিকার ভোগের সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্ব পালনের উপযোগী করে গড়ে তোলার মধ্যদিয়ে বুঝাতে হবে যে, সাধারণ মানুষের মত একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরও রাষ্ট্রে শান্তিপূর্ণ অবস্থান রয়েছে। যতদিন পর্যন্ত একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির রাষ্ট্রীয় অধিকার ভোগের সুযোগ, দায়িত্ব পালন, মুক্ত চলাচলের স্বাধীনতা অর্জিত না হবে ততদিন পর্যন্ত অবহেলার চিত্রটি প্রকাশ পেতেই থাকবে। সুষ্ঠ সুন্দর শান্তিপূর্ণ পরিবেশে জীবনযাপনের জন্য সাধারণ নাগরিকের পাশাপাশি তাদের অংশগ্রহণ সর্বত্র নিশ্চিত করা এবং ভূমিকা পালনের সুযোগ-সুবিধার থাকতে হবে। এর মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রে একজন প্রতিবন্ধীর অবস্থান স্বীকৃত হবে। অধিকার প্রদান ও কর্তব্য পালনের মাঝে সুদৃঢ় অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অবস্থান, অধিকার নিশ্চিত করার দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৫.১০ আন্তব্যক্তিক সর্ম্পকঃ পরিবার, প্রতিবেশী, আত্মীয় স্বজন, হিতাকাংঙ্খী, প্রিয়জন, বন্ধুমহল সহ সকলের সঙ্গেই জীবন চলার পথেই আচার-আচরন, নম্রতা, ভদ্রতা, সহমর্মীতা, ধৈর্যশীলতা, নৈতিকতা, স্নেহ-মমতা, নমনীয়, দয়া, অনুভূতি, ন্যায়-নিষ্ঠা, সহানুভূতি, ইত্যাদি গুনাবলীর সমন্বয়ে পরিবারের সঙ্গে পরিবার, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তি, সমাজের সঙ্গে সমাজের সর্ম্পকের সেতু বন্ধন গড়ে উঠে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এ সকলের আওতাভূক্ত। এই গুনাবলীর ভিত্তিতে আন্তব্যক্তিক সর্ম্পকের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীতা কোন সমস্যা বা বাঁধা নয়। ব্যক্তি বিশেষ সর্ম্পকের উন্নতি ও অবনতি নির্ভর করে। উল্লেখিত গুনাবলীর চর্চা থাকলে যে কোন পরিবার, ব্যক্তি সমাজের সঙ্গে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সঙ্গে আন্তব্যক্তিক সর্ম্পক করার ব্যাপারে কোন সমস্যা থাকার কথা নয়।

আন্তব্যক্তিক সর্ম্পকের ক্ষেত্রে একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রতিভা, আচার, ব্যবহার, শিক্ষা, ভদ্রতা, নৈতিকতা, দক্ষতা, যোগ্যতা, বাক-পারদর্শিতা ইত্যাদি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। সাধারণ ব্যক্তির প্রতিষ্ঠা, আর্থিক স্বচ্ছলতা, কর্ম ও সম্মান লাভের বেলায় যেমন সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে, অনুরূপ একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির বেলাও ব্যতিক্রম নয়। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে একজন শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত, আর্থিক স্বচ্ছলতা সম্পন্ন ব্যক্তির সঙ্গে সাধারন মানুষের আন্তব্যক্তিক সর্ম্পক লক্ষ্য করা যায়। তেমনিভাবে একজন প্রতিষ্ঠিত শিক্ষিত ও স্বচ্ছল, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সঙ্গেও আন্তব্যক্তিক সর্ম্পক কোন ক্ষেত্রে কম নয়। পারস্পরিক বিশ্বাস, আস্থা, অভিজ্ঞতা, শ্রদ্ধা ইত্যাদির সমন্বয়ে একজন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন প্রভাবশালী

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সঙ্গে আন্তব্যক্তিক সম্পর্ক সমাজের সর্বস্তরে এমনকি রাষ্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায়। দেশে-বিদেশে এ রকম বহু প্রতিবন্ধী ব্যক্তি রয়েছেন। যারা নিজেদের যোগ্যতা বলে সমাজে সম্মান জনক আসন করে নিয়েছেন নিজে আলোকিত হয়েছেন এবং অন্যান্যদের আলোকিত করেছেন। একজন উচ্চ শিক্ষিত প্রতিবন্ধী সুপ্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ পেলে নিজে তথা সমাজে অন্যান্যদের আন্তব্যক্তিক সম্পর্ক সুপ্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে তুলনামূলকভাবে অগ্রনী ভূমিকা পালনে সক্ষম। আন্তব্যক্তিক সম্পর্কের ব্যাপারে প্রতিবন্ধীতা কোন সমস্যা নয়। যার জলন্ত দৃষ্টান্ত রয়েছে আমাদের দেশেই, (দৃষ্টি প্রতিবন্ধী) জনাব মনসুর আহমেদ চৌধুরী- পরিচালক ইমপেক্ট ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, (শারীরিক প্রতিবন্ধী) জনাব মোশাররফ হোসেন- কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ এডিডি, (দৃষ্টি প্রতিবন্ধী) এ্যাডভোকেট মোশাররফ হোসেন মজুমদার- সুপ্রীম কোর্ট বাংলাদেশ, (শ্রবণ প্রতিবন্ধী) জনাব খালেদ ওসমান- প্রাক্তন সহ-সভাপতি জাতীয় বধির ফেডারেশন বাংলাদেশ, (শারীরিক প্রতিবন্ধী) জনাব খন্দকার জহুরুল আলম-সভাপতি জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম (এন.এফ .ও.ডব্লিউ. ডি) আরো অনেকেই। লুই ব্রেইল, হেলেন কেলার, ডেভিড ব্লাংকেট, স্টিফেন হকিংস, ব্যারিষ্টার সাধনগুপ্ত, সাহিত্যিক মিলটন ও হোমার প্রমূখ। প্রতিবন্ধীতাকে জয় করে আন্ত ব্যক্তিক সম্পর্ক তৈরীতে মাইলফলক হিসেবে কাজ করেছে।

আন্তব্যক্তিক সম্পর্ক তৈরীতে প্রতিবন্ধীতা কোন সমস্যা নয় তার বিকাশ পথ কতটা অগ্রগামী, অনুকূল পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হয় সেটাই লক্ষ্যনীয়। আন্তব্যক্তিক সম্পর্কের ব্যাপারে একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পরিবারের অভিভাবকসহ সদস্যদের ইতিবাচক মনোভাব মন-মানসিকতা প্রভৃতি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সঙ্গে প্রতিবেশী ও অন্যান্যদের স্বাভাবিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ যোগায় এবং তার জীবন সংগ্রামে সহায়ক শক্তি হিসেবে এগিয়ে আসেন অনেকেই। তারা মনে করে তাকে সহযোগিতা করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। অপরদিকে একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পরিবারে নেতিবাচক মনোভাব প্রতিবন্ধী ব্যক্তিটির সঙ্গে অন্যান্যদের আন্তব্যক্তিক সম্পর্ক বাঁধাপ্রাপ্ত হয়। শুধু তাই নয় আন্তব্যক্তিক সম্পর্কের ব্যাপারে যথেষ্ট নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, যোগ্যতা ও আর্থিক সঙ্গতি, প্রতিষ্ঠা, মেলা-মেশার সুযোগ ইত্যাদি আন্তব্যক্তিক সম্পর্ক বিকাশে সহায়তা করে। শিক্ষা লাভের সময় নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিতি, পরীক্ষায় ভাল ফলাফল, সাহিত্য সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া-নৈপূন্য খেলাধূলা, চিত্রাঙ্গন ইত্যাদি প্রতিযোগিতা, স্কুল থেকে শুরু করে উপজেলা, জেলা, বিভাগ, জাতীয় পর্যায়ে সর্বপ্রকার প্রতিযোগিতায় একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সুযোগ আন্তব্যক্তিক সম্পর্কে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে। প্রতিবন্ধীদের সম্বন্ধে সমাজে ইতিবাচক ধারণার সৃষ্টি হয় এবং গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিযোগিতায় ভাল ফলাফল প্রতিষ্ঠানের সহপাঠী ছাত্র শিক্ষক সকলের সাথে আন্তব্যক্তিক সর্ম্পক প্রসারে নতুন মাত্রা যোগ করে। আন্তব্যক্তিক সর্ম্পক তৈরীতে বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন রকম মতামত থাকতেই পারে। জনৈক দার্শনিক বলেছেন, প্রত্যেক গ্রুপের মধ্যে চার শ্রেনীর মানুষ রয়েছে। বুদ্ধিমান, অতিমাত্রায় বুদ্ধিমান, র্নিবোধ, অতিমাত্রায় র্নিবোধ। তাই আর্ন্তব্যক্তিক সর্ম্পকের সেতু বন্ধনে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজে, ভিন্ন ভিন্ন রূপ, অবস্থা, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থাকাটাই স্বাভাবিক।

৫.১১ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রতিভার মূল্যায়নঃ কথায় আছে জন্ম হোক যথা তথা কর্ম হোক ভাল। ভাল কর্ম বা সফলতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন অধ্যবসায় আর এর জন্য দরকার প্রতিভা। প্রতিভার বিকাশ ঘটাবার জন্য চাহিদানুযায়ী সুযোগ সুবিধা অপরিহার্য। ডানা ছাড়া পাখি যেমন উড়তে পারে না তেমনি সুযোগ-সুবিধা ছাড়া প্রতিভার প্রকাশ ঘটে না। ঔষধি গাছ জীবন বাঁচানোর জন্য খুবই উপকারী কিন্তু ঐসব গাছের কদর বা যত্ন না করলে প্রয়োজন মূহূর্তে গাছটি থেকে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। সমাজকে আলোকিত করার জন্য প্রতিভাবান ব্যক্তির প্রয়োজন হয়। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রয়োজনে প্রতিভাবান অভিজ্ঞব্যক্তির সন্ধান করে এবং খুঁজে বের করে যথাযথ মূল্যায়ন করে থাকে।

স্বাধীনতার দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও বিশাল প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর মধ্যে লুকায়িত প্রতিভা মূল্যায়নের চিত্র তেমন ভাবে উল্লেখ করার মত নয়। পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র এ ব্যাপারে দায় সারা কাজ করেছে মাত্র। বিভিন্ন পরিসংখ্যান, অবস্থান ও সীমাবদ্ধতা থেকে বিষয়টির বাস্তব চিত্র বা অবস্থান জানা যায়।

৫.১২ প্রতিভা বিকাশে সীমাবদ্ধতাঃ সরকারীভাবে ১৯৬২ সাল থেকে দৃষ্টি ও শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা কার্যক্রম সীমিত আকারে শুরু হয়। ৭০ দশকে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা প্রতির্ষ্ঠান কিছুটা বৃদ্ধি পায়। ৭৭ সালে বেসরকারীভাবে সুইড-বাংলাদেশে মানসিক বা বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়, সরকারীভাবে শুরু হয় ৮০/৯০ দশকে। ৮০ দশকে রৌফাবাদ, চট্টগাম এবং ৯০ দশকে বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্রে বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারীভাবে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। ৭৮ টি সরকারী প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি এন.জিও ভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল। প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার অভাবে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সীমাবদ্ধতার কারণে অধিক সংখ্যক প্রতিবন্ধী শিক্ষা লাভের অধিকার থেকে বঞ্চিত। ধারাবাহিক এ অবস্থা বিশাল প্রতিবন্ধী শিশু/ব্যক্তির প্রতিভা বিকাশের অন্তরায়। প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে জীবন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়া কিছু সংখ্যক প্রতিবন্ধী স্বচেষ্টায়

Dhaka University Institutional Repository

উচ্চতর শিক্ষা লাভ করা সত্ত্বেও তাদের প্রতিভার মূল্যায়ন পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রের নিকট কাংখিত প্রত্যাশিত ফলাফল প্রাপ্তির কাছেও পৌঁছাতে পারেনি। লক্ষ্য করা যায়, প্রতিভার মূল্যায়ন দৃষ্টিহীনদের শিক্ষার ইতিহাসের দ্বিতীয় পর্যায়ে তাদের প্রতি চার্চের মনোভাবের পরিবর্তনের কারণে অষ্টাদশ শতাব্দীতে বহু সংখ্যক দৃষ্টিহীন তাদের প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হন। এদের মধ্যে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গনিত অধ্যাপক নিকোলাস স্যান্ডারসন, প্রযুক্তিবিদ ও সেতু নির্মাণ বিশেষজ্ঞ জন মেটকাফ, কবি ও রাজনীতিক থমাস ব্ল্যাকলক, সুইস প্রকৃতিবাদী ফ্যানকোইস হুবার প্রমূখ। ১৯৯০ সালে এক বিধিতে প্রতিবন্ধীদের জন্য ননগেজেটেড পদে ১০% চাকুরীর কথা বা রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হলেও তা সরকারী-চাকুরীর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ থাকে না। এখানেই শেষ নয়, যদি একজন প্রতিবন্ধী ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে কিংবা প্রথম শ্রেনীর চাকুরীর জন্য যোগ্য হয় তার সেই প্রতিভার মূল্যায়ন কোথায়? মুষ্টিমেয় দৃষ্টি প্রতিবন্ধী সমাজ সেবা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত অন্ধ বিদ্যালয় ও সমন্বিত অন্ধ শিক্ষা কার্যক্রমে রিসোর্স শিক্ষক পদে কর্মরত। এক ঝাঁক বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বিশেষ অলিম্পিক থেকে ১৯৯১সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত ৪৬টি স্বর্ণ, ২৭টি রৌপ্য, ২৮ব্রোঞ্জ মোট প্রাপ্ত পদক ১০১টি। এ অর্জন দেশের জন্য অসাধারন সাফল্য যা তাদের প্রতিভার জলন্ত উদাহরণ।

প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার অভাবে হাতে গোনা কয়েকজন প্রতিবন্ধী শিশু বা ব্যক্তি প্রতিকুলতার মধ্য দিয়ে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করেছে। এ থেকে বুঝা যায় যে, প্রতিবন্ধী শিশু/ব্যক্তিদের শিক্ষা লাভের সুযোগ কত সীমিত যা প্রতিভা বিকাশে অর্ন্তরায়। বি.সি.এস পরীক্ষায় অংশ গ্রহণে সুযোগ পর্যন্ত নাই যা প্রতিভা অবমূল্যায়নের চরম দৃষ্টান্ত। সারা বাংলাদেশে একজন আমলা পর্যায়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সন্ধান মেলে না, কিছু সংখ্যক দৃষ্টি প্রতিবন্ধী অন্ধ বিদ্যালয় রিসোর্স প্রোগ্রামে চাকুরী পেলেও তাদের সুযোগ সুবিধা খুবই সীমিত, সাহিত্য সাংস্কৃতিতে যথেষ্ট প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও প্রতিভার মূল্যায়ন ঘটেনি। অথচ একটি জলন্ত উদাহরণ, প্রথম দৃষ্টি প্রতিবন্ধী অভিযাত্রী মাইলস হিলটন বারবার মাইক্রোলাইট উড়োজাহাজ নিয়ে বিশ্ব ভ্রমণে বের হয়েছেন। লন্ডন থেকে যাত্রা শুরু করে পৃথিবীর বহু দেশ ঘুরে সিডনীতে তাঁর যাত্রা শেষ হবে। বিস্ময়কর এই প্রতিভা দৃষ্টি প্রতিবন্ধী তথা সকল প্রতিবন্ধীদের প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে মাইলফলক ভূমিকা রাখবে। যুগান্তর ৪-৪-০৭ইং

গনমাধ্যমঃ বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশন সহ বেসরকারী চ্যানেল সমূহে প্রতিবন্ধী বিষয়ক অনুষ্ঠান করার মত কর্মকর্তা, সমন্বয়ক, সংগঠকের কোন পদ নাই। ফলে প্রত্যহ অনুষ্ঠান সূচীতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য অনুষ্ঠান থাকে না কিংবা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দ্বারা কোন অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়না। যে

Dhaka University Institutional Repository

কারণে প্রতিভাবান বহু সংখ্যক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে রয়ে যায়, তাদের আত্নপ্রকাশ ঘটে না। তবে নিজ প্রচেষ্টায় কিছু সংখ্যক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বাদ্যযন্ত্র, সংগীত, বাঁশি, আবৃত্তি, চিত্রাংকন, উপস্থাপনা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে নিজে প্রশংসিত হয়েছেন এবং প্রতিবন্ধী সমাজকে প্রশংসিত করেছেন তা সত্ত্বেও মূল্যায়নের যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হয়। বহুমুখী প্রতিবন্ধী হওয়া সত্ত্বেও হেলেন কেলার ছোটবেলা থেকেই যথাযথ সুযোগ সুবিধা পাওয়ার কারণেই পরবর্তীতে হয়ে উঠেছিলেন মহিয়ষী নারী ও অনেকেরই প্রিয় ব্যক্তিত্ব। তার প্রতিভার সঠিক মূল্যায়ন হয়েছিল বলেই তার জীবদ্দশায় অনেক সম্মান ও জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন যা আজও বিশ্বে স্মরনীয়। আমাদের দেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতিভার বিশ্লেষণ করে সরকারী-বেসরকারী ভাবে তেমন কোন মূল্যায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

প্রতিযোগিতাঃ স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে অধ্যায়নরত প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক প্রতিযোগিতা জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ, জাতীয় গ্রন্থ মেলা, শিশু একাডেমী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন সহ বিভিন্ন প্রতিযোগীতায় উপজেলা, জেলা, বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ে সাধারণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করে ভাল ফলাফল অর্জনের মাধ্যমে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে চলেছে। তাদের ব্যাপারে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রের মূল্যায়ন তেমন ভাবে লক্ষ্যনীয় নয়। প্রতিবন্ধী শিশুর অন্তরেও যে শিশুর পিতা ঘুমিয়ে থাকতে পারে এবং তাদেরও যে সৃজনশীল ভবিষ্যত স্বপ্ন রয়েছে তা নিয়ে কজনাই ভাবে। সবার মতো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরও রয়েছে প্রতিভা, মেধা ও মনন। হেলেন কেলার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বহু খ্যাতনামা ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে যাবার সুযোগ ঘটেছিল। আমাদের দেশে এরূপ প্রতিভার মূল্যায়নের যথেষ্ট অভাবে একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও তার পরিবার এগিয়ে যাবার উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণা পায়না বরং তারা চরম বাধাঁ বিঘ্নের শিকার। আমাদের দেশে যথেষ্ট প্রতিভাবান প্রতিবন্ধী ব্যক্তি রয়েছে যেমনঃ সাংস্কৃতিক অঙ্গনে আফজালুর রহমান সহ অনেকেই, আইনজীবি মোশারফ হোসেন মজুমদার, খাদেমুল ইসলাম চৌধুরী প্রমূখ। যদি প্রতিবন্ধীদের প্রতিভার সঠিক মূল্যায়ন ঘটে তবে বের হয়ে আসবে বহু প্রতিভাবান প্রতিবন্ধী ব্যক্তিত্ব। যারা দেশ ও জাতিকে সম্মানিত করার পাশাপাশি বিশ্বকে করবে আলোকিত। সঠিক মূল্যায়ন পেলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও তার পরিবার, সমাজ, দেশ উপকৃত হতে পারে। তারা সমাজের বোঝা না হয়ে চালিকা শক্তি হিসাবে আত্ন প্রকাশের মাধ্যমে অবদান রাখতে সক্ষম।

৫.১৩ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রতি রাষ্ট্রের কর্তব্যঃ রাষ্ট্র প্রতিটি নাগরিকের প্রতি কর্তব্য পালনে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ। সাধারণ নাগরিকের সাথে সাথে প্রতিবন্ধীদের প্রতি সমকর্তব্য পালন করবে তখনি পিছিয়ে পরা প্রতিবন্ধী

Dhaka University Institutional Repository

জনগোষ্ঠী সমউন্নয়নের অংশীদারিত্ব দাবি করতে পারবে। রাষ্ট্র কর্তব্য পালনের মাধ্যমে তাদেরকে রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব পালনের যোগ্য করে গড়ে তুলতে পারে। দায়িত্ব ও কর্তব্য অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। রাষ্ট্র অনগ্রসর প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের প্রতি কর্তব্য পালন করবে এর মধ্য দিয়ে তারা সুনাগরিক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে। তারা রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে মূলস্রোতধারায় প্রবেশের সুযোগ পাবে। সাধারণ নাগরিকের মত রাষ্ট্রের অধিকার ভোগ, দায়িত্ব পালন, ক্ষমতায়নে ভূমিকা রাখা ইত্যাদি ক্ষেত্রে উন্নয়ন মূলক অবদান রাখতে সক্ষম হবে। রাষ্ট্রের এমন মনোভাব পোষণ করা ঠিক নয় যে প্রতিবন্ধী বলে তাদের দ্বারা দেশ ও দশের উন্নয়নের চাকা ঘুরবে না। কিন্তু সংগ্রামী আত্মপ্রত্যয়ী কিছু সংখ্যক প্রতিবন্ধী দেশ ও দশের উন্নয়ন মূলক কাজে অংশ গ্রহণের সুযোগ পেয়ে সাধারণদের মতোই নিজের মেধাকে কাজে লাগিয়ে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে প্রশংসা অর্জন করেছে।

প্রতিটি মা, বাবাই তার সন্তানকে ঘিরে স্বপ্ন দেখে, আদরের সন্তানটি সুনাগরিক হিসাবে গড়ে উঠবে। এই স্বপ্নকে পরিপূর্ণ রূপ দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রের কর্তব্য অপরিহার্য। রড, সিমেন্ট ছাড়া যেমন বিল্ডিং তৈরী হয়না তেমনি কর্তব্য ছাড়া দায়িত্ব পালন করা যায় না, তারা দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হবে। যা সরকারকে উৎসাহ অনুপ্রেরনা যোগাবে শিশুদের কর্মকান্ড বিস্তারের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রতি রাষ্ট্র কর্তব্য পালন করলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি নিজেকে সফলতার সাথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাদের প্রতি অবহেলা, করুণা ও অসহায়ত্ব মনোভাব পরিবর্তিত হয়ে মডেল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। রাষ্ট্র তাদের প্রতি সবার মত শিক্ষা, দারিদ্র হ্রাস, পূর্ণবাসন, বেকারত্ব, মৌলিক অধিকার সহ সকল প্রকার অধিকার নিশ্চিত, মান-সম্মত জীবনযাপন, নিরাপত্তা বিধান, সর্বক্ষেত্রে সম্পৃক্ততা, আইন প্রনয়ন, শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরী প্রশিক্ষণ, ঋণদান কর্মসূচী আওতাভূক্ত, উপযোগী কর্ম, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি মূলক প্রশিক্ষণ, গণমাধ্যমে অংশ গ্রহণ, প্রতিবন্ধী নারী-পুরুষ সমতা, আর্থিক স্বচ্ছলতা, প্রতিভা বিকাশে সুযোগ সৃষ্টি, সহায়ক উপকরণ সরবরাহ, উন্নয়নে পরিকল্পনা প্রনয়ন, সর্বত্র অবাধ বিচরণ, উপযোগী রাস্তাঘাট, যানবাহন, নির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ, সকল শ্রেনীতে ব্রেইল পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ, তাদের ব্যাপারে সর্বপ্রকার বৈষম্য ও বাঁধাবিঘ্ন নিরসন, জাতীয় উন্নয়নে অংশীদারিত্বসহ সকল ক্ষেত্রে একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যাতে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনমান উন্নয়নে ভূমিকা পালন করতে পারে। এ ব্যাপারে রাষ্ট্র ও সমাজের গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য পালন অনস্বীকার্য। তখনি কর্তব্য ও দায়িত্ব অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত কথাটি সার্থকতা লাভ করবে।

Dhaka University Institutional Repository

৫.১৪ উপসংহারঃ উপসংহারে এ কথা বলা যেতে পারে যে, এ অধ্যায় বর্ণিত প্রতিবন্ধীদের সমাজ ও মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা, প্রতিবন্ধী শিশু ও সমাজে তার গ্রহণযোগ্যতা, সমাজে অবস্থান এবং মানসিক অবস্থা, প্রতিবন্ধী শিশুর মানসিক অবস্থা, রাষ্ট্রে একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অবস্থান, অধিকার এবং অবহেলা, আন্ত ব্যক্তিক সম্পর্ক, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রতিভার মূল্যায়ন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রতি রাষ্ট্রের কর্তব্য। উল্লেখিত প্রতিটি বিষয়ে যথাযথ মূল্যায়ন, আন্তরিক প্রচেষ্টা নৈতিক দায়িত্ব পালন, স্বর্বস্তরে প্রতিবন্ধীতা বিষয়টি সম্পৃক্ত করণের ব্যাপারে রাষ্ট্র মূখ্য ভূমিকা গুরুত্বের সাথে পালন করার মধ্য দিয়ে প্রতিবন্ধীদের অধিকার সংরক্ষণে রাষ্ট্রের ভূমিকা যর্থাথ প্রতিফলন ঘটাতে পারে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের এই অবস্থার উন্নয়ন একটি সময় সাপেক্ষ্য কাজ যা কোন একক উদ্যোগে সম্ভব নয়। এর জন্য চাই একটি সম্মিলিত ও সমন্বিত প্রক্রিয়া, চাই সুপরিকল্পিত ও সুসংগঠিত কর্মসূচী। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার অর্জন ও অন্তভূক্ত করণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পরিবার, স্থানীয় সমাজ, স্থানীয় প্রশাসন, স্থানীয় উন্নয়ন সংস্থা, জাতীয় সরকারী প্রশাসন, জাতীয় পর্যায়ের সংগঠন ইত্যাদি সকল স্তরের সকল ক্ষেত্রে সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রতিবন্ধীদের আর্থ রাজনৈতিক সমস্যা

৬.১ ভূমিকাঃ প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী নানা প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রাম করে মূলস্রোতধারায় অংশগ্রহণের চেষ্টা করছে। বিভিন্ন কারণে যেমন মানুষ প্রতিবন্ধীতার স্বীকার হয় তেমনিভাবে বিভিন্ন সমস্যার কারণে মূলস্রোতধারায় অংশগ্রহণে বাঁধাপ্রাপ্ত হয়। প্রতিবন্ধীদের আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গী এ সম্পর্কে নীতি নির্ধারক মহল সহ রাষ্ট্রের সার্বিক উন্নয়নে যাদের অগ্রনী ভূমিকা রয়েছে। তাদের প্রত্যেকেই প্রতিবন্ধীদের আর্থ রাজনৈতিক ও সামাজিক সাংস্কৃতিক সমস্যা নিরসনে গণসচেতনা ও নৈতিক দায়বদ্ধতা রয়েছে। প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর স্বার্থ-সুরক্ষা সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা, অর্থনৈতিক, ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে মনোনিবেশ করা প্রয়োজন। সাধারণ নাগরিকের ভাগ্যোন্নয়ন স্বার্থ-সুরক্ষা সার্বজনীন মানবাধিকার সহ সকল প্রকার অধিকার নিশ্চিত করার জন্য বিশ্বে যে সকল কনভেনশন অনুমোদন ও কার্যকর হয়েছে অন্যান্য রাষ্ট্রের মত বাংলাদেশ যেগুলোতে স্বাক্ষর করেছে বা করবে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী তার অর্ন্তভূক্ত হবে।

৬.২ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্তঃ আর্ন্তজাতিক কনভেনশন এবং জাতিসংঘের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দলিল এবং ঘোষণার মাধ্যমে রাষ্ট্রের নাগরিকদের সামাজিক মর্যাদা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাধারণ নাগরিকের পাশাপাশি নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর সামাজিক মর্যাদা সুরক্ষায় এবং আর্থসামাজিক সমস্যা লাঘব করণে সরকারের পাশাপাশি সমাজভিত্তিক উন্নয়ন এন.জি.ও সংস্থা সমূহ প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নে কর্মরত সংস্থা সমূহের দায়িত্ব কোন অংশে কম নয়। প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা ও পূর্ণবাসনে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ, মানবতাবাদী চিন্তাধারা এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা ও সমন্বিত করণের মনোভাব হঠাৎ করে আসেনি। বহু শিক্ষাবিদের অক্লান্ত ও নিরলস প্রচেষ্টার ফসল আজকের প্রতিবন্ধীদের প্রতি সমাজের ইতিবাচক মনোভাব।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাহিদা অনুযায়ী পূর্ণবাসনের উদ্দেশ্য এবং উপাদান সর্ম্পকে রাষ্ট্রের গুরুত্ব অপরিসীম। আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে পূর্ণবাসন ও সামাজিক মর্যাদা অপরিহার্য। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অস্তিত্ব অবস্থান রাষ্ট্রের সূচনা লগ্ন থেকেই রয়েছে তাই সকল নাগরিকের সাথে সাথে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর সামাজিক মর্যাদা রাজনৈতিক অধিকার, সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ও আর্থসামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র সবার মতো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের গুরুত্ব সহকারে রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করবে। রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে এমন মর্যাদায় গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করবে যাতে সমাজের সর্বক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তি সাদরে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। সমাজে যাতে হেয় প্রতিপন্ন না হয়। রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রতিবন্ধীদের জন্য আসন রাখা প্রয়োজন এতে তার মর্যাদা, মানসিকতা বৃদ্ধি পাবে সাথে সাথে আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা লাভ করবে। প্রত্যেক সমাজেই প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর অবস্থান ছিল ও বর্তমানে রয়েছে এবং সাধারণ মানুষের ন্যায় তাদেরও একই ধরনের নাগরিক অধিকার রয়েছে।

৬.৩ **অর্থনৈতিকঃ-** প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাবলম্বী ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা ও উৎসাহমূলক মনোভাব সৃষ্টি করা দরকার। এর জন্য প্রয়োজন যথাযথ শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, দক্ষতা ও যোগ্যতার বিকাশ, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, উপার্জনাক্ষম করে গড়ে তোলা, ব্যাপকভাবে কর্মসংস্থানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা, সমাজ ভিত্তিক উন্নয়নমূলক পূর্ণবাসন।

১৯৭৮ সালে সারা বিশ্বের সমস্ত দেশের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় প্রতিবন্ধীদের জন্য "সমাজ ভিত্তিক পূর্ণবাসন ব্যবস্থার কথা ঘোষণা করেন"। কারণ ক্রমশ এ কথা পরিস্ফুট হয়ে উঠে যে, প্রতিটি জনপদ ভিত্তিক প্রাথমিক স্তরে পূর্ণবাসনের কাজ শুরু করতে না পারলে কোন দেশেরই সকল প্রতিবন্ধীকে পূর্ণবাসনের আওতায় আনা সম্ভব নয়। আর্থিক সাবলম্বীতা একজন প্রতিবন্ধীর জীবনমান উন্নয়নে পরিবার, সমাজ নতুন মাত্রা যোগ করে। একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি উপার্জন সক্ষম হলে পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, সমাজ সকলের নিকট গ্রহণযোগ্যতা বাড়তে থাকে।

বেকারত্বঃ একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির বেকারত্ব তার নিজের বিকাশ পথে হতাশার গভীরে ছায়া ফেলে নিজের মধ্যে অনুশোচনা বোধ প্রতিবন্ধীত্বের বিড়ম্বনা জেগে উঠে অধিকার বঞ্চিতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় বারবার। অথচ তারই সহপাঠী খুব সহজেই কর্মে নিয়োজিত হয়ে আর্থিক উপার্জনের মাধ্যমে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করছে। এই দুঃখবোধ তার মন-মানসিকতার উপর কঠিন চাপ সৃষ্টি করে আর্থিক অনিশ্চয়তা তার স্বনির্ভর ও আনন্দময় জীবন বিকাশে অন্তরায়। শিক্ষা, অভিজ্ঞতা ও কারিগরী দক্ষতার অভাব, চাকুরি ও আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড প্রাপ্তিতে বাঁধা হিসাবে কাজ করে।

এমনকি ব্যবসার ক্ষেত্রেও তাদের প্রবেশগম্যতা নেই, ফলশ্রুতিতে তাদের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার বিবর্তি হয়ে উঠে দুর্গম। ভৌত কাঠামো, যানবাহনে যাতায়াত অসুবিধা, কর্মক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা ও বৈষম্য ইত্যাদির ফলে মূলস্রোতধারায় অংশগ্রহণ, অর্থনৈতিকভাবে শক্তি ও আর্থিক সামর্থ্য অর্জনে বাধাপ্রাপ্ত হয়। ফলে একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জীবনে বয়ে আনে অনিশ্চয়তা, দুঃখ, বঞ্চনা, অবহেলা, অবজ্ঞা, করুণা, ঘৃণা যা তাদের প্রতিবন্ধীতা ও প্রতিবন্ধকতার মাত্রাকে বাড়িয়ে দেয়। যার প্রেক্ষিতে সেবা ও অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় এবং দূরে সরে যায় উন্নয়নের প্রক্রিয়া থেকে। আর্থিক স্বচ্ছলতা জীবনমান উন্নয়ন থেকে শুরু করে সামাজিক রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে পরিবর্তন উন্নয়ন সাধনের মধ্যে আধুনিক সমাজে পরিনত

Dhaka University Institutional Repository

করে বয়ে আনে চেতনা, প্রবৃত্তি, উৎসাহ ও সম্ভাবনা। প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী আর্থিক দুর্বলতার কারণে শুধু দারিদ্র সীমার নিচেই বসবাস করছে না। উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড ও নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। জাতীয় কর্মকান্ডে অংশীদারিত্ব থাকা সত্ত্বেও আর্থিক অস্বচ্ছলতা, তার দৈনন্দিন কর্মকান্ড, শিক্ষা গ্রহণ, দক্ষতা অর্জন, যোগপযোগী, প্রশিক্ষণ গ্রহণ, কারিগরী শিক্ষা ইত্যাদির ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার অভাবে পার্শ্ববর্তী দেশ গুলোর প্রতিবন্ধীদের তুলনায় প্রতিযোগীতা মূলক অবস্থা থেকে ক্রমান্বয়ে পিছিয়ে পড়ছে।

বিশ্বায়নের যুগে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর এই পশ্চাৎপদ অবস্থা প্রতিবন্ধী পরিবার ও সমাজের জন্য নিঃসন্দেহে অনাকাঙ্খিত এক ভবিষ্যত। কোন কোন ক্ষেত্রে পিতামাতার আর্থ-সামাজিক দুরবস্থা অথবা সময়োচিত উপযুক্ত পরামর্শের অভাবে প্রতিবন্ধী শিশুর প্রারম্ভিক পদক্ষেপ প্রাপ্তির সুযোগ হতে বঞ্চিত হয়। এ থেকে বোঝা যায় যে আর্থিক দুরবস্থা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অগ্রগতির ক্ষেত্রে চরম বাঁধা স্বরূপ। প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং তার পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতা অপরিহার্য। একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির আর্থিক স্বচ্ছলতা জীবনমান উন্নয়ন, সামাজিক মর্যাদা, পরিবার ও সমাজের গ্রহণ যোগ্যতা, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু বান্ধবের নিকট জনপ্রিয়তা, সংসার জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য, সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন সহ প্রতিটি ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা অনুদান প্রদানের মাধ্যমে উন্নয়নমূখী অবদান রাখতে সক্ষম। তাই আর্থিক স্বয়ং সম্পূর্ণতা হলে প্রতিবন্ধীতা তেমন কোন বাধা নয়।

৬.৪ রাজনৈতিকঃ রাজনীতি বলতে এমন একটা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর বিকাশ সাধন করাকে বুঝায় যেটা তার ওপর আরোপিত বা তার কাছে উথাপিত দাবিসমূহকে মোকাবিলা করার বা সেগুলো মেটানোর ক্ষেত্রে যথেষ্ট নমনীয় ও শক্তিশালী।

ডঃ জন ডি ফিশার ফ্রান্স হতে চিকিৎসা বিজ্ঞানে পড়াশুনা করে আমেরিকায় ফিরলে তাঁর মাধ্যমে বহু ব্যক্তি দৃষ্টিহীনদের জন্য হয়ে'র দ্বারা প্রথম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং ঐ বিদ্যালয়ের সাফল্যের কথা জানতে পারেন। ফলে বোস্টনের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং রাজনীতিবিদের মধ্যে দৃষ্টিহীনদের জন্য কিছু করার মানসিকতা গড়ে ওঠে। পরবর্তীতে এই সহযোগিতা মূলক কর্মকান্ড দৃষ্টিহীনদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ থেকে বোঝা যায় যে, রাজনৈতিক সহযোগিতা উন্নয়নের ধারা গতিশীল করার ক্ষেত্রে কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

প্রত্যেকে তার রাজনৈতিক অবস্থান এবং স্বাধীনভাবে তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে অগ্রসর হতে পারে। স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার, বিশ্বশান্তির ভিত্তি হচ্ছে মানব জাতির প্রতিটি সদস্যের সহজাত মর্যাদা এবং অলংঘনীয় অধিকারের স্বীকৃতি। এই স্বীকৃতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য রাষ্ট্র মূখ্য ভূমিকা পালন করে। রাষ্ট্র পরিচালিত হয় একটি সরকার দ্বারা, সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে, রাজনৈতিক দিক দিয়ে যে দলের সফলতা, মর্যাদা ও গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে সেই দল উন্নয়ন মূখী ভূমিকা পালনে অগ্রসর।

Dhaka University Institutional Repository

সকলের সাথে সাথে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর স্বার্থ-সুরক্ষায় রাজনৈতিক দলের ভূমিকা অনস্বীকার্য। প্রয়োজনে আনুপাতিক হারে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের রাজনৈতিক দলে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিতে হবে। এ প্রসঙ্গে এ.ডি.ভির মাধ্যমে ২৩টি জেলায় এক যোগে মানব বন্ধন করে জনমত গড়ে তুলে, জাতীয় সংসদে ১২টি আসন সংরক্ষণের জন্য দাবী জানায়। সাংবাদিক সম্মেলন ২৬শে জানুয়ারী ২০০৪। রাজনৈতিক নির্বাচনী ইসতেহারে প্রতিবন্ধী বিষয়ক উন্নয়নের পরিকল্পনা অর্ন্তভূক্ত করতে হবে।

স্বাধীনতার বহুবছর অতিবাহিত হলেও প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নের বিষয়টি অযত্ন ও অবহেলায় রয়ে গেছে, রাজনীতিতে তাদের অংশগ্রহণ না থাকার কারণে। মহিলা উপজাতি সহ অন্যান্যদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বমূলক অংশগ্রহণ রয়েছে বলেই তাদের বিষয়গুলো ক্রমান্বয়ে রাজনৈতিকভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বাংলাদেশে সরকারী-বেসরকারী পর্যায়ে প্রতিবন্ধীদের অধিকারের বিষয়টি রাজনৈতিক দলের উদাসীনতা ও প্রতিবন্ধীদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ না থাকায় লক্ষ্য মাত্রায় অর্জনে ব্যর্থ হচ্ছে তারা পরোক্ষভাবে ভোটদানের মাধ্যমে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করলেও দাবি দাওয়া পূরণের ব্যাপারে রাজনৈতিক দলের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আশানুরূপ ফলভোগ করতে পারছে না। ই, হেলেন্ডার সি বি আরকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে "সেবা প্রদান ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়ে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আরও বেশী ন্যায্য ও পক্ষপাত শূন্য সুযোগ প্রদান করে, সমাজের সকল স্তরের মানুষের পূর্ণ এবং সমন্বিত অংশগ্রহণ ও সংশ্লিষ্ট সকল পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান ও বিভাগের সহযোগিতা গ্রহণ করে এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্য পূরনের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবন মান উন্নয়নের একটি কৌশল"।

একটি দেশের অবস্থা ও উন্নয়ন বুঝা যায় রাজনৈতিক অবস্থা থেকে, আর একটা গোষ্ঠীর অবস্থা ও উন্নয়ন বুঝা যায় রাজনৈতিক ভাবে অধিকার ও সুযোগ সুবিধা প্রাপ্ত থেকে। প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর অধিকার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সরকারী কর্মকান্ড ও ক্ষমতার বৃদ্ধি ঘটবে এবং যাবতীয় পরিবর্তন রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই সংগঠিত হবে। যে পরিবর্তন বয়ে আনে দেশ ও দশের মঙ্গলের জন্য অগ্রগতি সেই পরিবর্তন সকলের কাম্য। পিছিয়ে পড়া প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভাগ্য উন্নয়নের চাকা রাজনৈতিক প্রক্রিয়া থেকে যাতে বাদ না পরে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সকল নাগরিকের সাথে তাদের অধিকারেব বিষয়টি ওতপোতভাবে জড়িত। দীর্ঘপথ পরিক্রমায় উন্নয়নে অংশীদারিত্ব ভোগের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। যদি উপযুক্ত সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা যায়, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ভঙ্গীর বিকাশ ঘটানো যায় এবং তাদের জন্য সমাজের ও রাষ্ট্রের সহায়তার হাত উন্মুক্ত করা যায় তবে প্রতিবন্ধীবা সমাজের কাছে প্রতিবন্ধক না হয়ে সমাজে আর্থসামাজিক উন্নতির সহায়ক হতে পারবেন। এই জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ এবং ভূমিকা পালনের সুযোগ সৃষ্টি করা। এর মধ্য দিয়ে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর অধিকার অর্জন এবং মূলস্রোতধারায় অংশগ্রহণ সুগম করা যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

৬.৫ সাংস্কৃতিঃ পারস্পরিক সহযোগীতার মাধ্যমে গড়ে উঠে দৃঢ় বন্ধন এগিয়ে যাবার প্রত্যাশা। সভ্যতার শুরু থেকে সাংস্কৃতি লক্ষ্য করা যায় যা, ব্যক্তি ও সমাজকে পরিবর্তিত ধারায় প্রভাবিত করে। শৈশব থেকেই প্রতিটি সমাজে সংস্কৃতি চর্চা পরিলক্ষিত হয় এর বিকাশ পথ ক্রমেই প্রসারিত হতে থাকে এবং অংশগ্রহণের মাধ্যমে তার মানসিক ও শারীরিক ক্ষমতার বিকাশ সমাজে বিস্তৃত করে। মন-মানসিকতায় নতুন মাত্রা যোগ করে চেতনাকে করে উদ্বুদ্ধ। প্রতিটি মানুষের ক্ষেত্রেই সুযোগ ও অংশ গ্রহণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা ছাড়া কোন মানুষই তার প্রতিভার বিকাশ, ক্ষমতা অর্জন এবং নিজেকে একজন উপযুক্ত মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। যারা সুযোগ সুবিধা প্রাপ্ত হয়ে অধিকার ভোগ করেছে তারা নৈতিক ভাবে অন্যদের প্রতি সহযোগিতা ও দায়িত্বশীল হাত বাড়িয়ে দেওয়া উচিত কিন্তু আমরা বাস্তবে লক্ষ্য করি, কিছু ব্যক্তি নিজ প্রয়োজনের অতিরিক্ত সুযোগ ও ক্ষমতা নিয়ে বসে আছে, যার কোন ব্যবহার নেই এবং অপচয় করছে, অনগ্রসর মানুষ সুযোগ ও ক্ষমতার অভাবে নিজ প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারছে না। সংস্কৃতিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ ও সুযোগ কোন পর্যায়ে রয়েছে, তা সমস্যা বিশ্লেষন করলেই জানা যায়।

প্রতিবন্ধীতার সমস্যা বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন রকমের। সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের উপরেও নির্ভর করে প্রতিবন্ধীদের প্রতি সমাজের মনোভাব গঠিত হয়। পিথাগোরাস লক্ষ্য করেন যে, দৃষ্টিহীনদের মধ্যে জন্মগত ভাবে সঙ্গীতে দক্ষতা রয়েছে এবং সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে যেমন এদের অন্তর্নিহিত ক্ষমতার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ সম্ভব, তেমনি এরা সঙ্গীতকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। চীনে দৃষ্টিহীনরা যেমন দার্শনিক চর্চায় ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন তেমনি সঙ্গীতে তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ।মানবতা বাদের যুগে এদের প্রতি সমাজ ও রাষ্ট্রের মনোভাবের পরিবর্তনের পেছনে রয়েছে কিছু দৃষ্টিহীনের প্রজ্ঞা। সাহিত্যে, দর্শনে ও সঙ্গীতে দৃষ্টিহীনদের অসামান্য অবদান, রাজ্য শাসনে নৈপুন্যের পরিচয়, এমন কী ঋষিত্ব অর্জন সমাজকে দৃষ্টিহীনদের প্রতি ভিন্ন মনোভাব গ্রহণ করতে বাধ্য করে। উদাহরণ সরূপ ফ্রান্সের বিখ্যাত কণ্ঠসঙ্গীত শিল্পী পিয়ানোবাদক মারিয়া থেরেসা ভন প্যারাডিস। বাংলাদেশেও বহু সাংস্কৃতিক মনা ও সাংস্কৃতিক প্রতিভা সম্পূর্ণ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি রয়েছে। তাই সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জীবনমান উন্নয়নের উপর প্রভাব ফেলে। সমাজ উন্নয়ন, পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রাচ্যে বিশেষত ভারতবর্ষে দৃষ্টিহীনদের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব থাকলেও পাশ্চাত্যের ন্যায় ভারতীয় সংস্কৃতি এদের মেরে ফেলবার কথা কখনও চিন্তা করেনি।

সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড প্রত্যেকের মতো প্রতিবন্ধীদেরও মনের ক্ষুধা নিবারণ করে, শান্তি অর্জনের ও আনন্দ উপভোগের উপায় বা সুযোগ হিসাবে কাজ করে। বি.পি.কে.এস সমীক্ষা থেকে লক্ষ্য করা যায় যে, প্রতিবন্ধীদের সাংস্কৃতির অবস্থা কোন পর্যায়ে, ২০০ ব্যক্তির উপরে পরিসংখ্যান থেকে বিষয়টি আরো পরিস্কার হবে। বিভিন্ন পেশার ২০০ ব্যক্তির উপর যে সমীক্ষা চালানো হয় তার মধ্যে প্রতিবন্ধীদের সংস্কৃতির জগতে

Dhaka University Institutional Repository

তাদের অবস্থান কোথায় এই তথ্য জানতে গিয়ে দেখা যায়, খেলাধুলায় সম্পৃক্ত আছে ৪৭ জন, গানে ৩৩ জন, নাচে ৩৪ জন, নাটক বা অভিনয়ে ২১ জন, আবৃত্তিতে ১৯ জন, চিত্তবিনোদন ও অন্যান্য মিলে ৪৪জন। সংস্কৃতিক জগতে এদের অনেকের একাধিক বিষয়ে প্রতিভা পরিলক্ষিত হয়। উল্লেখ্য বর্ণিত পরিসংখ্যানে আরো দেখা যায়, এরা সকলেই উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ছাড়াই তাদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ করেছে। এ বিষয়ে প্রতিবন্ধীদের জন্য আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে রয়েছে।

(১) আর্ন্তজাতিক এ্যাবিলিম্পিক, (২) আর্ন্তজাতিক প্যারালিম্পিক ফেড়ারেশন, (৩) আর্ন্তজাতিক বিশেষ অলিম্পিক, (৪) প্যাসিফিক ফেডারেশন জাপান, (৫) নাভয়া সিটি হ্যান্ডি ম্যারাথন জাপান, (৬) আর্ন্তজাতিক শ্রবণ প্রতিবন্ধী সংস্থা।

আমাদের দেশে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নেই বললেই চলে। অথচ ২৭-১১-৯৮সালে অনুষ্ঠিত হলো অন্ধদের বিশ্বক্রিকেট। সাধারণ মানুষের জন্য সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে শুরু করে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত। সাধারণ মানুষের সাথে সুযোগ প্রাপ্ত কিছু সংখ্যক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন জাতীয় বিষয়ে প্রতিযোগীতা করে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় পুরস্কার লাভের গৌরব অর্জন করেছে। এ থেকে বোঝ যায় যে, সুযোগ সুবিধা পেলে একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সাহিত্য সাংস্কৃতি, নাচ, গান, আবৃত্তি, নাটক ও অভিনয়, বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র, বাঁশি, চিত্রাঙ্গন, চিত্রবিনোদন, ক্রীড়া ইত্যাদি সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে প্রতিভা বিকাশে যথেষ্ট স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম। সাধারণ শিশু/ব্যক্তি সাংস্কৃতিক চর্চার জন্য বিভিন্ন রকমের প্রতিষ্ঠান রয়েছে। প্রতিবন্ধীদের জন্য সারা দেশে একটাও খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা এ ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

প্রতিবন্ধী শিশু/ব্যক্তি যেটুকু সুযোগ পেয়েছে তা জীবন যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে সাধারণ ছেলে-মেয়েদের সাথে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ আমাদের দেশে বিস্ময়কর অবস্থার সৃষ্টি করে। কোন কোন শিক্ষক স্কুল থেকে নাম পাঠাতেও চাননা তখন ঐ শিক্ষার্থীকে বলতে হয় আমাকে একবার সুযোগ দিয়ে দেখুন। প্রতিযোগীতায় প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর ভাল ফলাফল ঐ প্রতিষ্ঠানের সকলকেই অনুপ্রেরনা যোগায় তার প্রতিভার প্রতি শিক্ষকদের মনোযোগ আকৃষ্ট করে কিন্তু যারা শিক্ষা লাভের সুযোগ পায়নি তারা সাংস্কৃতিক বিকাশ তো দূরের কথা জীবন চলার ক্ষেত্রে হয়ে পরে অসহায়। অবহেলা আর অনাদরে বৈষম্য আর বঞ্চনায় দিনাতিপাত করতে হয়।

প্রতিবন্ধী শিশু/ব্যক্তিদের সাংস্কৃতিক প্রতিভার বিকাশ ঘটানোর জন্য স্ব-স্ব বিষয় সম্পর্কিত মন্ত্রণালয় বিভাগ কর্মকান্ডে তাদের সম্পৃক্ততা অপরিহার্য। আর্ন্তজাতিক প্রতিযোগিতায় তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন, সাংস্কৃতিক চর্চার জন্য প্রতিবন্ধীদের প্রতিষ্ঠান খুবই গুরুত্বপূর্ণ, প্রয়োজনে তাদের সাংস্কৃতিক বিষয়ক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য নীতিমালা প্রণয়ন অপরিহার্য।

Dhaka University Institutional Repository

৬.৬ অভিজ্ঞতা ও নৈপুন্যঃ আত্মপ্রত্যয়ী সাংস্কৃতিক এক ঝাঁক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত সাক্ষাৎকার মূলক অনুষ্ঠান প্রত্যয়ীজনে আংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে তাদের প্রতিভার কথা তুলে ধরেছেন। ২০০১ সাল থেকে প্রচারিত প্রত্যয়ীজন এবং প্রতিবন্ধী বিষয়ক বিভিন্ন দিবসসমূহে প্রতিবন্ধীদের নিয়ে, প্রচারিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক প্রতিভাবান ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দ্বারা উপস্থাপিত অনুষ্ঠানগুলোতে সাংস্কৃতিক প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তিদের অংশ গ্রহণ থেকে বোঝা যায় যে, তারা যথাযথ সুযোগ-সুবিধা ও প্রশিক্ষণ পেলে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান রাখতে সক্ষম।

বক্তব্যঃ তাদের বিভিন্ন জনের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, সাংস্কৃতিক বিকাশ ধারায় প্রতিবন্ধীতা কোন সমস্যা বা বাঁধা নয়। বাঁধা বা প্রতিবন্ধকতা লক্ষ্য করা যায় সুযোগ প্রদানকারী সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষের নেতিবাচক মনোভাব, এই মনোভাবকে ইতিবাচক ধারায় পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন যথাযথ সুযোগ-সুবিধা এবং ইতিবাচক মনোভাব সম্পন্ন ব্যক্তি বর্গের।

সাংস্কৃতিক দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জন সম্ভব হলে একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সহজেই আর্থিকভাবে লাভবান বা পূর্ণবাসিত হতে পারে সংগীত শিক্ষকতার মাধ্যমে। সাথে সাথে সচেতনতা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে এবং অন্যদের মন আকৃষ্ট করতে পারে। দেশ-বিদেশে এরকম যথেষ্ট যোগ্যতা সম্পন্ন প্রতিবন্ধীর সন্ধান মেলে যারা প্রতিবন্ধীতাকে জয় করে সাংস্কৃতিক জগতে নক্ষত্রে পরিনত হয়েছেন। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি সুযোগ প্রাপ্ত হলে প্রমাণ করতে সক্ষম যে সুরের ভুবনে তাদের পদচারনা এবং দর্শক শ্রোতাদের মুগ্ধ করার ক্ষেত্রে উপস্থাপন, নৈপুণ্য ও পারদর্শিতা কোন অংশেই কম নয়। তাদের মধ্যে অধিকাংশের সাংস্কৃতিক মন-মানসিকতা থেকে জানা যায় যে, ভবিষ্যতে সংগীতকে পেশা হিসাবে গ্রহণের ইচ্ছা আছে। তারা বলেন সাংস্কৃতিক বিষয়গুলো শুধু মনের খোরাকই যোগায় না। অপার আনন্দ অনুপ্রেরণা ও মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। অভিজ্ঞতা ও নৈপুণ্যের বিশ্লেষণে জানা যায়। বিভিন্ন বিষয়ে তাদের পারদর্শিতা রয়েছে যেমনঃ গান, কবিতা, আবৃত্তি, অভিনয়, চিত্রাংকন লেখালেখি, লেখক, দাবা, খেলাধূলা ইত্যাদি। তাদের মধ্যে কারো কারো একাধিক বিষয়ে অভিজ্ঞতা লক্ষ্য করা যায়।

সুযোগ প্রাপ্ত জীবন সংগ্রামে উত্তীর্ণ কিছু সংখ্যক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে অধ্যায়নরত। সাধারণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় প্রতিযোগীতায় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে সনদ সহ পুরস্কার প্রাপ্ত হওয়াতে অন্যান্যরা তাকে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যোগায়। ঐ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাদের স্নেহ, মমতা, ভালবাসা, গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এভাবেই ক্রমান্বয়ে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে চলেছেন অনেকেই। কেউ কেউ নিজে লেখে, সুর দেয় এবং বাদ্যযন্ত্রে সুর তুলে গান করে। দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীরা হাতের স্পর্শেই বাদ্যযন্ত্রকে পরিচালনা করে সাংস্কৃতিক জগতে যথেষ্ট অবদান ও সুনাম রাখতে

Dhaka University Institutional Repository

সক্ষম হয়েছে। সাক্ষাৎকার পর্বে তাদের এগিয়ে যাবার সংগ্রামী জীবন ও সাংস্কৃতিক সাফল্যের কথা শুনে মুগ্ধ হয়েছেন অনেকেই।

চিঠিপত্রঃ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের হিতাকাংক্ষী অসংখ্য ভক্ত শ্রোতারা দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে অগনিত চিঠিপত্র পাঠিয়ে তাদেরকে অভিনন্দিত করেছে। তাদের উপমা দিয়ে সমাজকে সচেতন করার মনোবৃত্তি লক্ষ্য করা গেছে। তাদেরকে ধারাবাহিকভাবে উৎসাহিত করতে থাকে তৃণমূল পর্যায়ের শ্রোতাবৃন্দ। যা অন্যান্য প্রতিবন্ধী ও অপ্রতিবন্ধী সকলকেই উৎসাহিত ও অনুপ্রেরণা যোগায়েছে। সাথে সাথে সমাজের অনেকেই দায়িত্বশীল হতে অনুপ্রাণীত করেছে। তারা সুযোগ পেলে সাংস্কৃতিক জগতে অবদান রাখতে পারে।

প্রত্যেক শিল্পীর জীবনে প্রাপ্তির নেপথ্যে রয়েছে সাধনা। এই সাধনার বলেই শিল্পী তার কাংক্ষীত লক্ষ্যে পৌছাতে পারেন। দৃষ্টিহীন শিল্পী আফজালুর রহমানের বেলাও এ প্রত্যয়ের ব্যতিক্রম ঘটেনি তিনি সাধনা অদম্য ইচ্ছা শক্তি আর মনোবলের উপর ভর করে সংগীত জগতে নিজেকে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া সংগীতের তীর্থভূমিতে জন্মগ্রহণ করে আফজালুর রহমান তার লক্ষ্য স্থির করলেন সংগীতের চর্চা করবেন। সংগীতের প্রতি অনুরাগ তার মনে একটা প্রত্যয়ের জন্ম দিল এবং স্থির করলেন বেহালা শিখবেন। তার প্রখর অনুভূতি শক্তির মাধ্যমে লক্ষ্য মাত্রা থেকে মোটেও বিচ্যুতি হননি। সংগীতে শিক্ষকতা, বিভিন্ন স্বর্ণপদক লাভ, সংবর্ধনা লাভ করার মধ্য দিয়ে তার প্রমান রেখেছেন। নিষ্ঠা ও ধৈর্য সহকারে অনুশীলন করলে সিদ্ধি এবং সাফল্য একদিন আসবেই। আফজালুর রহমানের জীবন সেই সত্যেরই স্বাক্ষর।

(সূত্র দৈনিক যুগান্তর-৯/৪/০৪)

এছাড়াও সংগীত শিল্পী জনাব শাহ-আলম সহ সাংস্কৃতিক জগতে আরও অনেকেই সাংস্কৃতিক জগতে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। প্রকৃত মূল্যায়ন ও তাদের সন্ধান করা গেলে সাংস্কৃতিক জগৎ হবে সমৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী তথা সমাজের সকলেই হবে উপকৃত।

আমাদের দেশে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রতিভাবান প্রতিবন্ধী ব্যক্তি/পরিবারকে রাষ্ট্রীয় এবং প্রতিবন্ধী বিষয়ক উন্নয়নে কর্মরত সংগঠনগুলোকে তাদের উৎসাহিত এবং প্রতিভার স্বীকৃতি সরূপ পুরস্কারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সাংস্কৃতিক সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মর্যাদা ও অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে রাষ্ট্র ও সমাজের মনোভাব পরিবর্তিত হবে। বাংলাদেশবেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশন সহ সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রবেশ সহজতর হবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও তার পরিবার বিশেষভাবে উপকৃত হবে, তাদের মূল্যায়ন সর্বস্তরে বৃদ্ধি পাবে, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক উন্নয়নের সাথে সাথে বিশাল জনগোষ্ঠীকে বিজ্ঞান সম্মতভাবে পূর্ণবাসিত করতে না পারলে সমাজের সমস্যাই বৃদ্ধি পাবে।

Dhaka University Institutional Repository

৬.৭ উপসংহারঃ উপসংহারে এ কথা বলা যেতে পারে যে, আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক সমস্যা, তাদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে কাংঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনের চরম অন্তরায়। প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী ধারাবাহিক ভাবে মূল কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদতা পরিলক্ষিত হয়। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও সুযোগ সুবিধা ও যথাযথ মূল্যায়নের অভাবে পিছিয়ে পড়েছে। একজন ব্যক্তির অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই অবমূল্যায়ন, অর্থনৈতিক অনিশ্চিয়তা, প্রতিনিধিত্ব , সমঅংশগ্রহণের অধিকার অর্জনে বৈষম্য ও বাঁধাবিঘ্নের স্বীকার।

প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ যথাযথ উদ্যোগের অভাবে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক সমস্যা ও তাদের জীবনমান উন্নয়নে কোন অংশে কম নয়। সামাজিক মর্যাদা ও সমাজে অবস্থান তৈরীতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ডে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি স্বতর্স্ফূত অংশগ্রহণের মাধ্যমে উপার্জনাক্ষম করে গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে নেতৃত্বের বিকাশ, অধিকার সুরক্ষায় আন্তরিক প্রচেষ্টা ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন আবশ্যক। সাংস্কৃতিক প্রতিভা সম্পন্ন প্রতিবন্ধী শিশু/ব্যক্তি যথাযথ মূল্যায়ন পেলে প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে সক্ষম। দেশ-বিদেশে এরূপ বহু উদাহরণ রয়েছে যারা প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে নিজে আলোকিত হয়েছে এবং সমাজকে আলোকিত করেছে। বয়ে এনেছে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য গৌরবময় সাফল্য। তাদের সমস্যা নিরসনে সর্বস্তরে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন অপরিহার্য।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

প্রতিবন্ধী ও রাষ্ট্রঃ প্রসঙ্গ বাংলাদেশ

৭.১ ভূমিকাঃ রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমূহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হল রাষ্ট্র। রাষ্ট্র সকল নাগরিকের সমঅধিকার প্রদানে অঙ্গীকার বদ্ধ। মৌলিক অধিকার থেকে শুরু করে সর্বপ্রকার অধিকার নিশ্চিত করবে। এ ব্যাপারে নারী-পুরুষ লিঙ্গগত কোন পার্থক্য নেই। সকল নাগরিকের মধ্যে প্রতিবন্ধী একটি বিশাল জনগোষ্ঠী। তাদের প্রতি রাষ্ট্রের সম-অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও দায়িত্ব রয়েছে। এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে রাষ্টের সফল উন্নয়ন ও অগ্রগতি সম্ভব নয়। রাষ্ট্রের শুরু থেকেই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অস্তিত্ব ও উপস্থিত রয়েছে। তারা সকলের মত রাষ্ট্রের নিকট থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে সর্বপ্রকার সুবিধা ভোগের অধিকার রাখে। দৈনন্দিন রাষ্ট্রীয় সকল কর্মকান্ডে কোন না কোন ভাবে তারা সহায়ক ভূমিকা পালন করছে যেমনঃ কর, ট্যাক্স, কাষ্টম চার্জ ইত্যাদি।

তারা এদেশের আলো বাতাস পরিবেশ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে। তারা সমসুযোগ যথাযথ শিক্ষা প্রশিক্ষণ রাষ্ট্রীয় সহায়তা পেলে আর দশজনের মতোই দেশ উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে সক্ষম। তাদের মাঝেও যে ঘুমিয়ে আছে ভবিষ্যত সম্ভাবনা, জাতীয় আর্ন্তজাতিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিত্বের জীবনী থেকে তা লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশের পক্ষে বিভিন্ন দেশে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে নেত্রীত্ব প্রদান করে আসছে বেশ কয়েকজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি। জাতীয় উন্নয়নে তাদের স্বার্থ সুরক্ষায় সরকারের পাশাপাশি সাংগঠনিকভাবে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

বিশেষ অলিম্পিকে এক ঝাঁক বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশু শতাধিক পদক বিজয়ের মাধ্যমে দেশের জন্য বয়ে এনেছে অসাধারণ সাফল্য। এ ছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রে দেশ-বিদেশে বিভিন্নভাবে দেশের মর্যাদা সুরক্ষায় নিত্তর প্রচেষ্টা রয়েছে। কথায় আছে, অধিকার ও কর্তব্য অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। তারা সুযোগ পেলে নিষ্ঠার সাথে কর্তব্য পালনে ভূমিকা রাখতে পারে। তার প্রমাণ মেলে সমাজসেবা অধিদপ্তরে কর্মে নিয়োজিত কিছু সংখ্যক দৃষ্টি প্রতিবন্ধী সরকারী অন্ধ বিদ্যালয় ও সমন্বিত অন্ধ শিক্ষা কার্যক্রমে দায়িত্ব পালন করছে তাদের মাধ্যমেই। এছাড়াও কোন কোন সরকারী নিম্নস্ত পদে খুবই সীমিত সংখ্যক প্রতিবন্ধী কাজ করছে। সুযোগের অভাবে আজ পর্যন্ত কোন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার পদ অলংকৃত হয়নি কোন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির

Dhaka University Institutional Repository

দ্বারা। সাংগঠনিকভাবে রাষ্ট্রীয় রেজিস্ট্রেশন কৃত সংগঠন ও আন্তর্জাতিক উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করছে। স্বাধীনতার দীর্ঘদিন বিগত হলেও দেশে উন্নয়নের ছোঁয়া প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে কতটা স্পর্শ, প্রভাবিত ও অধিকার প্রাপ্তিতে সহায়তা ও সুযোগ সৃষ্টি করেছে সে ব্যাপারে আলোকপাত করা যেতে পারে। বিগত তিন দশক ধরে সারা বিশ্বে প্রতিবন্ধী মানুষকে মানুষের সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্দোলন চলছে। আমাদের দেশে এর কোন প্রভাব পড়েনি তা বলা যায় না, কিন্তু কতটুকু পরেছে তা বিশ্লেষনের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ৬৮ হাজার গ্রাম পুঞ্জিভূত করলেও অধ্যুষিত বাংলাদেশের এক কোটি চল্লিশ লক্ষ প্রতিবন্ধী মানুষের মধ্যে আট শতাংশ মানুষকেও এর ইতিবাচক প্রভাবে প্রভাবিত করেনি। এ থেকে বুঝা যায় যে, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রতিবন্ধীদের অবস্থান কত পশ্চাৎপদ ও দুর্বল অবস্থায় রয়েছে। সরকারী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিশাল প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের বিষয়টি আজও গুরুত্বের সাথে অর্ন্তভুক্ত হয়নি। ফলে সরকারের বিভিন্ন ঘোষণা ও উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি প্রতিবন্ধীদের বাস্তব জীবনে প্রতিফলিত হয়নি।

৭.২ প্রতিবন্ধী শিশুর অধিকার সংরক্ষণে রাষ্ট্রের ভূমিকাঃ প্রতিবন্ধী শিশুর অধিকার সংরক্ষণে রাষ্ট্রের ভূমিকা কতটুকু বিকাশ লাভ করেছে এ বিষয়ে বিশ্লেষণ করছি। শিশু শব্দটি বললে সকল শিশুর কথাই চলে আসে। এ ধরনের শিশু যারা অধিকার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে শুরু করে প্রায় সর্বত্র বৈষম্যের শিকার এরা হচ্ছে প্রতিবন্ধী শিশু। স্বাভাবিকভাবে শিশু বলতে কোন শিশুর ক্ষেত্রে কোন আইন অনুযায়ী তাকে সাবালক বা সাবলিকা হিসেবে গণ্য না করা পর্যন্ত ১৮ বছরের কম বয়সী সকল বালক বা বালিকাই শিশু হিসেবে বিবেচিত হবে। বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে অন্যতম। দেশে শিশুর সংখ্যা মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক। প্রতিবন্ধী শিশু বলতে স্বাভাবিক শিশুদের থেকে বিকাশ লাভের ক্ষেত্রে আচার-আচরন, হাসি-কান্না, চোখ মেলে তাকানো, হামা-গুড়ি, ছোটাছুটি, খেলা, যথাসময়ে কথা বলা, শুনতে পারা, বুঝতে পারা, বুদ্ধি বিকাশ, বয়সের সাথে সাথে আকার প্রকৃতিগত দিক দিয়ে বেড়ে উঠার ক্ষেত্রে কোন প্রকার সীমাবদ্ধতা বা অক্ষমতাকে বুঝায়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যানুযায়ী মোট জনসংখ্যার শতকরা ১০ ভাগ প্রতিবন্ধী। সে অনুপাতে বলা যায় বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী শিশুর সংখ্যা প্রায় ৬০ লক্ষ। পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধার অভাবে দেশের অধিকাংশ শিশুই তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত তথাপি আমরা বলতে পারি যে, বোধগম্য কারনেই প্রতিবন্ধী শিশুদের ক্ষেত্রে এ অবস্থা আরও শোচনীয়।

প্রথমে শিশু পরে প্রতিবন্ধী শিশু অধিকার সনদ প্রতিবন্ধী শিশুসহ জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, নির্বিশেষে সকল শিশুর সব ধরনের অধিকার প্রাপ্তির স্বীকৃতি নিশ্চিত করেছে। আমাদের দেশে বিভিন্ন কারণে প্রতিবন্ধী শিশু

Dhaka University Institutional Repository

জন্ম নেয় বা শিশু প্রতিবন্ধী হয়ে যায়। এর প্রধান কারণ গর্ভকালীন ও প্রসবকালীন জটিলতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয় এছাড়া ভুল চিকিৎসার প্রভাব, পুষ্টিহীনতা, পিতা-মাতা বা অভিভাবকের অবহেলা, শিশুর ঝুঁকিপূর্ণ কাজ ইত্যাদি নানা কারণে প্রতিবন্ধীতার শিকার হয়। শিশু যে কারণেই প্রতিবন্ধী হোক না কেন তার জন্য স্বীকৃত প্রাপ্য অধিকার সে পাওয়ার দাবীদার। প্রতিবন্ধীতার কারণে কোন শিশু তার অধিকার প্রাপ্তিতে বাধাগ্রস্ত বা বঞ্চিত হবে না এটাই শিশু অধিকার সনদের ২৩ নং অনুচ্ছেদের বক্তব্য। শিশু অধিকার সনদের সংশ্লিষ্ট অধিকার সমূহের ধারাগুলো যেমনঃ বেঁচে থাকা, বিকাশ, নিরাপত্তা বা সুরক্ষা, অংশগ্রহণের অধিকার, এ ধরনের মূল চারটি শ্রেনীতে বিন্যস্ত করা যায়।

৭.৩ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রের ভূমিকাঃ প্রতিবন্ধী শিশুর অধিকার কতটুকু অর্জিত হয়েছে এ বিষয়টি তুলে ধরা যেতে পারে। ইতিপূর্বে ১৯২৪ সালের জেনেভা ঘোষণা, সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা এবং ১৯৫৯ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের শিশু অধিকার ঘোষণায় শিশুদের অধিকারে কথা বলা হলেও শিশু অধিকার সনদটি শিশুদের অধিকার ও স্বার্থরক্ষার ক্ষেত্রে একটি পূর্ণাঙ্গ দলিল। ইতিহাসের অন্য যে কোন মানবাধিকার সংক্রান্ত চুক্তির চেয়ে অনেক বেশী দেশ এ কনভেনশনটি সমর্থন করেছে। বাংলাদেশ জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদে সর্বপ্রথম স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রসমূহের অন্যতম। শিশু অধিকার সনদ (১৯৮৯) জাতিসংঘের একটি দলিল যা বিশ্বের প্রতিটি শিশুর অধিকারকে নিশ্চিত ও ব্যাখ্যা করেছে। সাধারণত শিশু অধিকারের কথা বললে প্রতিবন্ধী শিশুকে আলাদা করে বুঝানো হয় না। কিন্তু অধিকার প্রদানে কিংবা প্রাপ্তিতে সীমাবদ্ধতা, বৈষম্য, অবহেলা ইত্যাদি বিষয় পরিলক্ষিত হলে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন হয়। সাধারণত পরিবারে ছোট কিংবা বড় পিছিয়ে পরা যে কোন সন্তানের প্রতি অভিভাবক হিসেবে মা-বাবার করনীয় বিষয়টি তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পায়। তেমনি আমাদের আশা-আকাংখা রাষ্ট্রের কাছে পিছিয়ে পড়া বা প্রতিবন্ধী শিশুর প্রতি রাষ্ট্রের অগ্রনী ভূমিকা থাকবে।

স্বাধীনতার দীর্ঘপথ পেরিয়ে এলেও প্রতিবন্ধী শিশুর অধিকার নিশ্চিত করার বিষয়টি বেশ নিম্ন পর্যায়ে রয়েছে। শিশু অধিকার সনদের ২৩ নং অনুচ্ছেদে প্রতিবন্ধী শিশুদের সুন্দর ও সম্পূর্ণ জীবন যাপনের ব্যাপারে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী শিশুর সুন্দর ও সম্পূর্ণ জীবন যাপন কাটানোর এবং তার মান-মর্যাদা রক্ষা করে আত্মনির্ভরশীলতা বাড়িয়ে সামাজিক কার্যক্রমে সম্পূর্ণরূপে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করবে। প্রতিবন্ধী শিশু যাতে বিশেষ সেবা লাভ করতে পারে রাষ্ট্র তার নিশ্চয়তা বিধান করবে। সেবাদানের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র এমন অবস্থার সৃষ্টি করবে যাতে পিতা-মাতা, পরিবার ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা

Dhaka University Institutional Repository

বিবেচনায় সকল সেবা সহজলভ্য হয়। মৌলিক অধিকার সহ, শিক্ষা প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, বিনোদন, পূর্ণবাসন ইত্যাদি বিষয়ে নিশ্চয়তা থাকবে।

৭.৪ শিক্ষা প্রতিটি শিশুর মৌলিক ও মানবিক অধিকারঃ জাতিসংঘ ১৯৯০ সালে 'সবার জন্য শিক্ষা' কর্মসূচী ঘোষণা করে। এই ঘোষণার প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করে সাংবিধানিক ধারার মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার 'সবার জন্য শিক্ষা' কর্মসূচীতে একাত্ম হয় এবং প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করে। এখানে সকল শিশু বলতে প্রতিবন্ধী শিশুকে আলাদা করে বুঝাবার প্রয়োজন হয় না। প্রশ্ন থেকে যায়, রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় প্রতিবন্ধী শিশুর অবস্থান কোথায়? এই সনদের ২৩ নং ধারা অনুযায়ী প্রতিটি প্রতিবন্ধী শিশুর বিশেষ পরিচর্যা পাবার অধিকারের পাশাপাশি সমাজে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনে সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার কথা উল্লেখ রয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয় এবং আর্ন্তজাতিকভাবে এই ঘোষণা বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর। ১৯৯৪ সালে স্পেনের সালামানকায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব সম্মেলনে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত বিপুল সংখ্যক প্রতিবন্ধী শিশুদের সংশ্লিষ্ট করে 'সবার জন্য শিক্ষা' বাস্তবায়নের ঘোষণা দেয়া হয়। ডাকার সম্মেলনে প্রতিটি দেশের নাগরিকের শিক্ষার জন্য 'সবার জন্য শিক্ষা' কর্মসূচীর আওতায় ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্য মাত্রা নির্ধারণ করা হয় এবং একই সাথে সকল শিশুর অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষা নিশ্চিত করণের ঘোষণা দেয়া হয়।

৭.৫ প্রতিবন্ধী শিশুদের মূলধারার শিক্ষা ব্যবস্থায় একীভূত করণের প্রধান প্রতিবন্ধীকতা সমূহ স্পষ্ট হয়ে উঠেঃ

(১) প্রয়োজনীয় নীতিমালায় এবং এর সঠিক কার্যকারিতার অভাবই প্রতিবন্ধী শিশুদের মূলধারা শিক্ষা ব্যবস্থায় একীভূত করণের অন্যতম প্রধান অন্তরায়।

(২) প্রায় অধিকাংশ শিক্ষকেরই প্রতিবন্ধীদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে ভীতি রয়েছে। আমাদের দেশে শিক্ষকদের শ্রেনীকক্ষে প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট (সরকারী/বেসরকারী) প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে উদ্বুদ্ধ করণের কোন ব্যবস্থা নেই।

(৩) প্রতিবন্ধী বা অপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী উভয়ের ক্ষেত্রেই মৌলিক শিক্ষাদান কৌশল সংক্রান্ত দক্ষতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে।

(৪) অধিকাংশ পরিবারের ধারণাই নেই যে তাদের প্রতিবন্ধী শিশুদের স্কুলে যাবার ক্ষমতা রয়েছে। যে সকল পরিবার দরিদ্র অথবা গ্রামাঞ্চলে বসবাস করে, যেখানে শিশুরা আয় উপার্জন কার্যক্রমে সহায়তা করে সে সকল পরিবারে প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার বিষয়টি অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

(৫) একাধিক কারণে প্রতিবন্ধী শিশুদের মধ্যে শিক্ষা লাভের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসের অভাব রয়েছে যেমনঃ (ক) শ্রেনীকক্ষে তাদের প্রতি শিক্ষকের মনোযোগ নির্দেশনার অভাব রয়েছে।

(খ) বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিশুদের তাদের প্রতি সহযোগিতামূলক মনোভাব তৈরীর প্রচেষ্টা নেই।

(গ) শ্রেনীকক্ষে প্রতিবন্ধী শিশু অপ্রতিবন্ধী শিশুদের চেয়ে তুলনায় বয়সে বড় হতে পারে।

বিদ্যালয়গুলোর ভৌত অবকাঠামো প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য প্রবেশগম্য নয়। এছাড়া অত্যধিক ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতি, শারীরিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য নানারকম প্রতিকূলতা, দৃষ্টি ও শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের প্রয়োজনীয় সহায়ক উপকরণ ও চলন সংক্রান্ত সুবিধার অভাব রয়েছে। সমাজের অধিকাংশ জনগণের মধ্যে প্রতিবন্ধীতার কারণ এবং প্রতিবন্ধী শিশুদের ক্ষমতা সর্ম্পকে ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। এছাড়া অপ্রতিবন্ধী শিশুদের অভিভাবকরাও সহযোগিতা করতে চান না।

৭.৬ মূলধারার শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রতিবন্ধী শিশুদের একীভূত কারণের ধাপ সমূহঃ

(১) **নীতিমালা সংক্রান্ত বিষয়ে করনীয়ঃ** প্রচলিত আইন ও নীতিমালার (প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা, জাতীয় শিক্ষানীতি, কর্মসংস্থান নীতি ইত্যাদি) মধ্যকার বৈপরিত্য সমূহ দূর করতে হবে। প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা সহজিকরণের ক্ষেত্রে যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে একটি গ্রহণযোগ্য নীতিমালা এবং আইণ প্রনয়ণ প্রয়োজন।

(২) **বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনাঃ** সাধারণ বিদ্যালয়ে প্রতিবন্ধী শিশুদের একীভূত করার ক্ষেত্রে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ ক্ষেত্রে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনায় প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী সর্ম্পকীত বিষয়গুলি অর্ন্তভুক্তির বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে।জাতীয় পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা পরিচালনায় শিক্ষাগ্রহণে সক্ষম প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের একীভূত করণের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

(৩) **সচেতনতা সৃষ্টিঃ** প্রতিবন্ধী শিশুদের সাধারণ বিদ্যালয়ের সাথে একীভূত করণের ক্ষেত্রে অভিভাবকসহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের নেতা ও সাধারণ মানুষের প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কিত সচেতনতা অত্যন্ত আবশ্যক। প্রতিবন্ধীতা এবং সামাজিক উন্নয়ন নিয়ে কর্মরত সংগঠনসমূহ গণসচেতনতা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। প্রতিবন্ধী ও একীভূত শিক্ষা বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে গণমাধ্যম ও সচেতনতামূলক কার্যক্রমসমূহে বিষয়টিকে জোর প্রধান্য দিতে হবে।

(৪) **শিক্ষা সংক্রান্ত পরিবেশঃ** ভৌত কাঠামোগত এবং আচরনিক উভয় প্রকার শিক্ষা সংক্রান্ত পরিবেশে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের প্রতিবন্ধকতার বিষয়টিকে বিবেচনায় রাখতে হবে। প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের

Dhaka University Institutional Repository

একীভূত করণের ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের যথাযথ সহযোগিতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ ক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টিতে শিক্ষকদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

(৫) **তথ্য বিতরণ ও গবেষণাঃ** প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সংগঠন ও ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সঠিক তথ্যের যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। অপ্রিয় হলেও সত্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তরে এ সর্ম্পকীত তেমন কোন তথ্য নেই। ফলে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মূলধারার শিক্ষায় একীভূত করণের ক্ষেত্রে নেতিবাচক মনোভাব এবং অনীহা লক্ষ্য করা যায়। একীভূত শিক্ষার সাফল্যের পর্যাপ্ত তথ্য এই প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করতে পারে। একীভূত শিক্ষার উপর কিছু গবেষণা হয়েছে তবে তা ব্যাপক প্রচার লাভ করেনি। বর্তমানে সরকারী/বেসরকারী পর্যায়ে নতুন কিছু গবেষণা চলছে এবং এ সংক্রান্ত তথ্য সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষের নিকট পৌঁছানো দরকার এবং এই তথ্যের আদান-প্রদানের মাধ্যমে পরিকল্পনাকারী ও বাস্তবায়নকারী সংগঠন সমূহের মধ্যে সমঝোতা বৃদ্ধি পাবে।

(৬) **শিক্ষাক্রম ও শিক্ষা উপকরণঃ** সকল শিক্ষণ পাঠ্যক্রম প্রতিবন্ধীতার সাথে সংগতি রেখে তৈরী করতে হবে। প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষার প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়ক সেবার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের ধরণ ও মাত্রা অনুযায়ী মূল্যায়নের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

(৭) **সুযোগ সুবিধা ও সহযোগিতাসমূহ ঃ** প্রতিবন্ধী শিশুদের মূলধারার শিক্ষা ব্যবস্থায় একীভূত করণের ক্ষেত্রে কিছু ভ্রান্ত ধারণা বিদ্যমান। শিশুদের মূলধারার শিক্ষা ব্যবস্থায় একীভূত করণের ক্ষেত্রে সাধারণ বিদ্যালয়গুলিতে প্রচুর পরিমানে সহায়ক সেবা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে যে, খুব সামান্য কিছু সহায়ক সেবা বৃদ্ধির মাধ্যমে অধিকাংশ বিদ্যালয়ে প্রতিবন্ধী শিশুদের একীভূতকরণ সম্ভব। প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের একীভূত করণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকের। সাধারণ বিদ্যালয়ে বিদ্যমান শিক্ষকদের স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অথবা সমন্বিত শিক্ষা কার্যক্রমের রিসোর্স শিক্ষক নিয়োগ করা যেতে পারে। তবে সামান্য কিছু সহায়ক উপকরণ যেমনঃ ব্রেইল, বড় মাপের লেখা, ফ্রেম ইত্যাদি প্রয়োজন। স্বল্প খরচে বা স্থানীয় জনগণকে উদ্বুদ্ধ করণের মাধ্যমে শারীরিক ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করা যেতে পারে।

(৮) **শিক্ষক প্রশিক্ষণঃ-** শিক্ষকদের মৌলিক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত শিক্ষাক্রমে প্রতিবন্ধীতার বিষয়টি অর্ন্তভূক্ত করতে হবে। এই শিক্ষাক্রম শিক্ষকদের চাকুরী পূর্ব বা চাকুরী কালীন প্রশিক্ষণে ব্যবহার করা যেতে পারে। শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জন্য ব্যবহৃত ইশারা ভাষা ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত বিশেষ

Dhaka University Institutional Repository

কৌশল নিয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে একটি স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ চালু করা যেতে পারে। বহুমুখী প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী যেমনঃ- সেরেব্রাল পালসি, আচরণ সমস্যাগ্রস্থ এবং বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে শিক্ষকদের বিশেষ দক্ষতা ও উদ্বুদ্ধ করণের প্রয়োজন রয়েছে। এই ধাপ সমূহ বাস্তবায়নের জন্য সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা বিষয়গুলোকে পরিকল্পনা ভূক্ত করা। এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা এবং গুরুত্বের সাথে ভূমিকা ও দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হতে হবে।

৭.৭ শিশু অধিকার সনদে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র সমূহের দায়িত্বঃ-

(১) প্রতিবন্ধী শিশুসহ সকল শিশুদের মর্যাদা নিশ্চিত করা,

(২) আত্মনির্ভরতা অর্জনের ব্যবস্থা করা।

(৩) সমাজে সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা।

(৪) বিশেষ যত্নের ব্যবস্থা করা

(৫) বিশেষ প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তা প্রদান করা।

(৬) চিকিৎসা, পূর্ণবাসন, শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক দক্ষতা বৃদ্ধির পদ্ধতি সংক্রান্ত তথ্য প্রচার করা।

৭.৮ রাষ্ট্র কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য জাতিসংঘের ৪৮ তম সাধারণ সভায় প্রতিবন্ধীদের সমসুযোগ সৃষ্টির জন্য ষ্ট্যার্ডাড রুলস বা ২২ টি আদর্শ নীতি প্রস্তাব করছে।

(১) প্রতিবন্ধীদের বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করবে।

(২) রাষ্ট্র প্রতিবন্ধীদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করবে।

(৩) রাষ্ট্র প্রতিবন্ধীদের পূর্ণবাসন নিশ্চিত করবে।

(৪) রাষ্ট্র প্রতিবন্ধীদের স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার জন্য উপযুক্ত সেবা প্রদান নিশ্চিত করবে।

(৫) রাষ্ট্র সর্বক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করবে।

(৬) রাষ্ট্র প্রতিবন্ধীদের জন্য সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করবে।

(৭) রাষ্ট্র সর্বক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে।

(৮) রাষ্ট্র প্রতিবন্ধীদের সামাজিক নিরাপত্তাসহ সম্পদ সংরক্ষণ নিশ্চিত করবে।

(৯) রাষ্ট্র প্রতিবন্ধীদের পারিবারিক জীবনে যেন আত্ম-মর্যাদা বিঘ্নিত না হয় তা নিশ্চিত করবে।

(১০) রাষ্ট্র সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে প্রতিবন্ধীদের অংশগ্রহণের সমান সুযোগ নিশ্চিত করবে।

(১১) প্রতিবন্ধীদের যাতে খেলাধূলা ও বিনোদনমূলক কাজে সবার সাথে সমানভাবে যুক্ত থাকতে পারে

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্র তা নিশ্চিত করবে।

(১২) রাষ্ট্র প্রতিবন্ধীদের বিভিন্ন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করবে।

(১৩) রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী বিষয়ক সর্বপ্রকার গবেষণা ও তথ্যসমূহ সাধারণ জনগনের কাছে পৌঁছে দেয়া নিশ্চিত করবে।

(১৪) রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী বিষয়ক পরিকল্পনা ও নীতি মালা প্রণয়ন নিশ্চিত করবে।

(১৫) রাষ্ট্র প্রতিবন্ধীদের জাতীয় কর্মকান্ডে সমতা ভিত্তিক আইন প্রণয়ন করবে।

(১৬) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা জাতীয় কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণ করতে চাইলে রাষ্ট্র তার অর্থনৈতিক সাহায্য দান নিশ্চিত করবে।

(১৭) রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী বিষয়ক কর্মকান্ডে সমন্বয় করার জন্য জাতীয় সংস্থা সমূহের সৃষ্টি নিশ্চিত করবে।

(১৮) রাষ্ট্র স্থানীয়, আঞ্চলিক বা জাতীয় প্রতিবন্ধী সংগঠনের কর্মকান্ডের সুযোগ সৃষ্টি নিশ্চিত করবে।

(১৯) রাষ্ট্র প্রতিবন্ধীদের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে।

(২০) রাষ্ট্র জাতীয় ভাবে প্রতিবন্ধী নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য তদারকি ও মূল্যায়ন কমিটি গঠন করে তাদের কার্যক্রম নিশ্চিত করবে।

(২১) উন্নয়নশীল দেশসমূহে রাষ্ট্র প্রতিবন্ধীদের জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরী ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা প্রদান নিশ্চিত করবে।

(২২) রাষ্ট্র আর্ন্তজাতিক কর্মকান্ডে প্রতিবন্ধীদের সমানভাবে অংশগ্রহণের সার্বিক সুযোগ প্রদান নিশ্চিত করবে।

৭.৯ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘের ঘোষণাঃ- জাতিসংঘ সারা বিশ্বের প্রতিবন্ধীদের সামাজিক জীবন ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমান অধিকার এবং পূর্ণ অংশ গ্রহণকে সফল করে তুলতে বিভিন্ন সময় তাদের অধিকার সর্ম্পকিত ঘোষণা দিয়েছে।

(১) জন্মগত বা যে কোন কারনেই হোক দৈহিক ও মানসিক সমর্থের অভাবে যারা নিজেরা স্বাভাবিক ভাবে ব্যক্তিগত অথবা সামাজিক জীবন ধারণে অক্ষম সেই সব ব্যক্তিদেরই প্রতিবন্ধী বলা যায়।

(২) প্রতিবন্ধীদের ঘোষিত অধিকার সমূহ সকল পর্যায়ের প্রতিবন্ধীই সমানভাবে ভোগ করবে এবং জাতি, ধর্ম, বর্ণ, পুরুষ, মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ সবার জন্যই প্রযোজ্য হবে।

(৩) মানবিক মর্যাদার প্রশ্নে প্রতিবন্ধীদের অন্য আর দশজন মানুষের মতো শ্রদ্ধা পাবার অধিকার রয়েছে। প্রতিবন্ধীতার উৎপত্তি, প্রকৃতি এবং ভয়াবহতা যাই হোক না কেন প্রতিবন্ধীর সমান বয়সী

Dhaka University Institutional Repository

একজন সুস্থ নাগরিক যেমন মৌলিক অধিকার ভোগ করতে পারে তেমনি তারও সেই মৌলিক অধিকার ভোগ করার সমান অধিকার আছে।

(৪) অন্যান্য মানুষের মতো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরও একই নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার রয়েছে। মানসিক প্রতিবন্ধীদের প্রতি সকল ধরনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে যথাযথ আইন রক্ষা কবচ তৈরী করতে হবে।

(৫) প্রতিবন্ধীরা যাতে আত্মনির্ভরশীল হিসাবে গড়ে উঠতে পারে তার জন্য পরিকল্পিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, কেননা তারা এসবের দাবীদার।

(৬) প্রতিবন্ধীদের সর্বাধিক ক্ষমতা ও দক্ষতা বিকাশে প্রয়োজনীয় সর্বোচ্চ প্রযুক্তিগত, চিকিৎসা, শিক্ষা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পূর্ণবাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। কেননা মানুষ হিসেবে এ সবই তার অধিকারভূক্ত।

(৭) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা এবং স্বাচ্ছন্দ্য জীবন ধারনের অধিকার রয়েছে। সামর্থ অনুযায়ী তাদের চাকুরী রক্ষা করার এবং উৎপাদনশীল ও লাভজনক পেশায় নিয়োজিত হওয়ার ট্রেড ইউনিয়নে যোগদান করার অধিকার রয়েছে।

(৮) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিকল্পনার সকল পর্যায়ে তাদের জন্য বিবেচিত বিশেষ চাহিদা ভোগ করার দাবীদার।

(৯) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পরিবার অথবা পালক পিতা- মাতার সাথে জীবন যাপন করার এবং সকল প্রকার সামাজিক, সৃজনশীল অথবা চিত্তবিনোদনমূলক কার্যক্রমের অধিকার রয়েছে। প্রয়োজনে বিশেষ উদ্দেশ্যে নির্মিত সংস্থায় প্রতিবন্ধীকে থাকার ব্যবস্থা করতে হবে। আবাসস্থল সম্পর্কিত বিষয়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি কখনও বৈষম্যমূলক আচরনের শিকার হবে না । কেননা তার পরিবেশ ও জীবন যাপন ব্যবস্থা তারই বয়সের ব্যক্তির স্বাভাবিক জীবন যাপনের কাছাকাছি রাখতে হবে।

(১০) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সকল শোষণ, বিধি-নিষেধ এবং বৈষম্যমূলক, অত্যাচার মূলক অথবা অবমাননাকর প্রকৃতির আচরন থেকে রক্ষা করতে হবে।

(১১) ব্যক্তি এবং সম্পত্তি রক্ষার জন্য আইনের সাহায্য দরকার হলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে যথাযথ আইনের সাহায্য দিতে হবে। যদি তাদের বিরুদ্ধে বিচার বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয় তবে আইন প্রয়োগে তাদের দৈহিক ও মানসিক অবস্থা বিবেচনায় আনতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

(১২) প্রতিবন্ধীদের অধিকার সংক্রান্ত সকল বিষয়ে তাদের সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর সাথে সরাসরি পরামর্শ করা যেতে পারে।

(১৩) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ তাদের অধিকার সংক্রান্ত এই ঘোষণার অর্ন্তভূক্ত সকল অধিকার সর্ম্পকে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে যথাযথভাবে জানাবার অধিকার রাখে।

৭.১০ সুযোগের সমতা বিধানঃ- "এই প্রক্রিয়ায় প্রচলিত সাধারণ সামাজিক অধিকার ও সুযোগ সমূহ যেমনঃ শারীরিক, সাংস্কৃতিক, পরিবেশ, আবাসন এবং যানবাহন, সমাজ ও স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবন, খেলাধূলা এবং বিনোদনমূলক সুযোগ-সুবিধা সমূহ সকলের জন্য সহজলভ্য করে"। বাংলাদেশের সংবিধান সকল নাগরিকের স্বাস্থ্য পরিচর্যা, শিক্ষা, কর্মের অধিকার এবং সামাজিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করছে।

৭.১১ ১৯৭৫ সালের মানবাধিকার ঘোষণা এবং ১৯৯৩ সালে এসকাপ কর্তৃক ঘোষণাঃ- প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে "এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে প্রতিবন্ধীদের পূর্ণ অংশগ্রহণ এবং সমতা বিধান ১৯৯৩ সালে এসকাপ ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর দান ও প্রতিবন্ধীদের অধিকার শীর্ষক জাতিসংঘের কার্যবিবরণী ১৯৭৫ সালে অর্ন্তভূক্ত করণের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। প্রতিবন্ধী বিষয়ক কর্মকান্ডে জাতিসংঘের আর্ন্তজাতিক প্রতিবন্ধী ১৯৮১ সালে, প্রতিবন্ধী দশক ১৯৮৩ থেকে ১৯৯২ সাল এবং প্রতিবন্ধী সার্ক ১৯৯৩ সালে কর্ম পরিকল্পনা নীতি নির্দেশক হিসাবে গণ্য করা হয়েছে।

দশক পেরিয়ে পালিত হচ্ছে প্রতিবন্ধী মিলেনিয়াম বর্ষ। বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী সাফল্যে লক্ষ্য মাত্রা অর্জনের এখনও অনেক দূরে। প্রতিবন্ধীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় ভাবনা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টিতে ধীরগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। আমরা লক্ষ্য করছি সরকারের শেষ সময় প্রতিবন্ধীদের বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ে থাকে যা পরবর্তী সরকার কালক্ষেপণের মাধ্যমে তাদের শেষ সময় উপনিত করে। ফলে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর প্রত্যাশা অপূর্ণ থেকে যায় বা ভেস্তে যায়। প্রতিবন্ধীদের বিষয়টি রাজনৈতিক বিষয় না হওয়াতে রাষ্ট্রের নিকট আজও গুরুত্ব লাভ করেনি। তাই অধিকার প্রাপ্তি থেকে তারা এখনও অনেক দূরে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রতিবন্ধীতা বিষয়টি অর্ন্তভূক্ত না করা পর্যন্ত এবং এর জন্য যথাযথ বাজেট বরাদ্দ না থাকায় তাদের অধিকার সমূহ প্রতিষ্ঠা করে রাষ্ট্রের দায়িত্ব পালন সম্ভব নয়।

Dhaka University Institutional Repository

৭.১২ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সম্বলিত আন্তর্জাতিক কনভেনশন অনুমোদনঃ ১৩ ডিসেম্বর ২০০৬

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ বিশ্বের ষাট কোটি প্রতিবন্ধী মানুষের অধিকার সুরক্ষার সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ দলিল 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সম্বলিত আর্ন্তজাতিক কনভেনশন' অনুমোদন করেছে। তাই আজ সারা পৃথিবীর মত বাংলাদেশের এক কোটি চল্লিশ লক্ষ প্রতিবন্ধী নাগরিকগণ এই অধিকারের অর্ন্তভূক্ত। প্রতিবন্ধী মানুষের অধিকার আন্দোলনে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। মানবাধিকারের অপূর্ণতাকে পূর্ণ করতে এল এই সনদ।

প্রাপ্তির অধিকার কনভেনশনে বিভিন্ন আর্টিকেলে প্রতিবন্ধী মানুষের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় যে সমস্ত পদক্ষেপ ও বিষয়ের কথা বলা হয়েছে, তা হলো-

- ❑ সমতা ও বৈষম্যহীনতা
- ❑ নারী প্রতিবন্ধীদের অধিকার
- ❑ শিশু প্রতিবন্ধীদের অধিকার
- ❑ সচেতনতা সৃষ্টি
- ❑ সুগম পরিবেশ
- ❑ জীবনের অধিকার
- ❑ ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা ও মানবিক জরুরী তৎপরতা
- ❑ আইনের কাছে সমস্বীকৃতি
- ❑ সুবিচার প্রাপ্তি
- ❑ ব্যক্তির স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা
- ❑ নির্যাতন বা নিষ্ঠুরতা, অমানবিক ও অমর্যাদাকর আচরন বা শাস্তি থেকে মুক্তি
- ❑ শোষন, সহিংসতা ও নির্যাতন থেকে মুক্তি
- ❑ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র সুরক্ষা
- ❑ অবাধ চলাচল ও জাতীয়তা অর্জনের স্বাধীনতা
- ❑ স্বাধীন ভাবে বসবাস ও সমাজে একীভূত হবার অধিকার
- ❑ মতামত ও অভিব্যক্তি প্রকাশের স্বাধীনতা এবং তথ্য প্রাপ্তির অধিকার
- ❑ গতিময় ব্যক্তিজীবন
- ❑ একান্ত বিষয়ে শ্রদ্ধা প্রদর্শন
- ❑ গৃহ ও পারিবারিক জীবনের প্রতিসম্মান প্রদর্শন
- ❑ শিক্ষার অধিকার
- ❑ স্বাস্থ্যের অধিকার
- ❑ আবাসন ও পূর্ণবাসন
- ❑ কর্ম ও কর্মসংস্থান
- ❑ পর্যাপ্ত জীবনমান ও সামাজিক নিরাপত্তা
- ❑ রাজনৈতিক ও জন জীবনে অংশগ্রহণ
- ❑ সাংস্কৃতিক জীবন, অবকাশ ও খেলাধুলায় অংশগ্রহণ
- ❑ পরিসংখ্যান ও তথ্য সংগ্রহ
- ❑ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা
- ❑ জাতীয় বাস্তবায়ন ও পরীক্ষণ
- ❑ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মানবাধিকার বিষয়ক কমিটি
- ❑ রাষ্ট্র ও কমিটির মধ্যে আন্তসহযোগিতা
- ❑ কমিটির সাথে অন্যান্য সংস্থার সহযোগীতা
- ❑ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেও অবস্থা সম্পর্কে রাষ্ট্রীয় প্রতিবেদ

এই কনভেনশন প্রনয়নে জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম ও বাংলাদেশ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

৭.১৩ বিভিন্ন ঘোষণাঃ ১৯২৪ সালের জেনেভা ঘোষণা, ১৯৪৮ সালের ১০ই-ডিসেম্বর ঘোষিত বিশ্বজনিন মানবাধিকার সনদ ঘোষণা, বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত মানবাধিকার বিধান, জাতীয় শিশু নীতিমালা, জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদের প্রতি স্বীকৃতি ও রাষ্ট্র, কর্তৃক অনুমোদনের মাধ্যমে বাংলাদেশে শিশুদের সর্ব অধিকার মেনে নেয়ার অঙ্গীকার করেছে। ১৯৫৯ সনের ২০ শে নভেম্বর সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ঐ সব ঘোষণায় ও মানবাধিকারকে সর্বাগ্রে স্থান দিয়ে শিশুদের প্রতি বিশেষ যত্নের কথা বর্ণিত হয়েছে। ১৯৯০ সালে 'সবার জন্য শিক্ষা' ঘোষণা ১৯৯৪ সালে সালামানকায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব সম্মেলনে 'সবার জন্য শিক্ষা' বাস্তবায়নের ঘোষণা, জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক বিভিন্ন শিশু বিষয়ক অঙ্গীকার ও ঘোষণার সঙ্গে বাংলাদেশ দ্ব্যর্থহীনভাবে এগুলো বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছে। এই অঙ্গীকার বা ঘোষণার দীর্ঘদিন পরেও প্রতিবন্ধী শিশুদের অধিকার লক্ষ্য মাত্রা অর্জনে মোটেই সন্তোষজনক নয়। এছাড়াও ১৯৯৫ সালে অনুমোদিত প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতীয় নীতিমালায় প্রতিবন্ধী শিশু ও ব্যক্তিদের শিক্ষার সুযোগের কথা বলা হয়েছে। বালাদেশ "প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন-২০০১" এর মাধ্যমে প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে আইনগত অধিকার দেয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী শিশুদের অধিকার সুরক্ষায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও শিশু বিকাশের পথ এখনও মসৃণ হয়নি। মৌলিক অধিকার থেকে শুরু করে প্রতিটি ক্ষেত্রেই এরা পদে পদে বাঁধাপ্রাপ্ত। শিশু একাডেমী, শিশু পার্ক, শিশু মেলা, শিশু বিনোদন কেন্দ্রসমূহ, বিভিন্ন শিশু বিষয়ক অনুষ্ঠান, শিশু দিবস ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী শিশুর আশানুরূপ মানসম্মত অধিকার সংরক্ষণের মাধ্যমে তাদের সর্বক্ষেত্রে অংশগ্রহণের বিবয় নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে দায়িত্ব সম্পূর্ন কার্যকরী ভূমিকার অভাব রয়েছে।

৭.১৪ বাংলাদেশ সংবিধানে প্রতিবন্ধীদের অবস্থানঃ- সংবিধানে ১৫ নং অনুচ্ছেদে গুরুত্বের সাথে বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদনশক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন এবং জনগনের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতিসাধন, যাহাতে নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত বিবয়সমূহ অর্জন নিশ্চিত করা যায়ঃ (It shall be a fundamental responsibility of the state to attain, through planned economic growth a constant in crease of productive forces and a steady improvement in the material and cuttural standard of living of the people, with a new to securing to ets citizens.)

(ক) অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারনের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা;

(খ) কর্মের অধিকার, অর্থাৎ কর্মের গুণ ও পরিমান বিবেচনা করিয়া যুক্তিসঙ্গত মজুরীর বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার অধিকার;

Dhaka University Institutional Repository
(গ) যুক্তিসঙ্গত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার, এবং

(ঘ) সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতাপিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতি জনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাব গ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্যলাভের অধিকার।

এ অনুচ্ছেদে বর্ণিত বষিয় সমূহ প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে অনেকটা পিছিয়ে। মৌলিক অধিকার ভোগের অনিশ্চিয়তা তাদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। শিক্ষার হার এখনও অনেক নীচে। যথার্থ সুযোগ-সুবিধা সঠিক পরিকল্পনা সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ ও ইতিবাচক ভূমিকার অভাবে মানসম্মত জীবনযাপন লাভে সক্ষম নয়। তাদের বিকাশ ধারা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। জীবন যুদ্ধে বাঁচার তাগিদে দিনাতিপাত করছে। সঠিক চিকিৎসার অভাবে রোগের পরিমান বৃদ্ধি পাচ্ছে সাথে সাথে বেড়ে চলেছে প্রতিবন্ধীর সংখ্যা। কর্মের দিক দিয়ে বিচার করলে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী এখনও গুনগত, মানসম্মত কর্মে প্রবেশের অধিকার বা নিয়োগ প্রাপ্ত হয়নি। গুটি কয়েক প্রতিবন্ধী সরকারের নির্দিষ্ট কর্মে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছে। চাহিদা অনুযায়ী কর্মে প্রবেশের সুযোগ পাচ্ছে না বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে জটিলতা ও নিষেধাজ্ঞার কারণে। বিশ্রাম, বিনোদনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীতা বিষয়টি পরিকল্পনায় চিন্তা-ভাবনায় তেমনভাবে পরিলক্ষিত হয় না। সামাজিক নিরাপত্তার দিক দিয়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সামাজিক ভাবে মর্যাদাহীন ও করুণার পাত্র হিসেবে বিবেচিত। বেকারত্ব সমস্যা প্রতিবন্ধীদের তাড়া করে ফিরছে। অধিকার প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিতের ফলে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী পিছিয়ে পরায় সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালনের তেমন সুযোগ পাচ্ছে না।

অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাঃ প্রতিবন্ধীদের অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা বিষয়ে বাংলাদেশ সংবিধানে ১৭ নং ধারায় উল্লেখ রয়েছে যে (The state shall adopt effective meaneres for the perpole of) (১৭ নং অনুচ্ছেদে, রাষ্ট্র)।

(ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য;

(খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ও সদিচ্ছা প্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য;

(গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন;

Dhaka University Institutional Repository

১৭ নং অনুচ্ছেদে সর্বজনীন শিক্ষার প্রতি আইনগত বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, বাধ্যতামূলকভাবে সরকারের দায়িত্বে শিক্ষার নিশ্চিত করার বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। সবার শিক্ষার সাথে প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার বিষয়টি গুরুত্ব পায়নি। বাধ্যতামুলক অবৈতনিক মেয়েদের জন্য উপবৃত্তি, প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা এর আন্তুতাভূক্ত হয়নি। সমাজের প্রয়োজনে শিক্ষিত নাগরিক অপরিহার্য। এ কথা সর্বজন স্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা ব্যবস্থা এ দৃষ্টি কোণ থেকে বিশ্লেষণ করলে তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুবই অপ্রতুল। এখনও সব ধরনের প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রতিটি জেলায় সরকারীভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করা হয়নি। সরকারের যথাযথ শিক্ষা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও পরিকল্পনায় প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার বিষয়টি অর্ন্তভূক্ত হয়নি। ফলে শিক্ষার মাধ্যমে সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা পাবার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা পিছনের সারিতে অবস্থান করছে।

নিরক্ষরতা দূরীকরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে অথচ প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর শিক্ষার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হচ্ছে না। এ থেকে বুঝা যায় এই বিশাল প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী নাগরিকের সমউন্নয়নের বাইরে পড়ে আছে। একবিংশ শতাব্দীর বৈষম্যহীন সমাজ ব্যবস্থায় অধিকার সংরক্ষণে রাষ্ট্রের ভূমিকা প্রতিবন্ধীদের প্রতি যথেষ্ট নয়।

অধিকার ও কর্তব্য রূপে কর্মঃ- (২০ নং অনুচ্ছেদে) বলা হয়েছে যে,

(১) কর্ম হইতেছে কর্মক্ষম প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে অধিকার, কর্তব্য ও সম্মানের বিষয়, এবং "প্রত্যেকের নিকট হইতে যোগ্যতানুসারে ও প্রত্যেককে কর্মানুযায়ী" এই নীতির ভিত্তিতে প্রত্যেকে স্বীয় কর্মের জন্য পারিশ্রমিক লাভ করিবেন।

(২) রাষ্ট্র এমন অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা করিবেন, যেখানে সাধারণ নীতি হিসাবে কোন ব্যক্তি অনুপার্জিত আয় ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন না এবং যেখানে বুদ্ধি বৃত্তিমূলক ও কায়িক-সকল প্রকার শ্রম সৃষ্টিধর্মী প্রয়াসের ও মানবিক ব্যক্তিত্বের পূর্ণতর অভিব্যক্তভে পরিণত হইবে।

এই অনুচ্ছেদে, অধিকারের মধ্যে দিয়ে মানুষ কর্তব্য পালনে সচেষ্ট হয় সাথে সাথে কর্মের মাধ্যমে কর্মক্ষমদেরকে সক্ষম করে গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে। এখানে রাষ্ট্র সকলের অধিকার যোগ্যতা অনুসারে প্রদানের ভূমিকা পালন করবে। সম্মানজনক কর্মের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করবে সাথে সাথে রাষ্ট্রের প্রতি তার করনীয় বিষয়গুলো নিষ্ঠার সাথে পালন করবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার প্রাপ্তিতে রাষ্ট্রের ভূমিকা আশানুরূপ নয়। তারা যোগ্যতা অনুসারে কর্ম পাচ্ছে না। নাগরিক হিসেবে তাদেরও সম্মানজনক কর্মের অধিকার রয়েছে। সংবিধানে প্রদত্ত অধিকার সমূহ সকলে যাতে

Dhaka University Institutional Repository
সমানভাবে ভোগ করতে পারে রাষ্ট্র সে ব্যবস্থা করবে কিন্তু প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী সকলের মত অধিকার ভোগের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলে রাষ্ট্রের ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে পূর্ণতা প্রকাশ পাচ্ছে না। এই বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার ফলে সংবিধানে স্বীকৃত অধিকার ভোগের সুযোগ থেকে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী বঞ্চিত হচ্ছে।

আইনের দৃষ্টিতে সমতাঃ- (২৭ নং অনুচ্ছেদে) বলা হয়েছে যে, সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।

এই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান এ কথাটি প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী অধিকার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্ব পায়নি। বাংলাদেশে প্রেক্ষাপটে সকলেই কম-বেশী আইনের সুবিধা ভোগ করছে। অধিকার প্রাপ্তিতে বাঁধা সৃষ্টি হলে আইনের মাধ্যমে বাঁধা দূর করে অধিকার প্রাপ্তির প্রচেষ্টা চালানো হয়। কিন্তু প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জন্য কার্যকরী ও স্থায়ী আইনের সু-ব্যবস্থা না থাকায় তারা আইন গত সহায়তা পাচ্ছে না। আইনের অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়াতে অধিকার অর্জনে শত প্রচেষ্টা চালিয়েও সফলতা পাওয়া যাচ্ছে না। ২০০১ সালে প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন ২০০১ পাস হলেও পরবর্তী সময়ে সরকারের সদিচ্ছা ও আন্তরিকতার অভাবে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী সবার মত আইনের অধিকার ভোগের সুযোগ পায়নি। মানবাধিকারের চরম লংঘন বৈষম্যের বাস্তব দৃষ্টান্ত সংবিধানে প্রদত্ত আইনগত অধিকার থেকে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী যত্রতত্র বঞ্চিত।

সরকারী নিয়োগ-লাভে সুযোগের সমতাঃ- বাংলাদেশ সংবিধানের (২৯নং অনুচ্ছেদে) বলা হয়েছে যে, (১) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে।

(২) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না।

এ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, সুযোগের সমতা তো দূরের কথা বাস্তবে কোন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যোগ্যতা অনুসারে সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরী পাচ্ছেনা। চাকুরীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারীভাবে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেনীর চাকুরীতে ১০% প্রতিবন্ধী, এতিম, বিধবাসহ অন্যান্যদের জন্য সংরক্ষিত আছে। এই সংরক্ষিত কোটার কথা সরকারের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে না। এটাকে কাগজ-কলমে সীমাবদ্ধ কোটা বললেও ভুল হবে না। শুধু তাই নয় এই কোটা পদ্ধতিতে

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবন্ধীদের সকল চাকুরীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করা হয়নি যার মাধ্যমে অবহেলা, বৈষম্যর প্রকাশ পাচ্ছে। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করার মত, তা হলো একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যদি ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ার অথবা অন্য কোন ধরনের উচ্চতর ডিগ্রি সম্পন্ন হন তাহলে তার ক্ষেত্রে কিভাবে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেনীর চাকুরী যথার্থ হয়। প্রতিবন্ধী হয়েও যে একজন ব্যক্তি জাতীয় জীবনে অবদান রাখতে সক্ষম। দেশ-বিদেশে এর যথেষ্ট উদাহরণ রয়েছে। শুধু মাত্র প্রয়োজন সম-সুযোগের।

আমাদের দেশের সংবিধানে ১৫,১৭,২০,২৭,২৯ অনুচ্ছেদে সকল নাগরিকের সব অধিকার সমানভাবে প্রদান করা হয়েছে কিন্তু প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী বাস্তবে এই সম-অধিকারের বাইরে অবস্থান করছে নীতি নির্ধারক সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী, পরিকল্পনা প্রনয়নকারী ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে আজ প্রতিবন্ধীব্যক্তিদের অধিকার সংবিধানে কতটুকু স্থান পেয়েছে সে বিষয়ে আলোচনার দাবীদার। সংবিধানে বর্ণিত সমঅধিকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সার্বিক জীবনমান উন্নয়নে কতটুকু অগ্রগামী ভূমিকা নিশ্চিত করতে পেরেছে। সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকার থেকে শুরু করে কম বেশী অধিকার পর্যায়ক্রমে সকলেই ভোগ করছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিষয়টি আলোচনা, বিভিন্ন জনসভা, মন্ত্রীপরিষদে সভা, বিশেষ নির্বাহী আদেশ, বিভিন্ন গণমাধ্যমে ও প্রচার মাধ্যমে রয়ে গেছে। সংবিধানের আলোকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভাগ্য উন্নয়নে সুদূর প্রসারী ফল কখন আসবে সেটা নিশ্চিত করে বলা কঠিন। সংবিধানে বর্ণিত ২৭ থেকে ৪৪ মোট ১৮টি অনুচ্ছেদে সকল নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সকলের কথা বললে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর কথা আলাদা করে বলার প্রয়োজন হয় না, তারা যেহেতু মূলস্রোত ধারায় অংশ গ্রহণ থেকে পিছিয়ে তাই তাদের অধিকার সংবিধানে সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে প্রয়োজন দ্রুত পদক্ষেপ বাস্তবমুখী উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করা, রাষ্ট্রের পরামর্শদাতা, নীতি নির্ধারক, সিদ্ধান্ত প্রণয়নকারী সকলের ইতিবাচক ভূমিকা ও মনোভাবের মধ্যে দিয়ে সংবিধানে প্রতিবন্ধীব্যক্তিদের অধিকারের স্থান সুদৃঢ় ও শক্তিশালী হতে পারে। তাদেরকে মনে করতে হবে প্রতিবন্ধীরা যথাযথ শিক্ষা প্রশিক্ষণ ও সমসুযোগ পেলে তারা সমাজের বোঝা নয় বরং আর সকল নাগরিকের মতই হতে পারে রাষ্ট্রের শক্তিশালী উন্নয়নের সম অংশীদার।

Dhaka University Institutional Repository

৭.১৫ উপসংহারঃ- উপসংহারে একথা বলা যেতে পারে যে, প্রতিবন্ধীব্যক্তিদের অধিকার সংরক্ষণে রাষ্ট্রের ভূমিকা অত্যন্ত শক্তিশালী ও গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিবন্ধীব্যক্তিদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্র বিভিন্ন সময় জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক ঘোষণা, জাতিসংঘের ঘোষণা, মানবাধিকার ঘোষণা, প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা ১৯৯৫, প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন ২০০১, আর্ন্তজাতিক কনভেনশন অনুমোদন ১৩-১২-২০০৬, শিশু অধিকার সনদ, মৌলিক অধিকার সহ সর্ব অধিকার নিশ্চিত করার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ। এগুলো বাস্তবায়নের দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করছে। প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জীবনে এর ফলাফল নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে কর্মরত সংগঠন সমূহের সহায়তা সমাজের সর্বশ্রেনীর সহযোগিতা ও রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারক পর্যায় থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল সকলের মূখ্যভূমিকা পালন আবশ্যক। তবেই প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী সমাজের বোঝা নয় বরং সম্পদে পরিনত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায়

গবেষণার তথ্য বিশ্লেষনের ভিত্তিতে প্রাপ্ত জরিপ ফলাফল

৮.১ ভূমিকাঃ- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার প্রাপ্তির ব্যাপারে জনমত যাচাই এর জন্য ত্রিরিশটি প্রশ্ন সম্বলিত একটি প্রশ্নমালা তৈরী করা হয়। বিভিন্ন পেশার মানুষের নিকট থেকে স্বাধীনভাবে মতামত গ্রহণ করা হয়। তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়ন ও অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরামর্শ, মন্তব্য পাওয়া যায়। জরিপ কাজটি ব্যাপক এলাকা ভিত্তিক হলে ভাল হত, এরকম গবেষণার যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে তাদের নিজেদেরকে উদ্যোগী হয়ে ভূমিকা পালন করতে হবে ,তখনি সমাজের নিরবচ্ছিন্ন অংশ হিসেবে তাদের আত্মপ্রকাশ ঘটতে পারে। বিভিন্ন পেশার যেমনঃ শিক্ষক, সরকারী ও বেসরকারী চাকুরীজীবি, এন.জি.ও, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী, ডাক্তার, আইনজীবি, গৃহিনী, লেখিকা, ছাত্রসহ ১২০জনের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করার মাধ্যমে জরিপ করা হয়। সীমাবদ্ধতার কারণে ব্যাপক এলাকা ভিত্তিক জরিপ করা সম্ভব হয়নি। অধিক সংখ্যক ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট করা যায়নি, এলাকা ও ব্যক্তির ব্যাপকতা ঘটানো গেলে বিস্তৃত ফলাফল অর্জন সম্ভব হত।

Dhaka University Institutional Repository

৮.২ জরিপের ভিত্তিতে প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নরূপঃ

সারণীঃ ১

উত্তরাধিকারী হিসাবে সম্পদ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদের জন্য রাষ্ট্রের পরিকল্পনা কি হওয়া দরকার?

ক) অধিক সম্পদ প্রদান।

খ) অল্প কিছু বেশি দেওয়া ।

গ) অন্য সন্তানদের সমান দেওয়া।

ঘ) সমস্ত সম্পত্তি প্রদান

ক	৩৫ %
খ	২৭ %
গ	৩৬ %
ঘ	২ %
মোট	১০০%

এ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, উত্তরদাতাদের শতকরা পঁয়ত্রিশ ভাগ বেশী সম্পদ প্রদানের পক্ষে, কিছু বেশী দেয়ার পক্ষে শতকরা সাতাশ ভাগ, সমান সম্পদ দেয়ার পক্ষে শতকরা ছয়ত্রিশ ভাগ এবং সমস্ত সম্পত্তি দেয়ার পক্ষে শতকরা দুইভাগ। অর্থাৎ প্রত্যেকেই সম্পদ প্রদান করতে চান প্রতিবন্ধী সন্তানকে।

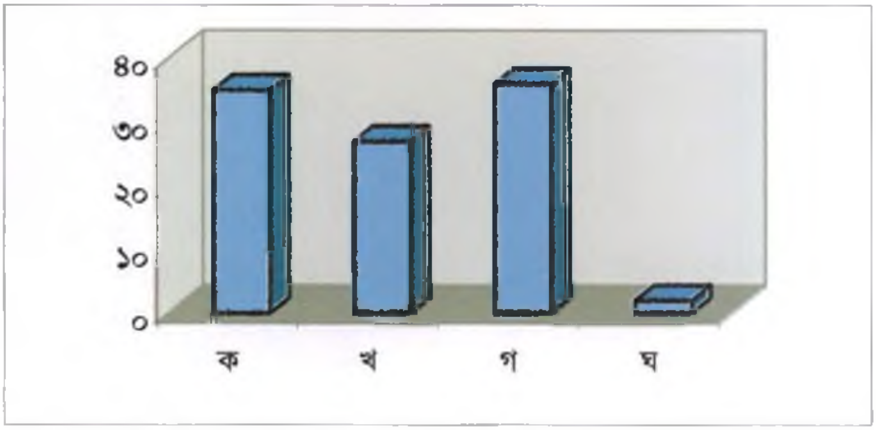

চিত্রলেখ ১ঃ উত্তরাধিকারীর ক্ষেত্রে সম্পদ প্রাপ্তি

Dhaka University Institutional Repository

সারণীঃ ২

বাংলাদেশের রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকসমূহ সহ যে কোন ব্যাংকে সঞ্চয়ী, চলতি এবং স্থায়ী হিসাবসহ অন্যান্য যে কোন ঋণের সুবিধাদি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী সহ সব প্রতিবন্ধীদের সহজ শর্তে দেওয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার কি?

ক) হ্যাঁ

খ) না

ক	৯৮ %
খ	২ %
মোট	১০০%

এ সম্পর্কে প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে দেখা যাচ্ছে যে, শতকরা আটানব্বই ভাগই স্বপক্ষে। অপরদিকে বিপক্ষে শতকরা দুই ভাগ। এ থেকে বুঝা যায় যে, অধিকাংশই প্রতিবন্ধীদের ব্যাংকিং সকল সুবিধাদি নিশ্চিত করার পক্ষে।

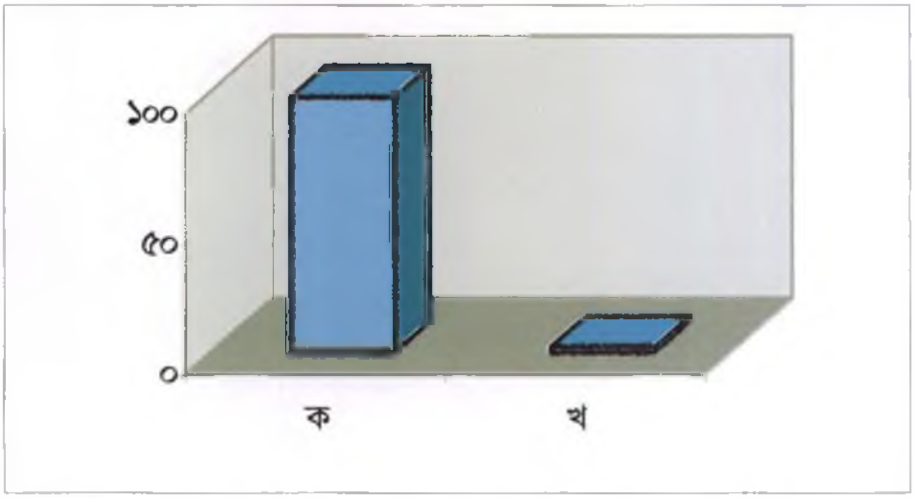

চিত্রলেখ ২ঃ রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকসমূহ সহ ও অন্যান্য ব্যাংকে সুবিধাদি

সারণীঃ ৩

প্রতিবন্ধীদের জন্য শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, চলাফেরার উপযোগী ও কর্মসম্পাদনের সহায়ক বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি (যেমন ব্রেইল যন্ত্রপাতি, হুইল চেয়ার, শ্রবণ যন্ত্র, কম্পিউটার ইত্যাদি) নামমাত্র মূল্যে সরকারী ভর্তুকির মাধ্যমে মার্কেটে যাতে পাওয়া যায় সে ব্যবস্থা করলে প্রতিবন্ধীরা উপকৃত হবে। এ বিষয়ে আপনার মন্তব্য কি?

ক) হ্যাঁ

খ) না

গ) না কোন বক্তব্য (নির্দিষ্ট করুন--)

ক	৯২ %
খ	০ %
গ	৮ %
মোট	১০০%

মন্তব্য সম্বোলিত বক্তব্যবের প্রেক্ষিতে লক্ষ্য করা যায় যে, উল্লেখিত সুবিধাদি প্রদানের স্বপক্ষে শতকরা বিরানব্বই ভাগ। বিপক্ষে কোন মতামত নেই। অন্যান্য বক্তব্য নির্দিষ্ট করণের পক্ষে শতকরা আট ভাগ।

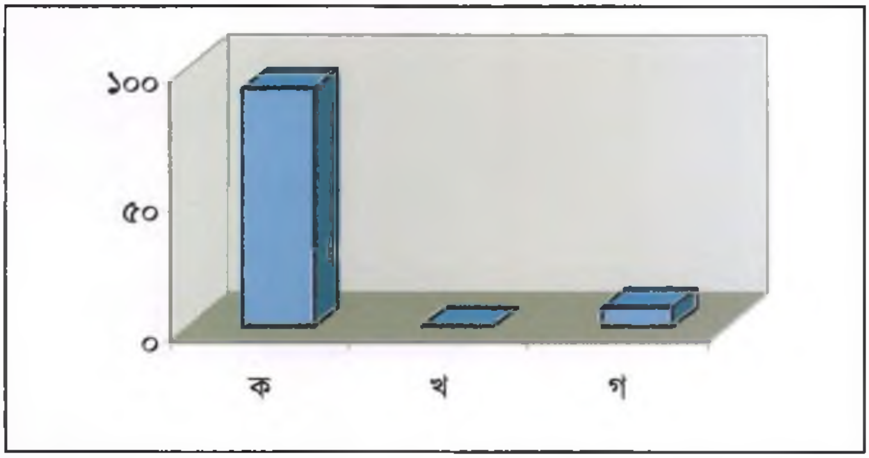

চিত্রলেখ ৩ঃ প্রযুক্তিগত সকল প্রকার সহায়ক উপকরণ নাম মাত্র মূল্যে প্রদান

Dhaka University Institutional Repository

সারণীঃ ৪

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষিত করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের দায়িত্ব কি ধরনের হবে?

ক) শিক্ষা ব্যবস্থা কি সবার সাথে হবে ?

খ) পৃথক হবে।

গ) একটা পর্যায় পর্যন্ত এক সাথে হবে

ঘ) অন্য কোন মতামত (নিদিষ্ট করুন--)

ক	৪১ %
খ	২৪ %
গ	২৪ %
ঘ	১১ %
মোট	১০০%

বিশ্লেষণের আলোকে প্রাপ্ত ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, শতকরা একচল্লিশ ভাগ সবার সাথে, শতকরা চব্বিশ ভাগ পৃথকের পক্ষে, শতকরা চব্বিশ ভাগ মতামত একটি পর্যায় পর্যন্ত এক সাথে হবে, অন্য মতামতের পক্ষে শতকরা এগার ভাগ। এখানে শিক্ষা ব্যবস্থা সবার সাথে হবে, এর পক্ষে বেশীর ভাগ মতামত পাওয়া যায়।

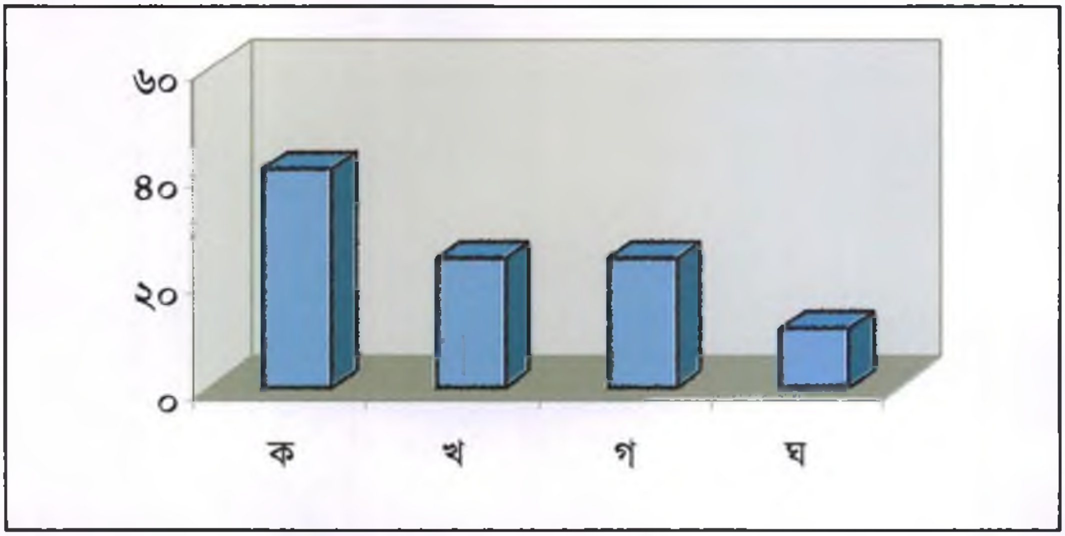

চিত্রলেখ ৪ঃ শিক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রের

Dhaka University Institutional Repository

সারণীঃ ৫

বাংলাদেশে নারী অধিকার উন্নয়ন ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রতিবন্ধী নারী এই উন্নয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবে কি?

ক) হ্যাঁ

খ) না

ক	৯৬ %
খ	৪ %
মোট	১০০%

এ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের মতামতের ভিত্তিতে শতকরা ছিয়ানব্বই ভাগই উন্নয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার স্বপক্ষে। আর শতকরা চার ভাগ বিপক্ষে। অধিকাংশই সাধারণ নারীদের উন্নয়নের সঙ্গে প্রতিবন্ধী নারীদের সম্পৃক্ত করার পক্ষে।

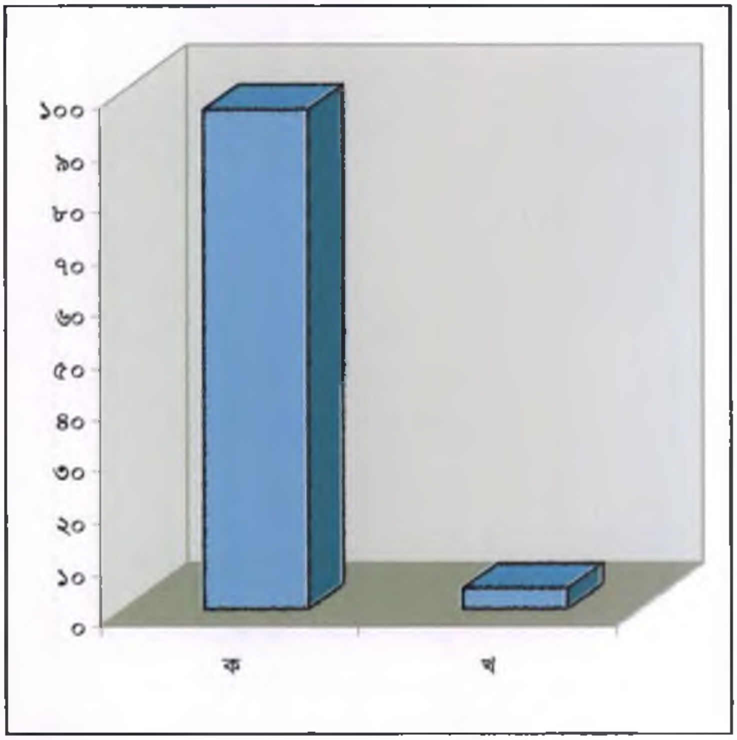

চিত্রলেখ ৫ঃ উন্নয়নের সঙ্গে প্রতিবন্ধী নারী

সারণীঃ ৬

প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার হার যেহেতু কম সেহেতু দেশের সকলের শিক্ষার হার বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার হার বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া দরকার। আপনি কি মনে করেন?

ক) হ্যাঁ

খ) না

গ) অন্য কোন বক্তব্য

ক	৯৪ %
খ	১ %
গ	৫ %
মোট	১০০%

প্রাপ্ত উত্তরদাতাদের মতামতের ভিত্তিতে শতকরা চুরানব্বই ভাগ স্বপক্ষে। বিপক্ষে মাত্র শতকরা এক ভাগ। আর অন্য বক্তব্যের পক্ষে শতকরা পাঁচ ভাগ। প্রায় প্রত্যেকেই সকলের সাথে সাথে প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার হার বৃদ্ধির পক্ষে।

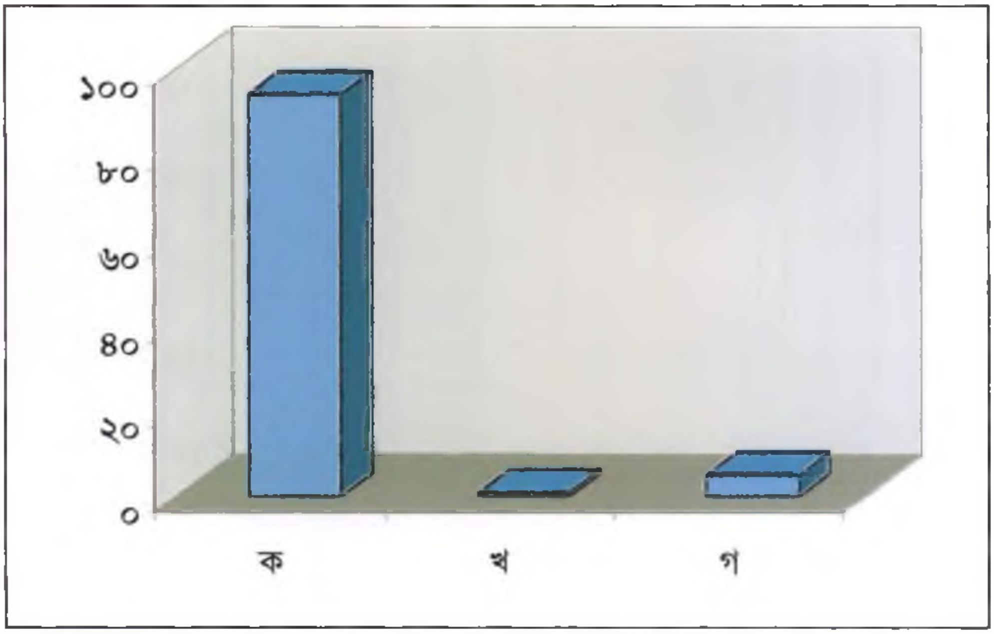

চিত্রলেখ ৬ ঃ সকলে সঙ্গে প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা

Dhaka University Institutional Repository

সারণীঃ ৭

প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা উপকরণ ব্যয়সাপেক্ষ ও সংগ্রহ খুবই কষ্টসাধ্য, সেহেতু সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে উপকরণসমূহ প্রতিবন্ধীদের মাঝে স্বল্পমূল্যে সরবরাহ করা দরকার আপনি কি মনে করেন?

ক) হ্যাঁ

খ) না

ক	৯৫ %
খ	৫ %
মোট	১০০%

নিম্ন প্রদত্ত উত্তর অনুযায়ী লক্ষ্য করা যায় যে, উপকরণ স্বল্পমূল্যে সরবরাহ করার স্বপক্ষে শতকরা পঁচানব্বই ভাগ। বিপক্ষে শতকরা পাঁচভাগ। প্রায় সকলেই স্বল্পমূল্যে উপকরণ সরবরাহ করার পক্ষে।

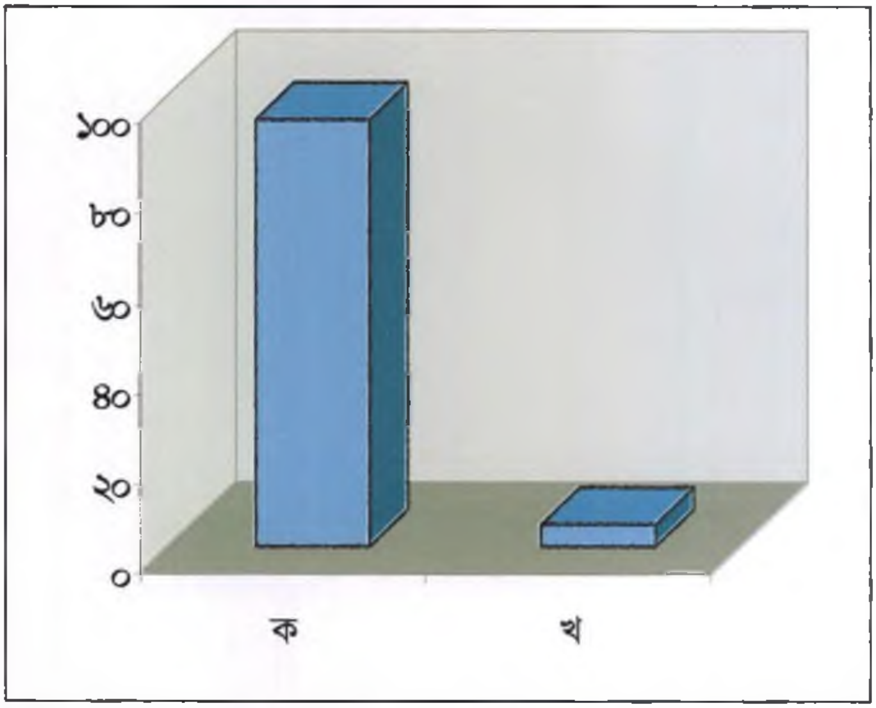

চিত্রলেখ ৭ ঃ প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা উপকরণ স্বল্পমূল্যে সরবরাহ

Dhaka University Institutional Repository

সারণীঃ ৮

রাস্তাঘাট, বিভিন্ন দালান, যানবাহন, লিফট প্রভৃতি অন্যান্য দেশের মত আমাদের দেশেও প্রতিবন্ধীদের উপযোগী করে তৈরী করা দরকার। আপনার কি মতামত?

ক) হ্যাঁ

খ) না

গ) অন্য কোন বক্তব্য

ক	৮১ %
খ	৮ %
গ	১১ %
মোট	১০০%

এ ক্ষেত্রে মতামতের আলোকে লক্ষ্য করা যায় যে, শতকরা একাশি ভাগ স্বপক্ষে। বিপক্ষে শতকরা আট ভাগ। অন্য বক্তব্যের পক্ষে শতকরা এগার ভাগ। বেশীর ভাগই স্বপক্ষে মতামত দিয়েছেন।

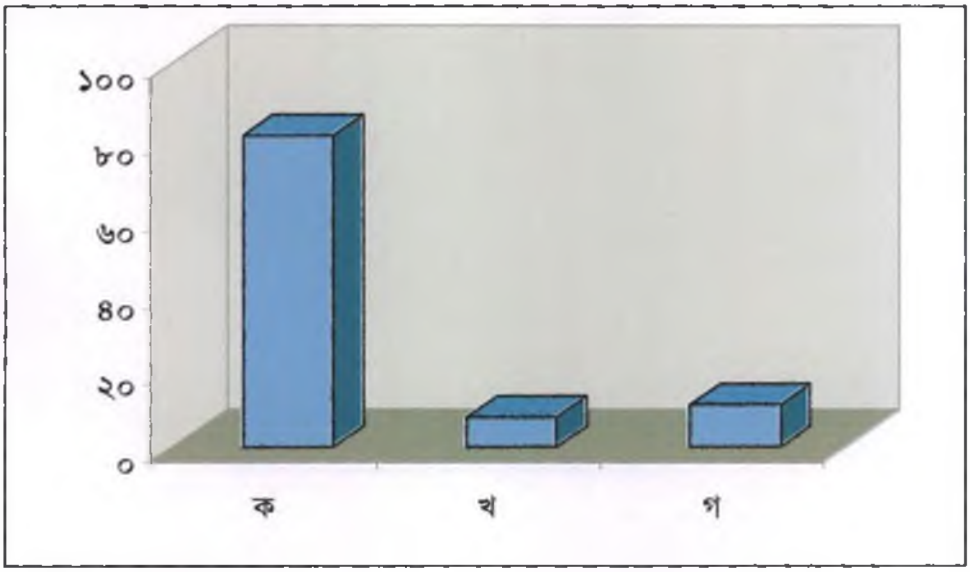

চিত্রলেখ ৮ ঃ সর্বত্র প্রতিবন্ধীদের চলাচল উপযোগী

Dhaka University Institutional Repository

সারণীঃ ৯

যানবাহনে প্রতিবন্ধীদের জন্য অন্যান্য দেশের মত আমাদের দেশেও সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা করা দরকার আপনি কি মনে করেন?

ক) হ্যাঁ

ক) না

ক) অন্য কোন বক্তব্য

ক	৮৯ %
খ	৩ %
গ	৮ %
মোট	১০০%

এ সম্পর্কে উত্তরদাতের মতামত থেকে জানা যায় যে, শতকরা উননব্বই ভাগ স্বপক্ষে। শতকরা তিন ভাগ বিপক্ষে। অন্য বক্তব্যের পক্ষে শতকরা আট ভাগ। অধিক সংখ্যক ব্যক্তি সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা করার পক্ষে।

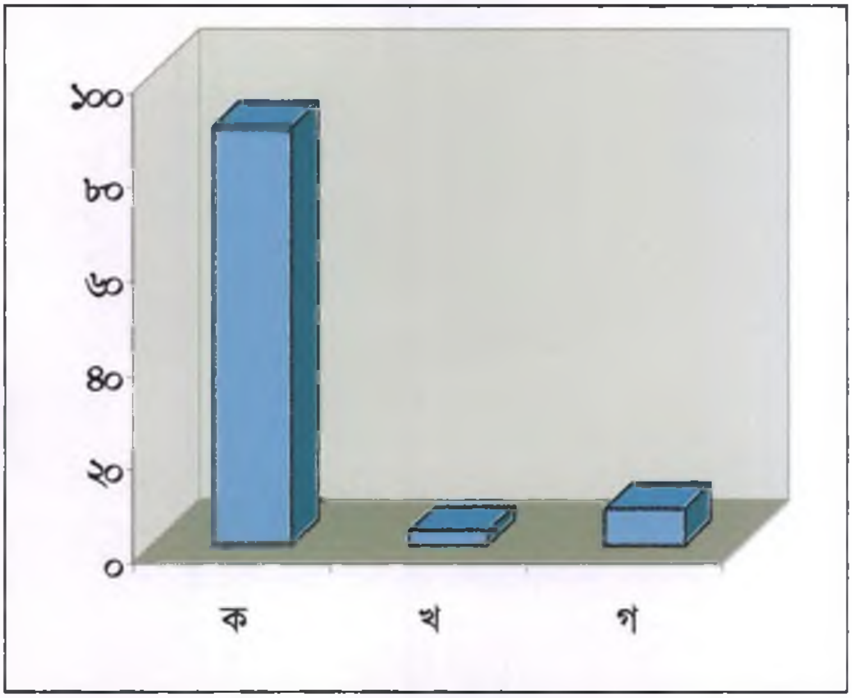

চিত্রলেখ ৯ ঃ যানবাহনে সংরক্ষিত আসন

Dhaka University Institutional Repository

সারণীঃ ১০

বাংলাদেশে যে জনগোষ্ঠি রয়েছে প্রতিবন্ধীরা তার বিশাল একটি অংশ এবং ভোট প্রদানের মাধ্যমে তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে থাকে, কাজেই তাদের উন্নয়নের দিক চিন্তা করে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইসতেহারে প্রতিবন্ধীদের অধিকারের ব্যাপারে অঙ্গিকার থাকা দরকার আপনি কি মনে করেন ?

ক) হ্যাঁ

খ) না

গ) অন্য কোন বক্তব্য

ক	৯৫ %
খ	১ %
গ	৪ %
মোট	১০০%

প্রাপ্ত মতামত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে দেখা যায় যে, শতকরা পচাঁনব্বই ভাগ স্বপক্ষে। বিপক্ষে শতকরা এক ভাগ। অন্য বক্তব্যের পক্ষে শতকরা চার ভাগ। এখানে অধিকাংশ ব্যক্তির মতামত প্রতিফলিত হয়েছে অঙ্গীকার থাকার পক্ষে।

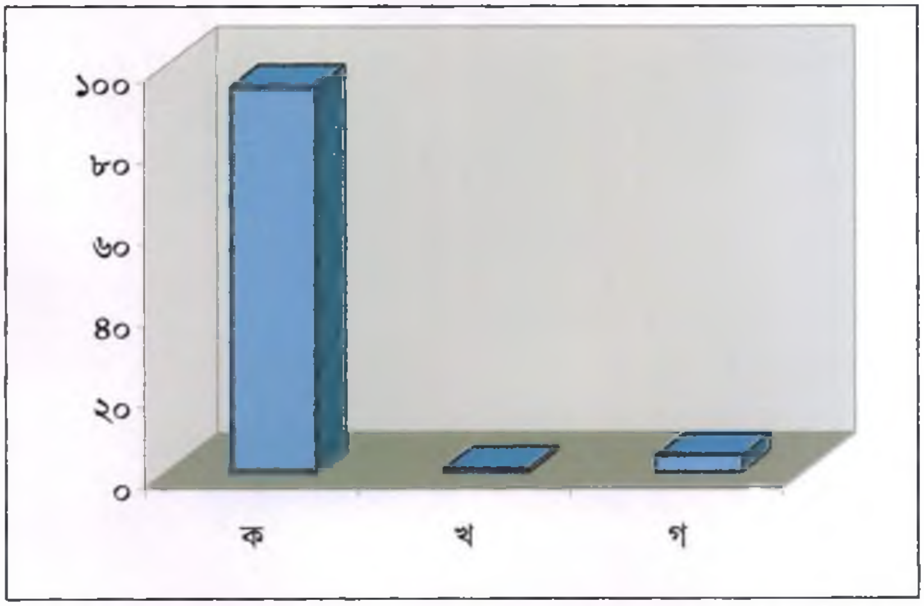

চিত্রলেখ ১০ ঃ নির্বাচনী ইসতেহারে প্রতিবন্ধীদের অধিকারের ব্যাপারে অঙ্গীকার

Dhaka University Institutional Repository

সারণীঃ ১১

বাংলাদেশে প্রতিবন্ধীদের জন্য কর্মস্থল সনাক্ত করে উক্ত সনাক্তকৃত পদসমূহে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রতিবন্ধীরা যাতে নিয়োগ পেতে পারে সে ব্যাপারে যথাযথ কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার কি?

ক) হ্যাঁ

খ) না

গ) অন্য কোন বক্তব্য

ক	৯৫ %
খ	৩ %
গ	২ %
মোট	১০০%

এ ব্যাপারে উত্তরদাতাদের প্রাপ্ত মতামত থেকে দেখা যায় যে, শতকরা পচাঁনব্বই ভাগ স্বপক্ষে। বিপক্ষে শতকরা তিন ভাগ। অন্য বক্তব্যের পক্ষে শতকরা দুই ভাগ।বেশী ভাগই নিয়োগে সুযোগ দেওয়া স্বপক্ষে।

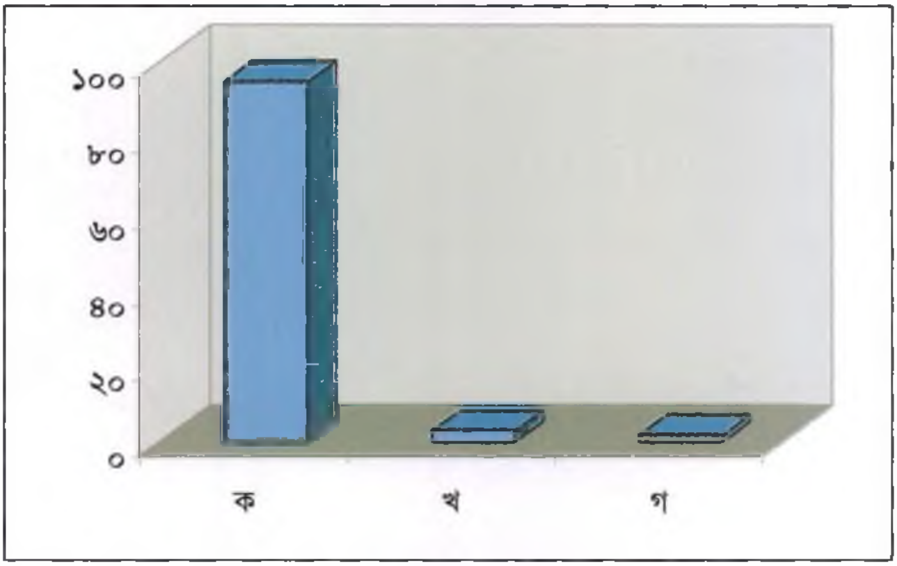

চিত্রলেখ ১১ ঃ প্রতিবন্ধীদের উপযোগী কর্মস্থল সনাক্তকরণ

Dhaka University Institutional Repository

সারণীঃ ১২

প্রতিযোগীতামূলক বিভিন্ন কর্মকান্ড যেমন সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, ক্রীড়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে সুযোগ দেবার ব্যাপারে সরকারী উদ্যোগ থাকা দরকার কি?

ক) হ্যাঁ

খ) না

গ) অন্য কোন বক্তব্য

ক	৯৬ %
খ	১ %
গ	৩ %
মোট	১০০%

এ ক্ষেত্রে উত্তরদাতাদের প্রাপ্ত মতামত থেকে দেখা যায় যে, শতকরা ছিয়ানব্বই ভাগই স্বপক্ষে। বিপক্ষে শতকরা একভাগ। অন্য বক্তব্যের পক্ষে শতকরা তিন ভাগ। বেশীর ভাগই সুযোগ দেবার পক্ষে।

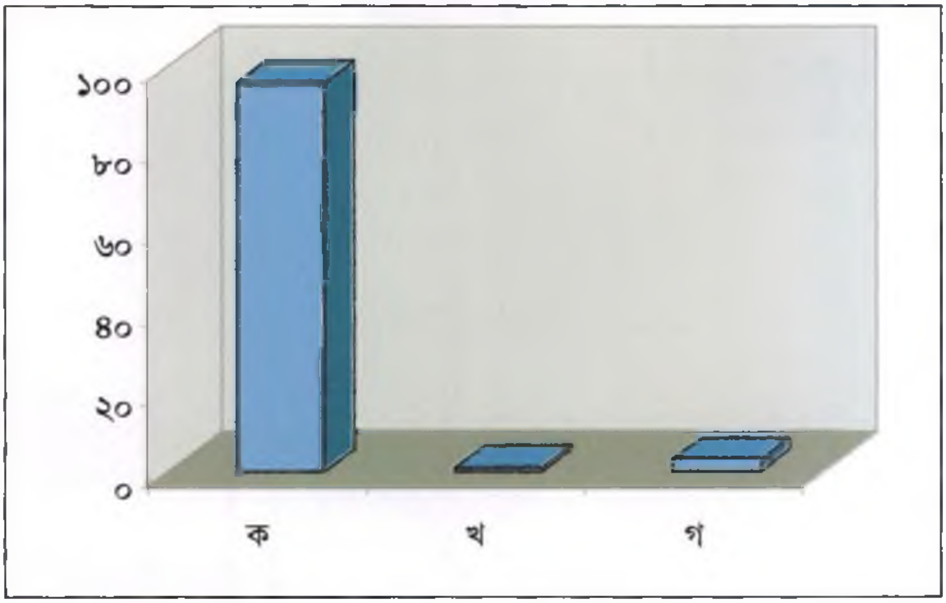

চিত্রলেখ ১২ ঃ প্রতিযোগীতামূলক বিভিন্ন কর্মকান্ড

Dhaka University Institutional Repository

সারণীঃ ১৩

প্রতিবন্ধীদের সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ বেতার , বাংলাদেশ টেলিভিশন, সংবাদপত্র, বিভিন্ন বেসরকারী চ্যানেল সহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের সকল কর্মকান্ড ও ইতিবাচক দিক তুলে ধরে ব্যাপক প্রচারনার ব্যবস্থা করা দরকার কি?

ক) হ্যাঁ

খ) না

গ) অন্য কোন বক্তব্য

ক	৯৬ %
খ	০ %
গ	৪ %
মোট	১০০%

এ সম্বন্ধে প্রাপ্ত মতামত থেকে লক্ষ্য করা যায় যে, শতকরা ছিয়ানব্বই ভাগ স্বপক্ষে। বিপক্ষে শতকরা একজনও নেই। অন্যবক্তব্যের পক্ষে শতকরা চারভাগ। বেশী ভাগই সচেতনতা সৃষ্টিতে প্রচারনার পক্ষে।

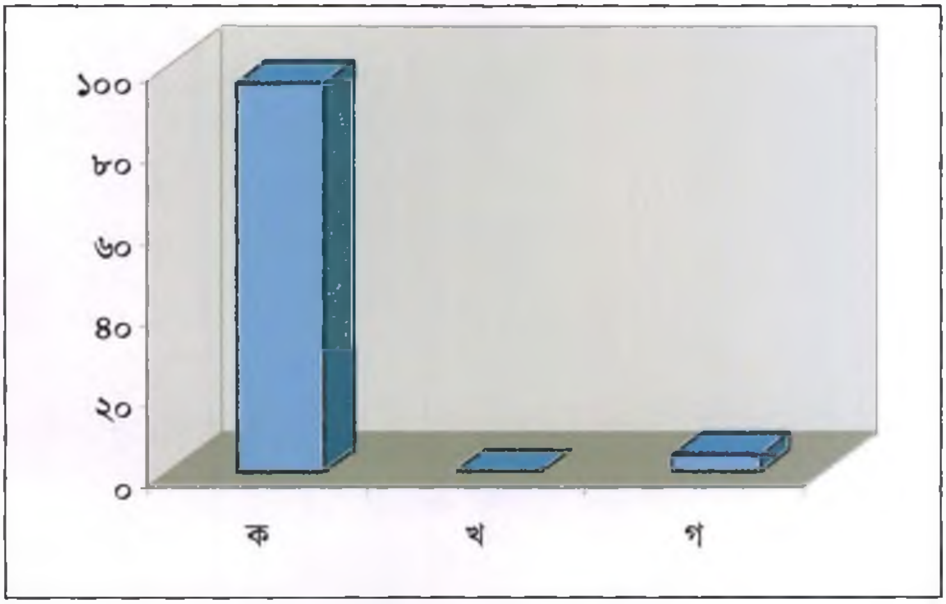

চিত্রলেখ ১৩ ঃ গণমাধ্যমে সচেতনতামূলক প্রচারণা

Dhaka University Institutional Repository

সারণীঃ ১৪

প্রতিবন্ধীদের সম্বন্ধে নেতিবাচক ধারনার প্রভাবে কোন কর্মস্থলে তাদেরকে সহজভাবে নিতে চায় না। এ জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর মনোভাব পরিবর্তনের জন্য উৎসাহমূলক ব্যবস্থা অথবা দন্ডদান মূলক অথবা উভয় প্রকার ব্যবস্থা করা দরকার। এ প্রসঙ্গে আপনার মতামত কি-

ক) হ্যাঁ

খ) না

গ) অন্য কোন বক্তব্য

ক	৬৯ %
খ	৪ %
গ	২৭ %
মোট	১০০%

এ ক্ষেত্রে উত্তরদাতাদের প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে লক্ষ্য করা যায় যে, শতকরা উনসত্তর ভাগ স্বপক্ষে। বিপক্ষে শতকরা চারভাগ। অন্য বক্তব্যের পক্ষে শতকরা সাতাশ ভাগ। পক্ষের মতামতই বেশী।

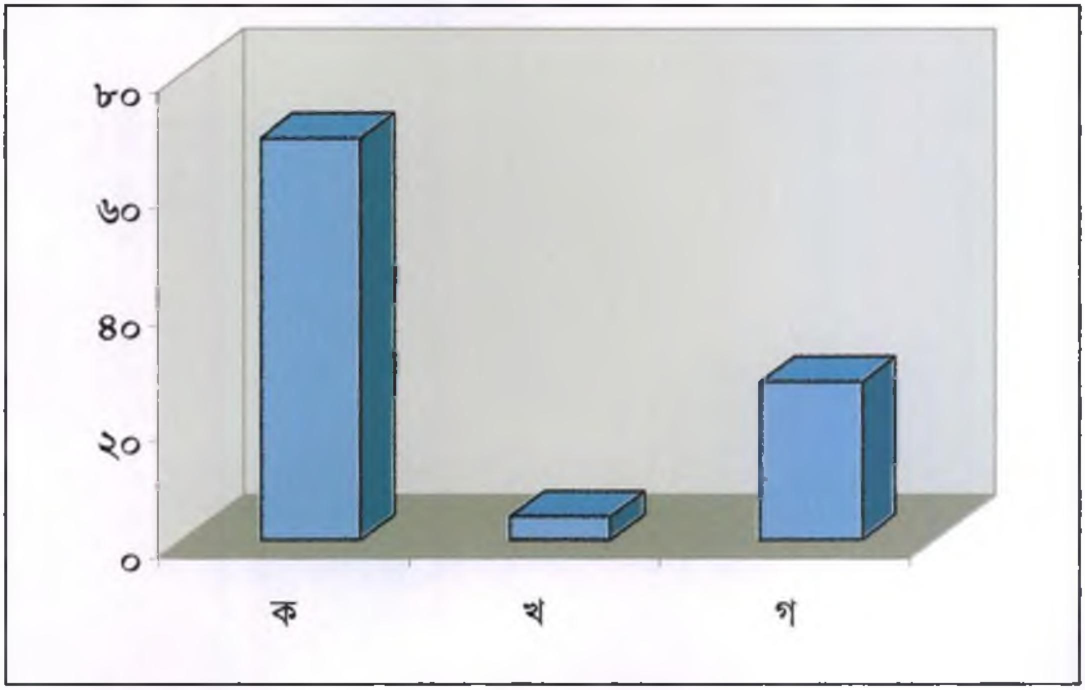

চিত্রলেখ ১৪ ঃ কর্মস্থলে নেতিবাচক মনোভাব

সারণীঃ ১৫

প্রতিবন্ধীদের যোগ্যতা ও অধিকার বিষয়ক সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান খুব বেশী প্রচারের মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি করা সম্ভব কি?

ক) হ্যাঁ

খ) না

গ) অন্য কোন বক্তব্য

ক	৯৩ %
খ	৪ %
গ	৩ %
মোট	১০০%

এ ব্যাপারে প্রাপ্ত বক্তব্যের প্রেক্ষিতে শতকরা তিরানব্বই ভাগ স্বপক্ষে। বিপক্ষে শতকরা চারভাগ। অন্য বক্তব্যের পক্ষে শতকরা তিন ভাগ। বেশীর ভাগই সচেতনতার পক্ষে।

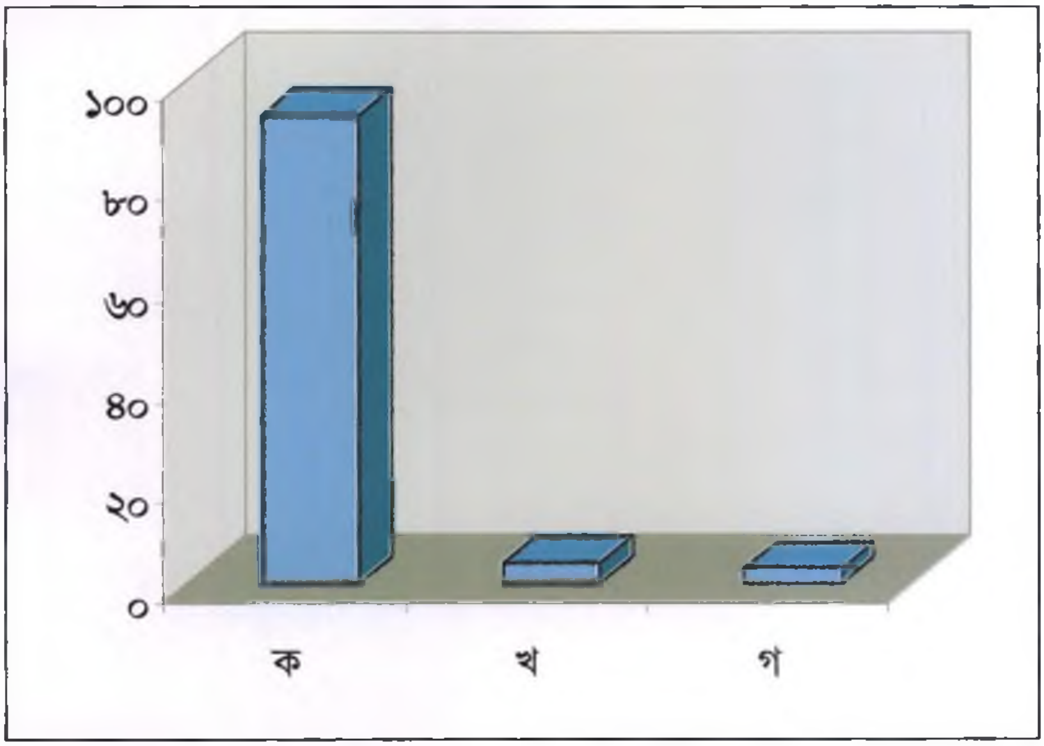

চিত্রলেখ ১৫ ঃ যোগ্যতা ও অধিকার বিষয়ক অনুষ্ঠান

সারণীঃ ১৬

বর্তমানে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিগত উন্নয়নের যুগে যে কোন ধরনের নির্বাচনী চাকুরিগত একাডেমিক পরীক্ষায় সবধরনের প্রতিবন্ধীদেরকে তার স্ব-স্ব ব্যবহার উপযোগী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া দরকার কি?

ক) হ্যাঁ

খ) না

গ) অন্য কোন বক্তব্য

ক	৯৩ %
খ	৫ %
গ	২ %
মোট	১০০%

এ ক্ষেত্রে উত্তরদাতাদের প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে শতকরা তিরানব্বই ভাগ স্বপক্ষে। শতকরা পাঁচ ভাগ বিপক্ষে। অন্য বক্তব্যের পক্ষে শতকরা দুইভাগ। বেশীরভাগই পরীক্ষায় স্ব-স্ব উপকরণ ব্যবহারের পক্ষে।

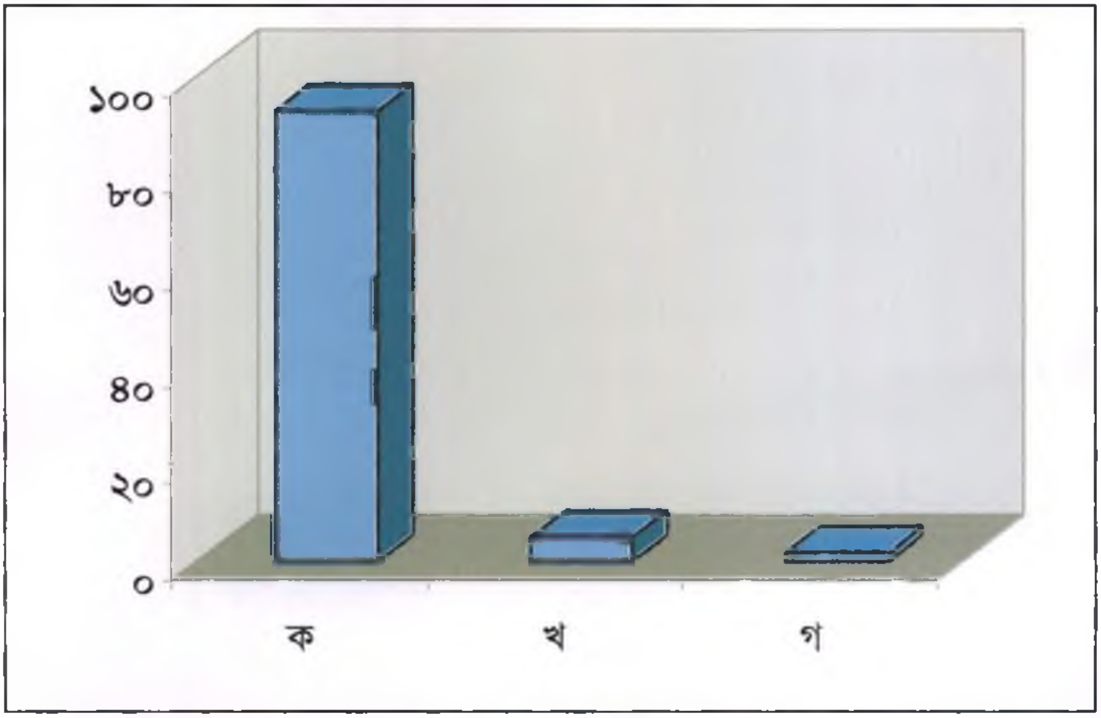

চিত্রলেখ ১৬ ঃ সকল প্রকার পরীক্ষায় স্ব স্ব উপকরণের ব্যবহার

Dhaka University Institutional Repository

সারণীঃ ১৭

বাংলাদেশে জাতীয় সংসদে মহিলা, উপজাতি ও অবহেলিত শ্রেনীর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য কমবেশী প্রতিনিধি নির্বাচিত ও মনোনীত করার ব্যবস্থা রয়েছে। তাই প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত আসন থাকা দরকার কি?

ক) হ্যাঁ

খ) না

গ) অন্য কোন বক্তব্য

ক	৬৮ %
খ	১৯ %
গ	১৩ %
মোট	১০০%

এ সম্পর্কিত মতামতের ভিত্তিতে উত্তরদাতাদের বক্তব্য অনুযায়ী শতকরা আটষট্টি ভাগ স্বপক্ষে। শতকরা উনিশ ভাগ বিপক্ষে। অন্য বক্তব্যের পক্ষে শতকরা তের ভাগ। বেশীর ভাগই সংরক্ষিত আসনের পক্ষে।

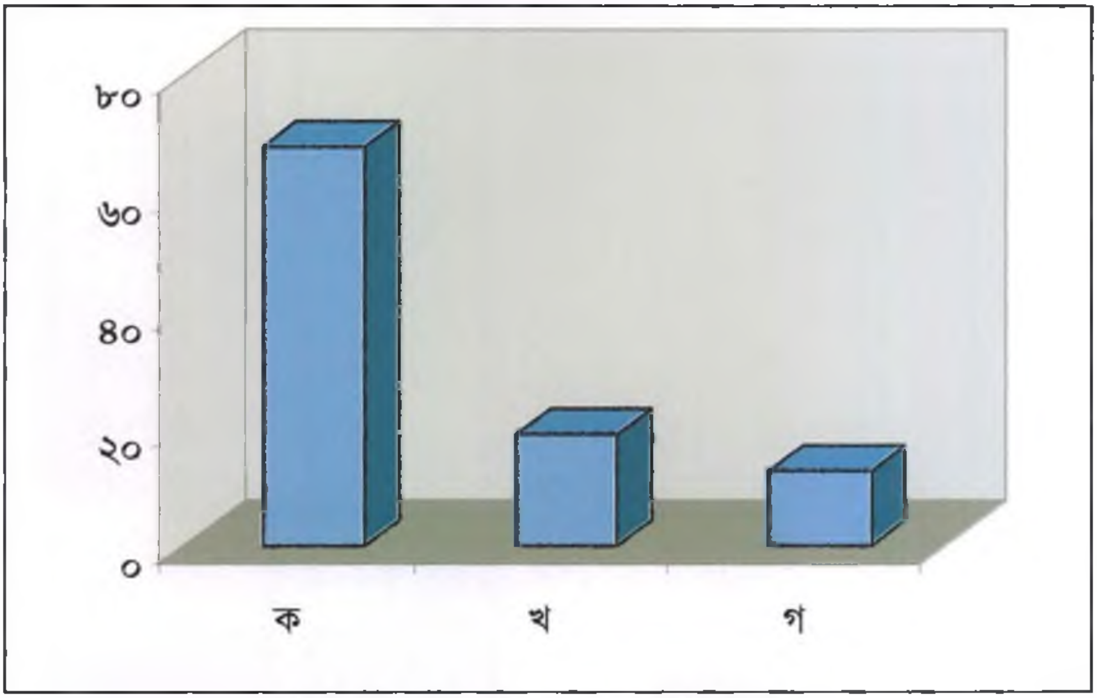

চিত্রলেখ ১৭ ঃ জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসন

Dhaka University Institutional Repository

সারণীঃ ১৮

যেহেতু প্রতিবন্ধীরা সর্বোচ্চ শিক্ষা পাদপিট থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করছে বি.সি.এস সহ কর্মকমিশনের যে কোন পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় সরকারী উদ্যোগ গ্রহণ করে প্রতিবন্ধীদের সুযোগ প্রদান করা দরকার কি?

ক) হ্যাঁ

খ) না

গ) অন্য কোন বক্তব্য

ক	৮২ %
খ	৮ %
গ	১০ %
মোট	১০০%

এ সম্বন্ধে উত্তরদাতাদের মতামতের ভিত্তিতে লক্ষ্য করা যায়, শতকরা বিরাশি ভাগ স্বপক্ষে। শতকরা আট ভাগ বিপক্ষে। অন্যান্য বক্তব্যের পক্ষে শতকরা দশ ভাগ।অধিকাংশই সুযোগ প্রদানের স্বপক্ষে।

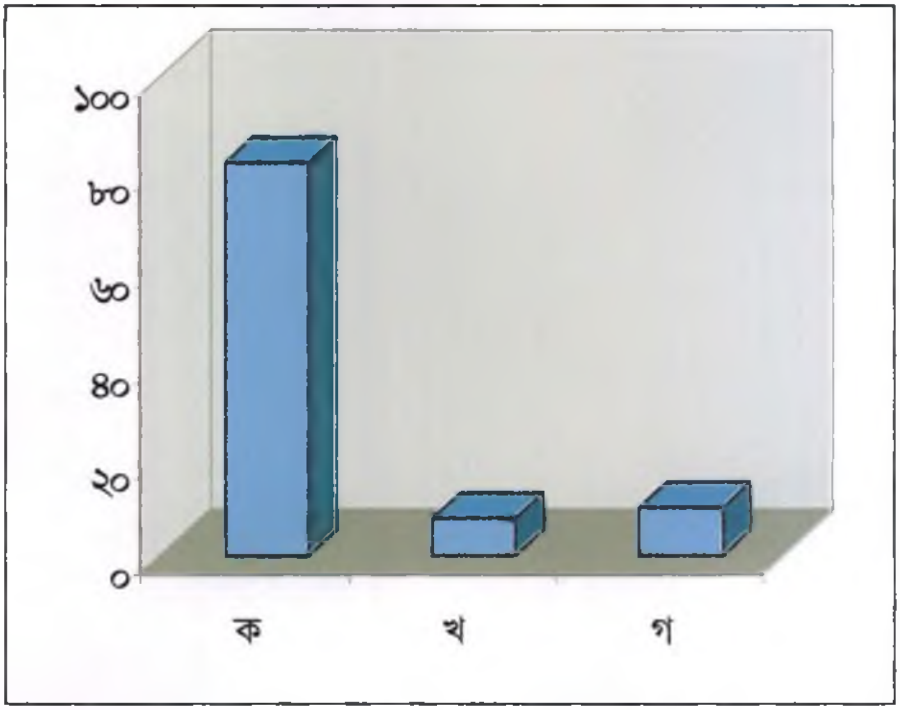

চিত্রলেখ ১৮ ঃ বি.সি.এস সহ সকল চাকুরিতে সুযোগ

Dhaka University Institutional Repository

সারণীঃ ১৯

একজন প্রতিবন্ধীকে তার যোগ্যতা অনুযায়ী অধিকার দেয়া দরকার ।আপনার মতামত কি?

ক) হ্যাঁ

খ) না

গ) অন্য কোন বক্তব্য

ক	৯৫ %
খ	০ %
গ	৫ %
মোট	১০০%

এ ক্ষেত্রে মতামতের ভিত্তিতে উত্তরদাতাদের নিকট থেকে জানা যায় যে, শতকরা পচাঁনব্বই ভাগ স্বপক্ষে। শতকরা বিপক্ষে একজনও নেই। অন্যবক্তব্যের পক্ষে শতকরা পাঁচভাগ ।যোগ্যতানুযায়ী অধিকার দেয়ার স্বপক্ষেই বেশী।

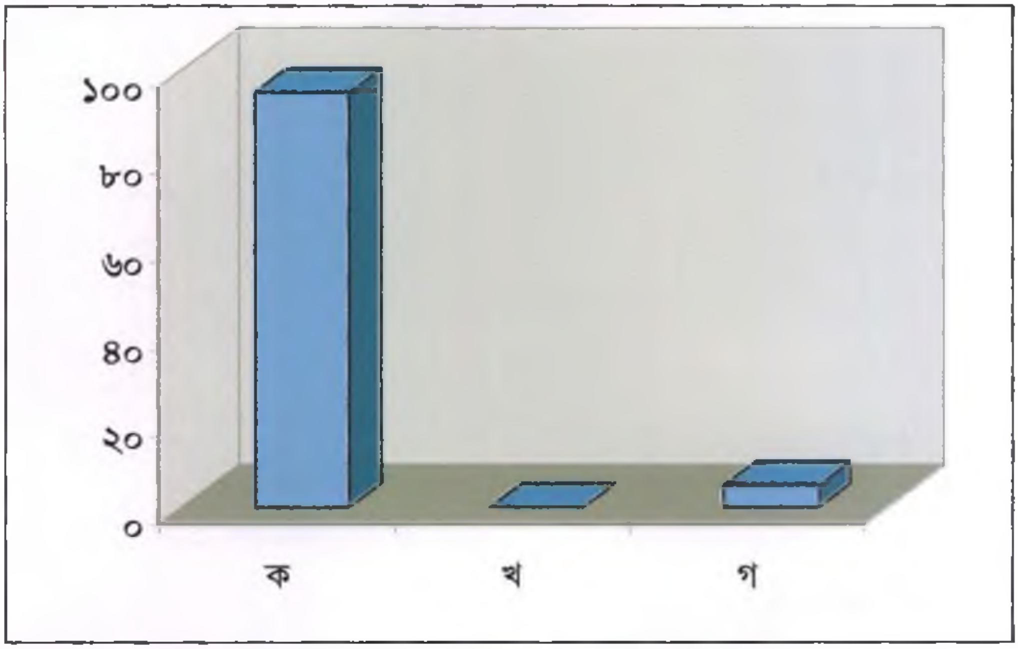

চিত্রলেখ ১৯ ঃ যোগ্যতা অনুযায়ী অধিকার

সারণীঃ ২০। প্রতিবন্ধীরা সহজে যাতে তার মৌলিক অধিকার সহ সকল অধিকার ভোগ করতে পারে তার জন্য একটি প্রতিবন্ধী বিবরক বিশেষ (কল্যাণ) আইন সরকার কর্তৃক প্রণয়ন করা দরকার কি?

ক) হ্যাঁ

খ) না

গ) অন্য কোন বক্তব্য

ক	৮৬ %
খ	৩ %
গ	১১ %
মোট	১০০%

এ ক্ষেত্রে উত্তরদাতাদের প্রাপ্ত বক্তব্যের প্রেক্ষিতে শতকরা ছিয়াশি ভাগ স্বপক্ষে। শতকরা তিনভাগ বিপক্ষে। অন্য বক্তব্যের পক্ষে শতকরা এগার ভাগ। বেশী ভাগই আইন প্রণয়নের পক্ষে।

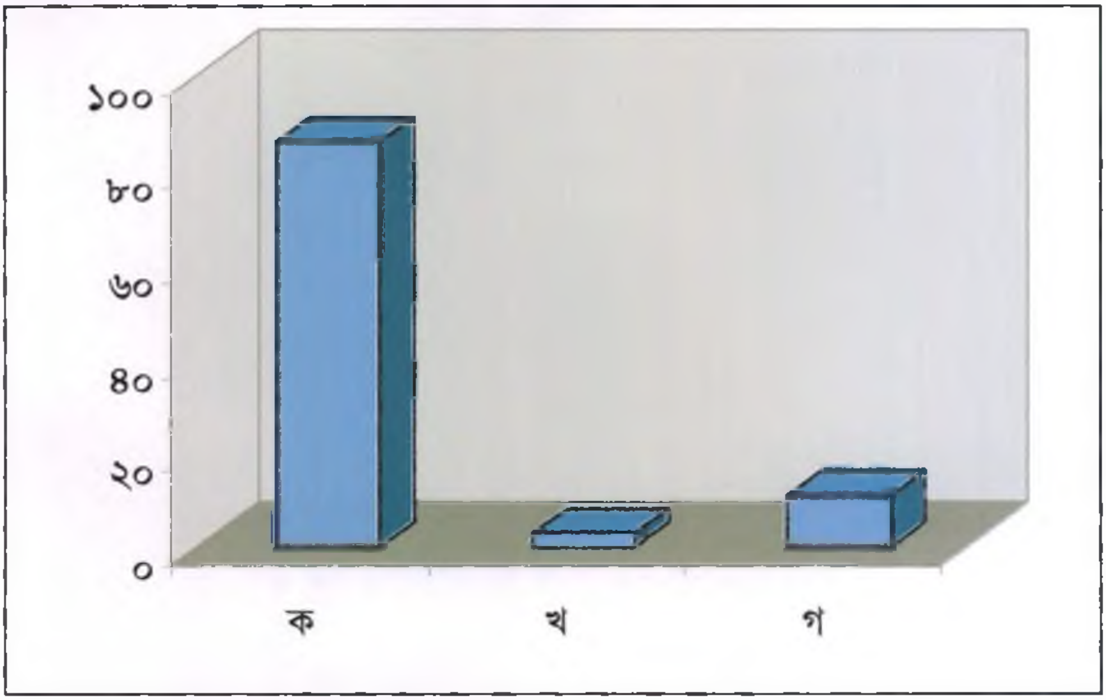

চিত্রলেখ ২০ ঃ অধিকার নিশ্চিত করণে আইন প্রণয়ন

সারণীঃ ২১

প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নে সিভিল সোসাইটি সহ সকলের সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসা প্রয়োজন আপনার মতামত কি-

ক) হ্যাঁ

খ) না

ক	৯৯ %
খ	১ %
মোট	১০০%

এ সম্পর্কিত উত্তরদাতাদের মতামতের ভিত্তিতে প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী শতকরা নিরানব্বই ভাগ স্বপক্ষে। বিপক্ষে শতকরা এক ভাগ। অধিকাংশই প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নে সকলেই এগিয়ে আসার পক্ষে।

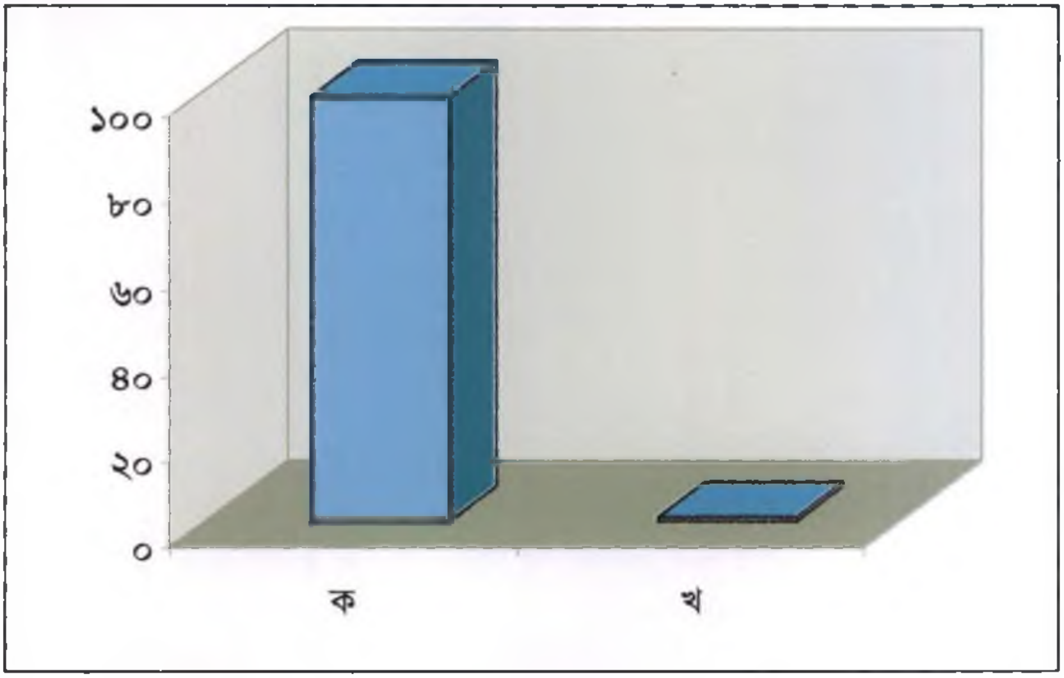

চিত্রলেখ ২১ ঃ উন্নয়নে সিভিল সোসাইটি সহ সকলের দায়িত্ব

Dhaka University Institutional Repository

সারণীঃ ২২

আপনার সংগঠন/অধিদপ্তর/প্রতিষ্ঠানে কোন প্রতিবন্ধী আছে কি? থাকলে কোন ধরনের এবং কত জন?

বিভিন্ন রকমের প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত সংখ্যা নিম্নরূপঃ

ক) দৃষ্টি ১০০ জন।

খ) শ্রবণ ২২ জন।

গ) শারিরীক ২৫ জন।

ঘ) বুদ্ধি ১৪৯ জন।

ঙ) বাক

চ) অন্যান্য

Dhaka University Institutional Repository

সারণীঃ ২৩

আপনার সংগঠনের কর্মীরা প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কার্যসম্পাদনের ক্ষেত্রে কোন সমস্যার সম্মুখীন হয় কি?

ক) হ্যাঁ ১৬

খ) না ৪৪

গ) অন্য কোন বক্তব্য ৪০

ক	১৬ %
খ	৪৪ %
গ	৪০ %
মোট	১০০%

এ ক্ষেত্রে উত্তরদাতাদের মতামত অনুযায়ী লক্ষ্য করা যায় যে, শতকরা ষোল ভাগ হ্যাঁ পক্ষে । না পক্ষে শতকরা চুয়াল্লিশ ভাগ।অন্যান্য বক্তব্য শতকরা চল্লিশ ভাগ।অধিকাংশের বক্তব্যই সমস্যার সম্মূখীন হয়না।

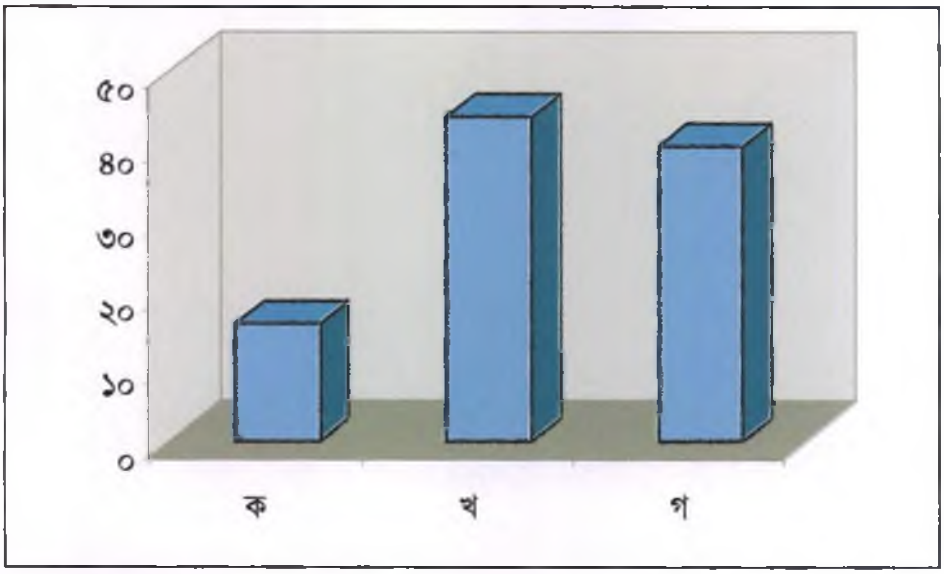

চিত্রলেখ ২২ ঃ প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কার্যসম্পাদনের ক্ষেত্রে

Dhaka University Institutional Repository

সারণীঃ ২৪

সমস্যা হলে কোন ধরনের?

মতামতঃ

১। দৃষ্টি = শ্রুত লেখকের সমস্যা , আর্থিক সমস্যা।

২। শ্রবণ= কথা জোরে বলতে হয়, সম্পদের সীমাবদ্ধতা, সহজে যোগাযোগ করা যায়না, একে অপরকে বুঝতে অসুবিধা হয়।

৩। শারিরীক = ঝুঁকিপূর্ণ কাজে সমস্যা হয়।

৪। বুদ্ধি = বিষয়বস্তু বুঝতে পারেনা , কথা বলে না সাধারণত, পড়া করেনা, পড়াশুনায় পিছিয়ে থাকে, স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করেনা, পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করেনা , বিশেষ ব্যবস্থা নেই, ক্লাসে পড়া দেয়না!, আর্থিক সমস্যা, সকলের সহযোগীতা পাওয়া যায়না,উপহাসের কারণ হতে হয়, এসবের কোন ভবিষ্যত নেই এমন মন্তব্যও শোনা যায়।

উত্তরদাতাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত মতামত, মন্তব্য উল্লেখিত প্রতিবন্ধীদের বেলায় একাধিক সমস্যা পরিলক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও স্ব স্ব প্রতিষ্ঠান তাদেরকে কর্ম উপযোগী, সমশিক্ষা, সমাজে গ্রহণযোগ্যতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে পারদর্শী করে গড়ে তোলার মাধ্যমে সমাজের মূলস্রোতধারায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করণের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এর ফলশ্রুতিতে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

সারণীঃ ২৫

আপনার সংগঠন কতদিন যাবত প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কর্মরত আছে?

ক) বছর

নিম্নে ২ বছর।

উর্ধ্বে ২৪ বছর।

উত্তরদাতাদেরমতামতের ভিত্তিতে লক্ষ্য করা যায় যে, নিম্নে ২ বছর এবং উর্ধ্বে ২৪ বছর পর্যন্ত কর্মরত অবস্থায় আছে বলে জানা যায়।

সারণীঃ ২৬। কর্মস্থলে সুস্থ ব্যক্তির কর্ম সম্পাদনের জন্য কম্পিউটারসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি পেয়ে থাকে তাই কর্মস্থলে প্রতিবন্ধীদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে যে ধরনের প্রযুক্তি দরকার সরকারী বেসরকারী উদ্যোগে তা সংগ্রহ ও সরবরাহ করা দরকার কি?

ক) হ্যাঁ

খ) না

ক	৯৬ %
খ	৪ %
মোট	১০০%

এ ক্ষেত্রে উত্তরদাতাদের প্রাপ্ত মতামত অনুযায়ী শতকরা ছিয়ানব্বই ভাগ স্বপক্ষে। শতকরা চার ভাগ বিপক্ষে। অধিকাংশই প্রযুক্তি সরবরাহের পক্ষে।

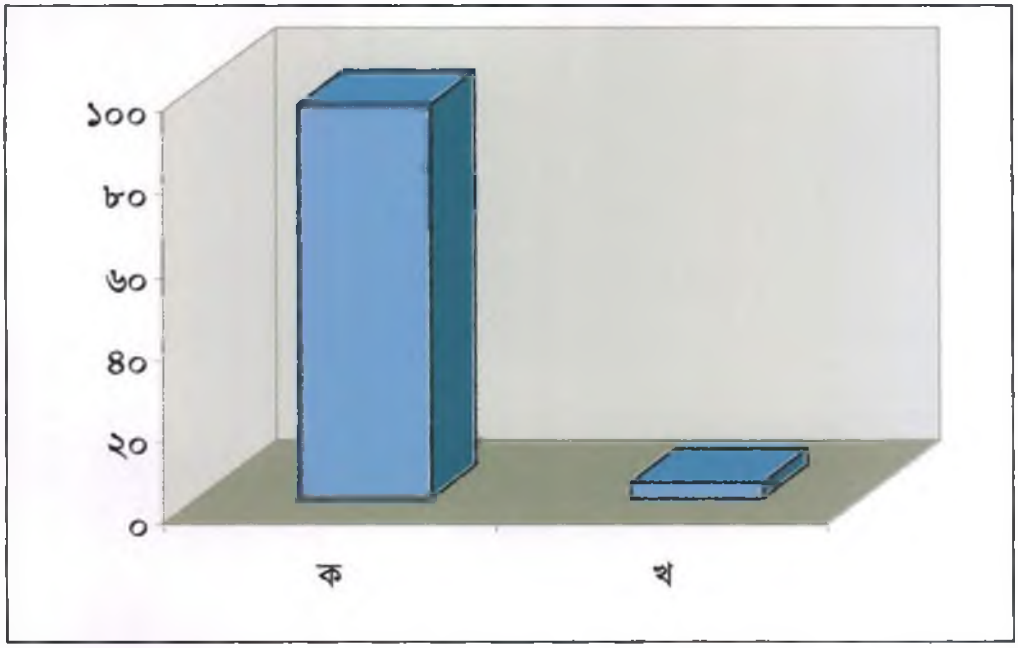

চিত্রলেখ ২৩ ঃ কর্মস্থলে প্রযুক্তি সরবরাহ

Dhaka University Institutional Repository

সারণীঃ ২৭

বাংলাদেশে পশ্চাৎপদ প্রতিবন্ধীদের কর্মে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা এবং মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার ব্যবস্থাবলী খুবই অপর্যাপ্ত। তাই এ বিষয়টি সরকারের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অবিচ্ছেদ্য অংশ হওয়া দরকার কি?

ক) হ্যাঁ

খ) না

ক	৯৮ %
খ	২ %
মোট	১০০%

এ ক্ষেত্রে উত্তরদাতাদের প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে লক্ষ্য করা যায় যে, শতকরা আটানব্বই ভাগ স্বপক্ষে। শতকরা দুইভাগ বিপক্ষে ।অধিকাংশই সরকারের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অবিচ্ছেদ্য অংশে হওয়ার পক্ষে।

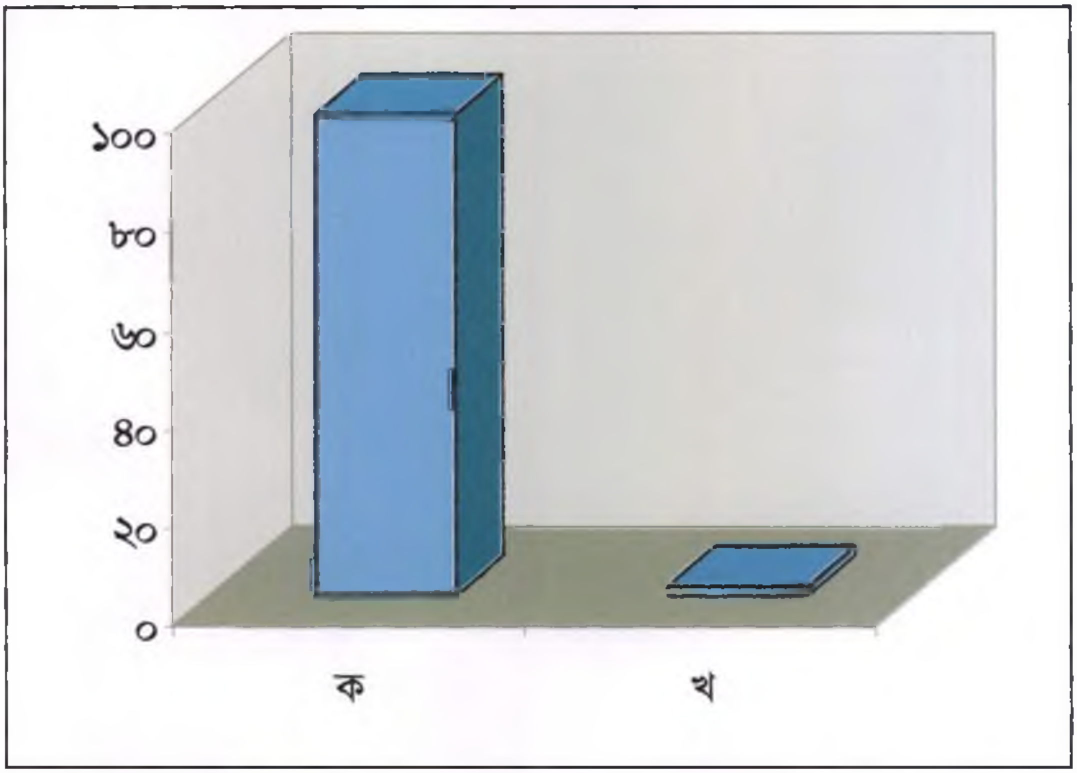

চিত্রলেখ ২৪ ঃ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অবিচ্ছেদ্য অংশ

Dhaka University Institutional Repository

সারণীঃ ২৮

বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর একটি বিশাল অংশ প্রতিবন্ধী। দেশের উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে তাদের উন্নয়নের বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাই তাদের সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের কোন মন্ত্রণালয় খোলা উচিত কি?

ক) হ্যাঁ

খ) না

গ) অন্য কোন বক্তব্য

ক	৬১ %
খ	১৮ %
গ	২১ %
মোট	১০০%

এ ক্ষেত্রে উত্তরদাতাদের মতামত থেকে প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী শতকরা একষট্টি ভাগ স্বপক্ষে। শতকরা আটাশ ভাগ বিপক্ষে । অন্য বক্তব্যের পক্ষে শতকরা একুশ ভাগ। মন্ত্রণালয় খোলার পক্ষেই বেশী।

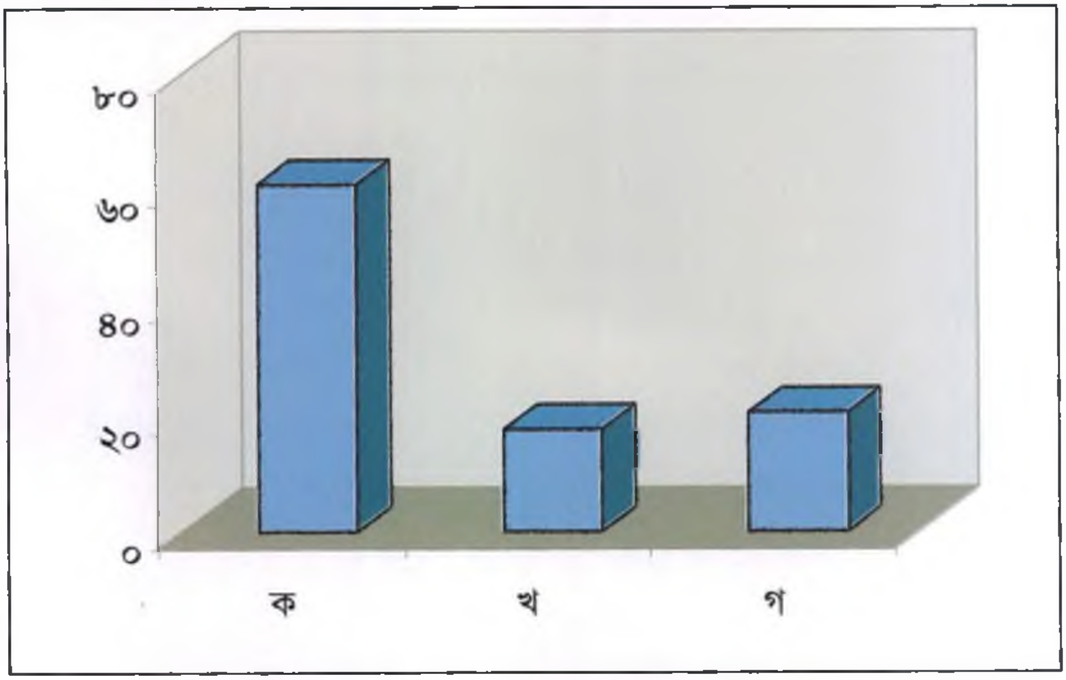

চিত্রলেখ ২৫ ঃ প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নের মন্ত্রণালয়

Dhaka University Institutional Repository

সারণীঃ ২৯

কমবেশী সকলের জন্যই বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গন থেকে শুরু করে চাকুরির সর্বোচ্চ ক্ষেত্র বি.সি.এস ও কর্মকমিশনের সকল ক্ষেত্র পর্যন্ত কোটা পদ্ধতি কার্যকর আছে। তাই প্রতিবন্ধীদের উপযোগী কর্মক্ষেত্র সমূহে কোটা পদ্ধতি থাকা আজকের প্রেক্ষাপটে দরকার কি?

ক) হ্যাঁ

খ) না

ক	৮৭ %
খ	১৩ %
মোট	১০০%

এ ক্ষেত্রে উত্তরদাতাদের মধ্য থেকে প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী লক্ষ্য করা স্বপক্ষে। শতকরা তের ভাগ বিপক্ষে। প্রায় উত্তরদাতাই কোটার পক্ষে।

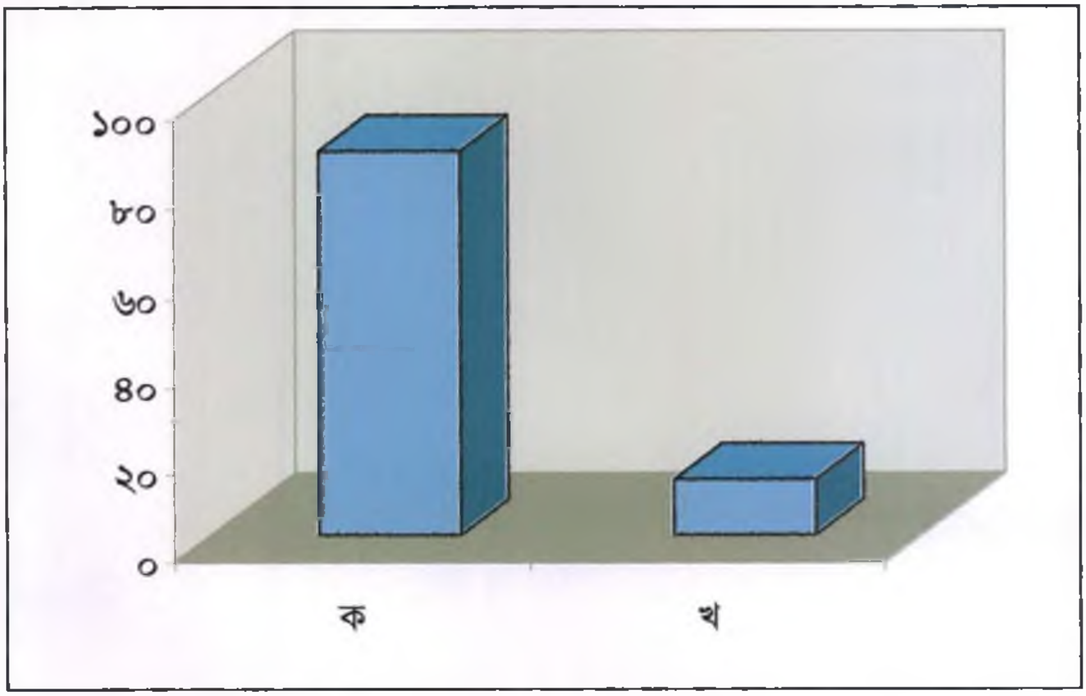

চিত্রলেখ ২৬ ঃ কোটা পদ্ধতি

সারণীঃ ৩০

প্রতিবছর সরকারী বাজেটে প্রতিবন্ধীদের জন্য একটি নির্দিষ্ট অর্থ বরাদ্দ প্রয়োজন। আপনি কি এ ব্যাপারে একমত?

ক) হ্যাঁ

খ) না

গ) ভিন্ন কোন মত

ক	৯৪ %
খ	৩ %
গ	৩ %
মোট	১০০%

এ ক্ষেত্রে বাজেট সম্পর্কিত উত্তরদাতাদের মতামত থেকে প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী বক্তব্য লক্ষ্য করা যায় যে, শতকরা চুরানব্বই ভাগ স্বপক্ষে। শতকরা তিনভাগ বিপক্ষে। ভিন্ন মতের পক্ষে শতকরা তিন ভাগ। অধিকাংশই মতামত নিদিষ্ট অর্থ বাজেট বরাদ্দের পক্ষে।

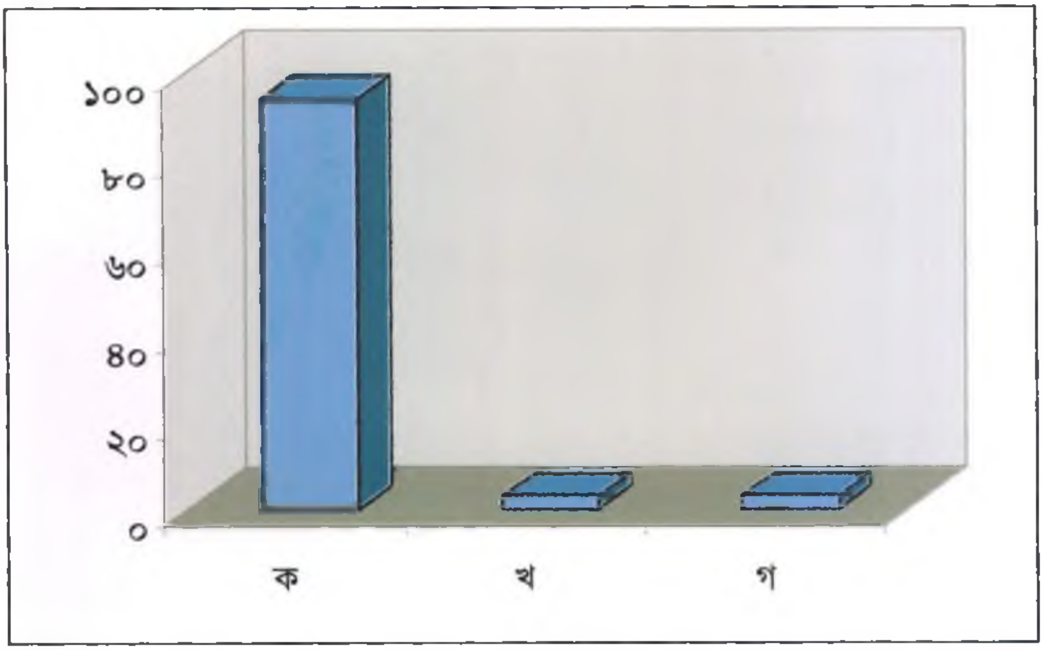

চিত্রলেখ ২৭ ঃ বাজেটে নিদিষ্ট অর্থ বরাদ্দ

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহারঃ উপসংহারে এ কথা বলা যেতে পারে যে, জরিপের ভিত্তিতে প্রাপ্ত ফলাফল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের মতামত জানা যায়। তাদের অধিকার প্রদানের ব্যাপারে বিভিন্ন পেশার মানুষের ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে। এ থেকে প্রমানিত হয় যে, তারা সমাজের নিরবচ্ছিন্ন অংশ হিসেবে রাষ্ট্র ও সমাজের সমঅধিকার ভোগের দাবীদার। সমাজের সাধারণ মানুষেরাই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের এই অধিকারগুলোকে সমর্থন করেন। সেক্ষেত্রে রাষ্ট্র কিংবা প্রচলিত আইন বরং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি ততোটা উদার নয়। রাষ্ট্র কিংবা প্রচলিত আইন প্রতিবন্ধীদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে যদি তাদের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে আইনকানুন বা রীতিনীতি প্রবর্তন করে। তাহলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়ন সম্ভব এবং এরা সমাজে নিজেদের বঞ্চিত মনে না করে বরং নিজের এবং রাষ্ট্রীয় উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারবে। এই গবেষণা কাজটি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দুর্বলতার প্রতি লক্ষ্য রেখেই শুরু করা হয়েছে এবং এদের দুর্বলতা দূরীকরণে রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রীয় আইন যেন কিছুটা হলেও ভূমিকা রাখতে পারে সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই এই ছোট প্রয়াস।

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

নবম অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

নবম অধ্যায়

সুপারিশ মালা

৯.১ ভূমিকাঃ এই গবেষণা কাজটি সম্পূর্ণ নতুন একটি ক্ষেত্রে নিয়ে বাংলাদেশে এই প্রথম একজন প্রতিবন্ধী গবেষকের একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস। গবেষক নিজে যেহেতু এই সম্প্রদায়ভূক্ত তাই অতিরিকতার অভাব এখানে ছিলনা। যদিও সম্পূর্ণ নিরাপেক্ষভাবে কাজটি করার একটি প্রচেষ্ট তার ছিল। গবেষকের আন্তরিকতার কারণে প্রদত্ত সুপারিশমালায় প্রতিবন্ধীদের সমস্যার সমাধান কিভাবে হবে তার একটি রূপরেখা পাওয়া যায়, যা আমাদের সমাজ তথা বাংলাদেশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যারা নীত নির্ধারণ প্রক্রিয়ার যুক্ত আছেন, তারা যদি এই সুপারিশমালার আলোকে প্রতিবন্ধী সংক্রান্ত নীতিগুলো তৈরী বা বর্ণকার করেন তাইলে দেশের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ অনেক আবার আলো দেখবেন এবং নিজেদের সক্ষম মানুষ ভেবে যোগ্য হিসেবে গড়ে তেলবার চেষ্টা করবেন। এদেশের অসংখ্য প্রতিবন্ধী মানুষ মানবেতর জীবনকে ত্যাগ করে আবার আলোর পথ চলার চেষ্টা করবেন এবং নতুনভাবে জীবনে বাচাঁর চেষ্টা করবেন।

৯.২ সুপারিশ সমূহ নিম্নে বর্ণিত হলোঃ

- মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করাঃ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি/শিশুদের মূলধারায় অংশগ্রহণের বা অধিকার নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষা সহ সকল প্রকার মৌলিক অধিকার প্রাপ্তিতে সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

- **সচেতনতা সৃষ্টিঃ** সচেতনতার মাধ্যমে পরিবার, সমাজ এবং জাতীয় ক্ষেত্রে জাগরণ সম্ভব, প্রতিবন্ধী শিশুর শিক্ষা থেকে শুরু করে প্রতিটি বিষয়ে ব্যাপক সচেতনতার প্রয়োজন। গণসচেতনতা সামাজিক আন্দোলনকে গতিশীল ও দায়িত্বে পরিণত করতে পারে। সাধারণ বিদ্যালয়ের একীভূত করণের ক্ষেত্রে অভিভাবকসহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের নেতা ও সাধারণ মানুষের প্রতিবন্ধীতা সর্ম্পকিত সচেতনতা অত্যন্ত আবশ্যক। প্রতিবন্ধীতা এবং সামাজিক উন্নয়ন নিয়ে কর্মরত সংগঠন সমূহ এই গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকারকে মূখ্য ভূমিকা রাখতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

- **স্কুলের ব্যবস্থা করাঃ-** তৃণমূল পর্যায় থেকে সর্বক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য স্কুলের ব্যবস্থা করতে হবে।
- **শিক্ষা ব্যবস্থাঃ-** প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা ব্যবস্থা সমাজ-কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পরিবর্তে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত হওয়া উচিত।
- **উচ্চতর শিক্ষা লাভে বৃত্তি ঃ-** সকল প্রকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য উচ্চ শিক্ষা লাভের সহায়তা সরূপ বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা থাকতে হবে। উচ্চশিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে বিদেশে যাওয়ার সহায়তার জন্য সরকারের সহযোগিতা থাকতে হবে।

- **সবার জন্য শিক্ষা বাস্তবায়নঃ-** শিক্ষা হলো শিশুর জন্মগত মৌলিক ও মানবিক অধিকার। এই অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিবন্ধী শিশুদেরকে সরকারের বাধ্যতামূলক শিক্ষা থেকে শুরু করে শিক্ষার উচ্চতর স্তর পর্যন্ত সমশিক্ষা নিশ্চিত করার ব্যাপারে আন্তরিক ও দায়িত্ববান হতে হবে। প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা সহায়ক উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে মূলস্রোতধারার শিক্ষা কর্মসূচীতে অর্ন্তভূক্ত করার সুযোগ সৃষ্টি করা। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এ ক্ষেত্রে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনায় প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী সর্ম্পকিত বিষয়গুলো অর্ন্তভূক্তির বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে সুতরাং একীভূত শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা এবং এই প্রসঙ্গে যথার্থ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

- **সকল ক্ষেত্রে সমতাসৃষ্টিঃ-** প্রতিবন্ধী শিশুদের যোগাযোগ, মুক্ত চলাচল ও অভিগম্যতা, কর্মসংস্থানের সুযোগ, পূর্ণবাসন, শিক্ষা উপকরণ লাভে পর্যাপ্ত এবং যথার্থ ব্যবস্থা নেয়া, প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন-২০০১ এর অসংগতি গুলো সংশোধন এবং তা যথাযথ বাস্তবায়ন করা, এছাড়া বিকাশের লক্ষ্যে সাংস্কৃতিক ও খেলাধুলার সুযোগ, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে স্বীকৃতি প্রদান ও তথ্য বিস্তরণ এবং গবেষণা ইত্যাদি বিষয়ে পরিকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে তাদের অধিকার নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
- **আর্ন্তজাতিক মান সম্পন্ন ইশারা সংকেত বা ইন্টারন্যাশনাল সাইন ল্যাংগুয়েজঃ-** আর্ন্তজাতিক মানসম্পন্ন ইশারা সংকেতের সাথে সঙ্গতি বজায় রেখে বাংলাদেশে সকল শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জন্য ইশারা সংকেতের ব্যবস্থা করা।

Dhaka University Institutional Repository

- **বিনামূল্যে শিক্ষা সহায়ক উপকরণ বিতরনঃ-** দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সরকারের উদ্যোগে ব্রেইল পদ্ধতিতে বই এবং সকল প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা সহায়ক উপকরণ সরবরাহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।
- **শিক্ষা প্রতিষ্ঠানঃ-** প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকা প্রয়োজন।
- **লাইব্রেরীঃ-** দেশের সরকারী-বেসরকারী সকল লাইব্রেরী সমূহে প্রতিবন্ধীদের অবাধ সুযোগ সৃষ্টি করা এবং প্রতিবন্ধীতা সর্ম্পকিত বই, লাইব্রেরীতে সংরক্ষণের ব্যাপারে সরকারের পরিকল্পনা ও নীতিমালা থাকতে হবে।
- **নারী-পুরুষ সমতাঃ-** যেসব জায়গায় প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। সে সব জায়গায় বালক/পুরুষ এর পাশাপাশি বালিকা/মহিলাদেরকে সম্পৃক্ত করতে হবে।
- **প্রতিবন্ধী নারীদের সম-অধিকার নিশ্চিত করণঃ-** নারী উন্নয়ন সংস্থা সমূহ সহ নারী অধিকারের সকল ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী নারীদের সম-অধিকার নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- **কারিগরী শিক্ষাঃ-** প্রতিবন্ধীদের দক্ষতা বিকাশের মাধ্যমে দেশের সম্পদে পরিণত করার জন্য একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি গুরুত্বের সাথে প্রতিবন্ধীতার ধরণ অনুযায়ী সুষ্ঠভাবে কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার।
- **প্রতিবন্ধীব্যক্তিদের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীঃ-** প্রতিবন্ধী বিষয় সর্ম্পকে বি.এড ও এম.এড সহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে এবং সাধারণ পাঠ্য পুস্তকে ইতিবাচক ধারণা ও প্রতিবন্ধীব্যক্তিদের ব্যাপারে সচেতনতা মূলক বিভিন্ন লেখা অর্ন্তভূক্ত করা প্রয়োজন।
- **অতিরিক্ত সময় বরাদ্দঃ-** মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক, জাতীয়-বিশ্ববিদ্যালয়, সকল বিশ্ববিদ্যালয় এবং চাকুরির নিয়োগ পরীক্ষা থেকে শুরু করে প্রতিটি ক্ষেত্রে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীসহ অন্যান্য প্রতিবন্ধী যারা স্বহস্তে লিখতে অক্ষম তারা শ্রুত লেখকের মাধ্যমে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে থাকে। তাদের জন্য বোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অতিরিক্ত সময় বরাদ্দের ব্যবস্থা থাকা উচিত।
- **কোটা পদ্ধতিঃ-** প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা, প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন, এর আলোকে সকল ক্ষেত্রে চাকুরির নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে কোটার কথা উল্লেখ পূর্বক এবং ১০% কোটা বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বি.সি.এস সহ সরকারী-বেসরকারী সকল ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান

Dhaka University Institutional Repository

নিশ্চিত করার জন্য বৈষম্য দূর করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থানের ব্যাপারে সুব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

- **পরিচয়পত্রঃ-** প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন-২০০১ এ উল্লেখিত নিয়মের ভিত্তিতে সকল প্রতিবন্ধীব্যক্তিকে পরিচয়পত্র প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

- **প্রতিবন্ধীতা নির্ণয়ের জন্য উপযুক্ত কেন্দ্র স্থাপন করাঃ-** সরকারী-বেসরকারী প্রতিটি হাসপাতালে প্রতিবন্ধীতা সঠিকভাবে নির্ণয়ের জন্য বিশেষ কেন্দ্র বা বিভাগ স্থাপন করতে হবে। বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রতিবন্ধীতার অবস্থা নিশ্চিত করতে হবে যাতে তার ভবিষ্যত নির্ধারনের সুবিধা হয় যেমনঃ পরীক্ষার দ্বারা বুঝতে হবে তার দৃষ্টি শক্তি, শারিরীক অবস্থা , শ্রবণ শক্তি, বুদ্ধি শক্তি, কোন অবস্থায় রয়েছে তার মাত্রা চিহ্নিত করা। প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়ক উপকরণের ব্যবস্থা করা ,এতে তার ভবিষ্যত ভূল চিকিৎসায় পরিচালিত হবে না এবং সমস্যা লাঘব হয়ে আসতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন প্রথমেই প্রতিবন্ধীতার অবস্থা নির্ণয় করা।

- **চিকিৎসাঃ-** প্রতি বৎসর সম্ভাবনাময় প্রতিবন্ধীব্যক্তিদের দেশে-বিদেশে উচ্চমানের চিকিৎসা ব্যবস্থা করা। চিকিৎসায় সহায়ক সামগ্রী পর্যাপ্ত পরিমান সরবরাহ নিশ্চিত করা ।

- **স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করণঃ-** হাসপাতালে প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরিচালিত বিশেষ সেলের ব্যবস্থা রাখতে হবে যেখানে প্রতিবন্ধীরা সহজে চিকিৎসা পেতে পারে।

- **পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়ঃ-**পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রতিবন্ধীতা বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রহণ করা এবং প্রয়োজনে সুনির্দিষ্ট বাজেটের ব্যবস্থা করা।

- **আনুপাতিক হারেঃ-** আনুপাতিক হারে প্রতিবন্ধীব্যক্তিদের জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মানের পরিকল্পনা থাকা আবশ্যক।

- **রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনাঃ-** প্রতিবন্ধী বিষয়ক রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীব্যক্তিদের অংশগ্রহণ থাকতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

- **সাংবিধানিকভাবে অধিকারঃ-** মৌলিক অধিকারসহ সকল প্রকার অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে যাতে তারা পূর্ণমাত্রায় সুযোগ পায় সে ব্যাপারে সাংবিধানিক নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

- **সচেতনতামূলক বিজ্ঞাপনঃ-** সচেতনতা সৃষ্টি ও শিক্ষার উন্নয়ন ঘটানোর জন্য সচেতনতামূলক বিজ্ঞাপন প্রকাশ যেমনঃ আপনার শিশুকে স্কুলে পাঠান, শিশুরাই দেশের ভবিষ্যত। এসব বিজ্ঞাপনের পাশাপাশি প্রতিবন্ধী শিশুকে স্কুলে পাঠান, প্রতিবন্ধী শিশুরাও বয়ে আনতে পারে স্বর্নালী সাফল্য, প্রতিবন্ধী শিশুরাও দেশের ভবিষ্যত, প্রতিবন্ধীরা সমাজের বোঝা নয়, প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য রয়েছে সরকারীভাবে বিনামূল্যে বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থা, প্রতিবন্ধী শিশুকে ঘরে বসিয়ে রাখবেন না, প্রতিবন্ধী শিশুকে শিক্ষাদানে উৎসাহিত করুন ইত্যাদি গণমাধ্যম সমূহে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা প্রয়োজন।
- **আশ্রয় কেন্দ্রঃ-** প্রতিবন্ধীব্যক্তিদের উপযোগী আশ্রয় কেন্দ্র নির্মানের ব্যবস্থা করা।

- **রিলিফ বিতরণঃ-** রিলিফ বা ত্রাণ সামগ্রী একজন প্রতিবন্ধীব্যক্তি সহজে পেতে পারে সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সরকারী নির্দেশ থাকা উচিত এবং দুঃস্থ, অসহায় ও দারিদ্র প্রতিবন্ধীব্যক্তিদের জন্য স্থায়ীভাবে রিলিফের ব্যবস্থা করা উচিত।

- **জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনঃ-** জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সহ সরকারী-বেসরকারী সকল প্রতিষ্ঠান সমূহে প্রতিবন্ধীব্যক্তিদের কর্মসংস্থানের বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সুনিশ্চিত করতে হবে এবং নুতন নতুন কর্মক্ষেত্র সৃষ্টিতে গুরুত্বের সাথে ভূমিকা পালন করতে হবে।

- **আদমশুমারীঃ-** আদমশুমারী জরিপ কাজে প্রতিবন্ধীদের সঠিক সংখ্যা নিরুপনে সরকারের উদ্যোগ থাকতে হবে।

- **ঋণদানঃ-** সহজ শর্তে ঋণদান কর্মসূচী এবং দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- **খাস জমি ও সরকারী প্লট, ফ্ল্যাট বরাদ্দঃ-** প্রতিবন্ধীব্যক্তিদের জন্য গৃহায়নের ব্যাপারে সুস্পষ্ট নীতিমালা থাকা প্রয়োজন। এর ভিত্তিতে দুঃস্থ, অসহায়, প্রতিবন্ধীব্যক্তিদের জন্য খাস জমি বরাদ্দ করতে হবে। সরকারী প্লট, ফ্ল্যাট বরাদ্দের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীব্যক্তিদের অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।
- **ক্ষমতায়নঃ-** ইউনিয়ন থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায়ে নেতৃত্বের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদের সুযোগের সমতা সৃষ্টি করতে হবে যেমনঃ মনোনীত সদস্য, সংরক্ষিত আসন ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

- **প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগঃ-** জাতীয় সংসদে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ থাকতে হবে এবং শ্রেনী অনুযায়ী আনুপাতিক হারে তাদের জন্য সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা করতে হবে।

- **মনিটরিং সেল গঠণঃ-** বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা, কর্ম ক্ষেত্রে বৈষম্য, সামাজিক অবহেলা, বিভিন্ন ক্ষেত্রে মূল্যায়ন, দক্ষতা সৃষ্টির জন্য যথাযথ শিক্ষা প্রশিক্ষণ, পরিবারে ও সমাজে প্রতিবন্ধীব্যক্তিদের অবস্থান ইত্যাদি সম্পর্কে তাদের বিষয়ে সঠিক তথ্যাদি জানার জন্য মনিটরিং সেল গঠণ করা উচিত।

- **তথ্যকেন্দ্র (Information Center)ঃ** প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তথ্যাদি, বিভিন্ন অবস্থা, তাদের সর্ম্পকে পূর্ণ ধারণা, সরকারী -বেসরকারী কতগুলো প্রতিষ্ঠান, সহায়ক উপকরণ, কোথায় ও কীভাবে পাওয়া যায়, তাদের শিক্ষার হার কত, কোন কোন ক্ষেত্রে কর্মের সুযোগ রয়েছে ইত্যাদি তথ্যাদি জানা যায় সরকারীভাবে এমন একটি তথ্যকেন্দ্রের ব্যবস্থা থাকা আশু প্রয়োজন।
- **শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের পুরস্কৃত করাঃ-** প্রতিবন্ধীব্যক্তিদের নিয়ে যারা কর্মরত তাদের মধ্য থেকে কাজের ধরন অনুযায়ী শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের নির্বাচন করে প্রতি বৎসর পুরস্কারের ব্যবস্থা করলে প্রতিবন্ধীদের সেবার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের উৎসাহ এবং সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে। তাই এ বিষয়ে আমাদের রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যে সব পুরস্কার প্রচলিত আছে তার সাথে এ ধরনের একটি বিষয়ও যোগ করা যেতে পারে।
- **শ্রেষ্ঠ অভিভাবক নির্বাচনের ব্যবস্থাঃ-** শ্রেষ্ঠ অভিভাবক নির্বাচিত করে পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা করলে এর মধ্য দিয়ে অন্যান্য অভিভাবকও উৎসাহের সাথে সম্মান লাভের আশায় প্রতিবন্ধীদের প্রতি যত্নশীল ও দায়িত্ববান হবে।
- **বিশিষ্ট প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আমন্ত্রণঃ-** তাদের গ্রহণযোগ্যতা ও সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন দিবস সমূহে যেমনঃ আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস ইত্যাদি বিশেষ দিনগুলোতে বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গের পাশাপাশি বিশিষ্ট প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানান যেতে পারে।
- **প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পদকঃ-** প্রতিবন্ধী বিষয়ক উন্নয়ন পদকের প্রবর্তন করতে হবে। প্রতিবন্ধীব্যক্তিদের নিয়ে যারা বিভিন্ন ভাবে উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ডে নিয়োজিত রয়েছে এবং সমাজে প্রতিবন্ধীব্যক্তিদের শ্রেষ্ঠ অভিভাবক নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী বিষয়ক উন্নয়ন পদক রাষ্ট্রীয় ভাবে প্রবর্তন করা যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

- **বিশিষ্ট প্রতিবন্ধীব্যক্তিদের আত্মপ্রকাশঃ-** সমাজে প্রতিষ্ঠাবান বিশিষ্ট প্রতিবন্ধীব্যক্তিদের নিয়ে সরাসরি অথবা মিডিয়ার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশের মধ্য দিয়ে প্রতিবন্ধী সহ অন্যান্যদের উৎসাহ যোগানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

- **গণমাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টিঃ-** গণমাধ্যমসমূহে প্রতিবন্ধীব্যক্তিদের ব্যাপারে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী প্রসারিত করার জন্য অধিক মাত্রায় নিয়মিতভাবে তথ্যমন্ত্রণালয় কর্তৃক সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন ধরনের নিয়মিত অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা, প্রত্যহ অনুষ্ঠান পরিচালনায় প্রতিভাবান প্রতিবন্ধীব্যক্তির দ্বারা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা এবং প্রতিবন্ধীব্যক্তিদের অধিকার সর্ব সাধারণের অবহতি করনার্থে সরকারী খরচে বিজ্ঞাপন চিত্র নির্মান করে তা বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারের ব্যবস্থা করা।

- **সংবাদপত্রে কলামঃ-** দৈনিক পত্রিকা, সাপ্তাহিক পত্রিকা, পাক্ষিক পত্রিকা, মাসিক পত্রিকা ও ম্যাগাজিন সমূহে প্রতিবন্ধীদের জন্য একটি কলামের বা পাতার ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন।

- **ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক মন্ত্রনালয়ঃ-** ক্রীড়া ও সাহিত্য সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে তাদের যোগ্যতা ও মেধার প্রকাশ ঘটানোর জন্য ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয় সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রণয় করে তাদের জন্য জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে খেলাধূলার ব্যবস্থা করা দরকার। সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয় সাহিত্য সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে জাতীয়ভাবে তাদের জন্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করবে। এই বিষয়টি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে পরিনত করতে হবে।

- **চলাচলের সুব্যবস্থাঃ-** প্রতিবন্ধীব্যক্তিদের চলাচলের জন্য সর্বক্ষেত্রে প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করতে হবে।তাদের জন্য যানবাহন, রাস্তাঘাট, টার্মিনাল, প্লাটফর্ম, বিমানবন্দর সর্বক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীব্যক্তিদের ধরণ অনুযায়ী চলাচল উপযোগী ব্যবস্থা থাকতে হবে।

- **প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাঃ-** বিল্ডিং তৈরীর ক্ষেত্রে জাতীয় বিল্ডিং কোড মানতে বাধ্যকরা। ফুটপাতে গাইডলাইন এবং ম্যানহলের ঢাকনা ও ড্রেনের ঢাকনা বন্ধ রাখা, শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য র‍্যাম্প বা ঢালু পথের ব্যবস্থা করা, শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জন্য রাস্তার মোড়ে মোড়ে যাত্রী ছাউনীতে প্রয়োজনীয় সর্ব ক্ষেত্রে ইশারা সংকেত বা সাইন ল্যাংগুয়েজের ব্যবস্থা করা। দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য রাস্তা পারাপারের ক্ষেত্রে সিগন্যালের সাথে সাথে শব্দ সংকেত বা সাইরেন সিস্টেম ব্যবস্থা থাকা উচিত।

Dhaka University Institutional Repository

- **অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দঃ-** যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধীরা লেখাপড়া করে কিংবা যেসব প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সেসব প্রতিষ্ঠান সমূহে প্রতিবন্ধীব্যক্তিদের সুবিধাদি নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা করা।

- **স্বরনীয় স্তম্ভ ও ঐতিহাসিক স্থাপত্যঃ-** শহীদ মিনার, স্মৃতিসৌধ সহ অন্যান্য জাতীয় বিশেষ স্থানে এবং ঐতিহাসিক স্থাপত্য কেন্দ্র সমূহে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা।

- **গবেষণাঃ-** প্রতিবন্ধীব্যক্তিদের অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগে পর্যাপ্ত পরিমান গবেষণা করতে হবে।

- **শ্রুতিমধুর শব্দ ব্যবহারঃ-** প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা, প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন এ উল্লেখিত শ্রুতিমধুর শব্দ গুলো যেমনঃ অন্ধ, বধির, পঙ্গুঁ, মানসিক এর পরিবর্তে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, শ্রবণ প্রতিবন্ধী, শারীরিক প্রতিবন্ধী, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী। সরকারী-বেসরকারী সকল প্রতিষ্ঠান সমূহে শ্রুতিমধুর শব্দগুলো ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

- **বিকেন্দ্রীকরনঃ-** প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন মৌলিক অধিকার সমূহ নিশ্চিত করণ, স্বাস্থ্য সেবা থেকে সকল প্রকার সেবা, ক্রীড়াযোগাযোগ, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ইত্যাদি ব্যাপারে অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কোন একটি মন্ত্রণালয় বিভাগ বা স্থানে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী বিষয় কেন্দ্রীভূত না রেখে সংশ্লিষ্ট বিষয় স্ব-স্ব মন্ত্রণালয়, বিভাগ, প্রতিষ্ঠান যাতে পালন করতে পারে এ ব্যাপারে সরকারীভাবে একজন সমন্বয়কারীকে দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

উল্লেখিত সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগ কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠানের আন্তরিক ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন অপরিহার্য।

Dhaka University Institutional Repository

৯.৩ উপসংহারঃ পরিশেষে একথা বলা যেতে পারে যে, অনগ্রসর বিশাল প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী বহুবিধ ও সমস্যার মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করছে। তাদের অধিকার সংরক্ষণে রাষ্ট্রের ভূমিকা পালন এবং বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের সত্ত্বেও আশানুরূপ ধারবাহিক সাফল্যজনক অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায় না।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে সরকারের সমাপ্তিক্ষণে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ লক্ষ্য করা যায়। যা সরকারের বিদায়ের সাথে সাথে স্থবির হয়ে পড়ে। পরবর্তী সরকারের সময় ঐ সকল বিষয়ে পর্যালোচনামূলক অগ্রগতি ঘটেনা। সরকারের আশ্বাসবাণী আর বক্তব্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নের ধারাবাহিকতাকে কৌশলে এড়িয়ে যায়। বিশাল প্রতিবন্ধী মানুষের মধ্যে রয়েছে যথেষ্ট সম্ভাবনা এদের মধ্যে কারো কারো মেধা মনন জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। তারা যথাযথ সুযোগ-সুবিধা পেলে জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে অবদান রাখতে সক্ষম। তাদের প্রকৃত মূল্যায়ন করা সম্ভব হলে সমাজে বোঝার পরিবর্তে তাদেরকে সম্পদে পরিনতি করা যেতে পারে। তারা শিক্ষা, সাহিত্য, সাংস্কৃতিক, খেলাধূলা, কর্ম, সাংগঠনিক দক্ষতা সহ বহুবিধ গুনাবলীর অধিকারী, প্রতিভার দ্বিপ্তশিখায় গুটি কয়েক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিত্ব সুযোগ পাবার ফলশ্রুতিতে দেশ, বিদেশে তাঁরা অনুকরনীয় এবং স্বরনীয় হয়ে আছেন। যথাযথ সুযোগ প্রাপ্তির অভাবে এবং রাষ্ট্রীয় ধীরগতি সম্পন্ন দুর্বল প্রক্রিয়ায় পদক্ষেপ গ্রহণের ফলশ্রুতিতে আমাদের দেশের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্ম অবনতি পরিস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সংরক্ষণে রাষ্ট্রের ভূমিকা জোরালো ও শক্তিশালী হলে দেশ ও দশের সেবায় আত্মনিয়োগ করে নিজেদের ও দেশের মর্যাদা বৃদ্ধিতে অগ্রনী ভূমিকা পালন করতে পারে। সাধারণ নাগরিকের পাশাপাশি যাতে সমতার কাতারে স্থান পায় সে ব্যাপারে রাষ্ট্রের আন্তরিক হওয়া প্রয়োজন।

অবহেলা ও বৈষম্যের নাগপাশ থেকে যাতে দ্রুত বের হয়ে আসতে পারে তার প্রেক্ষিতে রাষ্ট্র ও সমাজের দায়িত্ব অনস্বীকার্য। দয়া দাক্ষীন্য, সহানুভূতি বা করুণা নয় সাধারণ মানুষের মতই তারা অধিকার প্রাপ্ত হয়ে রাষ্ট্র ও সমাজের সকল ক্ষেত্রে অংশীদারিত্ব ভোগ করবে। অধিকার ও কর্তব্য পালনে সচেষ্ট হয়ে এবং প্রতিবন্ধীতাকে জয় করে রাষ্ট্রের উন্নয়ন মূলক সকল কর্মকান্ডে সমঅধিকার নিশ্চিত করবে। আজকের বিশাল অনগ্রসর প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী সম অধিকার, সম সুযোগ প্রাপ্ত হয়ে আগামী দিনগুলোতে বয়ে আনবে গৌরবময় কাঙ্খিত সাফল্যে।

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপুঞ্জী

অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভাতা প্রদান কার্যক্রম, বাস্তবায়ন নীতিমালা, সমাজসেবা অধিদফতর, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, মে, ২০০৫ পৃঃ ১৩।

Unlocking the Potential, National Strategy for accelerated poverty reduction, General economics division, planning commission,Government of the people's republic of Bangladesh, October, 2005, P.P- 349.

আলোর দিশারী, প্রদিপস এর প্রতিবন্ধীতা বিষয়ক সাময়িকী, প্রাচী প্রিন্টার্স, ঢাকা ডিসেম্বর, ১৯৯৯।

ইশারায় বাংলা ভাষার সহায়িকা , সেন্টার ফর ডিজএ্যাবিলিটি ইন ডেভেলপমেন্ট (সিডিডি), সাভার, ঢাকা, ডিসেম্বর, ২০০২, পৃঃ ১০৮।

এন.জি.ও সংলাপ, ফেডারেশন অব এন.জি.ও.স ইন বাংলাদেশ (এফ এন বি), এপ্রিল জুন, ২০০৬, পৃঃ

জামান, এস. এম. ও নন্দ, বি., ব্যতিক্রমধর্মী শিশু, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা , ২০০৫, পৃঃ ৩৮২।

জাগরনী – বুদ্ধি প্রতিবন্ধীতা বিষয়ক ত্রৈমাসিক মুখপাত্র, সুইড বাংলাদেশ,সোসাইটি ফর দ্য ওয়েলফেয়ার, অব দ্য ইন্টেলেকচুয়ালি ডিসএবল্ড, বাংলাদেশ, এপ্রিল-জুন, ২০০৫, পৃঃ ২৪।

"জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন এর সংঘস্মারক ও গঠণতন্ত্র, প্রজ্ঞাপণ, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ গেজেট, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ফেব্রুয়ারী, ২০০০ পৃঃ ৭৩৯- ৭৫৩।

প্রবেশগম্যতা কিছু প্রচেষ্টা, কিছু সফলতা, ইন্টারলাইফ, হ্যান্ডিক্যাপ ইন্টারন্যাশনাল ও জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম, ডি এফ আই ডি - ইউকো, ২০০৫, পৃষ্ঠাঃ ২৮।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে ঋণ সহায়তা কার্যক্রম নীতিমালা, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০০৫, পৃঃ ৩৬।

প্রতিবন্ধী নাগরিকের অধিকার এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার, জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম (এন এফ ও ডব্লিউ ডি) ও হ্যান্ডিক্যাপ ইন্টারন্যাশনাল, বাংলাদেশ, এপ্রিল, ২০০৫, পৃঃ ১২০।

প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন -২০০১ , প্রতিবন্ধী বিষয় শাখা সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০০১, পৃঃ ১- ১৫।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা, ডিসেম্বর, ১৯৯৫ পৃঃ ১১।

বাংলাদেশে প্রতিবন্ধীতা একটি সমীক্ষা, হ্যান্ডিক্যাপ ইন্টারন্যাশনাল এবং জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম, মার্চ, ২০০৬, পৃঃ ৩২।

বুদ্ধি প্রতিবন্ধীতা, সোসাইটি ফর দ্য ওয়েলফেয়ার অব দ্য ইন্টেলেকচুয়ালি ডিসএবল্ড (সুইভ), বাংলাদেশ, জুন, ২০০০।

বাংলাদেশে মৌলিক শিক্ষার ক্ষেত্রে উদ্ভাবন ও অভিজ্ঞতা, ইম্প্যাক্ট ফাউন্ডেশন- বাংলাদেশ, ফেব্রুয়ারী, ২০০০।

মেরুরজ্জুর আঘাত নিয়ে বসবাস, পক্ষাঘাত গ্রস্থদের পূনর্বাসন কেন্দ্র (সি.আর.পি) ধানসিড়ি প্রিন্টিং এ্যান্ড পাবলিশিং কোঃ লিঃ, অক্টোবর, ১৯৯৯, পৃঃ ৪০।

মানসিক প্রতিবন্ধকতা বিষয়ক তথ্য পুস্তিকা, সাংগঠনিক উন্নয়ন কার্যক্রম বিভাগ (ও ডি পি), বাংলাদেশ মানসিক প্রতিবন্ধী কল্যাণ ও শিক্ষা সমিতি, মার্চ, ১৯৯৭, পৃঃ ২৪ ।

রহমান, এন. প্রতিবন্ধীতা সনাক্তকরণ, ডিসেবিলিটি এন্ড এইড্‌স কো–অর্ডিনেশন ইউনিট, এ্যাকশন এইড, বাংলাদেশ জুলাই ১৯৯৬, পৃঃ ৪৬।

রহমান, এফ. এবং চৌধুরী, এম.এ., দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের নিরাপদ চলাচল, প্রশিক্ষক, পূর্ণবাসন কর্মী ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের পিতামাতার জন্য একটি নির্দেশিকা, হেলেন কেলার ইন্টারন্যাশনাল, বাংলাদেশ, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬, পৃঃ ৫৫।

সহায়ক উপকরণ ক্যাটালগ, ইন্টারলাইফ - বাংলাদেশ ডিস্‌এ্যাবিলিটি প্রোগ্রাম, ১৯৯৯, পৃঃ ৫৪।

সহযাত্রী, সহায়ক প্রযুক্তি বিষয়ক ম্যাগাজিন, এ্যাসিস্টিভ ডিভাইস নেটওয়ার্ক (এ্যাডনেট), ২য় বর্ষ, ২য় ও তৃতীয় বর্ষ -১ম সংখ্যা, জুন, ২০০২ পৃঃ ৮।

সমাজভিত্তিক পূনর্বাসন (সি.বি.আর) এর ধারনা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট, জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম (এন. এফ. ও. ডব্লিউ.ডি) ডিসেম্বর ২০০৪, পৃঃ ২৮।

সবার জন্য শিক্ষা ও প্রতিবন্ধী শিশু, জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম (এন এফ ও ডব্লিউ ডি) , কালার এন্ড ডটস, ডিসেম্বর ২০০৪, পৃঃ ৮।

Dhaka University Institutional Repository

খান, টি. এ., হেলেন কেলার - প্রতিবন্ধীদের জন্য সংগ্রামী যোদ্ধা, হেলেনকেলার ইন্টারন্যাশনাল, বাংলাদেশ, ১৯৯৬ পৃঃ ৪৬।

Statistical Pocket book of Bangladesh, Bangladesh bureau of Statistics, Statistics division, ministry of planning, government of the people's republic of Bangladesh, Dhaka, 2002, page – 475 .

প্রবন্ধ

অধিকার, জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরামের ত্রৈমাসিক প্রকাশনা, জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম, বর্ষ - ১, সংখ্যা - ১, এপ্রিল, ২০০৪, পৃঃ ১৫।

আহমেদ,এ., প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষা বিষয়ক জনসচেতনতা এবং আমাদের করণীয়,এ. ডব্লিউ., ডি.পি., ২০০৭।

আনাম, এন., একীভূত শিক্ষা ও প্রতিবন্ধী শিশু, জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম, ৫ এপ্রিল ২০০১।

আনাম, এন., শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহায়ক উপকরণ, বিশেষ শিক্ষা বিভাগ আই. ই. আর. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

আনাম, এন., চলন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সহায়ক উপকরণ, বিশেষ শিক্ষা বিভাগ. আই. ই, আর., ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ইয়াসমিন, এফ., প্রতিশ্রুতি, ডি আর ডিসি'র প্রতিবন্ধীতা বিষয়ক নিয়মিত প্রকাশনা, ৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা , সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৯৯, পৃঃ ১৬।

ই. আর.সি. পি.এইচ এর কার্যক্রম, সমাজ সেবা অধিদফতর, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, স্টেশন রোড, টংগী, গাজীপুর, ২০০৫।

কা. দী. মু. ও শ, আ. , আমাদের ভাষা ও রচনা , পূ. প্রকাশিত, ফর্মা - ২১।

খান, এইচ. আর., আত্মকথা, বাংলাদেশ জাতীয় বধির সংস্থা, ১৯৯৪, পৃঃ ৮।

খালেদ, ও., বাংলাদেশে শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থার অবস্থা ও করণীয়, জাতীয় বধির ফেডারেশন বাংলাদেশ, ২০০৭।

সরকারী চাকুরীতে এতিম ও প্রতিবন্ধীদের জন্য ১০% কোটা সংরক্ষণ প্রসঙ্গে, প্রতিবন্ধী শাখা, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০০৩।

Dhaka University Institutional Repository

মৈত্রী শিল্প (শারিরীক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দ্বারা প্লাস্টিক সামগ্রী এবং মিনারেল ওয়াটার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান), সমাজসেবা অধিদপ্তর সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্টেশন রোড, টংগী, গাজীপুর, ২০০৫।

সরকারী / সায়ত্ত্বশাসিত/ আধা- সায়ত্ত্বশাসিত এবং বিভিন্ন করপোরেশন ও দফতরে সরাসরি নিয়োগের নির্ধারিত কোটা পদ্ধতির সংশোধন, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৯০।

মামুন, জেড. আই.,বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যতের জন্য করণীয়, ফ্রীল্যান্স সাংবাদিক ও কলামিষ্ট এবং প্রতিবন্ধী বিষয়ক উন্নয়ন কর্মী, ২০০৭।

হক, এইচ., চিলড্রেন পার্লামেন্ট ঃ 'জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ' বাস্তবায়নে সহায়ক শক্তি, বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম।

মজুমদার, এম.এইচ., দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষা ব্যবস্থার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, ২০০৭।

সমাজ সেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত প্রতিবন্ধী বিষয়ক কার্যক্রম, সমাজসেবা অধিদফতর।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়ন ও সামাজিক আন্দোলন, জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম।

৩য় মহানগর বধির ফুটবল প্রতিযোগিতা ২০০৫ , ঢাকা বধির সংঘ, ঢাকা সেপ্টেম্বর, পৃঃ ৩২।

মায়া, এস. আই., "বাংলাদেশের আর্থ - সামাজিক প্রেক্ষাপটে প্রতিবন্ধী নারী - সমস্যা ও সমাধান" (বি.পি.কে.এস) ও সদস্য (বাংলাদেশ) ও.এন.ডব্লিউ।

দৃষ্টিহীন প্রোগ্রামার, যায় যায় দিন - ম্যাগাজিন, বর্ষ - ১৬, সংখ্যা ৪০, ১৮ জুলাই ২০০০, পৃঃ ১১-১২।

ঘোষণা পত্র, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সম্বলিত আর্ন্তজাতিক কনভেনশন অনুমোদন বিশ্বসভায় প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর সম-অধিকার ও মর্যাদা অর্জনে, জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম, ২০০৭।

দুলাল, এ.এস., নারী প্রতিবন্ধী উন্নয়নে কিছু জানা ও বি.পি.কে.এস- র ভূমিকা।

রহমান, জি. এস., শিশু অধিকার সনদ, ৫৪ টি ধারার সংক্ষিপ্ত বিবরণ, বাংলাদেশের আইনে শিশু প্রসঙ্গ বই।

স্বাস্থ্য বার্তা, এ পি পি।

Dhaka University Institutional Repository

শেলী, এইচ. বি., এবং তন্ময়, ও. আর., শিশু অধিকার সনদ ও বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী শিশুদের অধিকার, জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম, ডিসেম্বর ২০০৪।

সালাম, এম.এ., শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের একীভূত শিক্ষা, হাইকেয়ার, ১৫ই মে ২০০০।

খান, এ.এইচ. এম.এন., "প্রতিবন্ধী মানুষের অভিগম্যতা ও যান চলাচল আইন", সি.ডি.ডি, অক্টোবর ২০০০।

বারী, এন., খান., এ. এইচ. এম.এন., দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও প্রতিবন্ধী মানুষ, দুর্যোগ প্রস্তুতি ও পূণর্বাসনে করনীয়, সি.ডি.ডি.।

খান, এ. এইচ. এম. এন., বাংলা অনুবাদে তন্ময়, ও. আর., একীভূত শিক্ষা বিষয়ক ফলোআপ কর্মশালা, সি.ডি.ডি, ২০০১।

শেলী, এইচ.বি., বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের জন্য একীভূত শিক্ষা, সুইড বাংলাদেশ।

মুমিন, এ. কে. এম., সবার জন্য শিক্ষা আসলে কি তাই? সি. আর. পি।

খান,এ এইচ. এম. এন. জাতীয় উন্নয়নে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশীদারিত্ব সি.ডি.ডি।

বড়ি, ইউ., সুগম্যতার সফলতা এবং সহায়ক উপকরণ প্রাপ্তির সুগম পথ, ইন্টার লাইফ।

নাহার, আই. এবং বাতেন, এম. এ., বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের জন্য একীভূত শিক্ষা, সুইড বাংলাদেশ।

হক, এম. এ., বুদ্ধি প্রতিবন্ধী পরিচিতি ঃ বৈশিষ্ট্য, কারণ ও করণীয়, সাংগঠনিক উন্নয়ন কার্যক্রম বিভাগ (ও. ডি. পি) ।

জামান, এস. এস. ও নন্দ, বি., ব্যতিক্রমধর্মী শিশু, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৫, পৃঃ ৩৮২।

আহমদ, আর., মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুর শিক্ষা।

Dhaka University Institutional Repository

পত্রিকা

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে ১২টি আসন ২৩টি জেলার প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর ঐকান্তিক দাবী, এ.ডি.ডি ।

প্রতিবন্ধীদের জন্য চাকুরীতে কোটা প্রসঙ্গে- পরিমল চন্দ্র দেবনাথ,দৈনিক ইত্তেফাক,২৪/১১/৯৮।

আর্ন্তজাতিক প্রতিবন্ধী দিবস- দৈনিক ইত্তেফাক, ৩/১২/৯৮।

প্রতিবন্ধী নারী- মেরিনা চৌধুরী- দৈনিক ইত্তেফাক, ৮/১১/৯৯।

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মেয়েদের জন্য শিক্ষা- দৈনিক ইত্তেফাক, ২৩/১০/২০০০।

আলো ছাড়াই আলো দেখা- প্রথম আলো, ১৭/৫/২০০০।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টি প্রতিবন্ধী আলোকিত ছাত্র ছাত্রীদের কথা- যুগান্তর, ১৭/৭/২০০০

প্রতিবন্ধকতাই যাদের নিত্যসঙ্গী- যুগান্তর, ১৩/৬/০২।

শুধুমাত্র প্রতিবন্ধীদের জন্য- দৈনিক ইত্তেফাক, ২২/৫/০২।

ইচ্ছা শক্তিই সাথীর সাথী- প্রথম আলো, ১০/৯/০৩।

একেই বলে ইচ্ছা শক্তি- প্রথম আলো, ১৪/৯/০৩।

প্লিজ, লেখাটা পড়ুন- দৈনিক ইত্তেফাক - ৩/৬/০৩।

টাকা নিয়ে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের ভাবনা- মোঃ সারোয়ার হোসেন খান- প্রথম আলো,২৭/৮/০৩।

দৃষ্টি প্রতিবন্ধীরা টাকা গুনবে কিভাবে - মোঃ সরোয়ার হোসেন খান - দৈনিক যুগান্তর,৬/১০/০৩

বি, সি, এস "ক্যাডার সার্ভিসের এক শতাংশ কোটা প্রতিবন্ধীদের জন্য রিজার্ভ থাকবে"- দৈনিক জনকণ্ঠ, প্রথম আলো, দৈনিক ইনকিলাব, দৈনিক দিনকাল, সংবাদ, ২৬/১০/০৩।

অন্ধ সংগীত শিল্পী আফজালুর রহমান- যুগান্তর, ০৯/৪/০৪

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কোটায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা চাকুরী পায় না - মোঃ সারোয়ার হোসেন খান - প্রথম আলো, ৭/৪/০৪।

প্রতিবন্ধীদের প্রতি রাষ্ট্র ও সমাজের দায়িত্ব- মোঃ সারোয়ার হোসেন খান- জনকণ্ঠ, ১৫/১০/০৪।

দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন - মোঃ সারোয়ার হোসেন - প্রথম আলো, ১৫/১০/০৪।

Dhaka University Institutional Repository

আশ্বাসের বানীতে আটকা পড়ছে ১৫ লাখ দৃষ্টি প্রতিবন্ধীর ভাগ্য - দৈনিক যুগান্তর, ১৫/১০/০৪।

জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস-২০০৪ বাংলাদেশের দারিদ্র বিমোচন কৌশল পত্রটি কি প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী অংশীদারিত্ব বহন করবে? (এ্যাকশান অন ডিজএ্যাবিলিটি এন্ড ডেভেলপমেন্ট-এডিডি- প্রথম আলো, ৭/৪/০৪।

চোখের আলোয় দেখিনে যে- প্রথম আলো,২৫/৮/০৪।

প্রতিবন্ধীরা অবহেলার পাত্র নয়- মোঃ সরোয়ার হোসেন- প্রথম আলো,৬/৪/০৫।

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

প্রশ্নমালা

Dhaka University Institutional Repository

প্রশ্নমালা

নাম ঃ ....

ঠিকানা ঃ..

বয়স ঃ..

পেশা ঃ...

১। উত্তরাধিকারী হিসাবে সম্পদ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদের জন্য রাষ্ট্রের পরিকল্পনা কি হওয়া দরকার?

২। বাংলাদেশের রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকসমূহ সহ যে কোন ব্যাংকে সঞ্চয়ী, চলতি এবং স্থায়ী হিসাবসহ অন্যান্য যে কোন ঋণের সুবিধাদি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী সহ সব প্রতিবন্ধীদের সহজ শর্তে দেওয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার কি?

৩। প্রতিবন্ধীদের জন্য শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, চলাফেরার উপযোগী ও কর্মসম্পাদনের সহায়ক বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি (যেমন ব্রেইল যন্ত্রপাতি, হুইল চেয়ার, শ্রবণ যন্ত্র, কম্পিউটার ইত্যাদি) নামমাত্র মূল্যে সরকারী ভর্তুকির মাধ্যমে মার্কেটে যাতে পাওয়া যায় সে ব্যবস্থা করলে প্রতিবন্ধীরা উপকৃত হবে। এ বিষয়ে আপনার মন্তব্য কি?

৪। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষিত করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের দায়িত্ব কি ধরনের হবে?

৫। বাংলাদেশে নারী অধিকার উন্নয়ন ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রতিবন্ধী নারী এই উন্নয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবে কি?

৬। প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার হার যেহেতু কম সেহেতু দেশের সকলের শিক্ষার হার বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার হার বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া দরকার। আপনি কি মনে করেন?

Dhaka University Institutional Repository

৭। প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা উপকরণ ব্যয়সাপেক্ষ ও সংগ্রহ খুবই কষ্টসাধ্য, সেহেতু সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে উপকরণ সমূহ প্রতিবন্ধীদের মাঝে স্বল্পমূল্যে সরবরাহ করা দরকার আপনি কি মনে করেন?

৮। রাস্তাঘাট, বিভিন্ন দালান, যানবাহন, লিফট প্রভৃতি অন্যান্য দেশের মত আমাদের দেশেও প্রতিবন্ধীদের উপযোগী করে তৈরী করা দরকার। আপনার কি মতামত?

৯। যানবাহনে প্রতিবন্ধীদের জন্য অন্যান্য দেশের মত আমাদের দেশেও সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা করা দরকার আপনি কি মনে করেন?

১০। বাংলাদেশে যে জনগোষ্ঠি রয়েছে প্রতিবন্ধীরা তার বিশাল একটি অংশ এবং ভোট প্রদানের মাধ্যমে তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে থাকে, কাজেই তাদের উন্নয়নের দিক চিন্তা করে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইঁসতেহারে প্রতিবন্ধীদের অধিকারের ব্যাপারে অঙ্গিকার থাকা দরকার আপনি কি মনে করেন ?

১১। বাংলাদেশে প্রতিবন্ধীদের জন্য কর্মস্থল সনাক্ত করে উক্ত সনাক্তকৃত পদসমূহে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রতিবন্ধীরা যাতে নিয়োগ পেতে পারে সে ব্যাপারে যথাযথ কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার কি?

১২। প্রতিযোগীতামূলক বিভিন্ন কর্মকান্ড যেমন সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, ক্রীড়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে সুযোগ দেবার ব্যাপারে সরকারী উদ্যোগ থাকা দরকার কি?

১৩। প্রতিবন্ধীদের সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ বেতার , বাংলাদেশ টেলিভিশন, সংবাদপত্র, বিভিন্ন বেসরকারী চ্যানেল সহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের সকল কর্মকান্ড ও ইতিবাচক দিক তুলে ধরে ব্যাপক প্রচারনার ব্যবস্থা করা দরকার কি?

Dhaka University Institutional Repository

১৪। প্রতিবন্ধীদের সম্বন্ধে নেতিবাচক ধারনার প্রভাবে কোন কর্মস্থলে তাদেরকে সহজভাবে নিতে চায় না। এ জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান গুলোর মনোভাব পরিবর্তনের জন্য উৎসাহমূলক ব্যবস্থা অথবা দন্ডদান মূলক অথবা উভয় প্রকার ব্যবস্থা করা দরকার। এ প্রসঙ্গে আপনার মতামত কি?

১৫। প্রতিবন্ধীদের যোগ্যতা ও অধিকার বিষয়ক সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান খুব বেশী প্রচারের মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি করা সম্ভব কি?

১৬। বর্তমানে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিগত উন্নয়নের যুগে যে কোন ধরনের নির্বাচনী চাকুরিগত একাডেমিক পরীক্ষায় সব ধরনের প্রতিবন্ধীদেরকে তার স্ব-স্ব ব্যবহার উপযোগী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া দরকার কি?

১৭। বাংলাদেশে জাতীয় সংসদে মহিলা, উপজাতি ও অবহেলিত শ্রেনীর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য কমবেশী প্রতিনিধি নির্বাচিত ও মনোনীত করার ব্যবস্থা রয়েছে। তাই প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত আসন থাকা দরকার কি?

১৮। যেহেতু প্রতিবন্ধীরা সর্বোচ্চ শিক্ষা পাদপিট থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করছে বি.সি.এস সহ কর্মকমিশনের যে কোন পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় সরকারী উদ্যোগ গ্রহণ করে প্রতিবন্ধীদের সুযোগ প্রদান করা দরকার কি?

১৯। একজন প্রতিবন্ধীকে তার যোগ্যতা অনুযায়ী অধিকার দেয়া দরকার।আপনার মতামত কি?

২০। প্রতিবন্ধীরা সহজে যাতে তার মৌলিক অধিকার সহ সকল অধিকার ভোগ করতে পারে তার জন্য একটি প্রতিবন্ধী বিষয়ক বিশেষ (কল্যাণ) আইন সরকার কর্তৃক প্রণয়ন করা দরকার কি?

২১। প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নে সিভিল সোসাইটি সহ সকলের সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসা প্রয়োজন আপনার মতামত কি?

Dhaka University Institutional Repository

২২। আপনার সংগঠন/অধিদপ্তর/প্রতিষ্ঠানে কোন প্রতিবন্ধী আছে কি? থাকলে কোন ধরনের এবং কত জন?

২৩। আপনার সংগঠনের কর্মীরা প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কার্যসম্পাদনের ক্ষেত্রে কোন সমস্যার সম্মুখীন হয় কি?

২৪। সমস্যা হলে কোন ধরনের?

২৫। আপনার সংগঠন কতদিন যাবত প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কর্মরত আছে?

২৬। কর্মস্থলে সুস্থ ব্যক্তির কর্ম সম্পাদনের জন্য কম্পিউটারসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি পেয়ে থাকে তাই কর্মস্থলে প্রতিবন্ধীদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে যে ধরনের প্রযুক্তি দরকার সরকারী বেসরকারী উদ্যোগে তা সংগ্রহ ও সরবরাহ করা দরকার কি?

২৭। বাংলাদেশে পশ্চাৎপদ প্রতিবন্ধীদের কর্মে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা এবং মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার ব্যবস্থাবলী খুবই অপর্যাপ্ত। তাই এ বিবরটি সরকারের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অবিচ্ছেদ্য অংশ হওয়া দরকার কি?

২৮। বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর একটি বিশাল অংশ প্রতিবন্ধী। দেশের উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে তাদের উন্নয়নের বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাই তাদের সুন্দর ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের কোন মন্ত্রণালয় খোলা উচিত কি?

২৯। কমবেশী সকলের জন্যই বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গন থেকে শুরু করে চাকুরির সর্বোচ্চ ক্ষেত্র বি.সি.এস ও কর্মকমিশনের সকল ক্ষেত্র পর্যন্ত কোটা পদ্ধতি কার্যকর আছে। তাই প্রতিবন্ধীদের উপযোগী কর্মক্ষেত্র সমূহে কোটা পদ্ধতি থাকা আজকের প্রেক্ষাপটে দরকার কি?

৩০। প্রতিবছর সরকারী বাজেটে প্রতিবন্ধীদের জন্য একটি নির্দিষ্ট অর্থ বরাদ্দ প্রয়োজন। আপনি কি এ ব্যাপারে একমত?

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৃহীত পদক্ষেপ

Dhaka University Institutional Repository

সিন্ডিকেটের (১৫-৬-৮৮) কার্য-বিবরণীর অংশ।

দৃষ্টিহীন ছাত্রদের সুবিধা।
=====================

১৬। সিদ্ধান্তঃ একাডেমিক পরিষদের (১৯-৪-৮৮) সুপারিশ অনুযায়ী, (১) দৃষ্টিহীন ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কোর্স পদ্ধতিতে পরীক্ষার সময় তিন ঘন্টার পরিবর্তে ৩ ঘন্টা ৩০ মিনিট নির্ধারণ করা হইল।

(২) দৃষ্টিহীন ছাত্র-ছাত্রীদিগকে গ্রন্থাগারে সহায়তা করার জন্য দুইজন ~~ছাত্র~~ পাঠক নিযুক্ত করার অনুমতি দেওয়া হইল।

স্বাক্ষর / মোঃ সাখাওত হোসেন
উপ-রেজিস্ট্রার (প্রশা-৫)
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

মেমো নং- (শাখা-১) - ১০২৫৪-০১০ তারিখঃ- ২৯-৮-১৯৮৮ ইং।

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরিত হইলঃ-

১। ডীন, সকল অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
২। প্রভোস্ট, সকল হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৩। চেয়ারম্যান, সকল বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৪। লাইব্রেরিয়ান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৫। কলেজ পরিদর্শক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৬। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৭। হিসাব পরিচালক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৮। উপ-রেজিস্ট্রার (প্রশাসন-), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

স্বাক্ষর / মুহম্মদ সেলিম
উপ-রেজিস্ট্রার (শিক্ষা)
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সত্যায়িত
উপ-রেজিস্ট্রার
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবন্ধীদের কোটা পদ্ধতি

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় নীতিমালা

Dhaka University Institutional Repository

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
বিধি-১ শাখা

নং-সম/আর-১/এস-৫/৯০-২৩০(২৫০) তাং ৩০-৬-১৯৯০ইং,১৫-০৩-১৩৯৭ বাং

বিষয়ঃ সরকারী/স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত এবং বিভিন্ন করপোরেশন ও দফতরে সরাসরি নিয়োগের নির্ধারিত কোটা পদ্ধতির সংশোধন।

....

সরকার উপরোক্ত বিষয়ে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় হইতে ২৮-০৭-৮৫ ইং তারিখে জারীকৃত এমইআর/আর-১/এস-১৩/৮৪-১৪৯(২৫০) নংঃ স্মারক নিম্নরুপে আংশিক সংশোধন করিলেন।

২। উক্ত ২৮-০৭-৮৫ ইং তারিখের স্মারককরে (গ) নং ক্রমিকের পর নিম্নবর্ণিত ক্রমিকদ্বয় সন্নিবেশিত হইল, যথা ঃ

গ(১) সরকারী এতিমখানার নিবাসী, বেসরকারী এতিমখানার নিবাসী ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য নন-গেজেটেড পদে সম্মিলিত ১০% কোটা সংরক্ষণ করা হইল এবং এই কোটা জেলা ভিত্তিক কোটার বহির্ভূত রাখা হইল।

গ(২) সরকারী/বেসরকারী এতিমখানার নিবাসী ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য গ(১) অনুচ্ছেদে নির্ধারিত কোটা পুলিশ ও সশস্ত্র বাহিনীতে নিয়োগের ক্রমেও প্রযোজ্য করা হইল।

৩। উল্লেখিথ স্মারকের চ(১) ক্রমিক নিম্নরুপে সংশোধন করা হইলঃ

(চ)(১) নন-গেজেটেড পদ সমুহের জন্য ঃ

সর্বপ্রথম শূন্যপদ হইতে সরকারী এতিমখানার নিবাসী বেসরকারী এতিমখানার নিবাসী ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত ১০% পদ বন্টন করিতে হইবে। উক্ত ১০% পদ সংরক্ষণের পরে অবশিষ্ট সকল পদ জনসংখ্যার ভিত্তিতে জেলাওয়ারী ২৮-০৭-৮৫ ইং তারিখের স্মারকের (ঘ) উপ-অনুচ্ছেদ সাপেক্ষে বন্টন করিতে হইবে। অতঃপর বিভিন্ন বিশেষ কোটা (মুক্তিযোদ্ধা-৩০%, মহিলা-১৫% উপজাতীয়-৫% এবং আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা সদস্য-১০%) অনুযায়ী মেধার ভিত্তিতে যোগ্য ( ) প্রার্থীদের মধ্যে বন্টন করিতে হইবে। এই প্রকার বিতরণের পরে যোগ্য প্রার্থীরা কে কোন জেলার বাসিন্দা তাহা নির্ধারন পূর্বক উক্ত জেলার প্রাপ্য বাকী পদ সমুহ উক্ত জেলার যোগ্য প্রার্থীদের মধ্যে বন্টন করিতে হইবে।

৪। উপরোক্ত মর্মানুযায়ী সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ১৯-০৩-৮৮ ইং তারিখে জারীকৃত সঃ মঃ/আর-১/এস-৩/৮৮-৬২(২৫০) নং স্মারক সংশোধন করা হইল, এবং ২৮-০৭-৮৫ ইং তারিখে স্মারকের অন্যান্য সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হইল।

৫। এই সংশোধিত সিদ্ধান্ত অবিলম্বে কার্যকর হইবে। এই আদেশের প্রাপ্তি স্বীকারের জন্য এবং এই আদেশ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য অর্থাৎ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর অধীনস্থ সকল নিয়োগকারীকে নির্দেশ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হইল।

স্বারক/-
(নজরুল ইসলাম)
যুগ্ন-সচিব(বিধি)।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাখ্যা সহ

(গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত)

প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা

জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম

NFOWD

(National Forum of Organizations Working with the Disabled)

সহযোগীতায় ঃ অক্সফাম (জিবি) বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা ঃ

১৯৯৫ সনের শেষের দিকে গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী সভায় প্রতিবন্ধী নীতিমালার বিবরটি উল্লেখিত হয় এবং সর্ব সম্মতভাবে নীতিমালাটি অনুমোদিত হয়।

নীতিমালা সম্পর্কিত পটভূমি ঃ

জাতিসংঘ কর্তৃক পরিচালিত সমীক্ষায় দেখা যায় যে, বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১০% লোক কোন না কোন ভাবে প্রতিবন্ধী। যদি সার্বিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত লোকের সংখ্যা হিসেব করা যায় তবে এই সংখ্যা ২৫% এ উন্নীত হতে পারে। সমীক্ষায় এও জানা গেছে যে, উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত ৮০% প্রতিবন্ধী গ্রামে বাস করে। অপর্যাপ্ত প্রতিরোধ ও নিরাময় ব্যবস্থার কারনে এই হার ক্রমান্নয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১৯৯৫ সালের পূর্বে সরকারী ভাবে বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী বিষয়ক কোন নীতিমালা ছিল না। প্রতিবন্ধীদের জীবনযাপন, শিক্ষা ও জীবনমান উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে কোন সমন্বয়ও ছিল না। না থাকার ফলে প্রতিবন্ধীদের বিষয়টি রাষ্ট্রীয় এবং সরকারী ভাবে খুবই উপেক্ষিত ও অবহেলিত অবস্থায় ছিল। সাধারন জনসাধারণের মধ্যে এটি ছিল একটি অজানা বিষয়। জনসাধারনের মধ্যে বিষয়টির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে সর্বোপরি সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে সচেতন করে গড়ে তোলার এবং প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা প্রনয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়।

প্রতিবন্ধী ঃ " প্রতিবন্ধী ব্যক্তি" বলতে অসুখে, দুর্ঘটনায়, চিকিৎসাত্রুটি বা জন্মগতভাবে যদি কোন ব্যক্তির শারীরিক বা মানসিক অবস্থার ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার মাধ্যমে কর্মক্ষমতা আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে লোপ পায় অথবা তুলনামূলকভাবে কম হয় তা হলে সেই ব্যক্তিকে বুঝাবে। প্রতিবন্ধী মুলতঃ শারীরিক,মানসিক, দৃষ্টি, শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের ক্ষতির কারনে হয়ে থাকে। প্রত্যেক প্রতিবন্ধিতাকে মাত্রানুসারে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে, যেমন- মৃদু, মাঝারী এবং চরম।

ক) শারীরিক প্রতিবন্ধী ঃ

শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বলতে-

১) কোন ব্যক্তির হাত না থাকলে, হাতের কোন অংশ না

Dhaka University Institutional Repository

থাকলে, হাত পূর্ণ বা আংশিক অবশ থাকলে, হাত দূর্বল বা শক্তিহীন থাকলে;

২) কোন ব্যক্তির দুই পা না থাকলে, এক পা না থাকলে, পায়ের কোন অংশ না থাকলে, তা পূর্ণ বা আংশিক অবশ থাকলে, পা শক্তিহীন থাকলে;

৩) কোন ব্যক্তির শারীরিক গঠন বিকৃত থাকলে:

৪) কোন ব্যক্তির মস্তিষ্ক সংক্রান্ত অবস্থার প্রেক্ষিতে শারীরিক স্বাভাবিক ভারসাম্যতা ও নিয়ন্ত্রন ক্ষমতা স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলে,

তাকেই বুঝাবে।

খ) মানসিক প্রতিবন্ধী বা বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ঃ

বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বলতে-

যে ব্যক্তির বয়োবৃদ্ধির সাথে বুদ্ধিবৃত্তির পূর্ণতা ও স্বাভাবিক বিকাশ হয়নি এবং বয়সের তুলনায় কমবয়োসীদের মতো আচরণ বিদ্যমান ঃ

তাকেই বুঝাবে।

গ) দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ঃ

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বলতে-

১) যিনি একেবারেই দেখতে পান না ;

২) যিনি এক চোখে দেখতে পান না;

৩) যথাযথ লেন্সের মাধ্যমেও যদি কারও ভিজ্যুয়েল এ্যকুইটি ৬/৬০ বা ২০/২০০ (লেন্সের পদ্ধতি) অতিক্রম না করে;

৪) ফিল্ড অব ভিশন যদি ২০ ডিগ্রী কোনের বিপ্রতীপ কোনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে;

তাকেই বুঝাবে।

Dhaka University Institutional Repository

ঘ) শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধী ঃ

শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বলতে -

১) যদি কোন ব্যক্তির শ্রবণ ক্ষমতা কম্পনাংকের কথোকপাথন সীমা ৪০ ডেসিবল (ধ্বনির একক) বা আরো অধিক মাত্রায় হয়ে থাকে;

২) যে ব্যক্তির শব্দ উচ্চারণ ক্ষমতা নেই বা শব্দ উচ্চারণ অস্পষ্ট;

তাকেই বুঝাবে।

প্রতিবন্ধীত্বের কারনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগন বিদ্যমান সকল নাগরিক অধিকার ও সুবিধাদি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। প্রতিবন্ধীত্বের কারনে তাদেরকে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকান্ডের বাধা হিসাবে মনে করা হয়। প্রতিবন্ধী বিষয়ে যথাযথ কর্মসূচী গ্রহণের জন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সম্পর্কিত জাতিসংঘের বিশ্ব কর্ম পরিকল্পনা কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিবন্ধীত্বের সংজ্ঞা নির্দেশক হিসাবে বিবেচনা করা যায়।

এ প্রসঙ্গে জাতিসংঘের নিম্নোক্ত দলিল সমূহকে এবং "এশিয় প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চলের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কমিশন "এসকাপের" প্রতিবন্ধী বিষয়ক কর্মকান্ড উল্লেখ করা যেতে পারে।

১) প্রতিবন্ধী বিষয়ক বিশ্ব কর্ম পরিকল্পনা ও প্রতিবন্ধী দশক
২) শিশু অধিকার সনদের ২৩ নং ধারা
৩) এসকাপের প্রতিবন্ধী দশক ও ১২ দফা কর্মসূচী
৪) প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতিসংঘের ২২ দফা স্টান্ডার্ড রুলস।

Dhaka University Institutional Repository

১) প্রতিবন্ধী বিষয়ক বিশ্ব কর্ম পরিকল্পনা ও প্রতিবন্ধী দশক ঃ

১৯৮২ সালের ৩রা ডিসেম্বর সাধারন পরিষদের অধিবেশনে জাতিসংঘ প্রতিবন্ধীদের জন্য একটি "বিশ্ব কর্ম পরিকল্পনা" প্রনয়ন করে যা সদস্য রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ১৯৮৩ থেকে ১৯৯২ সন পর্যন্ত সময়কে জাতিসংঘের প্রতিবন্ধী দশক হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বিশ্ব কর্মসূচীতে এর উদ্দেশ্য, প্রেক্ষাপট, ও প্রতিবন্ধীত্বের সংজ্ঞা নির্ধারিন, প্রতিবন্ধীত্ব নিরোধ, প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা ও পূর্নবাসন, সুযোগের ও পূর্ণ অংশগ্রহনের সমতা বিধান ইত্যাদি বিষয়ে সবদিক বিবেচনা ও চিন্তাভাবনা করে এর বাস্তবায়নকল্পে কর্মকৌশলও নির্ধারন করা হয়।

উন্নয়নশীল দেশ সমূহে প্রতিবন্ধীদের অবস্থা, বিরাজমান আইন ও প্রশাসনিক কাঠামোর আওতায় সমাজ ব্যসস্থায় তাদের সুযোগ, সামাজিক বিভিন্ন প্রশ্নাবলী, সমস্যা ও সংকট, গ্রহনযোগ্যতা, তাদের অভিগম্যতা ইত্যাদি বিষয় ও পর্যবেক্ষন মুলক বিশ্লেষন করা হয় এই কর্মপরিকল্পনায়।

সমস্ত কিছু বিচার বিশ্লেষন ও পরিস্থিতি মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা করে যে বিশ্ব কর্মসূচী ঠিক করা হয়েছিল তার ভিত্তিতে সদস্য রাষ্ট্র সমুহকে নির্দেশনা দেয়া হয়।

বিশ্ব পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত সারঃ

সমাজ জীবনে, উন্নয়নে এবং সমতা বিধানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পূর্ণঅংশগ্রহনএর লক্ষ্য অর্জনের এবং প্রতিবন্ধীত্ব নিরোধ, প্রতিবন্ধীত্বের কারন অনুসন্ধান করে প্রতিরোধ, নিরাময়ের প্রচেষ্টা, দক্ষতা অর্জনের জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষন, পূনর্বাসন ও কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে গৃহিত পদক্ষেপ সমুহ লালন ও বর্ধন করাই এই কর্মসূচীর অভিষ্ট লক্ষ্য। যেহেতু প্রতিবন্ধীদের অবস্থা জাতীয় পর্যায়ে সার্বিক উন্নতির সংগে ঘনিষ্ট ভাবে সম্পর্কযুক্ত। সেজন্য উন্নয়নশীল দেশ সমুহের সমস্যাগুলোর সমাধান বহুলাংশে নির্ভর করে, দ্রুততর আর্থসামাজিক উন্নয়নের নিমিত্তে যথোপযুক্ত আন্তর্জাতিক অবস্থা সৃষ্টির উপর। আর্ন্তজাতিক উন্নয়ন কৌশলে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উন্নয়শীল দেশ সমূহে সম্পদের প্রবাহ প্রচুর পরিমানে বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়। লক্ষ্য অর্জনের জন্য বহুক্ষেত্র বিশিষ্ট এবং বহু পেশাভিত্তিক বিশ্বজনীন কৌশল প্রয়োজন যার মাধ্যমে সম্মিলিত এবং সমন্বিত নীতিমালা এবং কার্যাবলী বাস্তবায়ন করে প্রতিবন্ধীদের সমান সুযোগ ও কার্যকর পূনর্বাসন ব্যবস্থা গ্রহন করা যাবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ ও তাদের জন্য কর্মরত সংগঠন এর সাথে সদস্য রাষ্ট্র সমুহ ও সে সব দেশ সমুহে কর্মরত আন্তর্জাতিক সংগঠন সমুহ এ সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ ও মতামত বিনিময় করবে।

Dhaka University Institutional Repository

যেহেতু বিশ্ব কর্মসূচী সব দেশের জন্যই প্রণীত হয়েছে, কিন্তু এককে দেশের পরিস্থিতি ও পরিপ্রেক্ষিত ভিন্ন ভিন্ন হবার কারনে জাতীয় কর্মকান্ডকে বাস্তবায়নের সময়, মেয়াদ এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করে উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। এক্ষেত্রে সম্পদের পরিমান, আর্থসামাজিক উন্নয়নের পর্যায়ে কৃষ্টিগত ঐতিহ্য এবং কর্মসূচীতে নির্ধারিত কর্মকান্ড প্রনয়ণ ক্ষমতা ও বাস্তবায়নের সম্ভাব্যতা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে। জাতীয় স্তরে দীর্ঘমেয়াদী ও মধ্যম মেয়াদী সহ কিছু কিছু স্বল্প মেয়াদী কার্যক্রম শুরু করতে হবে। কর্মকান্ডে প্রতিবন্ধী বিষয়টি আলাদাভাবে নয় সামাজিক উন্নয়নে জাতীয় সাধারন নীতিমালার অবিচ্ছেদ্য ও অবিচ্ছিন্ন অংশ হিসাবে কার্যাবলীর প্রতিটি পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রনয়ন, সংগঠন ও অর্থসংস্থান করা এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও তাদের সংগঠনকে এ কাজে সম্পৃক্ত করার ব্যবস্থা নেয়া হবে। আইন প্রনয়নের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ন্যায্য ভিত্তি ও কর্তৃত্বের ব্যবস্থা সৃষ্টি করার মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়টি প্রাধান্য পাবে। সমঅধিকার প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ব্যবস্থায় প্রতিবন্ধীরা যথোপযুক্ত সহযোগীতা পেতে পারে।

প্রতিবন্ধী বিষয়ক কর্মকান্ড পরিচালনা, গবেষণা, সৌকর্যবৃদ্ধি, প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত সাহায্য, সিদ্ধান্ত গ্রহনের সাথে প্রতিবন্ধীদের সম্পৃক্ত করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

প্রতিবন্ধীদের প্রতিনিধিত্বকারী সকল সংগঠনের উন্নয়নে সর্বোত ও সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। যাতে করে প্রতিবন্ধী সংক্রান্ত কোন নীতিমালা প্রনয়নে সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহনে তারা প্রভাব বিস্তার করতে পারে। অধিকার প্রতিষ্ঠায় চাপ প্রয়োগ বা সংগ্রাম করতে পারে সে ব্যাপারে রাষ্ট্র যাবতীয় সুযোগ সৃষ্টি করবে। প্রতিবন্ধীত্ব প্রতিরোধের মত উপযুক্ত প্রতিবিধান ব্যবস্থা নেয়া ও সংশ্লিষ্ট জ্ঞান ও প্রযুক্তি বিতরন করতে হবে।

সমাজের প্রত্যেক স্তরে বিশেষ করে পল্লী এলাকায় এবং শহরের বস্তি অঞ্চলে পৌঁছতে পারে এমন সমাজভিত্তিক প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা কার্য, মা ও শিশুদের জন্য উপযুক্ত ও সুষম পুষ্টিকর খাদ্য যোগান, সংক্রামক ব্যধির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ, আশু রোগ নির্নয় ও প্রতিকার, নিরাপদ যাতায়াত বিধি, স্বাস্থ্যনীতি, শিক্ষা বিষয়ক এমন এক জীবন ব্যবস্থা প্রণয়ন করতে হবে যাতে, প্রতিবন্ধীতার কারন গুলির বিরুদ্ধে সর্বাধিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা যায়।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় পুনর্বাসন সেবা ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে যাতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগন সর্বোচ্চ কর্ম ক্ষমতা লাভ করতে পারে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও তাদের জন্য নিয়োজিত কর্মিদের প্রয়োজনীয় সামাজিক, পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষনের জন্য সব ধরনের সুযোগ ও ব্যবস্থাদী সরকার করবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগন

Dhaka University Institutional Repository

যাতে স্বাধীনভাবে কাজকর্ম ও চলাফেরা করতে পারে তার জন্য স্থানীয় পরিস্থিতির চাহিদা অনুযায়ী সহায়ক সরঞ্জামাদীর ও উপকরনের ব্যবস্থা করতে হবে। সহায়ক সরঞ্জাম ও উপকরনাদী সংগ্রহে রাষ্ট্র ব্যবস্থা নিবে, যাদের আর্থিক সামর্থ নেই সেক্ষেত্রে রাষ্ট্র আর্থিক সংস্থান করবে, যে সব উপকরন বিদেশ থেকে আনতে হবে তার উপর বাধ্যবাধকতা ও কর প্রথা সিথিল করতে হবে। সর্বক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপযোগী কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে।

"সুযোগের সমতা বিধানের" নিমিত্তে আইন রচনা করতে হবে, অথবা প্রচলিত আইনে বিশেষ ধারা সংযোজন করতে হবে যাতে প্রতিবন্ধীরা অন্য সবার মত সকল নাগরিক অধিকার সুরক্ষা করতে পারে। বৈষম্যমূলক আচরন পরিহার করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রতিকার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রতিবন্ধীদের জন্য যেন সহজপ্রাপ্য হয় যার মাধ্যমে তারা নিজেদেরকে বিকাশ করতে পারে। প্রতিবন্ধীরা যাতে বসতি স্থাপনে, পরিকল্পনায়, প্রবেশাধিকার পায় তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। সকল নবনির্মিত ও নির্মিতব্য দালান কোঠা সড়ক, জনাবাসন জনযানবাহন ইত্যাদি ব্যবস্থাতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অভিগম্যতা নিশ্চিত করতে হবে। অধিকন্ত বিদ্যমান জনইমারত, যানবাহন, আবাসন, কর্মস্থল, রাস্তাঘাট সংস্কার করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে। পুনমেরামত ও পুনর্নির্মাণ করতে হবে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যাতে যথাসম্ভব স্বাধীনভাবে সমাজের মধ্যে বসবাস ও চলাচল করতে পারে, সেবা ব্যবস্থাদি পরিচালনা ও উন্নয়ন তারা স্বাধীনভাবে নিজেরাই করতে পারে সে ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে রাষ্ট্র প্রতিবন্ধীদের জন্য আয় সংরক্ষণ, বর্ধন ও আয়মূখী ব্যবস্থা করবে। রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক পদ্ধতি ও নিয়মনীতির মধ্যে পরিবর্তন এনে প্রয়োজন অনুযায়ী আইন প্রণয়ন করবে যাতে জনহীতকর বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে প্রতিবন্ধীরা নিরাপত্তা পায় ও আয় সংরক্ষণ করতে পারে।

জীবনমান উন্নয়নের একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষার মাধ্যমে মানব সমাজ দক্ষতা অর্জন করে। বিকাশ সাধন করে। প্রতিবন্ধীদের জন্য সমাজের মূল স্রোতধারায় সাধারণ স্বাভাবিক ও নিয়মিত প্রচলিত বিদ্যাকেন্দ্রে, শিক্ষার ব্যবস্থা, উপযোগী পরিবেশ, সহায়ক উপকরণ সরবরাহ ও যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বিশেষ শিক্ষক নিয়োগ করবে এবং প্রতিবন্ধীরা যাতে কোন ধরনের প্রতিকূল ও নেতিবাচক আচরণের প্রভাব বা বিরূপ পরিবেশের প্রতিক্রিয়ায় পতিত না হয় সে ব্যবস্থা করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবন্ধীদের ক্ষমতা, বুদ্ধির মাত্রা, প্রয়োজন ও উপযোগীতা বিচার করে তাদের জন্য শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে।

দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য ব্রেইল, শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জন্য ইশারাভাষা, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, বিদ্যালয়ে যাবার উপযোগী ব্যবস্থাপনা থাকতে হবে। শিক্ষার পাশাপাশি বৃত্তিমূলক কাজ শিক্ষার প্রশিক্ষণ দিয়ে উপার্জনক্ষম করে তুলতে প্রয়াসী হতে হবে।

কর্মক্লান্ত জীবনে অন্যান্যদের মতো, প্রতিবন্ধীদের জন্য বিনোদনমূলক, কর্মকান্ডের ব্যবস্থা থাকতে হবে। বিনোদন, সংস্কৃতি, ধর্ম, খেলাধূলা, সামাজিক কর্মকান্তে যাতে পূর্ণভাবে স্বাধীন মনোভাব নিয়ে প্রতিবন্ধীরা কাজে কর্মে অংশ নিতে পারে সে অনুযায়ী উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কর্মে নিয়োজিত কর্মীদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে এবং তথ্য ও জনশিক্ষার মাধ্যমে সমগ্র দেশবাসী জনগোষ্ঠীকে এ ব্যাপারে সচেতন ও সজাগ করতে হবে।

মানবাধিকার বিষয়ে প্রতিবন্ধীদের অবস্থান বিবেচনায় জাতিসংঘ সনদ, পূর্ণ অংশগ্রহণ, সমতা রক্ষার কর্মবাণীকে সার্থক করতে জাতি সংঘের পদ্ধতির মানবধিকার রক্ষাকারী অন্যান্য বিষয় রাষ্ট্রীয় আইনের সাথে যাতে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় সে ব্যবস্থা নিতে হবে। আন্তর্জাতিক সহায়তা জোড়দার করতে হবে ও দ্বিপাক্ষিক সাহায্য ব্যবস্থা বিভিন্ন দেশের সাথে গড়ে তুলতে উদ্যোগী হতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

২) শিশু অধিকার সনদের ২৩ নং ধারা ঃ

বিশ্বের প্রতিটি মানুষের মর্যাদা এবং জাতিসংঘ নীতিমালা ও ঘোষনা অনুযায়ী সমঅধিকারের স্বীকৃতিই হচ্ছে স্বাধীনতা, ন্যায় বিচার ও বিশ্ব শান্তির ভিত্তি। জাতিসংঘের সার্বজনিন মানবাধিকার ঘোষনা অনুযায়ী প্রতিটি শিশুর প্রাপ্য হচ্ছে বিশেষ যত্ন ও সহায়তা। প্রতিটি দেশে, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশ সমূহে শিশুদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার গুরুত্ব অনুধাবন করতে হবে।

এ সকল বিষয় গুরুত্বের সাথে অনুধাবন করে ১৯৮৯ সনে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে সদস্য রাষ্ট্রসমূহ নিম্নোক্ত বিষয় সমূহে ঐক্যমত ঘোষনা করেছে ঃ

১) মানসিক বা শারীরিক ভাবে প্রতিবন্ধী শিশু এমন পরিবেশে বাস করবে, যে পরিবেশে সে সুস্বাস্থ্য এবং পরিপূর্ণ জীবনকে উপভোগ করতে পারবে এবং তার মর্যাদা নিশ্চিত হবে। সমাজে শিশুর আত্মনির্ভরশীল সক্রিয় অংশ গ্রহনের পথকে সুগম করবে। এই বিষয়ে অংশ গ্রহনকারী রাষ্ট্র সমূহ স্বীকৃতি দেবে।

২) অংশ গ্রহনকারী রাষ্ট্র সমূহ প্রতিবন্ধী শিশুদের বিশেষ যত্নের অধিকারকে স্বীকার করবে। প্রতিবন্ধী বলে বিবেচিত শিশুর পরিচর্যা এবং দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিদের আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত সম্পদ অনুযায়ী পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে যথোপযুক্ত সহায়তা প্রদানকে উৎসাহিত ও নিশ্চিত করবে।

৩) প্রতিবন্ধী শিশুদের বিশেষ প্রয়োজনের কথা স্বীকার করে এই অনুচ্ছেদের ২নং প্যারা অনুযায়ী যখনই সম্ভব সহায়তা সমূহ বিনামূল্যে প্রদান করতে হবে এবং এ বিষয়ে শিশুর পিতামাতা অথবা শিশুর পরিচর্যাকারী অন্যান্যদের আর্থিক সংগতির বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে। প্রতিবন্ধী শিশুটির শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য পরিচর্যা ব্যবস্থা, পূনর্বাসন ইত্যাদি সেবা, কর্মসংস্থাপনের জন্য প্রস্তুতি এবং বিনোদন লাভের ক্ষেত্রে কার্যকর সুযোগের ব্যবস্থা করে সহায়তা প্রদান করবে।

৪) আন্তর্জাতিক সহযোগিতার চেতনায় প্রতিরোধক স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা এবং প্রতিবন্ধী শিশুদের শারীরিক, মানসিক ও শারীরিক ক্রিয়ামূলক চিকিৎসার ক্ষেত্রে যথাযোগ্য তথ্য বিনিময়কে অংশ গ্রহনকারী রাষ্ট্র সমূহ উৎসাহিত করবে। এই সকল তথ্যের বিনিময়ের মধ্যে পুর্নবাসন, শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক দক্ষতা বৃদ্ধির পদ্ধতি সংক্রান্ত তথ্য প্রচার এবং সংগৃহীত হবে। এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে এ সকল বিষয়ে অংশ গ্রহনকারী রাষ্ট্র সমূহের মধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

তাদের যোগ্যতা ও দক্ষতার উন্নয়ন ও অভিজ্ঞতার সম্প্রসারন করা । এই বিষয়ে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহের প্রয়োজনের কথা বিশেষ ভাবে বিবেচনা করা হবে।

৩/ এসকাপের প্রতিবন্ধী দশক ও ১২ দফা কর্মসূচী ঃ

জাতিসংঘ ঘোষিত প্রতিবন্ধী দশক (১৯৮৩-১৯৯২)-এর কর্মকান্ড ও অবস্থার সাথে এশিয়া ও প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চলের বেশীর ভাগ দেশের অবস্থাই সামঞ্জস্যপূর্ণ। জাতিসংঘ ঘোষিত প্রতিবন্ধী দশকের শেষ বছরটি উল্লেখযোগ্য সাফল্যের বছর হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। যেমন বলা যায়, এই অঞ্চলের রাষ্ট্র সমূহের মধ্যে অসম প্রতিযোগিতা নিরসন ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রস্তাবনার মধ্য দিয়ে আলোচনায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

এর প্রেক্ষিতে ১৯৯১ সালের অক্টোবর মাসে ম্যানিলায় অনুষ্ঠিত হয়েছে মন্ত্রী পর্যায়ের চতুর্থ বৈঠক। বৈঠকে এসকাপ অঞ্চলের রাষ্ট্র সমূহের সমাজ কল্যাণ ও সমাজ উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রীগন অংশগ্রহন করেন। ঐ বৈঠকে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে দুই হাজার সাল ও তার পরবর্তী সময়ের জন্যে একটি উন্নয়ন কর্মপন্থা নির্ধারিন করা হয়। আর এই কর্ম পন্থার চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো এসকাপ অঞ্চলের জনগনের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন।
এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে উন্নয়ন কার্যক্রমের যে মৌলিক উদ্দেশ্যগুলো নির্ধারিত হয়েছে তা হলোঃ

- দারিদ্র দূরীকরন
- সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা এবং
- জনগনের অংশগ্রহন নিশ্চিত করা।

এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্যে গৃহীত কর্মপন্থায় এ অঞ্চলের প্রতিবন্ধী জনগনসহ সকল বঞ্চিত এবং অসহায় জনগনের অংশগ্রহনের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এছাড়া এ অঞ্চলের সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপর অধিকতর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের জন্য ঘোষিত প্রতিবন্ধী দশকের (১৯৯৩-২০০২) প্রস্তাবনার ৪৮নং ধারার ৩নং উপধারার উপর আলোচনার জন্য ৯২ সালের এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত এসকাপের ৪৮তম অধিবেশনে ৩৯টি দেশের প্রতিনিধিরা যোগ দিয়েছিলেন। প্রস্তাবনাটি গ্রহনের সময় এ অঞ্চলের সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমঅধিকার এবং পূর্ণ

Dhaka University Institutional Repository

অংশগ্রহনের পক্ষে যৌথভাবে অঙ্গিকারাবদ্ধ হন। আঞ্চলিক সহযোগিতা এবং জাতীয় সমর্থন লাভের মধ্য দিয়ে এ উন্নয়ন কৌশলকে কাজে লাগানোর ব্যাপারে "এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল ঘোষিত প্রতিবন্ধী দশক এসকাপ অঞ্চলের ৫৬টি দেশের জন্যে" যৌথ সহযোগীতার ভিত্তিতে জাতিসংঘ ঘোষিত বিষয়ের উপর সঠিকভাবে কাজ করার একটি সুযোগ এনে দেয়। বিশেষভাবে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে কারিগরী ক্ষেত্রে সহযোগিতাকে জোরদার করার একটি অপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি করে। এর ফলে উন্নত এবং উন্নয়নশীল উভয় দেশের মধ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নের সাথে জড়িত মৌলিক বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা এবং একে অপরকে সহযোগীতা করার পথ সুপ্রসারিত হয়। এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ঘোষিত প্রতিবন্ধী দশকের নির্ধারিত উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে কর্মসূচী গ্রহনের জন্যে একটি বিষয় নির্ধারন করা দরকার বলে মনে করা হয়, যার মাধ্যমে জাতিসংঘ ঘোষিত দশক ১৯৮৩-১৯৯২ এর সফলতা/ব্যর্থতার পর্যালোচনা এবং মূল্যায়নের প্রেক্ষিতে প্রতিবন্ধীতা বিষয়ে বিশ্ব কর্ম সূচীর আওতায় এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের জন্যে ঘোষিত প্রতিবন্ধী দশক এর কার্য সূচীকে অর্ন্তভুক্ত করা যাবে।

এই দলিল-এ কর্মসূচী গ্রহনের বিষয় নির্ধারনের জন্যে একটি কাঠামো দাড় করানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এই কাঠামোটি এসকাপের ৪৮/৩ ধারায় বাস্তবায়নের জন্য যে প্রধান প্রধান নীতিমালার প্রয়োজন, সেগুলি নিয়েই গঠিত।

নীতিমালার মৌলিক বিষয় সমূহ হলো ঃ

-জাতীয় সমন্বয় ;

- আইন ;
- তথ্য ;
- গন সচেতনতা ;
- গ্রহন যোগ্যতা এবং যোগাযোগ;
- শিক্ষা
- প্রশিক্ষন এবং কর্মসংস্থান;
- প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধ;
- পূর্নবাসন মূলক সেবা;
- সহায়ক উপকরন সমূহ;
- স্বনির্ভর সংগঠন;
- আঞ্চলিক সহযোগিতা।

Dhaka University Institutional Repository

এই নীতিমালা গুলোর প্রত্যেকটিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে আবার ভিন্ন ভিন্ন ভাবে এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমঅধিকার এবং পূর্ণ অংশগ্রহনের জন্য প্রয়োজনীয় এবং সমর্থনকারী নীতিমালা গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।
প্রস্তাবনায় বলা হয় কর্মসূচী গ্রহনের বিষয় নির্ধারন যেন শুধুমাত্র বিশেষ অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য না হয়, আবার সকল দেশের জন্য প্রযোজ্য একক বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারনের চেষ্টা যেন না হয়। অঞ্চলের ব্যাপকতা এবং বৈচিত্র্যের কথা বিবেচনা করে, এসকাপের সহযোগী সকল সদস্য দেশ তাদের জাতীয় কর্মসূচী গ্রহনের ব্যাপারে স্বাভাবিকভাবেই ভিন্ন মত প্রদান করবেন। বিশেষ স্বল্প মেয়াদী এবং দীর্ঘ মেয়াদী লক্ষ্য নির্ধারন, বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া ও পরিকল্পনাও রাষ্ট্র ভেদে ভিন্ন হবে। চূড়ান্ত বিশ্লেষনে বলা হয় যে, কর্মসূচী গ্রহনের প্রক্রিয়াটি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমঅধিকার এবং পূর্ন অংশগ্রহনের বিষয়টি উপলব্ধি করার লক্ষ্যে একটি আঞ্চলিক উদ্যোগ গ্রহনের ভিত্তি প্রস্তুত করবে যা এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল ঘোষিত প্রতিবন্ধী দশক ১৯৯৩-২০০২ এর গৃহীত উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করবে। উপরন্তু কর্মসূচী গ্রহনের বিষয়টিকে প্রতিবন্ধীতা সম্পর্কে গৃহীত বিশ্ব কার্যসূচী এবং জাতিসংঘের অন্যান্য আর্ন্তজাতিক দলিল, আদেশ (ম্যান্ডেট), সুপারিশ প্রভৃতি বিষয়ের প্রেক্ষিতে বিবেচনা করতে হবে।.

৪) প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতিসংঘের ২২ দফা স্টান্ডার্ড রুলস ঃ

১৯৯৩ সনে প্রতিবন্ধীদের সমসুযোগ সমঅধিকার ও পূর্ন অংশগ্রহন সংক্রান্ত একটি ২২ দফা স্টান্ডার্ড রুলস জাতিসংঘ অনুমোদন-করে। যার মধ্যে প্রতিবন্ধীদের জন্য আইন প্রনয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রবেশাধিকার, তথ্য যোগাযোগ, সচেতনতা, নীতিমালা, প্রশিক্ষন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন সহ বিভিন্ন বিষয় অর্ন্তভূক্ত আছে।

রাষ্ট্র কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য জাতিসংঘ ৪৮তম সাধারন সভায় প্রতিবন্ধীদের সমসুযোগ সৃষ্টির জন্য ২২টি আদর্শ নীতি প্রস্তাব করেছে। এগুলো হলোঃ

নীতি ঃ ১ ঃ প্রতিবন্ধীদের বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করবে।

নীতি ঃ ২ ঃ রাষ্ট্র প্রতিবন্ধীদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করবে।

নীতি ঃ ৩ ঃ রাষ্ট্র প্রতিবন্ধীদের পূনর্বাসন নিশ্চিত করবে।

Dhaka University Institutional Repository

নীতি ঃ ৪ ঃ রাষ্ট্র প্রতিবন্ধীদের স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার জন্য উপযুক্ত সেবা প্রদান নিশ্চিত করবে।

নীতি ঃ ৫ ঃ রাষ্ট্র সর্ব ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করবে।

নীতি ঃ ৬ ঃ রাষ্ট্র প্রতিবন্ধীদের জন্য সাধারন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ অধিকার নিশ্চিত করবে।

নীতি ঃ ৭ ঃ রাষ্ট্র প্রতিবন্ধীদের সর্বক্ষেত্রে কর্ম সংস্থানের সুযোগ নিশ্চিত করবে।

নীতি ঃ ৮ ঃ রাষ্ট্র প্রতিবন্ধীদের নিরাপত্তাসহ সম্পদ সংরক্ষন নিশ্চিত করবে।

নীতি ঃ ৯ ঃ পারিবারিক জীবনে যাতে প্রতিবন্ধীদের আত্মমর্যাদা বিঘ্নিত না হয় রাষ্ট্র তা নিশ্চিত করবে।

নীতি ঃ ১০ ঃ রাষ্ট্র সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে প্রতিবন্ধীদের অংশগ্রহনের সমান সুযোগ নিশ্চিত করবে।

নীতি ঃ ১১ ঃ প্রতিবন্ধীরা যাতে খেলাধূলা ও বিনোদন মূলক কাজে সবার সাথে সমান ভাবে যুক্ত থাকতে পারে রাষ্ট্র তা নিশ্চিত করবে।

নীতি ঃ ১২ ঃ রাষ্ট্র প্রতিবন্ধীদের বিভিন্ন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহনের সুযোগ নিশ্চিত করবে।

নীতি ঃ ১৩ ঃ রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী বিষয়ক সর্ব প্রকার গবেষনা ও তথ্য সমূহ সাধারন জনগনের কাছে পৌঁছে দেয়া নিশ্চিত করবে।

নীতি ঃ ১৪ ঃ রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী বিষয়ক নীতিমালা প্রনয়ন নিশ্চিত করবে।

নীতি ঃ ১৫ ঃ প্রতিবন্ধীদের জাতীয় কর্মকান্ডে সমতা ভিত্তিক অংশগ্রহনের জন্য রাষ্ট্র আইন প্রনয়ন করবে।

নীতি ঃ ১৬ ঃ প্রতিবন্ধীরা জাতীয় কর্মকান্ডে অংশগ্রহন করতে চাইলে রাষ্ট্র তা নিশ্চিত করবে।

Dhaka University Institutional Repository

নীতি ঃ ১৭ ঃ রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী বিষয়ক কর্মকান্ড সমন্বয় করার জন্য জাতীয় সমন্বয় সংস্থা সমূহের সৃষ্টি নিশ্চিত করবে।

নীতি ঃ ১৮ ঃ রাষ্ট্র স্থানীয়, আঞ্চলিক বা জাতীয় প্রতিবন্ধী সংগঠনের কর্মকান্ডের সুযোগ নিশ্চিত করবে।

নীতি ঃ ১৯ ঃ রাষ্ট্র প্রতিবন্ধীদের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে।

নীতি ঃ ২০ ঃ রাষ্ট্র জাতীয়ভাবে প্রতিবন্ধী নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য তদারকী ও মূল্যায়ন কমিটি গঠন করে তাদের কার্যক্রম নিশ্চিত করবে।

নীতি ঃ ২১ ঃ উন্নয়নশীল দেশ সমূহে রাষ্ট্র প্রতিবন্ধীদের জীবন যাপনের জন্য কারিগরি ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা প্রদান নিশ্চিত করবে।

নীতি ঃ ২২ ঃ রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক কর্মকান্ডে প্রতিবন্ধীদের সমানভাবে অংশগ্রহনের সার্বিক সুযোগ নিশ্চিত করবে।

প্রতিরোধ (Prevention) ঃ "মানসিক, শারীরিক, স্নায়ুগত প্রতিবন্ধীত্ব দূরীকরনে বা দূর্বলতা দূরীকরনে গৃহীত পদক্ষেপ অথবা শারীরিক, মানসিক কিংবা সামাজিক নেতিবাচক ঘটনা যখন পরিলক্ষিত হয় উহা দূরীকরনে গৃহীত পদক্ষেপ"। অর্থাৎ প্রতিবন্ধীত্বের কারন সমূহ বা প্রতিবন্ধীত্ব বরনের পরই তাৎক্ষনিক ভাবে চিকিৎসার মাধ্যমে আগাম প্রতিরোধ করা।

দূর্বলতা (Impairment) ঃ "একজন স্বাভাবিক ব্যক্তির কর্মকান্ড সম্পাদনে অসমর্থতা অথবা অস্বাভাবিকতা"। অর্থাৎ কোন ব্যক্তির শারীরিক বা বুদ্ধির সমস্যার কারনে স্বাভাবিক বিপত্তির সৃষ্টি হয়েছে। যেমন, একজন ব্যক্তি দূর্ঘটনা বা রোগাক্রান্ত হয়ে ১টি পা হারিয়েছে।

প্রতিবন্ধীত্ব (Disability) ঃ "যে কোন ধরনের বাধা অথবা একজন স্বাভাবিক মানুষের দ্বারা সম্পাদনযোগ্য কাজ সম্পাদনে অসুবিধা"। এক কথায় বলা যায়, শারীরিক বা বুদ্ধি বৃত্তিক ক্ষতিগ্রস্থতার মাধ্যমে অচলাবস্থা বা সীমাবদ্ধতা সৃষ্টি হওয়া হচ্ছে প্রতিবন্ধীত্ব।

Dhaka University Institutional Repository

যেমন ঃ দুর্ঘটনা বা রোগাক্রান্ত হওয়ার মাধ্যমে পা হারানোর ফলে স্বাভাবিক ভাবে চলাচল করতে না পারা।

অক্ষমতা (Handicap) ঃ "কোন ব্যক্তির অসুবিধা সমূহ, যা তার প্রতিবন্ধীত্বের বা দূর্বলতার কারনে ঘটে, যা বয়স, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং লিঙ্গ ভেদে ঐ ব্যক্তির স্বাভাবিক ভূমিকার অন্তরায়"। অর্থাৎ কোন ব্যক্তির ক্ষতিজনিত দূর্বলতা বা প্রতিবন্ধীতা জনিত সমস্যা অথবা সীমাবদ্ধতার কারনে যদি সে সামাজিকভাবে বাধাগ্রস্ত হয় বা বৈষম্যের শীকার হয় এবং যদি স্বাভাবিক জীবন যাপন ব্যাহত হয় তবে তাকে ঐ ব্যক্তির অক্ষমতা বলা যায়।
যেমন ঃ পা হারিয়ে স্বাভাবিক ভাবে চলতে না পারার কারনে সমাজ কর্তৃক তার প্রতি বৈষম্য মূলক আচরন ও হেয় প্রতিপন্ন করা।

উদাহরণঃ উপরে উল্লেখিত দূর্বলতা, প্রতিবন্ধীত্বতা এবং অক্ষমতাকে নিম্নোক্তভাবে বোঝানো যেতে পারে ঃ-

কোন ব্যক্তি যদি দূর্ঘটনা বা রোগে আক্রান্ত হওয়ার মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে এক পা হারায় তবে পা হারানোটাকে দূর্বলতা বলে বিবেচনা করা যায়। আবার পা হারানোর কারনে চলাফেরার যে সমস্যা হয় তা হ'ল ঐ ব্যক্তির প্রতিবন্ধীত্ব। আবার উপরের সমস্যার কারনে তার যে সামাজিক সংকটের সৃষ্টি হচ্ছে তা হ'ল অক্ষমতা।

পূনর্বাসন (Rehabilitation) ঃ "লক্ষ্য ভিত্তিক ও সময় নির্ধারিত এমন কিছু পদ্ধতি যা একজন দূর্বল ব্যক্তিকে মানসিক, সামাজিক এবং শারীরিক অথবা সামাজিক ভাবে স্বাভাবিক পর্যায়ে উত্তরন ঘটায়" অর্থাৎ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রয়োজন অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে যথাযথ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা প্রদান করে নির্ধারিত সময় কাঠামোর মধ্যে তাকে স্বাভাবিক জীবন যাপনের জন্য উপযোগী করে গড়ে তোলা।

সুযোগের সমতা বিধান (Equalization of opportunities) ঃ "এই প্রক্রিয়ায় প্রচলিত সাধারন সামাজিক অধিকার ও সুযোগ সমূহ যেমন ঃ শারীরিক , মানসিক, সাংস্কৃতিক, পরিবেশ, আবাসন, যানবহন, সমাজ ও স্বাস্থ্য সেবা, খেলাধূলা, কর্মসংসস্থান, শিক্ষা এবং বিনোদন মূলক সুযোগ সুবিধা সমূহ সকলের জন্য সহজলভ্য করে।"

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের সংবিধানে সকল নাগরিকের স্বাস্থ্য পরিচর্যা, শিক্ষা, কর্মের অধিকার এবং সামাজিক নিরাপত্তার বিধান করেছে। প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে "এশিয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে প্রতিবন্ধীদের পূর্ন অংশগ্রহন এবং সমতা বিধান (১৯৯৩) শীর্ষক এসকাপ ঘোষনা পত্রে স্বাক্ষর দান করে ও প্রতিবন্ধীদের অধিকার শীর্ষক জাতিসংঘের কার্য বিবরনী (১৯৭৫), "অর্ন্তভূক্ত করণের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার এ বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। প্রতিবন্ধী বিষয়ক কর্মকান্ডে জাতিসংঘের আর্ন্তজাতিক প্রতিবন্ধী বর্ষ (১৯৮১), প্রতিবন্ধী দশক (১৯৮৩-৯২) এবং প্রতিবন্ধী সার্ক বর্ষ (১৯৯৩) কর্ম পরিকল্পনা নীতি নির্দেশক হিসাবে গন্য করা হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশ জাতিসংঘের উদ্যোগে "২০০০" সাল নাগাদ সকলের জন্য শিক্ষা ও সকলের জন্য স্বাস্থ্য ঘোষনা পত্রে স্বাক্ষরদাতা দেশ।

অর্থাৎ স্বাভাবিক সাধারণ জনগন জনজীবনের সামাজিক, অর্থনৈতিক, তথা সকল ক্ষেত্রে নাগরিক অধিকার প্রাপ্তির ভিত্তিতে নিজেকে সম্পৃক্ত করার সুযোগ পেয়ে থাকেন। প্রতিবন্ধী জনগন তাদের সমস্যা, দূর্বলতা, প্রতিবন্ধীতা ও তাদের প্রতি সমাজের নেতিবাচক দৃষ্টি ভঙ্গির কারনে এ সকল ক্ষেত্রে সামগ্রীকভাবে বঞ্চিত হয়ে থাকেন। প্রতিবন্ধীতার ধরন ও পর্যায় নির্বিশেষে উপরোক্ত সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী মানুষের সম্পৃক্ততা ও অংশীদারিত্বের এবং অংশগ্রহনকে সমতা ও সমমর্যাদার নিশ্চয়তার বিধান করাকে " সুযোগের সমতা হিসেবে বর্ননা করা যেতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, একটি শিশু স্বাভাবিক ভাবে নাগরিক অধিকারের ভিত্তিতে সাধারণ শিক্ষায় সম্পৃক্ত হয়ে নিজের জীবন কে গড়ে তোলার সুযোগ পায়। এ ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীতা ও সমস্যার কারনে প্রতিবন্ধী শিশু সাধারন শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে। এই প্রতিবন্ধী শিশুটির প্রতিবন্ধীতা বিবেচনা করে ও শিক্ষা ব্যবস্থায় উপযোগী পরিবেশ তৈরী করে তাকে শিক্ষার সুযোগ প্রাপ্তির নিশ্চয়তাকে সুযোগের সমতা হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।
জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরামের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উপরোক্ত সংজ্ঞা গুলোকে নিম্মোক্তভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে ঃ

ক্ষতিগ্রস্থতা (Impairment) ঃ কোন রোগ ব্যাধিতে, দূর্ঘটনায়, শরীরের কোন অংগ, কাঠামো, অনুভূতি, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধিবৃত্তি, কর্মক্ষমতা আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলা বা জম্মগত ভাবে অনুরূপ অপূর্ণতা, অনুপস্থিতি বা বিকৃতি থাকলে তাকে ক্ষতিগ্রস্থতা বলা হয়।

প্রতিবন্ধীত্ব (Disability) ঃ প্রতিবন্ধীত্ব হচ্ছে- "শারীরিক অংগ-প্রত্যঙ্গ, কাঠামো, স্পর্শানুভূতি, ইন্দ্রিয় বা বুদ্ধিবৃত্তির অস্বাভাবিকতা বা বিকৃতির কারনে এমন কর্ম সম্পাদনে অপারগতা বা সীমাবদ্ধতা যা একজন মনুষ্য চরিত্রের কর্ম ক্ষমতার আওতায় স্বাভাবিক বিবেচনা করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

আরোপিত বাধা (Handicap) ঃ "ক্ষতিগ্রস্থতা বা প্রতিবন্ধীত্বের শিকার হওয়ার ফলে কোন ব্যক্তি বিশেষের প্রতি আরোপিত অস্বাচ্ছন্দতা বা বাধা সমূহ যা বয়স, লিঙ্গ, সামাজিক ও সংস্কৃতিক অবস্থা/পরিমন্ডল ভেদে ঐ ব্যক্তি বিশেষের স্বাভাবিক ভুমিকার অন্তরায় সৃষ্টি হওয়া।" এ অবস্থাটি হচ্ছে একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও তার পারিপার্শিকতার সঙ্গে সম্পর্কের ক্রিয়া।

এটা তখনি ঘটে যখন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা শারীরিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ভাবে বাধার সম্মুখীন হয় এবং যা অন্যান্য নাগরিকদের জন্য সহজ প্রাপ্য বা অধিগম্য সামাজের এমন বিভিন্ন সুবিধা, ব্যবস্থা ও কর্ম কান্ডে তাদের প্রবেশাধিকারকে প্রতিরোধ করে।

প্রতিরোধ (Prevention) ঃ "প্রতিরোধ হচ্ছে শারীরিক অঙ্গ-প্রতঙ্গ, কাঠামো, স্পর্শানুভূতি, ইন্দ্রিয় সমূহ এবং বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষতি সাধিত হবার কারন সমূহকে প্রতিরোধ করা বা ঘটতে না দেওয়া (প্রাথমিক প্রতিরোধ), ক্ষতিগ্রস্থতা বা প্রতিবন্ধীত্বের শিকার হয়ে পড়লে তা যাতে আরো বৃদ্ধি না পায় বা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার শিকার না হয় (২য় পর্যায়ে প্রতিরোধ), অথবা সামাজিক ও পারিপার্শিক নেতিবাচক অবস্থার শিকার হওয়া থেকে (৩য় পর্যায়ে প্রতিরোধ) প্রতিরোধের লক্ষ্যে পদক্ষেপ।"

পুনর্বাসন (Rehabilitation) ঃ পুনর্বাসন হচ্ছে "লক্ষ্য ভিত্তিক এবং সময় বদ্ধ প্রক্রিয়া যার উদ্দেশ্যে হচ্ছে একজন ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিকে তার শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং সামাজিক কর্ম ক্ষমতার সম্ভাব্য সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নয়ন ঘটিয়ে এমন উপযোগী করে তোলা যাতে করে সে নিজেই তার জীবনের ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটাতে পারে।"

এই প্রক্রিয়ায় হারিয়ে যাওয়া বা সীমাবদ্ধ হয়ে যাওয়া কর্ম ক্ষমতা ফিরিয়ে আনতে সহায়ক কারীগরি উপকরণ এবং সামাজিক গ্রহণ যোগ্যতা পূনঃস্থাপন সুসাধু করার লক্ষ্যও অন্তুর্ভুক্ত থাকে।

প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা ঃ

ক) সূচনা ঃ

বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা প্রনয়নের মূল উপাদান হচ্ছে "সকলের পূর্ণ অংশ গ্রহন ও সমসুযোগ নিশ্চিতকরন যা বাংলাদেশের সংবিধানে উল্লেখ আছে এবং প্রতিবন্ধী সংক্রান্ত রচিত যে সব আর্ন্তজাতিক সিদ্ধান্ত এবং ঘোষনা সমূহ বাংলাদেশ সরকার গ্রহন করেছে। উল্লেখিত আর্ন্তজাতিক সিদ্ধান্ত ও ঘোষনা সংক্ষিপ্তাকারে এবং বাংলাদেশের সংবিধানের সংশ্লিষ্ট ধারা সংযোজিত করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের সংবিধান ঃ

বাংলাদেশের সংবিধানে পর্যাপ্তভাবে সকল নাগরিকের জন্য স্বাস্থ্য পরিচর্যা, শিক্ষা ও চাকুরীর নিশ্চয়তার বিধান রয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিধান সমূহ নিম্নে বর্ণিত হলো ঃ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫

রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদন শক্তির ক্রমবৃদ্ধি সাধন এবং জনগনের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সাংস্কৃতিক মানের দৃঢ় উন্নতি সাধন, যাতে নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয় সমূহ অর্জন নিশ্চিত করা যায় ;

ক) অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবন ধারনের মৌলিক উপকরনের ব্যবস্থা;

খ) কর্মের অধিকার, অর্থাৎ কর্মের গুন ও পরিমাণ বিবেচনা করিয়া যুক্তি সংগত মজুরীর বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার অধিকার;

গ) যুক্তি সংগত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার;

ঘ) সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব ব্যাধি বা প্রতিবন্ধীতাজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতাপিতার বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতি জনিত আয়ত্তাতীত কারনে অভাব গ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্য লাভের অধিকার।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭

রাষ্ট্র-

ক) একই পদ্ধতির গনমূখী ও সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য;

খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ন করার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষন প্রাপ্ত ও সদিচ্ছা প্রনোদিত সৃষ্টির জন্য;

Dhaka University Institutional Repository

গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষতা দূর করার জন্য; **কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহন করবেন।**

অনুচ্ছেদ ঃ ২০

১) কর্ম হইতেছে কর্মক্ষম প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে অধিকার, কর্তব্য ও সম্মানের বিষয় এবং " প্রত্যেকের নিকট হইতে যোগ্যতানুসারে ও প্রত্যেককে কর্মানুযায়ী"- এই নীতির ভিত্তিতে প্রত্যেকেই স্বীয় কর্মের জন্য পারিশ্রমিক লাভ করবেন।

২) রাষ্ট্র এমন অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা করিবেন, যেখানে সাধারন নীতি হিসাবে কোন ব্যক্তি অনুপার্জিত আয় ভোগ করতে সমর্থ হবেন না এবং যেখানে বুদ্ধি, বৃত্তিমূলক ও কায়িক সহ সকল প্রকার শ্রম সৃষ্টি ধর্মী প্রয়াসের ও মানবিক ব্যক্তিত্বের পূর্ণতর অভিব্যক্তিতে পরিনত হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯

১) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকবে ;

২) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদে বা জন্ম স্থানের কারনে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভে অযোগ্য হবে না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাবে না।

৩) ক) নাগরিকের যে কোন অনগ্রসর অংশ যাতে প্রজাতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভ করতে পারেন, সেই উদ্দেশে তাদে র অনুকূলে বিশেষ বিধান প্রণয়ন করা হতে,

খ) কোন ধর্মীয় বা উপসম্প্রদায়গত প্রতিষ্ঠানে উক্ত ধর্মাবলী বা উপ সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের জন্য নিয়োগ সংরক্ষণের বিধান সংবলিত যে কোন আইন কার্যকর করা হতে,

গ) যে শ্রেনীর কর্মের বিশেষ প্রকৃতির জন্য তাহা নারী বা পুরুষের পক্ষে অনুপযোগী বিবেচিত হয়, সেইরুপ যে কোন শ্রেণীর নিয়োগ বা পদ যথাক্রমে পুরুষ বা নারীর জন্য সংরক্ষন করা হতে,

রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করবে না।

Dhaka University Institutional Repository

আর্ন্তজাতিক সিদ্ধান্তাবলী এবং ঘোষনা পত্র সমূহ ঃ

প্রতিবন্ধীদের অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘ সিদ্ধান্ত (১৯৭৫) ঃ প্রতিবন্ধীত্ব প্রতিরোধ পূর্ণবাসন এবং প্রতিবন্ধীদের পূর্ণ অংশ গ্রহন ও সম অধিকার সম্পর্কীয় লক্ষ্য মাত্রা অর্জন।

এসকাপ ঘোষনাপত্র (১৯৯৩) ঃ এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের প্রতিবন্ধীদের পূর্ণ অংশগ্রহন ও সমঅধিকার।
এ ছাড়া ও এ সংক্রান্ত আরো কিছু জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক সিদ্ধান্ত সমূহ নিম্নে প্রদত্ত হল

১) বেইজিং ঘোষনা পত্র (১৯৯৩) ঃ এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশনের চীনের বেইজিং এ অনুষ্ঠিত ১৯৯৩ সনের প্রতিবন্ধী বিষয়ক ঘোষনা।

২) ১৯৯৪ সনের ইউনেস্কো ঘোষনা "একিভূত শিক্ষা" ঃ স্পেনের সালমানকায় ইউনেস্কোর শিক্ষা সম্মেলনের ঘোষনা।
৩) প্রতিবন্ধীদের সমাজ ভিত্তিক পূর্ণর্বাসন বিষয়ক "ঢাকা ঘোষনা ৯৭" ঃ
১৯৯৭ সনের ৩রা ডিসেম্বর থেকে ১০ই ডিসেম্বর পর্যন্ত ৭দিন ব্যাপী দ্বিতীয় দক্ষিণ এশীয় সিবিআর সম্মেলনের সমাপ্তি দিবসে ঘোষনা।

খ) প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা ঃ

যেহেতু বাংলাদেশের সংবিধানে এবং আর্ন্তজাতিক ঘোষনাপত্র এবং সিদ্ধান্ত সমুহে প্রতিবন্ধীদের পূর্ণ অংশ গ্রহন ও সমঅধিকার নিশ্চিতকরনের নীতিসমূহ অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে সেহেতু বাংলাদেশ সরকার নিম্নোক্ত বিবৃতি ও ব্যবস্থা সমূহ সরকারের নীতি হিসাবে গ্রহন করলেন ঃ

১) প্রতিরোধ ঃ

প্রতিবন্ধীত্বের কারন সমূহ সারা দেশব্যাপী (বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে) হ্রাস করার জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। এই জন্য নিম্ন লিখিত ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে-

ক) বিশেষত সমাজের সর্বাপেক্ষা অনগ্রসর কম সুবিধা ভোগী অংশের প্রতি দৃষ্টি

Dhaka University Institutional Repository

রেখে টিকা দান কর্মসূচী গ্রহন।

খ) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল পাঠক্রম এবং সমাজ ও পরিবার ভিত্তিক বিশেষ কার্যক্রমের মাধ্যমে স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও পুষ্টি শিক্ষা।

গ) গৃহ এবং কর্মক্ষেত্রে নিবারনযোগ্য দূর্ঘটনা সম্মন্ধে তথ্য প্রদান।

ঘ) আগ্নেয়াস্ত্র ও আতসবাজী বিক্রয় ও স্থানীয় ভাবে তৈরীর উপর নিষিদ্ধকরন।

ঙ) নিরাপদ প্যানি সরবরাহ।

চ) আয়োডিন যুক্ত লবন সরবরাহ।

ছ) স্বাস্থ্য সেবা ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা।

জ) জন্মপূর্ব ও জন্মোত্তর সেবা প্রদান।

ঝ) স্বাস্থ্য কেন্দ্র সমুহ থেকে রেফারেন্স (সুত্রিতাকরন) এবং বিশেষ হাসপাতাল সমূহে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভর্তি ও চিকিৎসা প্রদান।

উপরে উল্লেখিত প্রতিরোধ ব্যবস্থা কার্যকর ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ব্যাপক গনসচেতনতা আনতে হবে। রেডিও, টেলিভিশন, পত্র-পত্রিকা সহ অন্যান্য প্রচার মাধ্যমকে এ সংক্রান্ত বিষয়ে কাজে লাগাতে হবে। সরকারী, বেসরকারী, আধাসরকারী সহ সকল উন্নয়ন মূলক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠানকে এ ব্যপারে সচেতন হতে হবে।

২) চিহ্নিতকরন ও নিরোধ ঃ

চিহ্নিতকরন ঃ

সম্ভাব্য প্রতিকার এবং প্রতিরোধ ব্যবস্থার জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতিবন্ধীত্ব চিহ্নিত করতে হবে। এজন্য করনীয় বিষয় সমূহ -

ক) জাতীয় আদম শুমারীর সময় লিঙ্গ, ধরন ও বয়স অনুসারে প্রতিবন্ধীদের তালিকাভুক্তকরন,

খ) প্রতিবন্ধীত্ব সম্পর্কিত জরীপকরন,

গ) ইউনিয়ন ও পৌরসভার মা-শিশু কেন্দ্র, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, হাসপাতাল সমূহে প্রতিবন্ধীদের রেজিষ্ট্রিকরন,

ঘ) ক-গ তে বর্ণিত তথ্যাদি কেন্দ্রীয় প্রতিবন্ধী তথ্য কেন্দ্রে প্রেরণ ও সংরক্ষণ,

ঙ) প্রতিবন্ধীত্বের লক্ষণ এবং ধরন সমূহ সম্পর্কে জনসাধারনকে অবহিতকরন।

Dhaka University Institutional Repository

উপরে উল্লেখিত কার্যক্রমকে সুষ্ঠভাবে পরিচালনার মাধ্যমে ইস্পীত লক্ষ্য অর্জনের জন্যে সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর/পরিদপ্তর বিভাগ, সংগঠন, সংস্থা, স্থানীয় সরকার পরিষদ সমূহকে একটি উপযোগী পরিকল্পনা প্রনয়ন করতে হবে। যেহেতু প্রতিবন্ধীত্ব চিহ্নিত করন বিষয়টি এতটা সহজসাধ্য নয়, তাই জরীপ এবং চিহ্নিতকরন কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিকে হাতে কলমে এ সংক্রান্ত দক্ষতা সৃষ্টিতে উপযুক্ত প্রশিক্ষন প্রদান করতে হবে।

নিরোধ ঃ

নিরোধ হচ্ছে পর্যাপ্ত প্রতিকার ব্যবস্থা গ্রহন। ইহা বহুমূখী পেশাজীবির কাজ।
এ জন্য-

ক) রিসোর্স কেন্দ্র, বিশেষ স্কুল ও পুণর্বাসন কেন্দ্রের সুপারিশ ক্রমে জনস্বাস্থ্য বিভাগ কর্তৃক বিনামূল্যে জনস্বাস্থ্য সেবা প্রদান।

খ) প্রশিক্ষণ এবং পূনর্বাসনের জন্য রিসোর্স কেন্দ্র, বিশেষ স্কুল এবং পুনর্বাসন কেন্দ্রে বিনামূল্যে সহায়ক ব্যবস্থাকরন।

ঘ) যে সমস্ত এজেন্সী, প্রতিষ্ঠান, সংগঠন প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কর্মরত তাদের সুপারিশ ক্রমে প্রতিবন্ধীদের জাতীয় সমন্বয় কমিটি কর্তৃক বাংলাদেশী প্রতিবন্ধীদের সনাক্তকরন কার্ড সরবরাহকরন।

উপরোক্ত নিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহনকে ফলপ্রসু করার নিমিত্তে পর্যাপ্ত চিকিৎসা উপযোগী ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। যেমনঃ দূর্ঘটনা বা রোগে আক্রান্ত হয়ে কোন ব্যক্তির যদি প্রতিবন্ধীত্ব বরনের আশংকা থাকে তাহলে, চিকিৎসা কেন্দ্রে এমন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে যাতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা সমম্ভাব্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সহজেই এ সংক্রান্ত সমস্যা সমাধান করতে পারে।

৩) আগাম নিরোধ ঃ

যদি প্রতিকার সম্ভব না হয়, তবে প্রতিবন্ধীত্বের প্রভাব আগাম নিরোধের মাধ্যমে হ্রাস করা সম্ভব। শৈশবকাল হতে গৃহ ভিত্তিক প্রশিক্ষনের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী শিশুর শারীরিক এবং মানসিক বিকাশ সম্ভব।
এ জন্য-

ক) প্রতিবন্ধী রেজিষ্টার ও স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে প্রতিকার ও প্রতিরোধমূলক সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে তথ্যাদি প্রদান করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

খ) বিদ্যালয় ও বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্রসমূহ প্রাক-বিদ্যালয়ের প্রতিবন্ধী শিশুদের অভিভাবক ও পিতা-মাতাদের মানসিক আচরণ, গৃহ কেন্দ্রীক প্রশিক্ষণ এবং ভবিষ্যৎ শিক্ষা সুযোগ সম্পর্কীয় পরামর্শ ও উপদেশনা প্রদান করবে। বয়স্ক প্রতিবন্ধী লোকদের পূনর্বাসন ও রিসোর্স কেন্দ্র থেকে পরামর্শ প্রদান করা হবে।

৪) উপকরন সমূহ ঃ

চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রতিবন্ধীত্ব নিরাময়ে যদি সহায়ক না হয় তবে প্রতিবন্ধীত্বের কারন দূরীকরনে এবং অক্ষমতা হ্রাসকরনে সর্বোপরি কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করনে উপযুক্ত সহায়ক উপকরনাদি সরবরাহ করা যেতে পারে।

এ জন্য-

ক) পূনর্বাসন কেন্দ্রে চিকিৎসাগত সাহায্য/রিসোর্স কেন্দ্রে প্রতিবন্ধীত্ব সনাক্ত করনের পর উপকরনাদি সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে যা সংশ্লিষ্টের আর্থিক সংগতির উপর ভিত্তি করে বিনামূল্যে অথবা স্বল্পমূল্যে দেয়া হবে। আর্থিক সহায়তা জাতীয় সমন্বয় কমিটির সুপারিশ ক্রমে প্রদান করা হবে।

খ) সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র সংগঠন/প্রতিষ্ঠান উপকরনাদির ব্যবহার সম্পর্কে প্রশিক্ষন প্রদান করবে।

গ) পূর্নবাসন/রিসোর্স কেন্দ্রে উপকরনাদির প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে হবে।

ঘ) স্থানীয়ভাবে নির্মিত উপকরনাদির উপর বিক্রয় কর /ভ্যাট প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতীয় সমন্বয় কমিটির সুপারিশক্রমে মওকুফ করা হবে।

ঙ) আমদানীকৃত উপকরন সমূহের উপর থেকেও অনুরুপভাবে আমদানীকর/ভ্যাট, কাষ্টমস কর জাতীয় সমন্বয় কমিটির সুপারিশক্রমে অব্যাহতি করা হবে।

উপরে উল্লেখিত উপকরন সমূহের মধ্যে হুইল চেয়ার, ক্রাচ, হেয়ারিং, এইড, হোয়াইটক্যান, অর্থোপেডিক্যালজুতা, কৃত্রিম অঙ্গ ও ক্যালিপার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এই উপকরন সমূহ প্রতিবন্ধীদের জীবনযাপন, চলাচল ও অন্যান্য আনুসাঙ্গিক কার্যক্রম পরিচালনায় এবং অতিরিক্ত প্রতিবন্ধীত্ব বরন থেকে রক্ষা করতে সহায়তা করবে।

৫। শিক্ষা ঃ

প্রতিবন্ধী শিশুদের অন্যান্য সাধারন শিশুর মতই শিক্ষা গ্রহনের অধিকার রয়েছে। প্রতিবন্ধীত্ব নিরুপনের মাধ্যমে প্রত্যেকের উপযুক্ত শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবন্ধীত্বের শ্রেণী, প্রতিবন্ধীত্বের কারন, ধরন, প্রভাব, সক্ষমতা ও পারিবারিক পরিবেশ অনুযায়ী প্রশিক্ষন ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

এ জন্য-

ক) প্রতিবন্ধী শিশুদের ধরন, প্রভাব মূল শিক্ষাক্রমের সঙ্গে সমন্বিতকরন, নিয়মিত শ্রেনী কক্ষে তাদের পূর্ণ সমন্বিতকরন, অথবা নিয়মিত শ্রেনীর সংযুক্তিতে তাদের সমন্বিত করনই এ শিক্ষার উদ্দেশ্য। প্রতিবন্ধী শিশুদের নিয়মিত শ্রেনীকক্ষে সমন্বিত করা। (উদাহরণ স্বরূপ ঃ যেখানে তারা নিয়মিত শিক্ষাদানের মাধ্যমে উপকৃত হবে)। প্রশিক্ষণ ইউনিট সমুহ, রিসোর্সশিক্ষক মন্ডলী দ্বারা পরিচালিত হবে।

খ) রিসোর্স কেন্দ্র পরিচালিত শিক্ষক প্রশিক্ষণ পদ্ধতি, বিশেষ শিক্ষা উপকরণাদি ও শিক্ষন সরঞ্জামাদি মুল শিক্ষা কর্মসূচীর সমন্বিতকরণে সহায়ক হবে।

গ) বিশেষ বিদ্যালয়গুলি বিশেষ শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করবে, (যখন সমন্বয়করণ যুক্তিসংগত নয় বা সম্ভব নয়), এতিম, গৃহহীন বা একাধিক অথবা চরম প্রতিবন্ধী শিশুরা অগ্রাধিকার পাবে।

ঘ) বিশেষ বিদ্যালয় এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অংশ বিশেষ বিশেষ শিক্ষায় ৭ বৎসর মেয়াদী প্রাক-বিদ্যালয় ও প্রাক-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণসহ পাঠ্যসূচী অনুসরণ করবে।

ঙ) বিশেষ শিক্ষা বিদ্যালয় এবং কেন্দ্রে প্রশিক্ষণকালে নিরূপন পদ্ধতির মাধ্যমে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সাধারণ শিক্ষার কার্যক্রমে বদলী করা হবে।

চ) বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ ও আবাসিক ব্যবস্থা বিনামূল্যে প্রদান করা হবে।

ছ) প্রতিবন্ধীত্বের কারণে যদি কোন ছাত্র এক বা একাধিক বিষয়ে অধ্যয়নে অসমর্থ হয় তবে সেক্ষেত্রে বিকল্প বিষয় বা বিষয় সমূহের ব্যবস্থা অনুমোদন করা হবে।

জ) প্রতিবন্ধী ছাত্ররা যেখানে ভর্তি হবে, সেখানে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অধিকার/সুযোগ থাকবে। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীদের ব্রেইল পদ্ধতির প্রশ্নপত্র সরবরাহ করা হবে এবং তাদের উত্তরপত্র ব্রেইল পদ্ধতিতে প্রদানের ব্যবস্থা থাকবে। যদি ব্রেইল পদ্ধতিতে পরীক্ষায় অংশগ্রহণে অসম হয় তবে সহায়ক ব্যক্তির সাহয্যে পরীক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা থাকবে। শারীরিক প্রতিবন্ধী ছাত্রের যদি লিখতে অসুবিধা থাকে তবে সহযোগির ব্যবস্থা করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষার মৌলিক অধিকার বাস্তবায়নের নিমিত্তে উপরোক্ত কাজগুলি সহজেই করা সম্ভব। অনেকেরই ধারণা প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েরা সাধারন/অন্যান্যদের মত শিক্ষা গ্রহণে অপারগ। কিন্তু ইহা পরীক্ষিত যে , প্রতিবন্ধী শিশুদের মধ্যে অধিকাংশই সাধারণ ছেলেমেয়েদের সাথে সমভাবে শিক্ষাগ্রহনে সমর্থ। একীভূত শিক্ষা "ইনক্লুসিভ এডুকেশন" ব্যবস্থায় প্রতিবন্ধীদের এক বিশাল অংশ সাধারণ শিক্ষার আওতায় আসতে পারে। এবং শিক্ষার মৌলিক অধিকার লাভে সহায়তা পেতে পারে। গুরুতর প্রতিবন্ধীতার ক্ষেত্রে বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব।

৬. পূণর্বাসন ঃ

প্রতিবন্ধীদের পূনর্বাসনের ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রদান ব্যতীত নিম্নোক্ত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত থাকবে। যেমন ঃ চিকিৎসাসেবা, উপকরণ সরবরাহ, বৃত্তিমূলক পুনর্বাসন ও উপদেশনা প্রদান।

এজন্য-

ক) চিকিৎসাগত সহযোগিতার মাধ্যমে প্রতিবন্ধীত্ব দূর করা সম্ভব কি না অথবা প্রতিবন্ধীত্বের প্রভাব হ্রাস করা সম্ভব কিনা নিরুপন করা হবে।ঃ

খ) চিকিৎসা পূর্নবাসন, স্বাস্থ্য বিভাগ কর্তৃক প্রদান করা হবে।

গ) চিকিৎসার পরও যদি প্রতিবন্ধীত্বের প্রভাব থেকে যায় তবে সাম্ভাব্য উপকরন সরবরাহের বিষয়ে নিরুপন করা হবে।

ঘ) চিকিৎসাগত ও কৌশলগত পূর্নবাসনের পর বৃত্তিমূলক পূর্নবাসন নিরুপন বা নিশ্চিত করা হবে। এই সব পদ্ধতির মুল বৃত্তিমুলক প্রশিক্ষনের সুবিধা, অন্যান্য সমন্বিত কর্মসূচী অথবা বিশেষ পূর্নবাসন/রিসোর্স কেন্দ্রের সুপারিশক্রমে করা হবে।

ঙ) পুর্নবাসন ও রিসোর্স কেন্দ্রসমুহ সরবরাহ করবে-

- প্রযুক্তিগত ও বৃত্তিমুলক পুর্নবাসনের জন্য বহুমুখী পেশাজীবীদের দ্বারা পুর্নবাসন

Dhaka University Institutional Repository

পদ্ধতি নিরুপন,

- প্রশিক্ষন ম্যানুয়েল বিশেষ করে প্রাত্যহিক জীবন যাপনের কলা-কৌশল সম্বলিত ম্যানুয়েল,
- ম্যানুয়েল অনুযায়ী পুর্নবাসন,
- বৃত্তিমুলক ও সামাজিক পুর্নবাসনের উপদেশনা,
- চাকুরী সনাক্তকরন ও কর্মস্থলে তার অনুসরণ,
- সমন্বিত পুর্নবাসন কর্মসূচীর সহায়ক সেবা প্রদান।

৭। জনবল উন্নয়ন ঃ

প্রতিবন্ধীদের অধিকার গুলোকে সন্তোষজনক করনার্থে প্রশিক্ষন ও পুর্নবাসনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জনবলের বিশেষ প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা থাকবে।

এ জন্য-

ক) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান থেকে বিশেষ শিক্ষা ও পুর্নবাসন সংক্রান্ত শিক্ষক ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট জনবলের প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা হবে;

খ) অনুমোদিত প্রশিক্ষন সমাপ্তির শর্তে বিশেষ শিক্ষা ও পুর্নবাসন কার্যক্রমের জন্য শিক্ষক ও প্রশিক্ষকগনের নিয়োগ দানের ব্যবস্থা করা হবে;

গ) সর্বস্তরের সরকারী কর্মকর্তাগনকে প্রতিবন্ধীত্ব বিষয়ক প্রশিক্ষন প্রদান করা হবে;

ঘ) স্বাস্থ্যকর্মী, সমাজসেবী ও শিক্ষকগনকে প্রতিবন্ধীত্ব বিষয়ক প্রশিক্ষন প্রদান করা হবে।

ঙ) প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কর্মরত বেসরকারী সংগঠন সমুহের উন্নয়ন কর্মীদের প্রতিবন্ধীতা বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা হবে।

এছাড়াও প্রতিবন্ধীদের ক্ষমতায়নের জন্য প্রতিবন্ধীত্বের ধরন, মাত্রা বিবেচনা করে সম্ভাব্যতানুযায়ী তাদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষনের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন করতে হবে। তাদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে চলমান উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। সরকারী বেসরকারী ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক সংগঠন সমূহের মধ্যে এ সংক্রান্ত উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৮। কর্মসংস্থান ঃ

কর্মসংস্থান-সকল প্রকার পুনর্বাসন কাজকর্মের অন্যতম লক্ষ্য যেন প্রতিবন্ধীরা মর্যাদার

Dhaka University Institutional Repository

সাথে অর্থবহ, ফলপ্রসু ও অবদানমূলক জীবনযাপন করতে পারে।

এজন্য-

ক) উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র সনাক্তকরণ ও উন্মুক্ত কর্মস্থলে চাকুরী প্রদান, সকল প্রকার পুর্নবাসন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে গণ্য করা হবে।

(খ) পুনর্বাসন অথবা রিসোর্স কেন্দ্র প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের পরামর্শ প্রদান করবে এবং প্রয়োজনে ইন সার্ভিস প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করবে।

(গ) উন্মুক্ত কর্মসংস্থান করা সম্ভবপর না হলে প্রতিবন্ধীগণ যদি স্বকর্মসংস্থান উপযোগী হন তবে তাকে উৎসাহিত করা হবে। আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে প্রতিষ্ঠা সহায়তা, উপকরণ এবং / অথবা কাচামালের এবং/অথবা ঋণের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহায়তা দেয়া হবে। এ ধরণের সহায়তা প্রদান জাতীয় সমন্বয় কমিটির সুপারিশে চুড়ান্ত করা হবে।

(ঘ) জটিল ধরণের প্রতিবন্ধীরা যদি উপযুক্ত কর্মসংস্থান অথবা আত্ম কর্মসংসস্থানের অনুপযোগী হয় তবে বিকল্প পদ্ধতি হিসেবে পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপনের বিষয় বিবেচনা করা হবে।

(ঙ) সরকার কর্তৃক চরম প্রতিবন্ধীর জন্য জাতীয় সমন্বয় কমিটির সুপারিশ ক্রমে প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদান করা হবে।

(চ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বিধি মোতাবেক শতকরা ১০% প্রতিবন্ধীদের কর্মসংস্থান সংরক্ষন করা হবে। সকল শ্রেণীর প্রতিবন্ধীর জন্য কর্মসংস্থান, পদোন্নতি, চাকুরীস্থল, সরকারী অথবা বেসরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে সমান সুযোগ প্রদান করা হবে।

(ছ) প্রতিবন্ধীদের জন্য কর্মসংস্থান বৃদ্ধি কল্পে সচেতনতা বৃদ্ধির প্রচারাভিযান চালান হবে।

(জ) অন্যান্য বিষয়ে একজন প্রতিবন্ধী উপযুক্ত বিবেচিত হলে শুধুমাত্র প্রতিবন্ধীত্বের কারণে সরকারী চাকুরীতে অযোগ্য বিবেচিত করা যাবে না ও বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখা যাবে না।

(ঝ) প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে নির্ধারিত বয়সসীমা ৫ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য করা হবে।

(ঞ) চাকুরীরত অবস্থায় প্রতিবন্ধীত্ব অর্জন করলে কাউকে চাকুরীচ্যূত করা যাবে না। পক্ষান্তরে তাদের পুনর্বাসনের সুযোগ দেয়া হবে। যদি পুনর্বাসন করা সম্ভব না হয় তবে সে ক্ষেত্রে উপযুক্ত ক্ষতিপুরণ দেয়া হবে।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়াও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান বিষয়টি সম্পর্কে নিয়োগ কর্তার উৎসাহ সৃষ্টিতে এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদের নিয়োগ করনে কর রেয়াজের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৯। গবেষণা ঃ

প্রতিবন্ধীদের জন্য সকল বিধি উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক পদ্ধতি হিসেবে গণ্য করা হবে। এজন্য-

(ক) প্রতিবন্ধীত্ব প্রতিরোধ নিবারণ, পুনর্বাসন ও কর্মসংস্থানের বিভিন্ন বিষয়ে সকল স্বাস্থ্য কেন্দ্র, রিসোর্স কেন্দ্র, পুনর্বাসন কেন্দ্র এবং কর্মী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে গবেষণা করা হবে।

(খ) দলগত বা ব্যক্তিগত পর্যায়ে গবেষণার জন্য বৃত্তি সংগ্রহ করা যাবে। এরূপ বৃত্তি প্রদান সিদ্ধান্ত জাতীয় সমন্বয় কমিটির সুপারিশক্রমে গ্রহণ করা হবে।

এছাড়াও প্রতিবন্ধীদের মনস্তাত্তিক, আবেগীয়, দাম্পত্যজীবন যাপন ও আর্থ সামাজিক ক্ষমতায়নের বিষয়ে গবেষণা করা হবে। এবং গবেষণার কাজকে উৎসাহিত করা হবে।

১০। মুক্ত চলাচল ও যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা ঃ

জনসেবা ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ, অবদান এবং উপকৃত হওয়ার লক্ষ্যে যানবাহন, ভবনসমূহ, ও অন্যান্য নাগরিক সুবিধার ক্ষেত্রে সহজগম্যতা প্রতিবন্ধীদের জন্য একটি শর্ত। এজন্য-

(ক) প্রতিবন্ধীদের জন্য ভবন ও অন্যান্য গণসুবিধাদি যথা সরকারী অফিসভবন, রেলস্টেশন, আভ্যন্তরিণ নৌপরিবহণ স্টেশন, বাস টার্মিনাল, বিমান বন্দর, জেলখানা, হাসপাতাল, ব্যাংক, পোঃ অফিস, সিনেমা হল, পাঠাগার, মিলনায়তন ও পার্ক ভোগ ও ব্যবহারের জন্য বিশেষ আইন প্রণয়ন এবং জাতীয় বিল্ডিং কোডসহ অন্যান্য আইনে অন্তর্ভূক্ত করা হবে।

(খ) যদি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি পরিচয়পত্র প্রদান করতে সক্ষম হয়, তবে পথ প্রদর্শক বা হুইল চেয়ার ব্যবহারকারী ব্যক্তির জন্য বাস, ট্রেন, বিমান ও জলযানে অতিরিক্ত ভাড়া গ্রহণ করা যাবে না।

(গ) জাতীয় ট্রাফিক কোডে প্রতিবন্ধীদের নিরাপদ ভ্রমনের জন্য বিশেষ আইন প্রণয়ন ও অন্তর্ভূক্ত করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

(ঘ) যেসকল যানবাহনে অথবা প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধীরা যাতায়াত করেন তাদের ক্ষেত্রে সড়ক কর, কাস্টম্স কর, ভ্যাট প্রভৃতি জাতীয় সমন্বয় কমিটির সুপারিশক্রমে রহিত করা হবে।

(ঙ) প্রতিবন্ধীদের জন্য উপযুক্ত যানবাহন চালাতে সক্ষম প্রতিবন্ধীদের লাইসেন্স প্রাপ্তির অধিকার এবং সুযোগ থাকবে।

উপরোল্লেখিত বিষয়সমূহ বাস্তবায়নের জন্য রাজউকসহ ভবনের নকসা তৈরি সংস্থাসমূহ ও নির্মান প্রতিষ্ঠান কর্তপক্ষকে এ ব্যাপারে তৎপর হতে হবে। সরকারী, আধাসরকারী, বেসরকারী, রিয়াল এস্টেট ব্যবসায়ীকে উপরোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে সচেতন হতে হবে।

১১। তথ্য ঃ

সমতা, আইন ও অংশগ্রহনের সচেতনতা সৃষ্টির জন্য জনগণের নিকট তথ্য সরবরাহ প্রয়োজনীয়। প্রতিবন্ধীদের নিকট সংশ্লিষ্ট তথ্য সরবরাহ, তাদের জীবনযাপন ও সমাজে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ইতিবাচক অবদান রাখবে।

এজন্য-

(ক) প্রতিবন্ধীত্ব বিষয়ক প্রচারে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ সচেতনতা সৃষ্টির জন্য কার্যক্রম হাতে নিবে।

(খ) প্রতিবন্ধীদের (বিশেষ করে শ্রবণ প্রতিবন্ধী, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ও মানসিক প্রতিবন্ধী) জন্য বিশেষ অনুষ্ঠানমালা বাংলাদেশ টেলিভিশন ও জাতীয় সম্প্রচার কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রচারিত হবে।

১২। চিত্ত বিনোদন ঃ

সকলের কল্যাণ ও উপভোগের নিমিত্তে বিদ্যমান জনবিনোদনমূলক সুযোগ সুবিধার উন্মুক্ত সুবিধা গ্রহণ করা থেকে প্রতিবন্ধীদের বঞ্চিত রাখা যাবে না।

এজন্য-

(ক) প্রতিবন্ধীদের জন্য সকল প্রকার খেলাধূলাসহ অন্যান্য বিনোদনমূলক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ অবাধ করা হবে।

(খ) প্রতিবন্ধীদের জন্য জাতীয় ক্রীড়া সংস্থা গঠন করা হবে এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় প্রতিবন্ধীদের খেলাধুলা আয়োজন করবে।

Dhaka University Institutional Repository

(গ) সমগ্র দেশব্যাপী প্রতিবন্ধীদের জন্য উপযুক্ত স্থানে তথ্য ও রিসোর্স কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হবে। পর্যান্ত পরিমাণে উপযুক্ত পুস্তক, পত্রিকা, পুস্তিকা ও অন্যান্য শিক্ষামূলক উপকরণাদী গবেষনা ও জনশক্তি উন্নয়নের জন্য সহজলভ্য করা হবে।

(ঘ) ব্রেইল পদ্ধতির পুস্তক প্রণয়ন ও রেকর্ডকৃত ক্যাসেট বাংলা একাডেমী কর্তৃক রিসোর্স কেন্দ্রে সরবারাহ করা হবে।

(ঙ) বাংলাদেশ টেলিভিশন কর্তৃক শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জন্য সাংকেতিক ভাষায় বিশেষ অনুষ্ঠানমালা প্রচার করা।

(চ) সাংস্কৃতিক বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিভাবান প্রতিবন্ধীদের দ্বারা অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করবে।

(ছ) তথ্য মন্ত্রণালয় প্রতিবন্ধীদের জন্য রেডিও টেলিভিশনসহ গণমাধ্যমসমূহে (উপগ্রহ প্রচার কেন্দ্র) প্রত্যেহ বিশেষ অনুষ্ঠানমালা প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৩।প্রতিবন্ধীর জন্য ও প্রতিবন্ধীদের দ্বারা স্বনির্ভর আন্দোলন ঃ

(ক) নেতৃত্বের গুণাবলী ও স্বনির্ভর কর্মসূচীর উন্নয়নে প্রশিক্ষণ কর্মসূচী জাতীয় সমন্বয় কমিটি কর্তৃক গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে।

(খ) আত্নসচেতন কর্মসূচী ও বেসরকারী সংগঠন কর্তৃক কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে। যা প্রতিবন্ধীদের শোষণ, বৈষম্য ও হীনমন্যতা দূর করবে।

১৪। বাস্তবায়ন ও সমন্বয় সাধন ঃ

(ক) প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা বাস্তবায়নের সার্বিক দায়িত্ব প্রতিবন্ধীদের জাতীয় সমন্বয় কমিটির উপর অর্পিত থাকবে। এই কমিটি নীতিমালা অনুযায়ী উপকমিটি সমূহকে যেমন, স্বাস্থ্যসেবা, কর্মসংস্থান, মুক্ত চলাচল, তথ্য, জেলা সমন্বয়, জাতীয় পুরস্কার ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার জন্য সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব অর্পন করবে।

(খ) সমাজসেবা অধিদপ্তরের অধীন পরিচালক (প্রতিবন্ধী) পদ সৃষ্টি করা হবে। তিনি প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা ও পূনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহন ও বাস্তাবায়ন করবেন ও বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন ও প্রতিবন্ধী রেজিষ্ট্রার সংরক্ষন করবে।

উল্লেখিত নীতিমালার আলোকে বলা যায় যেহেতু বাংলাদেশের সংবিধানে এবং

Dhaka University Institutional Repository

আর্ন্তজাতিক ঘোষনা পত্র ও সিদ্ধান্তসমুহে প্রতিবন্ধীদের পুর্ন অংশ গ্রহন ও সমঅধিকার নিশ্চিতকরনের নীতিসমূহ গ্রহন করা হয়েছে সেহেতু, আমাদের দেশে নির্মিত সকল প্রকার অফিস, আদালত, বিল্ডিং এপার্টমেন্ট, রিয়েলএষ্টেট সহ আরো অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সমূহ এমন ভাবে নির্মান করতে হবে যা প্রতিবন্ধী নীতিমালার অর্ন্তভূক্ত।

বর্নিত নীতিমালাটি মন্ত্রনালয়ে অনুমোদন হওয়ার পর স্বাভাবিক ভাবে আশা করা হয়েছিল যে এটি বাস্তবায়িত হবে। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় সরকার অনুমোদিত রাষ্ট্রীয় এই নীতিমালার কোন অনুচেচ্ছদ কার্যকর করা হচেছ না। বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ এ সম্পর্কে ওয়াকেবহাল নন। ১৯৯৫ থেকে ২০০০ সাল পাচ বছর সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাবার পরও এ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট মহলে কোন সাড়া শব্দ নেই। এছাড়া প্রতিবন্ধীতার কারনে কোন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বিসিএস পরীক্ষার অংশ গ্রহন করতে পারে না। সব দিক বিবেচনা করে জাতিসংঘের প্রতিবন্ধী বিষয়ক কার্যক্রম পরিকল্পনা ও ষ্ট্যান্ডার্স রুলস এর ১৫নং ধারা মোতাবেক প্রতিবন্ধীদের জন্য আইন প্রনয়ন জরুরী হয়ে পড়ে।

জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম ১৯৯৬ সালে এ সংক্রান্ত আইনের একটি খসড়া রচনা করে সরকারের কাছে জমা দিয়েছে। আজও সেই আইন পার্লামেন্টে অনুমোদনের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয় থেকে পেশ করা হয়নি।

বাংলাদেশের প্রতিবন্ধী বিষয়ক আইন সংক্রান্ত তথ্য ও বিবরণ ঃ

জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম - প্রতিবন্ধী বিষয়ক আইনের খসড়া প্রনয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ সম্বলিত একটি কমিটি গঠন করে। ১৯৯৬ সনের ২৭শে জুলাই তারিখে গঠিত ৮ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি একটি খসড়া প্রনয়ন করার পর ১৯৯৬ সালের ২৮শে নভেম্বর এ বিষয়ে দিনব্যাপী কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় জাতীয় সংসদের মাননীয় উপনেতা জনাব জিল্লুর রহমান উপস্থিত ছিলেন। সমাজ কল্যান মন্ত্রনালয়, সমাজ সেবা অধিদপ্তর, পরিসংখ্যান বুরোসহ সরকারী সংশ্লিষ্ট সম্মানিত কর্মকর্তাগনসহ বেসরকারী স্বেচচ্ছাসেবী সংগঠনের জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক প্রতিনিধিগন কর্মশালায় অংশগ্রহন করেন। কর্মশালায় খসড়া আইনটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও মতের আদান প্রদান শেষে সুপারিশ ও সংশোধনী সহ খসড়া আইনটি সরকারের কাছে দাখিল করার জন্য গৃহীত হয়। একই বছর বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে ১০ই ডিসেম্বর উক্ত খসড়াটি জাতীয় সংসদের উপনেতা জনাব জিল্লুর রহমানের কাছে জমা দেয়া হয়েছিল। তিনি কথা দিয়েছিলেরন জাতীয় সংসদে প্রতিবন্ধী বিষয়ক আইনের এ খসড়াটি বিল আকারে উপসংস্থাপনের ব্যবস্থা করবেন এবং অনুমোদনের জন্য অবদান রাখবেন। প্রতিবন্ধী বিষয়ক খসড়া আইনের কপি জাতীয় সংসদের সকল সদস্যদের মধ্যে এবং সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মকর্তাদের মধ্যে বিতরন করা হয়। ১৯৯৭ সনের ৩রা ডিসেম্বর আর্ন্তজাতিক প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষে ঢাকায় ৭ দিন ব্যাপী "দ্বিতীয় দক্ষিণ এশীয় সমাজ ভিত্তিক পূর্নবাসন সম্মেলন" অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা তার বক্তৃতায় জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম প্রনীত প্রতিবন্ধী বিষয়ক খসড়া আইনটি অনুমোদনের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। সমাজ কল্যান প্রতিমন্ত্রী, সমাজ কল্যান মন্ত্রনালয়ের সচিব সহ সরকারী উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ঐদিন জাতীয় সংসদ ভবনের পাদপীঠে অবস্থিত সমতার মঞ্চে হাজার জনতার উপস্থিতিতে সংসদ উপনেতা তার প্রতিশ্রুতির কথা পুনরায় উল্লেখ করেন।

পানি সম্পদ মন্ত্রী, আব্দুর রাজ্জাক, কৃষি মন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী এ্যাডভোকেট আব্দুল মতিন খসরু, শ্রম ও জন শক্তি মন্ত্রী এমএ মান্নান, যুব ও ক্রিড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, অর্থমন্ত্রী শাহ এস,এ,এম কিবরিয়া, বন ও পরিবেশ মন্ত্রী সাজেদা চৌধুরী, তথ্য প্রতিমন্ত্রী আবু সাইদ, পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর, ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মওলানা নুরুল ইসলাম, প্রাথমিক ও গন শিক্ষা প্রতি মন্ত্রী সতিশচন্দ্র রায়, ভূমি প্রতিমন্ত্রী রাশেদ মোশারফ, প্রতিমন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী, প্রতিবন্ধী বিষয়ক বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদান করেছেন।

বিভিন্ন মন্ত্রনালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যানগণও প্রতিবন্ধী বিষয়ক বিভিন্ন সেমিনারে অংশগ্রহন করে এ বিষয়ে তাদের ভূমিকা নেওয়ার কথা বলেছেন। সমাজকল্যান মন্ত্রনালয় বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান দবিরুল ইসলাম, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান ডঃ এমএস আকবর, তথ্য মন্ত্রনালয় বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদ তাদের মধ্যে অন্যতম।

এ ছাড়াও মাননীয় সংসদ সদস্যগন তাদের নিজ নিজ এলাকায় ও জাতীয়ভাবে আয়োজিত প্রতিবন্ধী বিষয়ক বিভিন্ন কর্মকান্ডে অংশ নিয়ে প্রতিবন্ধীদের পক্ষে কাজ করার অঙ্গিকার করেছেন। জাতীয় দৈনিক পত্রিকা সমূহে প্রতিবন্ধীদের আইন বিষয়ে বহু প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও মতামত সম্বলিত লেখা ছাপা হয়েছে।

১৯৯৮ সনের ৪ঠা জুলাই, জাতীয় সংসদ সদস্য, সাংবাদিক ও সরকারী কর্মকর্তাদের নিয়ে এ বিষয়ে দিনব্যাপী সেমিনার আয়োজিত হয়েছিল। বিরোধী দলের সংসদ সদস্য ও প্রাক্তণ মন্ত্রী এম কে আনোয়ার ও মোহাম্মদ আলী সহ সরকারী দলের অনেক সংসদ সদস্য উক্ত কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন। একই বছর মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর সাথে জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরামের একটি প্রতিনিধি দল দেখা করে এ বিষয়টি অবিলম্বে বাস্তবায়নের জন্য লিখিত আবেদন জানিয়েছিল।

১৯৯৯ সনের ৩রা ডিসেম্বর আর্ন্তজাতিক প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সমতা সপ্তাহের অনুষ্ঠানমালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সংসদ ভবনের দক্ষিন প্লাজায় স্থাপিত সমতার মঞ্চে মাননীয় আইন মন্ত্রী বলেছেন তার মন্ত্রনালয়ে যাওয়ার ৭ দিনের মধ্যে তিনি তার কাজ শেষ করে দেবেন। সমাজকল্যান প্রতিমন্ত্রী বলেছেন আগামী ২ মাসের মধ্যে খসড়াটি চুড়ান্ত করে পাঠাবেন। সচিব মহোদয় অবশ্য এক মাসের মধ্যে কাজ সমাপ্ত করবেন বলে আশা করছেন।

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

রেজিষ্টার্ড নং ডি এ-১

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, ফেব্রুয়ারি ১৬, ২০০০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৬ নভেম্বর ১৯৯৯/২ অগ্রহায়ণ ১৪০৬

নং সকম/প্রতিবন্ধী/৪৮/৯৮-৪৩৩—মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্ত মোতাবেক আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের Vetting গ্রহণপূর্বক The Societies Registration Act, ১৮৬০ এর আওতায় সরকার "জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন" গঠন করেছেন। "জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন" এর সংঘস্মারক ও গঠনতন্ত্র সংশ্লিষ্ট সকলের জ্ঞাতার্থে এতদসংগে প্রকাশ করছে।

ডঃ ক্ষণদা মোহন দাশ
সচিব।

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

Dhaka University Institutional Repository

দি সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন এ্যাক্ট-১৮৬০
জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন
এর
সংঘস্মারক

The Societies Registration Act 1860
Memorandum of Association
of
National Foundation for Development of the Disabled Persons

মুখবন্ধ ঃ

যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়ন ও তাদের স্বার্থ সুরক্ষার বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছে এবং যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রতিবন্ধীদের কল্যাণ ও সমঅধিকার প্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত সহানুভূতিশীল, সম্ভব সবধরণের সহযোগিতা প্রদানে আগ্রহী এবং যেহেতু ১৯৯৭ সনের ৩রা ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস উদযাপন উপলক্ষে দ্বিতীয় দক্ষিণ এশিয় সমাজভিত্তিক পুনর্বাসন সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিবন্ধীদের কল্যাণ ও উন্নয়নে তহবিল গঠনের পরামর্শ দিয়েছেন এবং যেহেতু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উক্ত আগ্রহ ও আশ্বাসকে বাস্তবায়ন করতে বর্তমান অর্থ বাজেটে প্রতিবন্ধীদের সহায়তাদানে বিশেষ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। সেহেতু সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিবন্ধীদের কল্যাণ ও উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নের নিমিত্ত জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন গঠন করা হল।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার এক উল্লেখযোগ্য অংশ শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী। বাংলাদেশে প্রতিবন্ধীদের সংখ্যা ও কারণ সঠিকভাবে নিরূপণ করা সম্ভব না হলেও বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিবন্ধী বিষয়ক বিশেষজ্ঞ কমিটির তথ্য অনুযায়ী উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের মোট জনসংখ্যার ১০% লোক প্রতিবন্ধী। এই সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। জন্মগত, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ঘটনা, অপুষ্টি, পরিবেশ দূষণ, নানাবিধ রোগ ও অন্যান্য কারণ এই প্রতিবন্ধীত্বের কারণ।

প্রতিবন্ধীত্বসম্পন্ন জনগোষ্ঠীকে মূলতঃ মোট পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে ঃ—

১। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী।

২। শারীরিক প্রতিবন্ধী।

৩। শ্রবণ প্রতিবন্ধী।

৪। মানসিক প্রতিবন্ধী।

৫। অন্যান্য কারণে প্রতিবন্ধী।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবন্ধীদের জন্য উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক যে সমস্ত কর্মসূচী সরকারী ও অসরকারী পর্যায়ে বর্তমানে বিদ্যমান তা চাহিদার তুলনায় খুবই অপ্রতুল বিধায় প্রতিবন্ধীদের সেবায় যথার্থ ও শক্তিশালী ভূমিকা রাখার জন্য সরকার জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন (এই ফাউন্ডেশন প্রতিবন্ধী বিষয়ক যাবতীয় কার্যক্রম সমন্বয় সাধন এবং জাতীয় পর্যায়ে নীতি নির্ধারণ ও নীতি বাস্তবায়ন বিষয়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।)

ধারা-১ ঃ নামকরণ ঃ এই সোসাইটির নাম "জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন" নামে অভিহিত হবে।

ধারা-২ ঃ ঠিকানা ঃ রাজধানী ঢাকা শহরের যে কোন সুবিধাজনক স্থানে ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয় স্থাপন করা হবে। প্রয়োজনবোধে পরিচালকমণ্ডলী ভবিষ্যতে দেশের যে কোন স্থানে শাখা অফিস স্থাপন করতে পারবেন।

ধারা-৩ ঃ কর্মএলাকা ঃ সমগ্র বাংলাদেশ।

ধারা-৪ ঃ উদ্দেশ্য ঃ জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য কাজ করবে ঃ—

(১) বাংলাদেশের প্রতিবন্ধী নাগরিকগণের সমমর্যাদা, অধিকার, পূর্ণ অংশগ্রহণ ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ।

(২) প্রতিবন্ধীত্বের কারণ এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে গবেষণা/প্রকাশনা ও জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ। এই লক্ষ্যে জাতীয়, আন্তর্জাতিক দিবস ও উৎসবসমূহ উদ্‌যাপন করা।

(৩) প্রতিবন্ধীদের জন্য গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠাকরণ এবং সহযোগিতা প্রদান,

স্টাইপেন্ড, বৃত্তি, ফেলোশীপ প্রদান করা,

কমিটি, সাব-কমিটি এবং স্টাডি গ্রুপ গঠন,

সেমিনার, ওয়ার্কশপ এবং কনফারেন্সের আয়োজনকরণ,

ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্যকে অগ্রবর্তী করার উদ্দেশ্যে মনোযোগ, বুলেটিন, জার্নাল, সাময়িকী ও পুস্তিকাদি প্রকাশনা।

(৪) প্রতিবন্ধীদের চিহ্নিত ও সনাক্তকরণপূর্বক বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ।

(৫) প্রতিবন্ধীদের কল্যাণ ও উন্নয়নে কর্মরত প্রতিষ্ঠান/সমিতি/সংগঠন/সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদান এবং সংশ্লিষ্ট কাজের সমন্বয় সাধন।

(৬) প্রতিবন্ধীদের সম্বন্ধে গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে প্রতিবন্ধী সম্পর্কিত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত করার পদক্ষেপ গ্রহণে সংশ্লিষ্টদের উদ্বুদ্ধকরণ।

Dhaka University Institutional Repository

(৭) প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠির পুনর্বাসনের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

(৮) প্রতিবন্ধীদের অন্তর্নিহিত মেধা বিকাশের জন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটের আলোকে যুগোপযোগী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণমূলক কর্মসূচীর পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ। এই লক্ষ্যে শিক্ষা প্রশিক্ষণকে কার্যকর করার জন্য বিভিন্ন ধরণের শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ, উৎপাদন ও বন্টনের পদক্ষেপ গ্রহণসহ এ কাজে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান সমূহকে সহায়তা প্রদান।

(৯) প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য উপযুক্ত শিক্ষক, প্রশিক্ষক তৈরীর পদক্ষেপ গ্রহণ।

(১০) দেশে বিদ্যমান পেশা অনুযায়ী প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে তোলা যাতে তারা যোগ্যতা অনুযায়ী সহজে মজুরী/কর্মসংস্থান কিংবা স্বাবলম্বী হবার মাধ্যমে পুনর্বাসিত হতে পারেন। বিভিন্ন সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত ও অসরকারী সংস্থায় কোটা/বোটা বহির্ভূত চাকুরী কোটার ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ।

(১১) প্রতিবন্ধীদের ধরণ অনুযায়ী চিকিৎসা সুবিধা প্রদানের জন্য বিশেষ ও উপযোগী পরিবেশসম্পন্ন অবকাঠামো তৈরীর পদক্ষেপ গ্রহণ ও বিদ্যমান হাসপাতাল সমূহকে এ বিষয়ে সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান।

(১২) আত্মকর্মসংস্থানের ব্যাপারে ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের আর্থিক ও সহায়ক উপকরণ দিয়ে সাহায্যকরণ।

(১৩) গুরুতর ও অতিগুরুতর প্রতিবন্ধীদের জন্য ফাউন্ডেশন কর্তৃক হোম বা প্রতিবন্ধী নিবাস চালু ও পরিচালনা করার দায়িত্ব গ্রহণ।

(১৪) প্রতিবন্ধীদের সমাজে সঠিক অর্থে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে আইনগত অধিকার নিশ্চিত করার সহায়ক পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য সম্পদ অর্জনে আইনগত সহায়তা দান।

(১৫) সরকারী নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদের স্বার্থ সংরক্ষণ বিষয়ে সুপারিশমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ।

(১৬) প্রতিবন্ধীদের শৈল্পিক বা সাংস্কৃতিক প্রতিভার বিকাশ, বিনোদন ও তথ্য প্রচারের উদ্দেশ্যে বেতার, টেলিভিশন, সংবাদপত্র এবং গণ-যোগাযোগ মাধ্যমসমূহে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ।

(১৭) প্রতিবন্ধীদের ক্রীড়া ও শরীরচর্চা বিষয়ক কর্মকান্ডে উৎসাহিত করা এবং এসব কর্মকান্ডকে বাস্তবায়ন করতে সহযোগিতা করা।

(১৮) ক্ষেত্র বিশেষে প্রতিবন্ধীদের আজীবন সেবা-যত্নের লক্ষ্যে তাদের পিতামাতা বা অভিভাবককে সম্ভাব্য সব ধরণের সাহায্য করা। শ্রেষ্ঠ সেবাদানকারীকে পুরস্কারের মাধ্যমে উৎসাহিত করা।

Dhaka University Institutional Repository

(১৯) প্রতিবন্ধীদের চলাচল ও যাতায়াত ব্যবস্থা নিরাপদ ও সুগম করতে সংশ্লিষ্টদের উদ্বুদ্ধ করা।

(২০) প্রতিবন্ধীদের বৃহত্তর কল্যাণের লক্ষ্যে সরকারী অসরকারী পর্যায়ে পরিচালিত উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে প্রতিবন্ধীত্ব বিষয়টিকে সম্পৃক্তকরণে পদক্ষেপ নেয়া।

(২১) প্রতিবন্ধীদের কল্যাণমূলক কর্মকে উৎসাহিত, সহযোগিতা ও বেগবান করা। আধুনিক প্রযুক্তি ও ধ্যানধারণা ব্যবহার করে দারিদ্র্য বিমোচন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।

(২২) ফাউন্ডেশনের লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য সরকারী, অসরকারী, আধা-সরকারী, স্বেচ্ছামূলক সংগঠন/সমিতি, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গের মধ্যে পারস্পরিক সুসম্পর্ক স্থাপনের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, সভা ইত্যাদি আয়োজন করা।

(২৩) ফাউন্ডেশন এবং উহার অংগ সংগঠনে কর্মরত অথবা ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত এবং সমর্থিত বিভিন্ন প্রকল্প বা কর্মসূচীকে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন করা।

(২৪) ফাউন্ডেশনের পরিচালকমন্ডলীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ফাউন্ডেশনের অর্থ স্বল্প বা দীর্ঘ মেয়াদে বিনিয়োগ করা।

(২৫) ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্যকে সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে দেশের ভিতরে বা বাহিরে একই ধরণের উদ্দেশ্য সম্বলিত সংগঠন, প্রতিষ্ঠান, সংঘ, সমিতি, আন্তর্জাতিক সংস্থা, জাতিসংঘের অঙ্গ-সংগঠন ইত্যাদির সাথে চুক্তি সম্পাদন ও সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা।

(২৬) ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্যে উপনীত হবার জন্য যে কোন শিক্ষামূলক, সামাজিক, বাণিজ্যিক, কৃষি বা শিল্প সংক্রান্ত কার্যক্রমকে স্পন্সর এবং সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করা।

(২৭) ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্যসমূহকে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ফাউন্ডেশনের সকল আয় বিনিয়োগ করা।

(২৮) ফাউন্ডেশন প্রয়োজনে যে কোন স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয়, লীজ, ধার করতে পারবে এবং প্রয়োজনে উহা বা উহার অংশ বিশেষ বিক্রয়, লীজ অথবা ধার প্রদান করতে পারবে।

(২৯) ফাউন্ডেশন তার আদর্শ/উদ্দেশ্যের পরিপন্থী নয় এমন বিষয়ে সরকার, অসরকারী সংস্থা, যে কোন কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ অন্যান্য পাবলিক, কোয়াসাই পাবলিক প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তিতে উপনীত হতে পারবে।

(৩০) ফাউন্ডেশনের কার্য পরিচালনার জন্য কর্মচারী, পরামর্শক, বিশেষ নবনিয়োগ, নিয়োগ, লিয়েনে গ্রহণ, প্রেষণ অথবা চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ প্রদান এবং যে কোন চুক্তি বাতিল অথবা তাদের চাকুরী থেকে অপসারণ।

Dhaka University Institutional Repository

(৩১) প্রতিবন্ধীদের কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন-বলে বিবেচিত অন্যান্য কাজ।

(৩২) উপরের উদ্দেশ্য সমূহ পৃথকভাবে বা একত্রে ফাউন্ডেশন এর উদ্দেশ্য হতে পারবে ; ফাউন্ডেশনই উপরের উদ্দেশ্য সমূহে পুর্ণমাত্রায় ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে।

(৩৩) উপরের উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ফাউন্ডেশন নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে ঃ

(ক) দেশের ভিতরে অথবা বাহিরে অবস্থানরত সরকারী, অসরকারী, ব্যক্তিগত অথবা অন্য উৎস বা এজেন্সী, প্রতিষ্ঠান হতে ফাউন্ডেশনের তহবিল উন্নয়নের জন্য অনুদান, দান, ঋণ বা অর্থ সাহায্য গ্রহণ করা যাবে। শুধুমাত্র বিদেশী দান, অনুদান গ্রহণের ক্ষেত্রে ১৯৭৮ সালের বৈদেশিক সাহায্য অধ্যাদেশ মোতাবেক এই ধরণের অনুমোদন গ্রহণের প্রয়োজন হবে। তবে অভ্যন্তরীণ সাহায্য গ্রহণের ক্ষেত্রে এই ধরণের অনুমোদন গ্রহণের প্রয়োজন হবে না।

(খ) ফাউন্ডেশন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য পেনশন/প্রভিডেন্ট ফান্ড/ বেনেভোলেন্ট ফান্ড/গ্রুপ ইন্স্যুরেন্স অথবা চাকুরী বিধিমালা প্রণয়ন করতে পারবে।

(গ) ফাউন্ডেশনের সম উদ্দেশ্যসম্পন্ন যে কোন সংগঠন, সংস্থা, সমিতির সম্পত্তি গ্রহণ, অধিগ্রহণ, দান নেয়া যাবে অথবা সম উদ্দেশ্যসম্পন্ন কোন ট্রাষ্ট এর ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা যাবে।

(ঘ) ফাউন্ডেশনের স্বার্থের হানিকর সকল মামলা/মোকদ্দমার মোকাবেলা করা যাবে। অনুরূপভাবে ফাউন্ডেশনের স্বার্থ রক্ষার্থে যে কোন প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবে।

(৩৪) ফাউন্ডেশনের সব ধরণের আয় অবশ্যই ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ব্যবহৃত হবে।

ধারা-৫ ঃ ফাউন্ডেশনের আয় উহার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ব্যয় করা হবে। উহার আয় সদস্যদের মধ্যে লাভ বা বোনাস আকারে বন্টন করা হবে না।

ধারা-৬ ঃ

নিম্নে বর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে প্রথম পরিচালকমন্ডলী গঠন করা হল ঃ

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী
১	২
১	ডঃ ক্ষণদা মোহন দাশ, সচিব, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়
২	মোঃ আবদুল কাইউম ঠাকুর, যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন), শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩	মোঃ আশরাফ আলী, যুগ্ম-সচিব (অর্থ বিভাগ), অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

১	২
৪	শফিকুল ইসলাম, যুগ্ম-সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৫	মীর শাহাবুদ্দিন, মহাপরিচালক, সমাজ সেবা অধিদপ্তর
৬	মোহাম্মদ আবু হাফিজ, মহাপরিচালক (২), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
৭	অধ্যাপক আ,ব,ম আহসান উল্লাহ, মহাপরিচালক স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৮	অধ্যাপক মোঃ আবদুস সামাদ শেখ, পরিচালক, পংগু হাসপাতাল পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান, ঢাকা।
৯	খন্দকার জহুরুল আলম, সভাপতি, এন এফ ও ডব্লিউ ডি
১০	জওয়াহেরুল ইসলাম মামুন, সাধারণ সম্পাদক, এনএফ ও ডব্লিউ ডি, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

দি সোসাইটিজ রেজিষ্ট্রেশন এ্যাক্ট ১৮৬০
মোতাবেক
জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন
এর
গঠনতন্ত্র

The Societies Registration Act 1860
Articles of Association
of
National Foundation for Development of the Disabled Persons

....

(০১) নাম : জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

(০২) সংজ্ঞা.

(ক) সরকার : সরকার বলতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে বুঝাবে।

(খ) ফাউন্ডেশন : ফাউন্ডেশন বলতে "জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনকে" বুঝাবে। ইংরেজীতে National Foundation for Development of the Disabled Persons (NFDDP) কে বুঝাবে।

(গ) প্রতিবন্ধী : প্রতিবন্ধী বলতে ঐ সকল ব্যক্তিগণকে বুঝায় যারা শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধকতার কারণে স্বাভাবিক কাজ করার ক্ষেত্রে দুর্বলতা কিংবা বাধার সম্মুখীন। যথা :—

১। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী।
২। শারীরিক প্রতিবন্ধী।
৩। শ্রবণ প্রতিবন্ধী।
৪। মানসিক প্রতিবন্ধী।
৫। অন্যান্য কারণে প্রতিবন্ধী।

(ঘ) এ্যাক্ট : এ্যাক্ট বলতে সোসাইটিজ রেজিষ্ট্রেশন এ্যাক্ট ১৮৬০-কে বুঝাবে।

(ঙ) পরিচালকমন্ডলী (Board of Directors) : পরিচালকমন্ডলী বলতে ফাউন্ডেশনের গঠনতন্ত্রে বর্ণিত পরিচালকমন্ডলীকে বুঝাবে।

Dhaka University Institutional Repository

১	২	৩
	(চ) প্রতিবন্ধী ফোরাম	ঃ প্রতিবন্ধী ফোরাম বলতে বাংলাদেশে প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কর্মরত অসরকারী সংগঠনসমূহের সমন্বয়কারী সংগঠন "ন্যাশনাল ফোরাম অব অর্গানাইজেশন্স ওয়ার্কিং উইথ দি ডিসএ্যাবল্ড"-কে (এনএফওডব্লিউডি) বুঝাবে।
	(ছ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক	ঃ ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলতে সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালককে বুঝাবে।
	(জ) মাস	ঃ মাস বলতে ইংরেজী বর্ষের মাসকে বুঝাবে।
	(ঝ) অফিস	ঃ অফিস বলতে ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয়কে বুঝাবে।
	(ঞ) সদস্য	ঃ সদস্য বলতে পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যগণকে বুঝাবে।
০২।	সাংগঠনিক কাঠামো	ঃ ফাউন্ডেশনের সাংগঠনিক কাঠামো হবে দুটি ঃ (ক) পৃষ্ঠপোষকমণ্ডলী। (খ) পরিচালকমণ্ডলী।

Dhaka University Institutional Repository

(ক) পৃষ্ঠপোষকমন্ডলী ঃ

প্রধান পৃষ্ঠপোষক ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রি ফাউন্ডেশনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক থাকবেন।

পৃষ্ঠপোষকমন্ডলী ঃ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীগণ পৃষ্ঠপোষক থাকবেন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী অন্য যে কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব পৃষ্ঠপোষক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবেন। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব এ পৃষ্ঠপোষকমন্ডলীর সদস্য-সচিব থাকবেন। পৃষ্ঠপোষক-মন্ডলী বৎসরে অন্ততঃ দুটি সভায় মিলিত হবেন। প্রধান পৃষ্ঠপোষকের অনুমতি গ্রহণ সাপেক্ষে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে পৃষ্ঠপোষকমন্ডলীর সভা অনুষ্ঠিত হবে।

(খ) পরিচালকমন্ডলী ঃ ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা বাস্তবায়ন, নীতি নির্ধারণ ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য ১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালকমন্ডলী থাকবে। পরিচালকমন্ডলী বৎসরে অন্তত ৬টি সভায় মিলিত হবেন।

(গ) পরিচালকমন্ডলীর (Board of Directors) গঠন হবে নিম্নরূপ ঃ—

(১) সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্য।

(২) প্রতিবন্ধী ফোরাম-এর সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক।

(৩) প্রতিবন্ধীদের কল্যাণ ও উন্নয়নে কর্মরত অন্যান্য সংগঠন হতে সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্য।

(৪) সরকার কর্তৃক মনোনীত প্রতিবন্ধী বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি।

(ঘ) পরিচালকমন্ডলীর সাংগঠনিক কাঠামো হবে নিম্নরূপ ঃ—

(১) সভাপতি ঃ সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় (পদাধিকার বলে)।

(২) সদস্য-সচিব ঃ ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদাধিকার-বলে সদস্য-সচিব হবেন। তিনি সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন। তার ভোটাধিকার থাকবে।

(৩) (১) সদস্য ঃ যুগ্ম-সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয় (বাজেট অনুবিভাগ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব কর্তৃক মনোনীত।

যুগ্ম-সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ঐ

যুগ্ম-সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ঐ

মহাপরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

মহাপরিচালক, সমাজ সেবা অধিদপ্তর

পরিচালক, পঙ্গু হাসপাতাল, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা

সরকার কর্তৃক মনোনীত ১জন সদস্য

প্রতিবন্ধী ফোরাম-এর সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক

প্রতিবন্ধীদের কল্যাণ ও উন্নয়নে কর্মরত অন্যান্য অসরকারী সংগঠন হতে সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্য ০২ জন

সরকারে কর্তৃক মনোনীত প্রতিবন্ধী বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি ১ জন।

Dhaka University Institutional Repository

(৩) (২) ফাউন্ডেশনের অসরকারী সদস্যদের মেয়াদকাল হবে তিন বৎসর। এ ক্ষেত্রে অসরকারী সদস্যদের মধ্য থেকে প্রতিনিধি পুনঃমনোনীত ও নিয়োজিত হতে পারবেন।

(ঙ) **পৃষ্ঠপোষকমন্ডলীর দায়িত্ব ঃ** ফাউন্ডেশনের যাবতীয় কর্মকান্ডে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করবে। পরিচালনার ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা প্রদান করবে।

(চ) (১) **পরিচালকমন্ডলীর দায়িত্ব ও ক্ষমতা ঃ**

(১) ফাউন্ডেশনের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকী।

(২) কর্মপরিকল্পনা, প্রকল্প পরিকল্পনা বিবেচনা ও অনুমোদন, বার্ষিক বাজেট বিবেচনা ও অনুমোদন, নিরীক্ষক নিয়োগ, বার্ষিক কর্মপ্রতিবেদন নিরীক্ষণ, বিবেচনা, অনুমোদন ও প্রকাশ এবং ক্ষেত্র বিশেষে ও প্রয়োজনবোধে বিভিন্ন উপ-কমিটি গঠন।

(৩) কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ ও প্রয়োজনে পদ সৃষ্টি।

(৪) এই সংঘস্মারকের অধীনে যে কোন নীতিমালা, কর্মপরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা পরিচালকের জব ডেসক্রিপশন (Job Description) আর্থিক ম্যানুয়েল, নিয়োগ বিধি, চাকুরী ও শৃংখলা বিধি, কার্যক্রম বাস্তবায়ন কৌশল প্রণয়ন ও অনুমোদন।

(৫) মালামাল/সম্পদ ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ ও অনুমোদন।

(৬) বিভিন্ন উৎস থেকে অর্থ ও সম্পদ সংগ্রহ ও ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্যাবলী অনুযায়ী যথাযথভাবে তা বরাদ্দ ও ব্যয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(৭) ফাউন্ডেশনের স্থাবর/অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি সংরক্ষণ।

(৮) ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্যাবলী বাস্তবায়নের পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা প্রদান।

(৯) ফাউন্ডেশন কর্তৃক গৃহীত যে কোন চুক্তির বিষয়ে অনুমোদন প্রদান।

(চ) (২) **পরিচালকমন্ডলীর সভাপতি, সদস্য ও সদস্য-সচিবের দায়িত্ব ঃ**

(১) **সভাপতি ঃ** সভাপতি ফাউন্ডেশনের পরিচালকমন্ডলীর সকল সভায় সভাপতিত্ব করবেন। সিদ্ধান্ত ও কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য ব্যবস্থাপনা পরিচালককে দিকনির্দেশনা প্রদান করবেন। সভার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ভোটের সমতা দেখা দিলে তিনি কাষ্টিং ভোট প্রদান করে সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন। উক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি তদারক ও মূল্যায়ন করবার পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নিয়োগপত্র প্রদান করবেন। তিনি তাঁর যে কোন ক্ষমতা প্রয়োজনবোধে ব্যবস্থাপনা পরিচালককে অর্পণ করতে পারবেন।

Dhaka University Institutional Repository

(২) **পরিচালকমন্ডলীর সদস্য ঃ** ফাউন্ডেশনের পরিচালকমন্ডলী কর্তৃক অর্পিত যে কোন দায়িত্ব পালন করবেন।

(৩) **পরিচালকমন্ডলীর দায়বদ্ধতা ঃ**

(ক) পরিচালকমন্ডলী পৃষ্ঠপোষকমন্ডলীর নিকট যৌথভাবে দায়ী থাকবে।

(খ) পরিচালকমন্ডলী পৃষ্ঠপোষকমন্ডলীর নিকট বৎসরান্তে ফাউন্ডেশনের কর্মকান্ড সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদান করবে।

(৪) **সদস্য-সচিবঃ** ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদাধিকার বলে পরিচালকমন্ডলীর সদস্য-সচিব হবেন। তিনি ফাউন্ডেশনের প্রশাসন কার্য পরিচালনা করবেন এবং প্রধান নির্বাহী হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি অধীনস্থ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কার্যাবলী (Job Description) নির্ধারণ করবেন। হিসাবপত্র রক্ষণাবেক্ষণ ও তহবিল সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ করবেন। পরিচালক মন্ডলীর সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যাংকে হিসাব খুলবেন এবং পরিচালনা করবেন। ফাউন্ডেশনের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি সভায় আলোচ্যসূচীর উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন এবং কর্মকান্ডের ব্যাখ্যা দিবেন। তিনি তাঁর কাজের জন্য পরিচালকমন্ডলীর নিকট দায়ী থাকবেন এবং তিনি পরিচালকমন্ডলীর সভায় উপস্থিত থাকবেন। তিনি পরিচালকমন্ডলীর সভায় আলোচ্যসূচী তৈরী করবেন, সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করবেন এবং সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন। সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের ভোটাধিকার থাকবে। পরিচালকমন্ডলী অন্য যে কোন দায়িত্ব প্রদান করলে তা বাস্তবায়ন করবেন এবং পরিচালকমন্ডলীর সন্তুষ্টি মোতাবেক দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। **সভাসমূহ ঃ**

(১) **পরিচালকমন্ডলীর সভা ঃ**

(ক) পরিচালকমন্ডলীর সভা প্রতি তিনমাসে কমপক্ষে একবার অনুষ্ঠিত হবে।

(খ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পরিচালকমন্ডলীর সভাপতির অনুমোদনক্রমে কমপক্ষে ৭ (সাত) দিন পূর্বে আলোচ্য বিষয় উল্লেখপূর্বক সভার নোটিশ প্রদান করবেন।

(গ) পরিচালকমন্ডলীর সদস্যদের এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভায় কোরাম হবে এবং উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সমতা দেখা দিলে সভাপতি কাস্টিং ভোট দিয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন।

(২) **জরুরী সভা ঃ** অন্যত্র যাই উল্লেখ থাকুক না কেন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সভাপতির অনুমতিক্রমে ২৪ ঘন্টার নোটিশে পরিচালকমন্ডলীর জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হবে।

(৩) **জরুরী কাজে সিদ্ধান্ত ঃ** জরুরী কোন পরিস্থিতিতে সভাপতি নিজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন এবং পরিচালকমন্ডলীর পরবর্তী সভায় তা উপস্থাপন করে ভূতাপেক্ষ (পোষ্ট ফ্যাকটো) অনুমোদন গ্রহণ করবেন।

Dhaka University Institutional Repository

(৪) বার্ষিক সাধারণ সভা প্রতি পঞ্জিকা-বৎসরে একবার অনুষ্ঠিত হবে। ১৪ দিনের নোটিশ প্রদান করতে হবে। সাধারণ সভার কোরাম সংখ্যা গরিষ্ঠ সদস্যদের উপস্থিতিতে হবে।

(৫) ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ-পদ্ধতি ঃ

ফাউন্ডেশনের পরিচালকমন্ডলী ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের জন্য একটি চাকুরী বিধিমালা তৈরী করবে এবং পরিচালকমন্ডলী ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী বিধি মোতাবেক নিয়োগ করবেন। ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফাউন্ডেশনের প্রধান কর্মকর্তা হবেন। কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের নিয়োগপত্রে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক স্বাক্ষর প্রদান করবেন। যেহেতু অবিলম্বে ফাউন্ডেশনের কাজ শুরু করতে হবে সেহেতু সরাসরি নিয়োগ/নিয়োগবিধি চূড়ান্ত সাপেক্ষে প্রেষণে একজন জ্যেষ্ঠ যুগ্ম-সচিব/অতিরিক্ত সচিবকে ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে প্রাথমিক পর্যায়ে নিয়োগ দেয়া যাবে। অন্যান্য কর্মকর্তা এবং কর্মচারীগনকে সরাসরি নিয়োগ না দেওয়া পর্যন্ত প্রেষণে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়/সমাজসেবা অধিদপ্তর হতে জনবল নেয়া যেতে পারে।

৪। আর্থিক ব্যবস্থাপনা ঃ

(১) আয় ঃ দান, অনুদান, ফাউন্ডেশনের বিনিয়োগ হতে আয়, সরকারী অনুদান, সীল সেভিংস বন্ড কিংবা অন্য কোন বৈধ উৎস হতে প্রাপ্ত সমুদয় আয় ফাউন্ডেশনের আয় হিসাবে বিবেচিত হবে। তাছাড়া ব্যবসা বা অন্য কোন উৎস হতেও ফাউন্ডেশনের আয় হতে পারে।

(২) ব্যয় ঃ ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম পরিচালনা, কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের বেতন ভাতাদি প্রদান এবং প্রতিবন্ধীদের কল্যাণ ও উন্নয়নে গৃহীত যে কোন কর্মসূচী বাস্তবায়নের নিমিত্তে ফাউন্ডেশনের অর্থ ব্যয় করা যাবে। আয়ের ১০(দশ) শতাংশের অধিক উহার প্রশাসনিক কাজে ব্যয় করা যাবে না এবং বাকী ৯০ (নব্বই) শতাংশ প্রতিষ্ঠানের কল্যাণে ব্যয় হবে।

(৩) হিসাব ঃ (ক) ফাউন্ডেশনের অনুকূলে রাষ্ট্রায়ত্ত যে কোন তফসিলী ব্যাংকে হিসাব খোলা হবে এবং এই হিসাবের মাধ্যমে পরিচালকমন্ডলী কর্তৃক দায়িত্ব-প্রাপ্ত ব্যক্তি ফাউন্ডেশনের হিসাব পরিচালনা ও সংরক্ষণ করবে। তিনি এই হিসাব পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রচলিত সকল আর্থিক বিধি-বিধান অনুসরণ করবেন এবং এই হিসাবের যে কোন গড়মিলের জন্য তিনি ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

(খ) পরিচালকমন্ডলী কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন সদস্য কর্তৃক সময় সময় এই হিসাব পরিদর্শিত হবে।

(৪) অডিট ঃ পরিচালকমন্ডলী কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন অডিট ফার্ম অথবা সমবায় অধিদপ্তর অথবা সি এন্ড এ, জি-এর মনোনীত নিরীক্ষা অধিদপ্তর দ্বারা ফাউন্ডেশনের হিসাব প্রতিবছর অডিট করতে হবে।

(৫) আর্থিক বছর ঃ জুলাই থেকে জুন নির্ধারিত থাকবে।

Dhaka University Institutional Repository

৫। ব্যাংকে হিসাব পরিচালনা পদ্ধতি ঃ

(ক) ঃ রাষ্ট্রায়ত্ত যে কোন তফসিলী ব্যাংকে ফাউন্ডেশনের নামে একটি সাধারণ হিসাব খুলতে হবে। ব্যবস্থাপনা পরিচালকের এবং পরিচালকমন্ডলী কর্তৃক মনোনীত/নির্বাচিত অন্য কোন কর্মকর্তার যৌথ স্বাক্ষরে এই হিসাব পরিচালিত হবে এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পরিচালকমন্ডলী কর্তৃক নির্ধারিত একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের অর্থ লেনদেন করবেন।

(খ) ঃ ফাউন্ডেশনের স্বার্থে দেশের যে কোন স্থানে রাষ্ট্রায়ত্ত যে কোন তফসিলী ব্যাংকে জাতীয় সঞ্চয় স্কীমে ফাউন্ডেশনের পরিচালকমন্ডলীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিবিধ কার্যক্রম/প্রকল্প বাস্তবায়নের স্বার্থে প্রয়োজনীয় ব্যাংক হিসাব খোলা যাবে যা ফাউন্ডেশনের সিদ্ধান্ত বা নীতি/বিধি মোতাবেক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা যৌথ ব্যক্তিদ্বয়ের স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে।

৬। ফাউন্ডেশনের গঠনতন্ত্র সংশোধন ঃ

ফাউন্ডেশনের গঠনতন্ত্র সংশোধনের ক্ষমতা সরকারের উপর ন্যস্ত থাকবে।

৭। ফাউন্ডেশনের ব্যাপ্তি ঃ

এই ফাউন্ডেশন সৃষ্টির পর সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং সমাজসেবা অধিদপ্তরের আওতাধীন প্রতিবন্ধী বিষয়ক সকল প্রতিষ্ঠান পর্যায়ক্রমে ফাউন্ডেশনের আওতায় ন্যস্ত হবে এবং ফাউন্ডেশন এসব প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের সকল প্রকার দায়িত্ব গ্রহণ করবে এবং যথাযথভাবে ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন নিশ্চিত করবে।

৮। ফাউন্ডেশনের অবসায়ন ঃ

ফাউন্ডেশনের অবসায়নের ক্ষমতা সরকারের অনুমোদনে প্রয়োগযোগ্য হবে। অবসায়নের পর ফাউন্ডেশনের সকল স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি সরকারী সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হবে।

৯। ফাউন্ডেশনের সীল ঃ

ফাউন্ডেশনের সীল শুধুমাত্র পরিচালকমন্ডলী কর্তৃক অনুমোদিত ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে এবং তা পরিচালকমন্ডলী কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক সংরক্ষণ ও প্রয়োগ করা হবে।

১০। অব্যাহতি ঃ

ফাউন্ডেশনের কর্মকান্ড পরিচালনা সরল বিশ্বাসে কৃত কার্যক্রমের জন্য কোন পরিচালক, সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারী যদি কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলার সম্মুখীন হন তাহলে ফাউন্ডেশন তাদেরকে যথাযথ ও যথা প্রয়োজন প্রতিরক্ষণ বা দায়মুক্তি প্রদান করবে।

Dhaka University Institutional Repository

সাংগঠনিক কাঠামো

↓

পরিচালকমণ্ডলী

↓

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

↓

১ × ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
১ × নিম্নমান সহকারী-
১ × এম. এল. এস.

সহকারী পরিচালক (প্রশা ন, অর্থ, শিক্ষা প্রশিক্ষণ)

১ × প্রধান সহকারী-কাম-হিসাবরক্ষক
১ × ক্যাশি য়ার
১ × কম্পি উটার অপারেটর
১ × ষ্টেনো টাইপিষ্ট
১ × প্রশিক্ষ ণ সহকারী
১ × গ্রন্থাগ র সহকারী
১ × এম. . ল. এস. এস.

সহকারী পরিচাল

২৪৮

সহায়ক জনবল ঃ

২ × গাড়ী চালক
১ × সুইপার
২ × নিরাপত্তা সহকারী
১ × ডেসপাস রাইডার

যানবাহন ঃ

১ × কার
১ × মাইক্রোবাস
১ × মটর সাইকেল

আসবাবপত্র ঃ
ন্যূনতম প্রয়োজন অনুযায়ী

বিঃ দ্রঃ— টি ও এন্ড ই এবং সহায়ক কর্মচারীদের তালিকা মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামোর আলে
তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রীসভা বৈঠকে (মসবৈ ২৮(৭)/৯৯) সাংগঠনিক কাঠামোটি অনুমোদিত হয়।)

মোঃ আবদুল করিম সরকার (উপ-সচিব) উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয় ঢা
মোঃ অ ান জুবেরী আলম উপ-নিয়ন্ত্রক বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস, তেজগাঁও, ঢ

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন

Dhaka University Institutional Repository

[বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় গত ১৭ই জুলাই, ২০০১ তারিখে প্রকাশিত]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

প্রতিবন্ধী বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১ শ্রাবণ ১৪০৮বাং/১৬ জুলাই ২০০১ইং

এস,আর,ও নং ১৯৮-আইন/২০০১—বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১২নং আইন) এর ধারা ১ এর উপ-ধারা (২) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার ১৭ শ্রাবণ, ১৪০৮বাং মোতাবেক ১ আগস্ট, ২০০১ইং তারিখকে উক্ত আইন বলবৎ হইবার তারিখ হিসাবে নির্ধারণ করিল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ রফিকুল আলম
সচিব।

[বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় গত ৯ই এপ্রিল, ২০০১ তারিখে প্রকাশিত]

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

তারিখ, ৯ই এপ্রিল ২০০১/২৬শে চৈত্র ১৪০৭

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ৯ই এপ্রিল, ২০০১ (২৬শে চৈত্র, ১৪০৭) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ—

২০০১ সনের ১২ নং আইন

প্রতিবন্ধীদের অধিকার ও মর্যাদা সুরক্ষা, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কর্মকান্ডে তাহাদের অংশগ্রহণ ও সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণ এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু প্রতিবন্ধীদের অধিকার ও মর্যাদা সুরক্ষা, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কর্মকান্ডে তাহাদের অংশগ্রহণ ও সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণ এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

Dhaka University Institutional Repository

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন, ২০০১ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে এই আইন বলবৎ হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(ক) "জেলা কমিটি" অর্থ ধারা-১২ এর অধীন গঠিত জেলা প্রতিবন্ধী কল্যাণ কমিটি ;

(খ) "তফসিল" অর্থ এই আইনের তফসিল;

(গ) "নির্বাহী কমিটি" অর্থ ধারা-৮ এর অধীন গঠিত প্রতিবন্ধী কল্যাণ নির্বাহী কমিটি;

(ঘ) "প্রতিবন্ধী" অর্থ ধারা-৩ এ বর্ণিত কোন ব্যক্তি;

(ঙ) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(চ) "সমন্বয় কমিটি" অর্থ ধারা-৪ এর অধীন গঠিত জাতীয় প্রতিবন্ধী কল্যাণ সমন্বয় কমিটি।

৩। **প্রতিবন্ধীর সংজ্ঞা ও প্রতিবন্ধী চিহ্নিতকরণ।**—(১) "প্রতিবন্ধী" অর্থ এমন ব্যক্তি যিনি—

(ক) জন্মগতভাবে, বা রোগাক্রান্ত হইয়া, বা দুর্ঘটনায় আহত হইয়া, বা অপচিকিৎসায়, বা অন্য কোন কারণে দৈহিকভাবে বিকলাঙ্গ বা মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন; এবং

(খ) উক্তরূপ বৈকল্য বা ভারসাম্যহীনতার ফলে—

(অ) স্থায়ীভাবে আংশিক বা সম্পূর্ণ কর্মক্ষমতাহীন ; এবং

(আ) স্বাভাবিক জীবনযাপনে অক্ষম

(২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত সংজ্ঞার আওতায় নিম্নবর্ণিত যে কোন প্রতিবন্ধী ও অন্তর্ভুক্ত—

(ক) দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, অর্থাৎ যাহার—

(অ) এক চোখের দৃষ্টি শক্তি নাই ; বা

(আ) উভয় চোখের দৃষ্টি শক্তি নাই ; বা

(ই) ভিজুয়েল এ্যাকুইটি, যথাযথ লেন্স ব্যবহার করা সত্ত্বেও, ৬/৬০ অথবা ২০/২০০ (লেন্সের পদ্ধতি) অতিক্রম করে না ; বা

(ঈ) দৃষ্টিসীমা (ভরবষফ ড়ভ ারংরড়হ) ২০ ডিগ্রী কোণের বিপ্রতীপ কোণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে ;

(খ) শারীরিক প্রতিবন্ধী অর্থাৎ যাহার—

(অ) একটি বা উভয় হাত নাই ; বা

Dhaka University Institutional Repository

(আ) কোন হাত পূর্ণ বা আংশিকভাবে অবশ বা স্বাভাবিক মাত্রা অপেক্ষা এইরূপ দুর্বল যে, উপ-ধারা (১) এর (ক) ও (খ) দফায় বর্ণিত অবস্থা তাহার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; বা

(ই) একটি বা উভয় পা নাই; বা

(ঈ) কোন পা পূর্ণ বা আংশিকভাবে অবশ বা স্বাভাবিক মাত্রা অপেক্ষা এইরূপ দুর্বল যে, উপ-ধারা (১) এর (ক) ও (খ) দফায় বর্ণিত অবস্থা তাহার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; বা

(উ) শারীরিক গঠন বিকৃত বা অস্বাভাবিক; বা

(ঊ) স্নায়বিক বৈকল্যের কারণে স্থায়ীভাবে শারীরিক ভারসাম্য নাই;

(গ) শ্রবণ প্রতিবন্ধী, অর্থাৎ যাহার অপেক্ষাকৃত সুস্থ কানের শ্রবণ ক্ষমতা, সাধারণ কথোপকথন শ্রবণের ক্ষেত্রে, ৪০ ডেসিবল (ধ্বনির একক) বা ততধিক মাত্রায় নষ্ট, ক্ষতিগ্রস্ত বা অকার্যকর ;

(ঘ) বাক প্রতিবন্ধী, অর্থাৎ যাহার স্বাভাবিক অর্থবোধক ধ্বনি উচ্চারণ করার ক্ষমতা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বিনষ্ট বা অকার্যকর ;

(ঙ) মানসিক প্রতিবন্ধী, অর্থাৎ যাহার—

(অ) বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক বুদ্ধির পূর্ণতা ঘটে নাই বা যাহার বুদ্ধাংক স্বাভাবিক মাত্রা অপেক্ষা কম ; বা

(আ) মানসিক ভারসাম্য নাই বা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে নষ্ট হইয়াছে ;

(চ) বহু মাত্রিক প্রতিবন্ধী, অর্থাৎ যাহার উপরি-উল্লিখিত একাধিক প্রতিবন্ধিতা রহিয়াছে;

(ছ) সমন্বয় কমিটি কর্তৃক ঘোষিত অন্য কোন প্রতিবন্ধী।

৪। **জাতীয় সমন্বয় কমিটি গঠন ও পদত্যাগ**।—(১) এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে জাতীয় প্রতিবন্ধী কল্যাণ সমন্বয় কমিটি নামে একটি কমিটি গঠন করা হইল, যথা ঃ—

(ক) সমাজ কল্যাণ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী, পদাধিকার বলে, যিনি উক্ত কমিটির সভাপতিও হইবেন ;

(খ) সমাজ কল্যাণ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সচিব, পদাধিকারবলে, যিনি উক্ত কমিটির সহ-সভাপতিও হইবেন ;

(গ) স্বাস্থ্য বিষয়ক মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সচিব, পদাধিকারবলে ;

(ঘ) স্বরাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব, পদাধিকারবলে ;

(ঙ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে কর্মরত অধ্যাপক পদমর্যাদার একজন চিকিৎসক, যিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কর্তৃক মনোনীত হইবেন ;

(চ) পংগু হাসপাতাল পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক, পদাধিকারবলে ;

Dhaka University Institutional Repository

(ছ) বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের সভাপতি, পদাধিকারবলে ;

(জ) প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে নিয়োজিত বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থার পাঁচজন প্রতিনিধি, যাহারা সরকার কর্তৃক মনোনীত হইবেন ;

(ঝ) বাংলাদেশ মানসিক প্রতিবন্ধী হাসপাতালের পরিচালক, পদাধিকারবলে ;

(ঞ) মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর, পদাধিকারবলে ;

(ট) নির্বাহী সচিব, বাংলাদেশ জাতীয় সমাজ কল্যাণ পরিষদ, পদাধিকারবলে ;

(ঠ) পরিচালক, জাতীয় চক্ষু ইনষ্টিটিউট, পদাধিকারবলে ;

(ঠ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন বা সরকার কর্তৃক মনোনীত, যুগ্ম-সচিব পদমর্যদার নিম্নে নহেন এমন একজন কর্মকর্তা, যিনি উক্ত কমিটির সচিবও হইবেন।

(২) উপ-ধারা (১) (জ) তে উল্লিখিত—

(ক) যে কোন সদস্যের মনোনয়ন বাতিলক্রমে সরকার তাহার সদস্যপদের অবসান ঘটাইতে পারিবে ;

(খ) যে কোন সদস্য সভাপতির উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে তাহার সদস্যপদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

(৩) সরকার প্রয়োজনে অন্য কোন ব্যক্তিকে সমন্বয় কমিটির সদস্য হিসাবে মনোনীত করিতে পারিবে।

৫। সদস্য পদের অযোগ্যতা।—ধারা ৪(১)(জ) এর অধীনে মনোনীত কোন ব্যক্তি সদস্য হইবার বা থাকিবার যোগ্য হইবেন না, যদি—

(ক) তিনি বাংলাদেশের নাগরিক না হন বা উহা পরিত্যাগ করেন বা হারান ; বা

(খ) তাহাকে কোন উপযুক্ত আদালত অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষণা করে ; বা

(গ) তিনি আপাততঃ বলবৎ কোন আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হন এবং তাহার দেউলিয়াত্বের অবসান না হয় ; বা

(ঘ) তিনি নৈতিক স্খলনজনিত কোন ফৌজদারী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া অন্যূন দুই বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া থাকেন ; বা

(ঙ) এই আইন বা বিধির অধীন কোন অপরাধ সংঘটনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হন।

৬। জাতীয় সমন্বয় কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী।—(১) সমন্বয় কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ—

(ক) সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে যোগ্যতা অনুসারে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর পূর্ণ অংশগ্রহণ এবং তাহাদের অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিতকরণকল্পে সরকারের বিদ্যমান নীতিমালা পর্যালোচনা এবং বিরাজমান বাস্তবতার নিরীখে উহা সংশোধনের সুপারিশ বা প্রয়োজনে নূতন নীতিমালা প্রণয়নের সুপারিশ করা ;

Dhaka University Institutional Repository

(খ) প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী ও প্রকল্প গ্রহণে সরকারকে পরামর্শ দান ;

(গ) এই আইন ও অন্যান্য প্রযোজ্য আইনের আলোকে বাংলাদেশের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর কল্যাণে কর্মরত নির্বাহী কমিটি ও জেলা কমিটিসহ সকল সরকারী এবং বেসরকারী সংস্থার কার্যাবলীর সমন্বয়, পর্যালোচনা ও এতদ্‌বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান ;

(ঘ) প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর অধিকার সংরক্ষণের জন্য সরকারকে পরামর্শ প্রদান এবং অন্যান্য সংস্থাকে উদ্বুদ্ধ করা ;

(ঙ) প্রতিবন্ধী বিষয়ক কার্যক্রমে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ;

(চ) প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতীয় তথ্যকেন্দ্র স্থাপন এবং প্রতিবন্ধীদের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ ও প্রচারের ব্যবস্থা করা ;

(ছ) আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে প্রতিবন্ধীদের জন্য গৃহীত ব্যবস্থাদির সহিত জাতীয় নীতিমালা ও প্রযোজ্য আইন-কানুনের সঙ্গতি রক্ষা এবং উহাদের বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে পরামর্শ প্রদান ;

(জ) প্রতিবন্ধী বিষয়ক আইন কানুন সময় সময় পর্যালোচনা ও সংশোধনের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করা ;

(ঝ) প্রতিবন্ধী সংক্রান্ত পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা ;

(ঞ) এই উপ-ধারায় বর্ণিত কার্যাবলী বাস্তবায়নের জন্য আনুষঙ্গিক পদক্ষেপ গ্রহণ।

(২) উপ-ধারা (১) এর সামগ্রিকতার আওতায় তফসিলে উল্লিখিত কার্যক্রমগুলি সমন্বয় কমিটির কার্যপরিধির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে, এবং উক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য উক্ত কমিটি সরকারের যে কোন মন্ত্রণালয় বা বিভাগ বা অন্য কোন সরকারী বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা বেসরকারী সংস্থাকে অনুরোধ বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নির্দেশনা বা নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

৭। **সমন্বয় কমিটির সভা।**—(১) এই ধারার বিধানাবলী সাপেক্ষে, সমন্বয় কমিটি উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পরিবে।

(২) প্রতি বৎসর সমন্বয় কমিটির অন্যূন একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) সমন্বয় কমিটির সভা ইহার সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৪) সভাপতি সমন্বয় কমিটির সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন, তাহার অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি এবং তাহারও অনুপস্থিতিতে সভাপতি কর্তৃক নির্দেশিত কোন সদস্য বা এইরূপ কোন নির্দেশ না থাকিলে সভায় উপস্থিত সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত অন্যকোন সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৫) সমন্বয় কমিটির সভায় কোরামের জন্য উহার মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন পাঁচজন সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

(৬) সমন্বয় কমিটির সভায় সাধারণভাবে ঐকমত্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে, তবে কোন বিষয়ে দ্বিমত দেখা দিলে উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে; এইরূপ ভোট গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং ভোটে সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৭) সমন্বয় কমিটির উহার সভার কোন আলোচ্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে কোন বিশেষজ্ঞ বা ওয়াকেবহাল কোন ব্যক্তিকে মতামত বা বক্তব্য দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে, তবে উক্ত আমন্ত্রিত ব্যক্তির কোন ভোটাধিকার থাকিবে না।

(৮) শুধুমাত্র কোন সদস্যপদে শূন্যতা বা সমন্বয় কমিটি গঠনে ত্রুটি থাকার কারণে ইহার কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তৎসম্পর্কে কোন আদালতে বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষের নিকট কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

৮। **নির্বাহী কমিটির গঠন, সদস্যদের অযোগ্যতা ইত্যাদি**।—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে প্রতিবন্ধী কল্যাণ নির্বাহী কমিটি নামে একটি কমিটি গঠন করা হইল, যথা :—

(ক) সমাজ কল্যাণ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সচিব, পদাধিকারবলে, যিনি উক্ত কমিটির সভাপতিও হইবেন ;

(খ) যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার নিম্নে নহে এমন ৬(ছয়) জন সরকারী কর্মকর্তা, যাহারা যথাক্রমে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ, অর্থ বিভাগ, সড়ক ও রেলপথ বিভাগ, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত হইবেন ;

(গ) প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে নিয়োজিত বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত ৩ (তিন) জন প্রতিনিধি ;

(ঘ) মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর, পদাধিকারবলে ;

(ঙ) সমন্বয় কমিটির সদস্যসচিব, যিনি পদাধিকারবলে নির্বাহী কমিটির সচিবও হইবেন।

(২) উপ-ধারা (১) (গ) এর অধীন—

(ক) কোন ব্যক্তি সদস্য হিসাবে মনোনীত হওয়ার বা উক্ত পদে থাকিবার যোগ্য হইবেন না যদি তাহার ক্ষেত্রে ধারা ৫ এ বর্ণিত পরিস্থিতির উদ্ভব হয় ;

(খ) মনোনীত যে কোন সদস্যের মনোনয়ন বাতিলক্রমে সরকার তাহার সদস্যপদের অবসান ঘটাইতে পারিবে ;

(গ) মনোনীত যে কোন সদস্য সভাপতির উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্র যোগে তাহার সদস্যপদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

Dhaka University Institutional Repository

৯। **নির্বাহী কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী।**—নির্বাহী কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ—

(ক) সমন্বয় কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা ;

(খ) এই আইনের বিধানাবলী এবং প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সমন্বয় কমিটির নিকট যথাযথ সুপারিশ পেশ করা ;

(গ) প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, প্রশিক্ষণসহ সার্বিক অবস্থার উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণপূর্বক তাহা অনুমোদনের জন্য সমন্বয় কমিটির নিকট পেশ করা ;

(ঘ) জেলা কমিটির কার্যাবলী পরিবীক্ষণ এবং সমন্বয় কমিটির নির্দেশনা সাপেক্ষে, তদারকী ও প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করা ;

(ঙ) এই উপ-ধারায় বর্ণিত কার্যাদি পালনের জন্য আনুষংগিক সকল ব্যবস্থা গ্রহণ।

১০। **নির্বাহী কমিটির কার্যালয়।**—(১) নির্বাহী কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে উহাকে সহায়তা করার জন্য—

(ক) সরকার একটি কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে ; বা

(খ) সরকার তৎকর্তৃক মনোনীত কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাকে, নির্বাহী কমিটির কার্যালয়রূপে নিয়োগ করিতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।—শুধুমাত্র দফা (খ) এর অধীনে নিযুক্তির কারণে উক্ত সংস্থা সরকারী সংস্থা হিসাবে না উহার কোন সদস্য বা কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি সরকারী কর্মচারী হিসাবে গণ্য হইবেন না।

(২) উপ-ধারা (১)(খ) এর অধীনে সরকার কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাকে নির্বাহী কমিটির কার্যালয়রূপে নিয়োগ করিলে উক্ত প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা বা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত উহার কোন সদস্য বা কর্মকর্তা বা অন্যকোন ব্যক্তি নির্বাহী কমিটির নির্দেশিত দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন।

১১। **নির্বাহী কমিটির সভা।**—(১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, নির্বাহী কমিটি ইহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) প্রতি তিনমাসে নির্বাহী কমিটির অন্যূন একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) নির্বাহী কমিটির সভা ইহার সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৪) নির্বাহী কমিটির সভাপতি উহার সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে তৎকর্তৃক নির্দেশিত কোন সদস্য বা এইরূপ কোন নির্দেশ না থাকিলে সভায় উপস্থিত সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত অন্য কোন সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

Dhaka University Institutional Repository

(৫) নির্বাহী কমিটির সভার কোরামের জন্য মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে।

(৬) নির্বাহী কমিটির সভায় সাধারণভাবে ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে, তবে কোন বিষয়ে দ্বিমত দেখা দিলে উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে এবং এইরূপ ভোট গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং ভোটে সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৭) শুধুমাত্র কোন সদস্যপদে শূন্যতা বা নির্বাহী কমিটি গঠনে ত্রুটি থাকার কারণে ইহার কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তৎসম্পর্কে কোন আদালতে বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষের নিকট কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

১২। **জেলা কমিটির গঠন, সদস্যদের অযোগ্যতা ইত্যাদি।**—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রতিটি জেলায় একটি জেলা কমিটি থাকিবে, যাহা সংশ্লিষ্ট জেলার নামসহ জেলা প্রতিবন্ধী কল্যাণ কমিটি নামে অভিহিত হইবে।

(২) জেলা কমিটির সদস্য হইবেন নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ, যথা :—

(ক) ডেপুটি কমিশনার, পদাধিকারবলে, যিনি উক্ত কমিটির সভাপতিও হইবেন ;

(খ) জেলার সিভিল সার্জন, পদাধিকারবলে ;

(গ) জেলায় কর্মরত প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে নিয়োজিত বেসরকারী সংস্থা হইতে ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক মনোনীত ২(দুই) জন প্রতিনিধি ;

(ঘ) জেলা শিক্ষা অফিসার, পদাধিকারবলে ;

(ঙ) জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত, পদাধিকারবলে ;

(চ) জেলা গণসংযোগ অফিসার, পদাধিকারবলে ;

(ছ) জেলা বাস মালিক সমিতির সভাপতি ;

(জ) উপ-পরিচালক, জেলা সমাজ সেবা কার্যালয়, পদাধিকারবলে, যিনি উক্ত কমিটির সচিবও হইবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) (গ) এর অধীন—

(ক) কোন ব্যক্তি সদস্য হিসাবে মনোনীত হওয়ার বা উক্ত পদে থাকিবার যোগ্য হইবেন না যদি তাহার ক্ষেত্রে ধারা ৫ এ বর্ণিত পরিস্থিতির উদ্ভব হয় ;

(খ) মনোনীত যে কোন সদস্যের মনোনয়ন বাতিলক্রমে ডেপুটি কমিশনার তাহার সদস্যপদের অবসান ঘটাইতে পারিবে ;

(গ) মনোনীত যে কোন সদস্য সভাপতির উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্র যোগে তাহার সদস্যপদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৩। **জেলা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী।**—জেলা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ—

(ক) সমন্বয় কমিটি এবং নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত, নির্দেশনা, নির্দেশ, সরকার বা সমন্বয় কমিটি কর্তৃক গৃহীত প্রকল্প বা কর্মসূচী জেলা পর্যায়ে বাস্তবায়ন;

(খ) জেলার প্রতিবন্ধীদের নিবন্ধন ও পরিচয় পত্র প্রদান;

(গ) প্রতিবন্ধীদের কল্যাণের নিমিত্ত গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে নির্বাহী কমিটির নিকট বৎসরে অন্ততঃ একটি প্রতিবেদন প্রেরণ;

(ঘ) নির্বাহী কমিটি কর্তৃক অর্পিত অন্য কোন বিশেষ দায়িত্ব পালন;

(ঙ) বিধি দ্বারা অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন;

(চ) উপরি-উক্ত দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে যে কোন আনুষংগিক কার্যক্রম সম্পাদন।

১৪। **জেলা কমিটির সভা।**—(১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, জেলা কমিটি ইহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) প্রতি দুই মাসে জেলা কমিটির অন্ততঃ একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) জেলা কমিটির সভা ইহার সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৪) সভাপতি জেলা কমিটির সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে তৎকর্তৃক নির্দেশিত কোন সদস্য সভার সভাপতিত্ব করিবেন।

(৫) জেলা কমিটির সভায় কোরামের জন্য মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে।

১৫। **প্রতিবন্ধীদের নিবন্ধন ও পরিচয় পত্র প্রদান।**—(১) জেলা কমিটি সংশ্লিষ্ট জেলা এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাসরত সকল প্রতিবন্ধীদের নিবন্ধন করিবে এবং এতদুদ্দেশ্যে একটি নিবন্ধন বহি সংরক্ষণ করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন প্রতিবন্ধী নিবন্ধিত হইলে উক্ত প্রতিবন্ধীকে জেলা কমিটির সদস্য সচিবের স্বাক্ষরে একটি পরিচয় পত্র প্রদান করিতে হইবে।

১৬। **উপ-কমিটি।**—সমন্বয় কমিটি, নির্বাহী কমিটি বা জেলা কমিটি উহার কাজে সহায়তার জন্য প্রয়োজনবোধে এক বা একাধিক সদস্য এবং অন্যকোন ব্যক্তি সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপ-কমিটি নিয়োগ করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ উপ-কমিটির সদস্য সংখ্যা, উহার দায়িত্ব এবং কার্যধারা নির্ধারণ করিতে পারিবে।

Dhaka University Institutional Repository

১৭। **সরকারী, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব।**—সমন্বয় কমিটির সিদ্ধান্ত, নির্দেশনা এবং উক্ত কমিটি কর্তৃক গৃহীত প্রকল্প বা কর্মসূচী মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নে সহায়তা করা সংশ্লিষ্ট সরকারী, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হইবে।

১৮। **ক্ষমতার্পণ।**—সমন্বয় কমিটি, নির্বাহী কমিটি বা জেলা কমিটির কার্যাবলী দক্ষতার সহিত সম্পাদনের জন্য যেইরূপ শর্তাদি আরোপ করা উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিবে সেইরূপ শর্তাধীনে ইহার ক্ষমতা (এই ধারা ব্যতীত) বা দায়িত্ব উহার কোন সদস্যকে বা অন্যকোন ব্যক্তিকে অর্পণ করিতে পারিবে।

১৯। **অপরাধ, দন্ড ও বিচার।**—(১) এই আইনের বিধানাবলী বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে, বিধি দ্বারা এমন কতিপয় সুনির্দিষ্ট কার্যকলাপকে অপরাধ হিসাবে চিহ্নিত করা যাইবে, যাহার জন্য সংশ্লিষ্ট অপরাধী অনধিক তিন মাসের কারাদন্ড বা অনধিক পাঁচ হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

(২) উক্ত অপরাধের বিচার বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হইবে।

২০। **কোম্পানী কর্তৃক অপরাধ সংঘটন।**—এই আইনের অধীন কোন বিধান লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি যদি কোম্পানী হয়, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানীর প্রত্যেক পরিচালক বা ম্যানেজার বা সচিব বা অন্য কোন কর্মকর্তা বা এজেন্ট বিধানটি লঙ্ঘন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে, তবে তিনি যদি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত লঙ্ঘন তাহার অজ্ঞাতসারে হইয়াছে অথবা উক্ত লঙ্ঘন রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত লঙ্ঘনের জন্য দায়ী হইবেন না।

ব্যাখ্যা।—এই ধারায়—

(ক) "কোম্পানী" বলিতে কোন সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষ, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, সমিতি বা সংগঠনও অন্তর্ভুক্ত;

(খ) বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে "পরিচালক" বলিতে উহার কোন অংশীদার বা পরিচালনা বোর্ডের সদস্যকেও বুঝাইবে।

২১। **দায়মুক্তি।**—এই আইন বা বিধির অধীন সরল বিশ্বাসে কোন কৃত কাজের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তজ্জন্য সরকার, সমন্বয় কমিটি, নির্বাহী কমিটি বা জেলা কমিটির কোন সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা উক্ত কমিটির নিকট হইতে ক্ষমতা বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে না।

২২। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৩। **অসুবিধা দূরীকরণ।**—এই আইনের কোন বিধানে কোন প্রকার অস্পষ্টতা থাকিলে উহা দূরীকরণ বা উক্ত বিধান বাস্তবায়নের জন্য সরকার প্রয়োজনীয় আদেশ বা নির্দেশ দিতে পারিবে।

Dhaka University Institutional Repository

তফসিল

ধারা ২(খ) এবং ৬(২) দ্রঃ)

'ক' অংশ

প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধ

১। গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিবন্ধিতার কারণ ও উহা এড়ানোর উপায় সম্পর্কে জাতীয় প্রচার মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করা।

২। প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য সমাজকর্মী ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিকে উৎসাহিত ও সংগঠিত করা।

৩। প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট টিকাদান কর্মসূচী বাস্তবায়নে সহায়তা করা।

৪। প্রতিবন্ধিতা সৃষ্টিকারী দুর্ঘটনা এড়ানোর উদ্দেশ্যে তথ্য প্রচার করা।

৫। গর্ভকালীন, প্রসবকালীন ও প্রসবোত্তর মাতৃ ও শিশু সেবা বিষয়ক তথ্য প্রচার এবং প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে গর্ভবতী মায়ের জন্য যথাযথ উপকরণাদি সরবরাহের ব্যবস্থা করা।

৬। প্রতিবন্ধিতার কারণ নির্ণয় ও উহার চিকিৎসার জন্য তথ্য সংগ্রহ, জরিপ ও গবেষণার ব্যবস্থা করা।

৭। শব্দ দূষণ প্রতিরোধে সহায়ক কর্মসূচী গ্রহণ করা।

৮। ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন চলাচল বন্ধে সহায়ক কর্মসূচী গ্রহণ করা।

'খ' অংশ

প্রতিবন্ধী চিহ্নিতকরণ

১। আদমশুমারীতে প্রতিবন্ধিগণকে চিহ্নিতকরণ এবং তাহাদের একটি পৃথক তালিকা প্রণয়নের ব্যবস্থা করা।

২। প্রতিবন্ধিতার শিকার হইতে পারে এমন শিশুকে সনাক্তকরণের ব্যবস্থা করা।

'গ' অংশ

প্রতিবন্ধিতা নিরোধ

১। হাসপাতাল, স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র এবং পুনর্বাসন কেন্দ্রে বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে প্রতিবন্ধিতা নিরোধমূলক বা নিরোধে সহায়ক উপকরণ সরবরাহ করা।

২। প্রতিবন্ধী শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সাধনকল্পে শিক্ষা ও কর্মের সুযোগ সম্পর্কে পরামর্শ (Counseling) প্রদানের ব্যবস্থা করা।

৩। প্রতিবন্ধীদের দৈনন্দিন ব্যবহারযোগ্য উপকরণ এবং শিক্ষা উপকরণ প্রস্তুত ও বিতরণে সহায়তা করা।

৪। প্রতিবন্ধীদের ব্যবহারযোগ্য উপকরণাদি আমদানীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কর রেয়াতের ব্যবস্থা করা।

Dakha University Institutional Repository

'ঘ'

প্রতিবন্ধীগণের শিক্ষা

১। বিশেষ ধরণের প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিশেষায়িত প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ দান, তাহাদের জন্য বিশেষ পাঠক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ণ এবং ক্ষেত্রমত বিশেষ পরীক্ষা পদ্ধতি চালুর ব্যবস্থা করা।

২। অনধিক আঠার বৎসর বয়স্ক প্রতিবন্ধীদের জন্য বিনা বেতনে শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টিসহ তাহাদিগকে বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে শিক্ষা উপকরণ সরবরাহের ববস্থা করা।

৩। সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সাধারণ শিক্ষার্থীদের সহিত একই শ্রেণী কক্ষে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের অধ্যয়নের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৪। প্রতিবন্ধীদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের কর্মসূচী গ্রহণ করা।

৫। প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষক বা অন্যান্য কর্মীকে প্রশিক্ষণদানের কর্মসূচী গ্রহণ করা।

৬। প্রতিবন্ধীদের জীবন ধারা এবং সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সমাজ পরিচিতি বিষয়ক পাঠ্যপুস্তকে যথাযথ প্রবন্ধ ও আনুষংগিক বিষয়াদি সংযোজনের ব্যবস্থা করা।

৭। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধীদের যাতায়াতের জন্য সহায়ক ব্যবস্থা করা।

'ঙ'

স্বাস্থ্য সেবা

১। প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচী গ্রহণ করা।

২। সরকারী হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসার জন্য চিকিৎসা উপকরণের ব্যবস্থাসহ চিকিৎসক ও চিকিৎসা কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৩। প্রতিবন্ধীদের জন্য পুষ্টি উপকরণ সরবরাহের ব্যবস্থা করা।

৪। উক্ত প্রশিক্ষণ পাঠক্রমে প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসা সম্পর্কিত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা করা।

Dhaka University Institutional Repository

'চ'

পুনর্বাসন ও কর্মসংস্থান

১। প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসনকল্পে ঋণ সহায়তা কর্মসূচীসহ যথাযথ কর্মসূচী গ্রহণ করা।

২। সরকারী বা বেসরকারী পর্যায়ে পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন ও উহা রক্ষণাবেক্ষণ করা।

৩। প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণের জন্য ম্যানুয়েল প্রণয়ন এবং উক্ত ম্যানুয়েল অনুসারে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।

৪। প্রতিবন্ধীদের জন্য উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র সনাক্তকরণ ও এইরূপ কর্মক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদের চাকুরীর সুযোগ সৃষ্টি করা।

৫। সরকারী, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের যথাযথ চাকুরীতে যোগ্যতাসম্পন্ন প্রতিবন্ধীদের জন্য সমান নিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৬। সরকারের নীতিমালা সাপেক্ষে, সরকারী, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের চাকুরীতে প্রতিবন্ধীদের জন্য নির্ধারিত বয়সসীমা শিথিলকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৭। সরকারী, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিয়মিত চাকুরীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে যথাযথ কোটা সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৮। প্রতিবন্ধীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রচার করা।

'ছ'

যাতায়াতের সুবিধা

১। প্রতিবন্ধীদের যাতায়াত ও যোগাযোগের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণকল্পে সরকারী, সংবিধিবদ্ধ ও বেসরকারী সংস্থার ভবন ও অন্যান্য স্থাপনা এবং যানবাহনে প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সৃষ্টির ব্যবস্থা করা।

২। রেলগাড়ী, নৌযান, বাস টার্মিনাল এবং বিশ্রামাগারসহ যে সকল স্থানে সাধারণের ব্যবহার্য শৌচাগার নির্মাণের বিধান রহিয়াছে সে সকল যান ও স্থানে যাহাতে প্রতিবন্ধীরা সুবিধাজনকভাবে ব্যবহারের সুযোগ লাভ করে তাহার ব্যবস্থা করা।

৩। দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের চলাচলের সুবিধার্থে শহরের প্রধান প্রধান রাস্তা পারাপারের স্থানে শব্দ সংকেতের ব্যবস্থা করা।

৪। প্রতিবন্ধীদের নিরাপদ ও মুক্ত চলাচলে সহায়তা প্রদানকল্পে উপযুক্ত প্রতীক উদ্ভাবন করা।

৫। হুইল চেয়ার ব্যবহারকারী প্রতিবন্ধীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে প্রযোজ্য স্থানে ঢালু ও বাকানো রাস্তা, সিড়ি ও র‍্যাম্প নির্মাণের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৬। পরিচয় পত্র বহনকারী প্রতিবন্ধী ও তাহার একজন সহযোগী সঙ্গীর জন্য বাস, ট্রেন, বিমান ও জলযানের রেয়াতী হারে ভাড়া নির্ধারণসহ বহনযোগ্য মালামাল পরিবহনের সুযোগ সৃষ্টি করা।

Dhaka University Institutional Repository

'জ' অংশ

সংস্কৃতি

১। প্রতিবন্ধীদের জীবন-যাপন, জীবিকা, শিক্ষা, বিনোদন ও আনুষঙ্গিক বিষয়ের উপর তথ্যাদি জাতীয় গণমাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা করা।

২। শারীরিক ও মানসিক ঝুঁকি এড়াইয়া চলিবার জন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং তাঁহার পরিবার কর্তৃক সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য প্রচার মাধ্যমে তথ্য প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৩। জাতীয় টেলিভিশনে বাক প্রতিবন্ধীদের শ্রবণ ও বোধগম্যতার জন্য ইশারা বা সাংকেতিক ভাষায় অনুষ্ঠান সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা।

৪। সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রতিবন্ধীতাকে পাঠ্য বিষয় হিসাবে অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা করা।

৫। প্রতিবন্ধীদের জন্য উপযোগী খেলাধুলা ও প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা করা।

৬। দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য ব্রেইল পদ্ধতির পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ এবং বাণীবদ্ধ ক্যাসেট সরবরাহের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহদান করা।

৭। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায়ে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সংগঠনে প্রতিবন্ধীদের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা।

৮। দেশে-বিদেশে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক কার্যক্রমে বা প্রতিযোগিতায় প্রতিবন্ধী দল প্রেরণ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সহযোগিতার ব্যবস্থা করা।

'ঝ' অংশ

সামাজিক নিরাপত্তা

১। প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ বীমা কার্যক্রম চালুকরণে বীমা প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহিত করা।

২। বেকার, অসহায় ও বৃদ্ধ প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ ভাতার ব্যবস্থা করা।

৩। নির্যাতন এবং প্রতারণার হাত হইতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের রক্ষার জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক দ্রুত আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৪। বাড়ী, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং কলকারখানা স্থাপনের জন্য সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

'ঞ' অংশ

প্রতিবন্ধীদের সংগঠন

১। প্রতিবন্ধীদের নেতৃত্ব বিকাশের জন্য জাতীয়, বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে পর্যায়ক্রমে যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

২। প্রতিবন্ধীদের স্বনির্ভর সংগঠন গড়িয়া তোলার সুযোগ সৃষ্টি করা।

৩। প্রতিবন্ধী সংগঠনের প্রতিনিধিদের অভিজ্ঞতা ও মত বিনিময়ের জন্য সেমিনার, ওয়ার্কসপ ও অনুরূপ অন্যান্য ব্যবস্থা করা।

আব্দুল মুক্তাদির চৌধুরী
অতিরিক্ত সচিব (আইন)।

Dhaka University Institutional Repository

[বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় গত ২৪শে মে, ২০০১ তারিখে প্রকাশিত]

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়

আইন শাখা-১

সংশোধনী

তারিখ, ২২শে মে, ২০০১/৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৮

নং ৩২(৭)/২০০১-আইন-১।—গত ৯ই এপ্রিল ২০০১ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১২নং আইন)-এর ১২৫২ নং পৃষ্ঠার-৩(২)(ঈ) অনুচ্ছেদে ভুলবশতঃ 'দৃষ্টিসীমা' শব্দটির পরে (Field of vision) মুদ্রণ করার পরিবর্তে বাংলায় অর্থহীন কিছু বর্ণ মুদ্রিত হয়েছে।

এক্ষণে, উক্ত গেজেটে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ২০০১ সনের ১২নং আইনে (ঈ) 'দৃষ্টিসীমা' শব্দটির পরে বাংলায় অর্থহীন কিছু বর্ণ-এর স্থলে '(Field of vision)' পড়িতে হইবে।

মোঃ বজলুর রহমান
উপ-সচিব (আইন প্রণয়ন)।

বাঃসঃমু-২০০১-০২/৩৪১৪-কম-১—২০০১।

Dhaka University Institutional Repository

পরিপত্র

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
Dhaka University Institutional Repository
তেজগাঁও, ঢাকা।

সংখ্যা-৪৩.৩৯.৩০.০০.০০.০১.২০০২-৮১(১০২)

তারিখঃ ২৩-১১-১৪০৮বঃ
০৭-০৩-২০০২খ্রিঃ

পরিপত্র

বিষয়ঃ প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সদয় সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেনঃ

ক. **স্বল্পমেয়াদী কার্যক্রম ঃ**

১. দেশের সর্বত্র যানবাহনে প্রতিবন্ধীদের যাতায়াত সহজ করার লক্ষ্যে ট্রেন স্টেশন, বাস টার্মিনাল, নৌ-বন্দর, লঞ্চ-স্টিমার ঘাট, বিমানবন্দর ও বিমান অফিসে আলাদা টিকেট কাউন্টার স্থাপন;

২. বাস, ট্রেন ও লঞ্চ-স্টিমারে প্রতিবন্ধীদের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন সংরক্ষিত রাখা;

৩. প্রচলিত আইনে এতিম ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি চাকুরিতে যে ১০% কোটা আছে তা যথাযথভাবে পূরণ;

৪. সকল সরকারি অফিসে কাজের জন্য আসা প্রতিবন্ধীদের হয়রানি বন্ধ করার উদ্দেশ্যে সমাজ সেবা অধিদপ্তরে একটি অভিযোগ বাক্স খোলা;

৫. সকল সরকারি অফিসে প্রতিবন্ধীদের যাতায়াত সহজ করার লক্ষ্যে ঢালু পথ (Ramp) তৈরি করা; এবং

৬. সরকারের ১ম ও ২য় শ্রেণীর চাকুরিতে প্রতিবন্ধীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে যে বিধিনিষেধ রয়েছে তা তুলে নেয়া।

খ. **দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রম ঃ**

১. সকল রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক কর্তৃক প্রতিবন্ধীদের ক্ষুদ্র ঋণ(Micro Credit) প্রদানের ব্যবস্থা চালু করা;

২. সমাজ সেবা অধিদপ্তরের মালিকানাধীন প্লাস্টিক সামগ্রী নির্মাণ কারখানা 'মৈত্রী শিল্প' কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী সম্ভাব্য ব্যবহারকারী সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ যেন বিনা টেন্ডারে ক্রয় করে তার ব্যবস্থা করা; এবং

৩. জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনকে প্রদত্ত সরকারের আর্থিক অনুদান ২০% বৃদ্ধি।

উপর্যুক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/সংস্থা/ব্যাংকসমূহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

'বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন,২০০১'-এর তফসিলে যেসব কার্যক্রম গ্রহণের বিধান রয়েছে সেগুলি দ্রুত বাস্তবায়নের উক্ত আইনের ৪(১) ধারায় গঠিত 'জাতীয় সমন্বয় কমিটি'র সদস্য-সচিব জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনে ব্যবস্থাপনা লক ও ৮(১) ধারায় গঠিত 'নির্বাহী কমিটি'র সভাপতি, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব একটি কর্মকৌশলপত্র (Strategy r) প্রণয়নপূর্বক নির্ধারিত সময়সূচির মধ্যে সেগুলি বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

০৭-০৩-০২

(ম. আসাহাবুর রহমান)
পরিচালক
☎ঃ ৮১১-১২১১

ঃ

সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন, পুরাতন বিমান বন্দর, তেজগাঁও, ঢাকা/গভর্ণর, বাংলাদেশ ব্যাংক, মতিঝিল, ঢাকা।
সচিব, অর্থ বিভাগ/সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়/সচিব, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়/সচিব, সড়ক ও রেলপথ বিভাগ/সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় /সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়/সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, শিল্প ভবন, মতিঝিল, ঢাকা/সচিব, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়/সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়/সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়/সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা/সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়।
মহাপরিচালক, সমাজ সেবা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল সংস্থা, কারওয়ান বাজার, ঢাকা।
চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন, ১/ডি আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, ইউএই মৈত্রী কমপ্লেক্স,বাড়ি নং-২, সড়কনং-১৭, ব্লক-সি, বনানী, ঢাকা।
মহাব্যবস্থাপক, মৈত্রী শিল্প, স্টেশন রোড, টঙ্গি, গাজীপুর।

Dhaka University Institutional Repository

পত্র সংখ্যা-৪৩.৩৯.৩০.০০.০০.০১.২০০২-৮১(১০২) তারিখঃ ২৩-১১-১৪০৮বঃ
০৭-০৩-২০০২খ্রিঃ

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

১। প্রেস সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়(একটি তথ্য বিবরণী জাতীয় দৈনিকসমূহে প্রকাশের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো)।
২। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)।
। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সোনালী/অগ্রণী/জনতা/কৃষিব্যাংক।
৪। জেলা প্রশাসক (সকল)
৫। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-১/২, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
৬। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব-১/২, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
৭। মুখ্য সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।

(ম. আসাহাবুর রহমান)
পরিচালক
☎ঃ ৮১১-১২১১